

(এই গ্রন্থে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার কোনও স্বয়ং নাই)

মুদ্রাকর :

বিবেকানন্দ প্রেস, প্রাইভেট লিমিটেড

৯, শিবনাথবাগ দাশ লেন, কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণ

১৩৭৩ (১৯৬৬)

প্রকাশক : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

৩, শঙ্কুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট

কলিকাতা-২০

উৎসর্গ

যাঁহার নিকট বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, প্রাচীন
ভারতের জ্ঞানধারা যাঁহার মধ্যে নির্মলভাবে উৎসারিত
হইয়াছিল, সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য যিনি বারুকোণ
যৌবনোচিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন,
সেই যমের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিত
মহানরোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ
মাধো বেতাস্ততীর্থের নামে
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম ।

এই গ্রন্থকারের প্রণীত পুস্তকাবলি :

অনীতি (উপন্যাস)

সুরেশ্বর শিখা (উপন্যাস) (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ভগবৎ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধাবলি)

ধর্ম প্রসঙ্গ ঐ

যেবার মহিষা (কাব্য)

প্রমথ কাহিনী

উপনিষদ ১ম খণ্ড (ঐশ, কেন, কঠ)

উপনিষদ ২য় খণ্ড (প্রহ্ন, যুগুৎ, নাট্যুকা)

উপনিষদ ৩য় খণ্ড (তৈত্তিরীয়, ঐত্তর্যেয়)

ধর্ম ও সমাজ (প্রবন্ধাবলি)

হিন্দুধর্ম

"আলোক তীর্থেব" সমালোচনা

পদানুসারে ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্কর—অপ্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গক বাক্য বিচারঃ ।

রামানুজ—বেদান্তবাক্যানাং পরব্রহ্মপ্রতিপাদনেপ্রাধান্যম্, শাস্ত্রাণাম্ এব
প্রাণাণ্যম্, নহি ব্রহ্ম অচেতনম্ বস্তু, নাপি জীবঃ । ব্রহ্মণো
দিব্য রূপম্ ।

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—অপ্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গকোপাস্তবাক্যজাতবিচারঃ

রামানুজ—অপ্পষ্ট জীবাদি লিঙ্গকানি বাক্যানি

তৃতীয় পাদ

শঙ্কর—বিদ্যালাভেন নির্ণয়ঃ

রামানুজ—অপ্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গক বাক্য জাত বিচারঃ

চতুর্থ পাদ

শঙ্কর—সন্দিগ্ধপদজাত বিচারঃ

রামানুজ—প্রধানকারণপ্রতিপাদনচ্ছায়াবিশ্বসাবিবাক্যজাত বিচারঃ ”

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শঙ্কর—সাংখ্যযোগকানাদ্যভিঃ তদ্বৈক্যে বিরোধপরিহারঃ

রামানুজ—সাংখ্যাদি মতোংগগ্রাপত্তি পরিহারঃ

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—সাংখ্যাদিমতদূষণঃ

রামানুজ—ঐ . . .

তৃতীয় পাদ

শব্দর—পঞ্চমহাত্তজবিশ্রুতীনাং বিরোধ পরিহারঃ

রামানুজ—ব্রহ্মণঃ চিত্তিঘটনাম্ উৎপত্তিঃ

চতুর্থ পাদ

শব্দর—লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিবোধপরিহারঃ

রামানুজ—জীবন্ত উপকরণ ভূতেল্লিয়াদীনাং উৎপত্তি প্রকরণঃ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শব্দর—জীবন্ত পরলোক গমনাগমন বৈবাণ্য নিরূপণম্

রামানুজ—জীবন্ত পরলোক গমনাগমনে দ্বন্দ্বঃ—জাগ্রতাবস্থাব্যং চ দ্বন্দ্বম্ ।

দ্বিতীয় পাদ

শব্দর—তত্ত্বং পদার্থ নিরূপণঃ

রামানুজ—বস্তু অধুপ্তি মূর্ত্যবস্থায় গোচরঃ

তৃতীয় পাদ

শব্দর—সত্ত্বগবিদ্যায় ভগ্নানাম্ নির্ভরণে ব্রহ্মণি অণুমক্কদোষানাম্
উপসংহাবনিরূপণম্

রামানুজ—বিভিন্নোপাসনা বিষয়কঃ বিচারঃ বিদ্যানামেকক নিরূপণম্

চতুর্থ পাদ

শব্দর—ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে বাহিবক অন্তবদ সাধনম্

রামানুজ—সূতঃ বিষয়ায়া এব যোকঃ ? উত বিষ্যাহুক্ত কর্মণঃ যোকঃ ?
নিচ্ছান্ত,-বিষ্যয়া এব যোকঃ ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদ

শব্দর—জীবন্যুক্তি নিরূপণম্

রামানুজ—বিষ্যাবরণ বিশোধনপূর্জকম্ বিষ্যাবল নিরূপণম্

দ্বিতীয় পাদ

শঙ্কর—প্রাণাণীনাং উৎপত্তিঃ নিরূপণম্

রামানুজ—বিদ্যায়ুক্তস্ত গতিপ্রকারে প্রথমাবস্থা—দেহভাগঃ

তৃতীয় পাদ

শঙ্কর—সংগম ব্রহ্মবিদ্যঃ উত্তরমার্গনিরূপণম্

রামানুজ—দেহভাগানন্তরম্ বিদ্যায়ুক্তস্ত গতিঃ দেবযানপন্থাঃ

চতুর্থ পাদ

শঙ্কর—নির্ভেদ ব্রহ্মবিদ্যাঃ বিশেষযুক্তিঃ সংগমব্রহ্মবিদ্যো ব্রহ্মলোকস্থিতিঃ

রামানুজ—মুক্তানাম্ ঐশ্বর্য্য প্রকারঃ

বেদান্ত দর্শনের সূত্রসমূহের অকারাদিক্রমে সূচী ।

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা যথাক্রমে প্রাপ্ত হইল ।

সূত্র

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা

(অ)

অংশো নানাব্যাপদেশাৎ	২	৩	৪২
অভবগত্বাচ্চ ন সৌম্যত্বাতি	২	৪	১০
অক্ষবনম্ববাস্তবভূতঃ	১	৩	৩
অক্ষববিখ্যং স্বববোধঃ	৩	৩	৩৩
অগ্নিহোত্রানি কু	৪	১	১৬
অগ্ন্যাঙ্গিগতিশ্রুতিঃ	৩	১	৪
অদ্বাববভাস্ত ন	৩	৩	৫৩
অদ্বিত্বানুপপত্তেচ্চ	২	২	৬
অদেবু যথাশ্রয়ভাবঃ	৩	৩	৫৩
অচলত্বং চোপেক্য	৪	১	৯
অগবচ্চ	২	৪	৩
অগুচ্চ	২	৪	১২
অতএব চ নিত্যত্বং	১	৩	২৮
অতএব চ স ব্রহ্ম	১	২	১৬
অতএব ন দেবতা ভূতং চ	১	২	২৮
অতএব প্রাণঃ	১	১	২৪
অতএব চাগ্নীকনাত্মনোপেক্ষা	৩	৪	২৫
অতএব চানন্তাধিপতিঃ	৪	৪	২
অ তএব চোপনা সূর্য্যাকাশবিৎ	৩	-	১১

স্থল	অধ্যায়, পদ ও শ্লোকসংখ্যা		
অতএব সর্কাণ্যঃ	৪	২	২
অন্তঃ প্রবোধোহস্মাৎ	৩	২	৫
অন্তঃচায়নৈহপি নক্ষিণে	৪	২	১২
অন্তঃকিতজ্ঞায়ো লিপ্যন্ত	৩	৪	৩২
অতিদেশাচ্চ	৩	৩	৪৫
অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্	৩	২	২৫
অতোহস্তাশি হেতুকাহুতয়োঃ	৪	১	১৭
অস্তা চরাত্রগ্রহণাৎ	১	২	২
অথাভৌ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	১	১	১
অনুশ্রবানিওপকো ধর্মোক্তেঃ	১	২	২২
অনুষ্ঠানিয়মাৎ	২	৩	৪০
অধিকস্ত ভেদনির্দেশাৎ	২	১	২২
অধিকাররূপ-শব্দাস্থরেভ্যঃ	২	৩	১৩
অধিকোপদেশাত্ত্ব বাদনারগশ্চৈবঃ তদ্বর্ণনাৎ	৩	৪	৮
অধিষ্ঠানাহুপপত্তেচ্চ	২	২	৩৬
অধ্যয়নমাত্রবতঃ	৩	৪	১২
অনবস্থিতেরসমুদয়াক্রমেতন্নঃ	১	২	১৮
অনন্তিত্বং চ বর্ণয়তি	৩	৪	৩৫
অনারককার্যো এব তু পূর্বে তদ্বধেঃ	৪	১	১৫
অনাবিসুর্কপ্রবর্তাৎ	৩	৪	৪২
অনাবৃতিঃ শব্দানবৃত্তিঃ শব্দাৎ	৪	৪	২২
অনিয়মঃ সর্বোবাধনিগোধঃ শব্দাহুমানাত্যাম্	৩	৩	৩২
অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শতম্	৩	১	১২
অনুকৃত্তেতচ্চ চ	১	৩	২১
অনুজ্ঞাপরিহারৌ বেৎসব স্বাৎ অ্যোতিরাদিবঃ	২	৩	৪৭
অনুপপত্তেচ্চ ন শারীবঃ	১	২	৩
অনুবন্ধাবিত্যঃ প্রমাণচলনুৎপাদন- দৃষ্টেচ্চ তদ্বক্তব্য	৩	৩	৪৮

সূত্র	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা		
অমুর্থেৎ বাদবায়ণঃ সাম্যক্ষেতে:	৩	৪	১২
অমুর্থেৎবাদিনি:	১	২	৩১
অমুর্থেচ্চ	২	২	২৪
অনেন সর্লগতত্বমামশদ্বাদিত্য:	৩	২	৩৬
অন্তবা চাপি তু তদ্বৃষ্টে:	৩	৪	৩৬
অন্তবা ভূতগ্রামবৎ স্বায়মোহন্তথাভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ	৩	৩	৩৫
অন্তবা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিদ্বাদিতি চেৎ নাবিশেষাৎ	২	৩	১৬
অন্তর্বাদ্যাদিঐবাদিহু তর্কস্বব্যপদেশাৎ	১	২	১১
অন্তবত্বমসর্লজতা বা	২	২	৩৮
অন্তত্বদ্ব্যাপদেশাৎ	১	১	২১
অন্ত্যাবস্থিতেশোভনিত্যত্বানবিশেষ:	২	২	৩৪
অন্তত্বাত্বাত্ত ন তৃণাদিবৎ	২	২	৪
অন্তত্বাৎ শব্দাদিতি চেৎ নাবিশেষাৎ	৩	৩	৬
অন্তত্বানুমিতৌ চ জ্ঞপ্তিবিযোগাৎ	২	২	৭
অন্তত্বাবব্যাবৃষ্টেচ্চ	১	৩	১১
অন্ত্যাবস্থিতেহু পূর্ববদতিলাপাৎ	৩	১	২৪
অন্ত্যর্থন্ত লৈমিনিঃ প্রমথ্যাখ্যানাত্যামনি চৈবমেক	১	৪	১৬
অন্ত্যর্থন্ত পবামর্শ:	১	৩	১২
অন্ত্যাদিতি চেৎ শ্রাদবধাবগাৎ	৩	৩	১৭
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা	২	২	১৬
অপি চৈবমেক	৩	২	১৭
অপি সপ্ত	৩	১	১৫
অপি স্বর্য্যতে	১	৩	২২
অপি স্বর্য্যতে	২	৩	৪৪
অপি স্বর্য্যতে	৩	৪	৩০

শূত্র	অধ্যায়, পাদ ও শূত্রসংখ্যা		
অপি স্বর্ঘ্যতে	৩	৪	৩৭
অপি সংবাধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাং	৩	২	২৩
অপীতো তৎপ্রসঙ্গাদসমগ্রসং	২	১	৮
অপ্রতীকালস্বাভাব্যতীতি বাদস্বাভাব উভয়দ্বা চ			
দোষাৎ তৎক্ষতুশ	৪	৩	১৪
অবাধাচ্চ	৩	৪	২৯
অভাবং বাদবিরাহে হেবং	৪	৪	১০
অভিধ্যোপদেশাচ্চ	১	৪	২৪
অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষাহুগতিভ্যাং	২	১	৫
অভিব্যক্তেরিত্যাশ্রয়বধ্যঃ	১	২	২৯
অভিলক্ষ্যাদিষপি চৈবং	২	৩	৫১
অভ্যুপগমেহপর্য্যভাবাং	২	২	৮
অদ্বন্দ্বগ্রহণাত্ত ন তথাহুঃ	৩	২	১৯
অকপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ	৩	২	১৪
অচ্চিন্নাদিনা তৎপ্রতিভে:	৪	৩	১
অর্থকৌক্যাস্তদ্বপদেশাচ্চ নেতিচেষ			
নিচাষ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ	১	২	৭
অল্পজ্ঞতেরিতি চেত্তদ্বচ্চ	১	৩	২০
অবস্থিতিবৈশেষ্যানিতি চেত্তদ্ব্যুপগমাদ্			
তদি হি	২	৩	২৫
অবস্থিতিতেরিতি কাশকৃৎসঃ	১	৪	২২
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ	৪	৪	৪
অবিভাগো বচনাৎ	৪	২	১৫
অবিরোধকন্দনবৎ	২	৩	২৪
অন্তর্ভূমিতি চেন্ন শব্দাৎ	৩	১	২৫
অশ্রাদিবচ্চ তদ্ব্যুপগমন্তি:	২	১	২৩
অশ্রুতবাদিতি চেন্নৈষ্টাদিকারিণাং			
প্রতীভে:		১	৩৬

সূত্র

• অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা

অসুতি প্রতিজ্ঞাপর্বোষো বৌগপত্তমত্থা	২	২	২০
অসুতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রহাৎ	২	১	৭
অসম্ব্যপদেশাশ্বেতি চেন্ন বস্মীস্তবেণ বাক্যশেষাৎ	২	১	১৮
অসম্বতেচ্চাব্যতিক্রমঃ	২	৩	৪৮
অসম্ববস্ত সতোহুপপত্তেঃ	২	৩	৯
অসাম্বত্রিকী	৩	৪	১০
অস্তি তু	২	৩	২
অস্মিন্নন্ত চ তদ্ব্যোগঃ শান্তি	১	১	২০
অস্মৈব চোপপত্তেকথা	৪	২	১১

(আ)

আকাশতল্লিঙ্গাৎ	১	১	২৩
আকাশে চাবিশেষাৎ	২	২	২৩
আকাশোহর্থাস্তবদ্বাদিষ্যপদেশাৎ	১	৩	৪২
আচাববর্ণনাৎ	৩	৪	৩
আভিবাহিকাতল্লিঙ্গাৎ	৪	৩	৪
আত্মকৃত্তেঃ	১	৪	২৬
আত্মগৃহীতিবিতববদ্বস্তবাৎ	৩	৩	১৬
আত্মনি চৈবং বিচিন্নাক্ত হি	২	১	২৮
আত্মশব্দাচ্চ	৩	৩	১৫
আত্মা একরূপাৎ	৪	৪	৩
আয়েতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ	৪	১	৩
আদবদাপোপঃ	৩	৩	৩২
আদিত্যাদিমতৎক্ষাদ উপপত্তেঃ	৪	১	৬
আখ্যানায় প্রয়োজনাতাবাৎ	৩	৩	১৪
আনন্দময়োহভ্যাগাৎ	১	১	১৩
আনন্দাপথঃ প্রধানন্ত	৩	৩	১১
আনন্দক্যমিতি চেন্ন ভগপেক্ষহাৎ	৩	১	১০

সূত্র

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা

আহুমানিকমপ্যেক্ষামিতি চেঙ্গ .

শরীররূপকবিত্তস্তগৃহীভেদশয়তি চ	১	৪	১
আপঃ	২	১	১২
আপ্রায়ণাত্ত্বাপি হি দৃষ্টম	৪	১	১২
আভাস এষ চ	২	৩	৫০
আমনস্তি চৈনমশ্বিন্	১	২	৩২
আত্মিজ্যমিত্যোভূলোমিস্তমৈ			
হি পরিক্রীয়তে	৩	৪	৪৫
আবৃত্তিরসক্লপদেশাৎ	৪	১	১
অসীনাঃ সস্তবাং	৪	১	৭
আহ চ তন্মাত্রম্	৩	২	১৬

(ই)

ইত্তবপন্নামর্শাৎ স ইতি চেঙ্গাসস্তবাং	১	৩	৩৮
ইত্তব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদিনোষপ্রসক্তিঃ	২	১	২১
ইত্তবস্তাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু	৪	১	১৪
ইত্তবেতবপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেঙ্গোৎ-			
প্তিস্থিমাভ্রনিমিস্তত্বাৎ	২	২	১৯
ইত্তবেত্বর্থসামান্যত্বাৎ	৩	৩	১৩
ইত্তরেবাং চাহপলঙ্কে	২	১	২
ইয়দামননাৎ	৩	৩	৩৪

(ঈ)

ঈকতি কর্ণব্যপদেশাৎ সঃ	১	৩	১৩
ঈকভেদাশঙ্কম্	১	১	৫

(উ)

উৎক্রমিক্তত এবস্তাবাদিত্যোভূলোমিঃ	১	৪	২১
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্	২	৩	১২

স্থল	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা		
উত্তরত্ব চৈত্রবধেন লিঙ্গাৎ	১	৩	৩৫
উত্তরবাচ্ছেদাবিবৃৎত্বরূপস্ত	১	৩	১২
উত্তরবোধপাদে চ পূর্বনিবোধাৎ	২	২	২০
উৎপত্তাসম্বন্ধাৎ	২	২	৪২
উদাসীনানামপি চৈবঃ শিক্তিঃ	২	২	২৬
উপদেশভেদপ্রাপ্তি চেদ্ব্যভিন্নমিত্য			
বিরোধাৎ	১	১	৫৮
উপপত্তেস্ত	৩	২	৩৫
উপশক্তিতে চাপ্যপলভ্যতে চ	২	১	৩৬
উপপত্তন্তরুণার্থোপলক্কের্ণাকবৎ	৩	৩	৩০
উপপূর্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবতত্বস্তম	৩	৪	৪২
উপমর্ষণে চ	৩	৪	১৬
উপলক্ষিবদনিত্যঃ	২	৩	৩৭
উপসংহাবদর্শনান্নোক্ত চেন্ন স্বীকৃত্য	২	১	২৪
উপসংহারোঃ স্বার্থভেদাদ্ বিধিশেষবৎ			
সমানে চ	৩	৩	৫
উপস্থিত্তেহতত্ত্বচমাৎ	৩	৩	৪১
উপাদানাত্	২	৩	৩৫
উভয়থা চ দোষাৎ	২	২	১৬
উভয়থাপি ন কণ্মাতত্ত্বভাবঃ	২	২	১২
উভয়ব্যাপদেশাবৃদ্ধি-কুণ্ডলবৎ	৩	৩	২৭
উভয়ব্যাপ্যমোহান্তৎসিদ্ধেঃ	৪	৩	৫

(উ)

উক্তরেতঃস্থ ॥ শব্দে হি

৩ ৪ ১৭

(এ)

এক পায়নঃ শব্দীবে ভাবাৎ

৩ ৩ ২৩

এতেন মাতবিত্তা ব্যাখ্যাতঃ

২ ৩ ৮

সূত্র

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা

ছন্দোহতিধানান্নেতি চেন্ন তথা

চেতোহর্পণনিগদাস্তথা হি দর্শনন্

১ ১ ১৬

(জ)

জগদ্বাচিহ্নাৎ

১ ৪ ১৬

জগদ্ব্যাপাববর্জং প্রকবণাদসম্মিহিতত্বাচ্চ

৪ ৪ ৪৭

জগদ্ব্যাপ্য যতঃ

১ ১ ২

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেদ্ব্যাপ্যাত্তন্

১ ৪ ১৭

জীৱমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেদ্ব্যাপ্যাত্তৈ-

বিধ্যাদাপ্রিতত্বাদিহ তদ্ব্যোগাৎ

১ ১ ৩২

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ

১ ৪ ৪

জ্ঞোহতএব

২ ১ ১২

জ্যোতিবাত্তিষ্ঠানং তু তদামননাৎ

২ ৪ ১৩

জ্যোতিরূপজ্ঞানাং তু তথাহধীযত একে

১ ৪ ৯

জ্যোতিদর্শনাৎ

১ ৩ ৪১

জ্যোতিশ্চব্যাতিধানাৎ

১ ১ ২৫

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ

১ ৩ ৩১

জ্যোতিধৈকেবামলতন্মে

১ ৪ ১৩

(জ)

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যাপদেশানন্তর শ্রেষ্ঠাৎ

২ ৪ ১৫

তচ্ছ্রুতে:

৩ ৪ ৪

তত্তিতোহধি বকণঃ সম্বন্ধাৎ

৪ ৩ ৪

তত্ত্ব সম্বন্ধাৎ

১ ১ ৪

তৎপূর্বকত্বাচ্চ

২ ৪ ৩

তত্রাপি চ অব্যাপ্যাবাদবিক্রোধঃ

৩ ১ ১৬

তৎস্বাভাব্যাপ্তিরূপপক্ষে:

৩ ১ ২২

তথাচৈকবাক্যোপবন্ধাৎ

৩ ৪ ২৪

তথাত্তপ্রতিষেধাৎ

৩ ২ ৬৫

সূত্র	অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা		
তথা প্রাণাঃ	২	৪	১
তদধিগম উত্তরপূর্বধ্বংসোরশ্লেষবিনাশো			
তদ্যপদেশাৎ	৪০	১	১৩
তদধীনকান্ধবৎ	১	৪	৩
তদন্তরদ্বারস্থ-শব্দাদিত্য	২	১	১৫
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রুহতি সম্পরিক্তঃ			
প্রস্থানিরূপণাত্যাঃ	৩	১	১
তদুত্তাবো নাভীসু তচ্ছূতেরায়নি চ	৩	২	৭
তদুত্তাব নির্দ্ধারণে চ প্রবৃন্তেঃ	১	৩	৩৭
তদভিধ্যানাদেব তু ভরিদাৎ সঃ	২	৩	১৪
তদব্যক্তমাহ হি	৩	২	২২
তদাপীভেঃ সংসারব্যাপদেশাৎ	৪	২	৮
তদুপর্যাপি বাদরায়ণঃ সত্তাৎ	১	৩	২৫
তদোকোহিগ্রন্থনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো			
বিদ্যানামর্থ্যং তচ্ছ্বেগভ্যস্তস্বতিযোগাদ্-			
হান্দাহুহীভঃ নভাধিকরা	৪	২	১৬
তদুগুণসারস্বাত্ত তদ্যপদেশঃ প্রাক্কবৎ	২	৩	২৩
তচ্ছ্বেতুব্যপদেশাত্ত	১	১	১৫
তদন্তর তু নাতদুত্তাবো জৈমিনেরপি			
নিয়মাত্ত্রপাতাবেভ্যঃ	৩	৪	৪০
তদন্তো বিধানাৎ	৩	৪	৬
তদ্বিধারগানিয়মতদ্বষ্টেঃ পৃথগ্-			
হ প্রতিবন্ধঃ কলম্	২	৩	৪২
তদ্বিষ্টত্ব যোক্তাপদেশাৎ	১	১	৭
তন্ননঃ গ্রাণ উত্তরাৎ	৪	২	৩
তদুত্তাবে সঙ্ক্যবস্থপপত্তেঃ	৪	৪	১৩
তদ্ব্যপ্রতিষ্ঠান্যদপ্যুক্তধাহ্মস্মেরমিতি			
তেনবমণ্যবিষোকপ্রসঙ্গঃ	২	১	১১

শ্রুত	অধ্যায়, পদ ৪ শ্রুতসংখ্যা		
উক্ত চ নিত্যত্বাৎ	২	৪	১৪
তানি পবে তথাহাহ	৪	২	১৪
তুল্যং তু দর্শনং	৩	৪	২
তৃতীয়শব্দাববোধঃ সংশোধকজ্ঞাত	৩	১	২১
তেজোহিত্ত্বত্বাহ	২	৩	১০
জ্ঞানগাম্যেব চৈতন্যপূর্ণত্বাৎ প্রকল্প	১	৮	৬
জ্ঞানকর্তৃত্বত্বাহ	৩	১	২

(দ)

দর্শনাচ্চ	৩	১	২০
"	৩	৩	৪৮
"	৪	৩	১২
দর্শনত্বৈব প্রত্যক্ষস্থানে	৬	৪	২০
দর্শয়তি চ	৩	৩	৪
"	৩	৩	২২
দর্শয়তি চাখোঁ অপি স্বর্যতে	৩	২	১৭
দহব উক্তবেভ্যঃ	১	৩	১৩
দৃশ্যতে তু	২	৪	৬
দেবাদিবদপি লোকে	২	১	২৫
দেহযোগাচ্চা সোহপি	৪	২	৫
দ্রব্যভ্যাংগায়তনং স্বলক্ষ্য	১	৩	১
ষাদশাহবহুভববিধঃ বাদবারণোহতঃ	৪	৪	১২

(ধ)

ধর্ম্ম জৈমিনিবত এব	৩	২	৩২
ধর্ম্মোপপত্তেচ্চ	১	৩	৮
ধৃতেশ্চ মহিম্নোহিত্ত্বান্নি পলঙ্কে	১	৩	১৫
ধ্যানাচ্চ	৪	১	৮

(ন)

ন কর্ম্মাবিতাঙ্গাভিত্তি চেৎ, নানাদি যাৎ	২	১	৩৫
ন চ বর্জঃ কবর্ণম্	২	২	৪০
ন চ কার্যো প্রত্যভিসন্ধিঃ	২	৩	১৫
ন চ পর্য্যায়ানপ্যবিবোধঃ বিষয়াদিত্যঃ	২	২	৩৩
ন চ অর্ধমতচ্ছিন্নাভিসংপাৎ	১	২	২০
ন চাধিকারিকমপি পত্তনং নান্য তদ্ব্যয়োগাৎ	৩	৪	৪১
ন কৃ নৃষ্টাস্তভাবাৎ	২	১	৯
ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ	৩	১	১৮
ন প্রতীকে নহি সঃ	৪	১	৪
ন প্রয়োজনত্বাৎ	২	১	৩২
ন বক্তৃব্যাক্ষোপদেশাভিত্তি চেৎধ্যাঙ্গ- সম্বন্ধত্বাৎ	১	১	৩০
ন কা তৎসংলোভাত্মভেদেঃ	৩	৩	৬৩
ন বা প্রকরণভেদাৎ পনোববীযত্মাদিবৎ	২	৩	৭
ন ব্যাঘ্র-ক্রিয়ে পৃথগ্গণদেশাৎ	২	৪	৮
ন বা বিশেষাৎ	৩	৩	১১
ন বিয়দভ্রতেঃ	২	৩	১
ন বিলকণদ্বাদস্ত তথ্যত্বং চ শব্দাৎ	২	১	৪
ন ভাবোহুপলব্ধেঃ	২	২	২৯
ন সাংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাতাবদ্বিত্ব- বেদ্যাক্ষ	১	৪	১১
ন সামাগ্রাসপূর্ণসংকর্ষ, ক্র্যবৎ নহি লোকগতিঃ	৩	৩	৫১
ন স্থানতোহপি পাতস্তোত্রবলিভঃ সর্বত্র হি	৩	২	১১
অপূর্ণসংকর্ষ, ক্র্যবিত্তি চেৎসংগ্রহাদিত্যাবাৎ	২	৩	২২
নাতিচেষ্টে বিশেষাৎ	৩	১	২৩

সূত্র

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা

নাম্মাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ ভাভ্যঃ	২	৩	১৮
নানা শব্দাদিভেদাৎ	৩	৩	৫৬
নামুমানয়তচ্ছন্দাৎ	১	৩	৩
নাভাব উপলক্ষেঃ	২	২	২৭
নাবিশেষাৎ	৩	৪	১৩
নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ	২	২	২৫
নিত্যম্বেব চ ভাবাৎ	২	২	১৩
নিত্যোপলক্ষ্যত্বপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্ততব- নিয়মো বাস্তব্যা	২	৩	৩২
নিয়মাচ্চ	৩	৪	৭
নির্ম্মাতাবৎ চৈকে পুস্ত্রাধযশ্চ	৩	২	২
নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিহাৎ দর্শয়তি চ	৪	২	১৮
নেতবোধরূপপক্ষেঃ	১	১	১৭
নৈকগ্নিন্ দর্শয়তো হি	৪	২	৬
নৈকগ্নিম্নসম্ভাবাৎ	২	২	৩১
নোপমর্দেদাতঃ	৪	২	১০

(প)

পঞ্চবৃত্তিম'নোবদ্ ব্যাপদিশ্রুতে	২	৪	১১
পটবচ্চ	২	১	১৯
পত্যাশিশঙ্কেভ্যঃ	৪	৩	৪৪
পত্ন্যবসামগ্রত্বাৎ	২	২	৩৫
পয়োহবৃচ্ছেৎ তত্রাপি	২	২	২
পন্নং জৈমিনিরুখ্যত্বাৎ	৪	৩	১১
পবমন্তঃ সেতুমান-সম্বন্ধভেদব্যাপদেশেভ্যঃ	৩	৩	৩০
পবাস্তু, তচ্ছন্তেঃ	২	৩	৪০

পরাভিধানান্ত্র তিবোহিতঃ

ভতো হৃদ্য বন্ধবিপর্যয়ে

৩ ২ ৪

পরাবর্নং জৈমিনিবচোদনাচাপবতি

৩ ৪ ১৮

পবেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধাং ভূষাভ্যন্ত্রবন্ধঃ

৩ ৩ ৫২

পরিণামাৎ

১ ৪ ২৭

পাবিপ্লবার্থা ইতি চেব, বিশেষিতত্বাৎ

৩ ৪ ২৭

পুংস্বাদিবৎ তত্র সতোহভিব্যক্তিব্যাগাৎ

২ ৩ ১

পুরুষবিজ্ঞানমপি চেত্তবেবামনান্নান্য

৩ ৩ ২৪

পুরুষার্থেহতঃ শব্দাদিতি বাধবামণঃ

৩ ৪ ১

পুরুষানুব্রিতি চেৎ তথাপি

২ ২ ৫

পূর্বং তু বাধবামণো হেতুবাগদেশাৎ

৩ ২ ৪০

পূর্ববদ।

৩ ২ ২৮

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ ত্বাৎ, ত্ফিরা যাননবৎ

৩ ৩ ৪৪

পুংস্বপদেশাৎ

২ ৩ ২৮

পুণিবী

২ ৩ ১২

প্রকরণাৎ

১ ৩ ৫

প্রকরণাচ্চ

১ ২ ১০

প্রকাশাবদবৈযর্থ্যাম্

৩ ২ ১৫

প্রকাশবচাবৈশেষ্যং, প্রকাশচ

কর্শূণ্যভ্যাগাৎ

৩ ২ ২৫

প্রকাশাবিবত্ত্ব নৈবং পরঃ

২ ৩ ৪৫

প্রকাশপ্রবন্ধা তেজত্বাৎ

৩ ২ ২৭

প্রকৃতিচ প্রতিজ্ঞাসৃষ্টাভ্যাপ্নয়োবাৎ

১ ৪ ৩৩

প্রকৃতিতত্ত্ববৎ হি প্রতিষেধতি

ভতো প্রবীতি চ ত্বৎ

৩ ২ ২১

প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ

১ ১ ২

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেপি নানবধ্যঃ

১ ৪ ২০

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিবেকাচ্ছব্দেতাঃ

২ ৩ ৫

শ্রুত	অধ্যায়, পাদ ও শ্রুতসংখ্যা		
প্রতিষেধাচ্চ	৩	২	২৩
প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শাবীবাৎ	৪	২	১২
প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিবোধাপ্রাপ্তি- ববিচ্ছেদাৎ	২	২	২
প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নান্বিকারিক মণ্ডলস্থোক্তে:	৪	৪	
প্রথমমহত্ববর্ণাদিতি চেন্ন, তা এব ছ্যপপত্তে:	৩	১	৪
প্রদানবদেব তত্ত্বক্ষম্	৩	৩	৪৩
প্রদীপদ্যাবেশতথাহি দর্শয়তি	৪	৪	১৫
প্রদেশভেদাদিতি চেন্নাস্তর্জবাৎ	২	৪	৫২
প্রসিক্কেচ্চ	১	৩	১৭
প্রাণগতেশ্চ	৩	১	৩
প্রাণতথায়ুগমাৎ	১	১	২৩
প্রাণানয়ো বাক্যশেষাৎ	১	৪	১২
প্রিয়শিবদ্ব্যজপ্রাপ্তিকপচয়ো হি ভেদে	৩	৩	১২
(ফ)			
ফলমত উপপত্তে:	৩	২	৩৭
(ব)			
বহিস্ত ত্বৎথাপি শ্বভেবাচাবাচ্চ	৩	৪	৪৩
বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ	৩	২	৪২
ব্রহ্মদৃষ্টিঋৎকর্ষাৎ	৪	১	৫
ব্রাহ্মেণ জৈমিনিকপজ্ঞাসাদিভাঃ	৪	৪	৫
(ভ)			
ভাক্তং বানান্নবিস্তাৎ তথাহি দর্শয়তি	৩	১	৭
ভাবৎ জৈমিনিবিকল্পায়মনাৎ	৪	৪	১১
ভাবশকাচ্চ	৩	৪	২২
ভাবে চোপলক্কে:	২	১	১৬

সূত্র	অধ্যায়, পাদ ও সহস্রসংখ্যা		
ভাবে জাগ্রৎ	৪	৪	১৪
ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্তৈশ্চবন্	১	১	২৭
ভূতস্য তচ্ছ্রুতঃ	৪	২	৫
ভূতস্য সম্প্রসাদাদধুপদেশাৎ	১	৩	৭
ভূতঃ ক্রতুৰ্বৎ জ্যায়ন্তম্ তথাহি দর্শয়তি	৩	৩	৫৫
ভেদব্যাপদেশাচ্চ	১	১	১৮
ভেদব্যাপদেশাচ্চাত্তঃ	১	১	২২
ভেদভেদভেদৈলক্ষণ্যচ্চ	২	৪	১৬
ভেদানিতি চেন্ন এতোকমতম্ভচনাৎ	৩	২	১২
ভেদানেনিতি চেদেকস্তামপি	৩	৩	২
ভোক্তৃপাদস্তেববিভাগশ্চেৎ স্তাৎ লোকবৎ	২	১	১৪
ভোগমাত্রিশাম্যাদিপাদাচ্চ	৪	৪	২১
ভোগেননিত্ত্বৈবে অপযিত্বা সম্পত্ততে	৪	১	১৩

(ম)

মধ্যাদিবদন্তবাদনদিকাবৎ তৈজসিনিঃ	১	৩	৩০
মন্ত্রবর্ণাৎ	২	৩	৪৩
মন্ত্রাদিবদ্য বিবোধঃ	৩	৩	৫৪
মহদীর্ঘবদ্য স্বপ্নপবিত্রশাস্ত্রাভ্যাম্	২	২	১০
মহৎসু	১	৪	৭
মাংসাঙ্গি ভৌমঃ যথাগন্ধমিত্যবযোশ্চ	২	৪	১৮
মাত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে	১	১	১৬
মাষামাত্রঃ তু কাৎ স্নেহান্নিভিবাক্তস্বরূপদ্বাৎ	৩	২	৩
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ	৪	৪	২
মুক্তোপস্থপ্যব্যাপদেশাৎ	১	৩	২
মুক্তেহর্গসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ	৩	২	১০
মৌনমিত্ত্বত্বেদ্ব্যাক্ত্যুপদেশাৎ	৩	৪	৪৮

(য)

যত্নৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ	৪	১	১১
যথা চ তৎকোভয়ধা	২	৩	৩২
যথা চ প্রাণাদিঃ	২	১	২০
যদেব বিদ্যয়েতি হি	৪	১	১৮
যাবদধিকাবসবস্থিতিরাদিকারিকাগাম্	৩	৩	৩১
যাবদান্নভাবিত্বাচ্চ ন দোষতদ্বর্ণনাথ	২	৩	৩০
যাবদ্বিকাবৎ তু বিভাগো লোকবৎ	২	৩	৭
যোগিনঃ প্রতি চ অর্থ্যেতে অ্যার্থে চৈতে	৪	২	২০
যোনিষ্ঠ হি গীয়েতে	১	৪	২৮
যোনেঃ শরীৰম্	৩	১	২৭

(ঝ)

বচনানুপপত্তেষ্ঠ নানুমানম্	২	২	১
ব্রহ্মানুসাবী	৪	২	১৭
রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ	২	২	১৪
রূপোপভাসাচ্চ	১	২	২৪
বেতঃসিগযোগোহথ	৩	১	২৬

(ঞ)

লিঙ্গভূয়স্বাৎ তন্নি বলীয়ন্তদপি	৩	৩	৪৩
লিঙ্গাচ্চ	৪	১	২
লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্	২	২	৩২

(ব)

বদন্তীতি চেৎ, প্রাক্তো হি প্রকবণাৎ	২	৪	৫
বাক্যাদ্বয়াৎ	২	৪	১১,
বাঙমনসি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ	৪	২	১
বাসুদেবাদবিশেষ-বিশেষাত্ম্যম্	৪	৩	২

সূত্র

অধ্যায়, পাদ, ও সূত্রসংখ্যা

বিকরণদ্বয়েতি চেৎ তদ্বৃক্স	২	১	৩১
বিকল্পোহমিশিষ্টফলদ্বাং	৩	৩	৫৭
বিকাবাবাতি চ তথাহি স্থিতিমাহ	৪	৪	১০
বিকারশব্দায়েতি চেৎ প্রাচুর্য্যং	১	১	১৪
বিজ্ঞানাদিতাবে বা চতুঃপ্রতিষেধঃ	২	২	৪১
বিজ্ঞাকর্মণোসিতি তু প্রকৃতদ্বাং	৩	১	১৭
বিদ্যেব নির্জীবণ্যং দর্শনাচ্চ	৩	৩	৪৬
বিধিবা ধারণবৎ	৩	৪	২০
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্ততে ॥	২		
বিপ্রতিষেধাচ্চ	২	২	৪২
বিপ্রতিষেধাচ্চানুমঙ্গলম্	২	২	৫
বিভাগঃ শতবৎ	৩	৪	১১
বিবোধঃ কস্মীতি চেদ্বানেক প্রতিপত্তে- দর্শনাং	১	৩	১৬
বিবিক্ষিতগুণোপপত্তেচ্চ	১	২	২
বিশেষঃ চ দর্শয়তি	৪	৩	১৫
বিশেষণ-ভেদব্যাখ্যেশা ভ্যাং ॥ নেতবো	১	২	২৩
বিশেষণাচ্চ	১	২	১৩
বিশেষ্যাহগ্রহণ	৩	৪	৩৮
বিশেষিতত্বাচ্চ	৪	৩	৭
বিহিতত্বাচ্চানুমঙ্গলম্	৩	৪	৩২
বুদ্ধিহীনভাক্ত মন্তত বা তদসমানজ্ঞানাদেবম্	৩	২	২০
বেদান্তার্থভেদাং	৩	৩	২৫
বৈহাতেনৈব ততস্তচ্ছূতেঃ	৪	৩	৫
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ	২	১	২৮
বৈশেষ্যাত্ত তদাদিতদ্বাং	২	৪	১০
বৈখাননঃ সাধাবণ-সম্ববিশেষাং	১	২	২৫

শ্রুত

অধ্যায়, পাদ ও সূত্রসংখ্যা

বৈষম্য-নৈসর্গ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি

দর্শয়তি

ব্যতিবেকসম্ভাবভবিদ্বাৎ

ব্যতিবেকানবস্থিতেন্দ্ৰিয়ানপেক্ষত্বাৎ

ব্যতিবেকো গদ্যবৎ তথাহি দর্শয়তি

ব্যতিহারো বিশিষ্ট্যস্তি হৌতরবৎ

ব্যাপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দেশ-

বিপর্যায়ঃ

ব্যাপ্তোশ্চ সমগ্রসং

২ ১ ৩৪

৩ ৩ ৫২

২ ২ ৩

২ ৩ ২৭

৩ ৩ ৩৬

২ ৩ ৩৫

৩ ৩ ৩

(৯)

শক্তিবিপর্যয়াৎ

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাদ্

প্রত্যক্ষাহমানাভ্যাম

শব্দবিশেষাৎ

শব্দচ্ছাত্তোহকামকাবে

শব্দান্দেব প্রমিতঃ

শব্দানিভোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাক্ষ নেতি চেন্ন

তথাদৃষ্ট্যাপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি

ইচেনমধীয়েতে

শব্দেভ্যঃ

শব্দমাদ্যাপেতঃ স্ত্রাৎ তথাপি তু

তদ্বিধেত্তদঙ্গতয়া ভেদ্যমবজ্ঞাতর্থেষদ্বাৎ

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাত্মপদেশো বাসদেবাদিবৎ

শাস্ত্রযোনিদ্বাৎ

শিষ্টেচ্চ

শব্দস্ত তদনাদবশবণাৎ তদানুবর্ণাৎ উচ্যতে

২ ৩ ৩৭

১ ৩ ২৭

১ ৩ ৫

৩ ৪ ৩১

১ ৩ ৩৩

১ ৩ ৩৭

৩ ৩ ৩

২ ৪ ৩৭

১ ১ ৩০

১ ১ ৩

৩ ৩ ৩০

১ ৩ ৩০

সূত্র	অধ্যায়, পাদ ও শ্লোকসংখ্যা		
শেষবাৎ পুরুবার্ধবানো যথাত্তে দ্বিতি ত্রৈত্বিনি:	৩	৪	২
শ্রবণাধায়নার্ধপ্রতিষেধাৎ শ্রুতেচ্চ	১	৩	৩৮
ঐতৎস্বাচ্চ	{ ১ ৩	{ ১ ২	{ ১২ ৩৮
ঐতৎস্ব শব্দমূলত্বাৎ	২	১	২৭
ঐতৎপানিহংকগত্যাভিধানাচ্চ	১	২	১৭
ঐত্যাতিবদীয়াত্মন বাধ:	৩	৩	৪৭
শ্রোতশ্চ	২	৪	৭

(জ)

স এব তু কর্ম্মাস্তস্বভিষকবিধিতা:	৩	২	৯
সংস্রাণেব তচ্ছভে:	৪	৪	৮
সংস্রাতশ্চেৎ তদ্বক্তব্যমি তু তদপি	৩	৩	৮
সংস্রামুক্তিরিত্তিত্তিরিত্তিকুর্বত উপদেশাৎ	২	৪	১৭
সংভূতি দ্বা-ব্যাখ্যাপি চাত:	৩	৩	২৩
সংযমেনে স্বহৃদুযেতবেষামারোহ।			
বরোহৌ তদুপলিসর্শনাৎ	৩	১	১৩
সংস্রাপবান্ধবাৎ তপতাব্যতিপ্যাপাচ্চ	১	৩	৩৬
সদ্বাচ্চাপবস্ত	২	১	১৭
সক্যে ব্যপ্তিরাহ হি	৩	২	১
সত্ত্ব দত্তেবিশেষিতত্ত্বাচ্চ	২	৪	৪
সদ্বাচাপবস্ত	৩	৪	৫
সদ্বাচাপবস্তরাপি	৩	৩	২০
সদ্বাচাপবস্তরাচ্চ সংযমেনবস্তিত:	২	২	১২

শূত্র	অধ্যায়, পাদ ও শূত্রসংখ্যা		
সমাকর্ষণং	১	৪	১৫
সমাধ্যভাবাচ্চ	২	৩	৩৮
সমান এবকাবেদাৎ	১	৩	১৯
সমাননামজগৎস্বাচ্যাব্যবপ্য বিষোধানর্শনাৎ স্বতেন্ত	১	৩	২৯
সমানা চামৃত্যুপক্রমান্নতৎ চাভিপোষ্য	৪	২	৭
সমাধাবাৎ	৩	৩	৬১
সমুদায় উভবহেতুকেহপি ভদপ্রাপ্তিঃ	২	১	১৭
সম্পত্তেবিত্তি জৈমিনিস্তথাহি দর্শযত্তি	১	২	৩২
সম্পত্তাবির্ভাবা যেন শব্দাৎ	৪	৪	১
সন্তোগপ্রাপ্তিবিভিচৎ ন বৈশেষ্যাৎ	১	২	৮
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপ্রদেশাৎ	১	২	১
সর্বথাহুপপত্তেন্ত	২	২	৩০
সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ	৩	৪	৩৪
সর্বধর্মোপপত্তেন্ত	২	১	৩৬
সর্ববেদান্তপ্রত্যয়, চোদনাভবিশেষাৎ	৩	৩	১
সর্বান্নাহুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদর্শনাৎ	৩	৪	২৮
সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিহুত্তেবৎ	৩	৪	২৬
সর্বাবেদাদহুত্তেবে	৩	৩	১০
সর্বোপেক্ষা চ তদর্শননাৎ	২	১	৩০
সহকারিস্থেন চ	৩	৪	৩৩
সহকার্যাস্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়াৎ তদ্বতো বিখ্যাদিবৎ	৩	৪	৪৬

স্থল	অধ্যায়, পাল ও হ্রস্বসংখ্যা		
মাকাকোভরাহানাত	১	৪	২৫
মাকাদপ্যবিরোধঃ জৈমিনিঃ	১	২	২০
মাক প্রধাসনাত	১	৩	১০
মামোহ্যাত	৩	২	৩১
মামোপ্যাত্ত্ব ভবাপদেশ ॥	৪	৩	৩৮
মাম্পবায়ো ভর্তব্যভাবাত্ত্ব তদাচ্ছ্রে	৩	৩	২৭
মুকুতহৃদে এবেতি তু বাগদিঃ	৩	১	১১
মুখবিশিষ্টাভিধানাশেষ চ	১	২	১৫
মুখুগুণক্রোড্যোর্ভেদেন	১	৩	৪০
মুখ্যং তু তদর্হ'হাৎ	১	৪	২
মুখ্যং প্রমাণভক্ত তথোপলক্ষে	৪	২	৯
মুচকচ্চ হি ক্রান্তেবাচকভে চ ভদ্বিঃ	৩	২	৬
মৈব হি সত্যাদয়ঃ	৩	৩	৩৭
মোহবাক্যে ভূপগমাদিত্যঃ	৪	২	৪
মুতয়েহুহুমতির্কা	৩	১	১৪
মুতিশাস্ত্রমুপাসানাদিভিচেৎ নাপূর্ব্বহাৎ	৩	৪	২১
মুদানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ	৩	২	৩০
মুদানাদিবাগদেশাচ্চ	১	২	১৪
মুদিত্যদনাত্ত্বাৎ চ	১	৩	৬
মুদিত্তিচ	}	২	৪৬
		১	১৪
		১	১০
মুদিত্যভে ॥	৪	২	১৩

সূত্র	অধ্যায়, পাদ ও হ্রস্বসংখ্যা		
	৩	১	১২
অর্থ্যাতে অপি চ লোকে			
দ্ব্যভিচ্চ	{ ১	২	৬
	{ ১	৩	৩২
	{ ৪	৩	১০
দ্ব্যভ্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতিচেৎ,			
নাত্তদ্ব্যনভ্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ	২	১	১
স্তাচৈকরুশ্চ ব্রহ্মশব্দবৎ	২	৫	১
স্তাৎচত্রকতত্রকশব্দবৎ	২	৩	৪
বর্ণকদোষাচ্চ	{ ২	১	১০
	{ ২	১	২২
বর্ণকোদ্রানাত্যাং চ	২	৩	২৩
বাক্যনাচৌত্তব্যোঃ	২	৩	২১
বাক্যায়ত্ন তথাহে হিননাচাবেহ			
ধিকাবাচ্চ সববচ্চ তদ্বিষয়ঃ	৩	৩	৩
বাপ্যয়সম্পত্ত্যোব্যপ্যত্বাপেক্ষ্যাবিকৃতংহি	৪	৪	১৬
বাপ্যায়ং	১	১	১০
বামিনঃ কলত্রতেবিত্যাদ্রেষঃ	৩	৪	৪৪
(হ)			
হস্তাসবস্ত হিতেহতোনৈবন্	২	৪	৪
হানৌ তুপায়ণশব্দশেষত্বাৎ			
কুশাচ্ছবঃকৃত্যুপগানবৎ তদ্বক্তৃন্	৩	৩	২৬
তদ্রূপেনবাক্তৃ মনুষ্যাধিকারিবাৎ	১	৩	৪৪
হেয়দ্বাবচনাচ্চ	১	১	৮

উপক্রমণিকা

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে প্রস্থানজয় বলা হয়। হিন্দু ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই তিনটি গ্রন্থকে হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় কর্তৃক এই তিনটি গ্রন্থেব ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাখ্যাতে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মত স্থাপন করিবাব চেষ্টা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের প্রণেতা আচার্য্য বাদরায়ণ। পবানব-পুত্র ব্যাসদেবেরই একটি নাম বাদরায়ণ। উপনিষদেব বাক্যাবলি বিচার কবিরা হিন্দু ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বসকল এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও মহাপুরুষগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজের ভাষ্যই সর্বাধিক বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্যের বিশাল গ্রন্থাবলির মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকেই অসেকে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন। অতিশয় চূড়ান্ত দার্শনিক তত্ত্বসকল এই গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার যুক্তির প্রণালীও অতিশয় আকর্ষ্য। রামানুজের ভাষ্যও একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বিশেষতঃ উপনিষদেব অনেকগুলি অটল বাক্যের অর্থ ইহাতে অতিশয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে। স্বীকৃত এক পবনামার স্বরূপ রামানুজ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

উপক্রমণিকা

আমি এই গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য এবং বামানুজের ভাষ্যের সাব ভাগ সংক্ষেপে সংবলন কবিয়াছি। তাহাব একটি কাবণ ঐ দুইটি গ্রন্থই অতিশয় উৎকৃষ্ট। আৰ একটি কাবণ এই যে যেখানে শঙ্করাচার্য্যের এবং বামানুজের মতের ঐক্য আছে সেখানে উপনিষদের মত প্রায় নিঃসংশয়ভাবে পাওয়া যায়। যেখানে তাঁহাদের মতের বিবোধ আছে সেখানে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মতের প্রভেদ দেখা যায়।

আমাব মনে হয় ব্রহ্মসূত্র হইতে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে রূপ সৰ্ব্বদাসম্পূর্ণ সঠিক ধারণা করা যায়, অল্প কোনও একটি গ্রন্থ হইতে তাহা করা সম্ভবপন নহে। কিন্তু ঐ সূত্র ও তাহাদের ভাষ্যসকল দ্বারা ও বিশাল। অনেকের পক্ষেই মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করা সম্ভব নহে। বঙ্গভাষায় ব্রহ্মসূত্রের দুইটি শ্রেষ্ঠ ভাষ্যের মর্ম্মপ্রচাব হইলে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করা অনেকের সম্ভব হইবে এই আশায় আমি এই পুস্তক প্রকাশ কবিবাব সংকল্প কবিয়াছি।

আজকাল অনেক পাশ্চাত্যশিক্ষায় কৃতবিত্ত ব্যক্তি উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহা বড় আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন মনীষিগণ আজীবন সাধনা করিয়া উপনিষদের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচাব কবিয়াছেন সে সকল বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু আধুনিক পণ্ডিতগণের আলোচনার মধ্যে অনেক সময় ওকতব ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নে ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আচার্য্যদের মধ্যে মতভেদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

দৈবর জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন। অল্প

উপক্ৰমণিকা

কোনও বায় উপাধান হইতে ঈশ্বর জগৎ রচনা করেন না। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, আবার প্রলয়ের সময় ঈশ্বরের মধ্যেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, অমানিকাপ হইতে চলিতেছে। জীব পাপ কবিলে মৃত্যু পর নরকে যায়, পুণ্য কবিলে বর্গে যায়। কিন্তু এই বর্গ ও নরক চিরস্থায়ী নহে। পাপ ও পুণ্যের প্রকৃত অমুলাবে বর্গ ■ নরক ক্রমস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাপ ও পুণ্য কুবাইলে বর্গ ও নরক বাস শেষ হয়। তখন জীব আবার পৃথিবীতে আসিয়া মহত্ত্ব, শক্তি, শক্তি বা উদ্ভিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবিলে দুঃখভোগ অনিবার্য। একান্ত পুনর্জন্ম নিবারণ কবিলে না পাবিলে দুঃখভোগ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে পুনর্জন্ম নিবারণ হয় না। ব্রহ্ম কি বস্তু উপনিষদ তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপনিষদের বাক্য আলোচনা কবিলে ব্রহ্ম সত্ত্বকে পবোক্ত জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলে পুনর্জন্ম নিবারণ হয় না, অস্ত্রের যোগ হয় না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাহ্যতে উৎপন্ন হয় তদন্তর নিরন্তর ব্রহ্ম সত্ত্বকে চিন্তা কবিলে হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে ধ্যান কবিলে হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়ক। বিভিন্ন বর্ণের জন্ত যে সকল কর্ম বিহিত হইয়াছে সেই সকল কর্ম অমুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

দেবদান ও ভূমদান নামক দুইটি পথ আছে। মৃত্যুর পর কতকগুলি জীব দেবদান পথে যায়, কতকগুলি জীব ভূমদান পথে যায়। যাহাবা

উপজন্মণিকা

শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত ব্রহ্মক্ষে উপাসনা করে তাহাবা
স্বত্ব্য পবে দেবদান পথে গমন কবে, ঐ পথে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাওয়া
যায়, সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিবাব পব যোক হয়। ধুম্যান
পথে চল্লোক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। যেখানে স্বর্গস্থ ভোগের
পব মেঘ ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়।
এক শতের মধ্য দিয়া পুরুষের দেহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীর গর্ভ হইতে
পুনর্বার জন্ম হয়। যাহারা যজ্ঞ, পুঙ্করিণী প্রার্থনা, দান প্রভৃতি পুণ্য কর্ম
কবে কিন্তু ব্রহ্মকে উপাসনা কবে না তাহারা ধুম্যান পথে যায়। যাহারা
পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানও কবে না, ব্রহ্মকে উপাসনাও করে না, তাহারা
যদি পাপী হয় তাহা হইলে নবকে যায়, নচেৎ স্বত্ব্য পবই পুনর্বার
জন্মগ্রহণ কবে।

সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেন তাহার পর আকাশ
হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে
পৃথিবী সৃষ্টি করেন। প্রথমে এই পঞ্চভূত স্বস্বরূপে সৃষ্টি হয়। এই
সকল স্বস্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। স্বস্বরূপ হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও
বুদ্ধি সৃষ্টি হয়। ইহা বা অচেতন। আবার স্বস্বরূপ পঞ্চভূতগুলি পবস্পর্শ
মিলিত হইলে স্থল পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। স্থল ভূতসকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।
আমাদের স্থল দেহ এবং জগতের বাবতীষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু স্থল
পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। প্রলয়ের ক্রম সৃষ্টির বিপরীত। স্থল পঞ্চভূত
এবং স্বস্বরূপ সকল স্বস্বরূপে বিভীন হয়, পৃথিবী জলে বিভীন
হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ব্রহ্মে।

দেখব কাহাকেও স্থায়ী করেন, কাহাকেও স্থায়ী করেন। কিন্তু তাহাব

কোনও পক্ষপাত নাই। যে ব্যক্তি পুণ্য করে সে সুখী হয়, যে পাপ করে সে দুঃখী হয়। পূর্কর্মেব কৰ্ম্ম অহংসাবে আশাসেন ভন্ন হয়। সৃষ্টির প্রথমে আমাদের যে জন্ম হইয়াছিল, তাহা পূর্কর্মেব সৃষ্টিতে আমবা সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম কবিতাছিল। তাহাব ঘাবা নির্ভাবিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৃষ্টিব পূর্কর্মে একটি সৃষ্টি ছিল। সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি।

ব্রহ্মব সময় প্রথমে আমাদের বাক্ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে বিলীন হয়, মন প্রাণে বিলীন হয়, প্রাণ জীবাত্মায় বিলীন হয়, জীবাত্মা জীব দেহেব উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্ম দ্রুতি, অণু, ভেদ, মকৎ ও বোমে অবস্থান কবে, এই সকল সূক্ষ্ম ভূতব সহিত জীবাত্মা মূল দেহ ত্যাগ কবিতা যায়। জীবন্ত অবস্থায় জীবাত্মা ফলবে অবস্থান কবে, কলয় হইতে বহু-সংখ্যক নাড়ী নির্গত হইয়াছে। এই সকল নাড়ী সূক্ষ্ম, অন্তঃপ্রব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। একটি নাড়ী মস্তক দিবা নির্গত হইবা সূর্য্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যে জীব ব্রহ্মলোকে গমন কবে সে এই নাড়ীব মধ্যে প্রবেশ কবিতা দেহত্যাগ কবে।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি প্রত্যেক জীবব কলয়ে অধিষ্ঠিত থাকিতা তাহাকে সৎ বা অসৎ কৰ্ম্ম কবিতাব প্রবৃত্তি প্রদান কবেন। যে ব্যক্তি পুণ্যবান্ ঈশ্বর তাহাকে সৎকৰ্ম্ম কবিতাব প্রবৃত্তি দেন, যে পাপী তাহাকে অসৎ কৰ্ম্ম কবিতাব প্রবৃত্তি দেন। ঈশ্বর যদিও প্রত্যেক জীবব কলয়ে অবস্থান কবেন তথাপি জীবব সূক্ষ্মদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ কবে না। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি কবেন বটে, কিন্তু জগতের স্রব্য তিনি উপভোগ কবেন না। তাঁহাব এমন কোনও অভাব নাই বাহা পূরণ কবিতাব জন্ত তিনি জগৎ সৃষ্টি কবেন। জগৎ সৃষ্টি করা কেবল মাত্র তাঁহার

নীলা । তাঁহার ইচ্ছা, তাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন । জগৎ সৃষ্টি করিলে অথবা সংহান করিলে তাঁহার কোনও কতিবৃদ্ধি নাই । সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জীবকে তাহার পূৰ্ব্বদত্ত কর্মফল ভোগ করান ।

বেদ মানবের স্বচনা নহে, সাফাৎ ঈশ্বরের বাণী । উপনিষদ বেদেবই অন্তর্গত । অলৌকিক বিষয়ে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ । পুৰাণ, বামাশ্রম, মহাভাবত এবং মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদজ্ঞ ঋষিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রও প্রামাণিক । সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক মতেব কোনও কোনও সিদ্ধান্ত বেদবিবোধী,—এবং সে জন্য অশ্রদ্ধেয় । এই সকল দর্শনের যে সকল মত বেদবিবোধী নহে, সে সকল মত গ্রহণযোগ্য । কেবল তর্কহাবা ধর্ম-বিষয়ে চবম সিদ্ধান্ত লাভ করা যায় না । বিস্তৃত বেদের ভূপ্রায় নির্ণয় কবিবাব জন্য তর্কের উপযোগিতা আছে ।

উপবিলিখিত সিদ্ধান্তগুলি শঙ্কর ও বামামুজ উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন । জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রধানতঃ এই বিষয়েই উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম উভয়ে এক বস্তু,—সে বস্তু নির্বিশেষ জ্ঞান বা চৈতন্য মাত্র । বামামুজের মতে জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম যাবতীয় কল্যাণগুণের আধার এবং সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, জীব অপূর্ণবিমাণ, ব্রহ্ম অনন্ত , জীবের জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হইত হয়, কখনও প্রসারিত হয় , ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে জীব সত্য-সংকল্প প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম প্রাপ্ত হয় । শঙ্কর “তৎ সন্ অসি” এই মহাবাক্যের অর্থ কবিয়াছেন : জীব ও ব্রহ্ম এক । বামামুজ এই বাক্যের অর্থ কবিয়াছেন : জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মে বিলীন হয়, জীবের মধ্যে যে অন্তর্যামী পুরুষ বিদ্যমান আছেন তিনি এবং ব্রহ্ম এক বস্তু

উপক্রমণিকা

অতএব জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; কিন্তু ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অনেক
বৃহৎ ।

এই মঙ্গল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া
যাইবে ।

এই গ্রন্থটি পূর্বে ধারাবাহিক রূপে “মাসিক বহুমতীভে” প্রকাশিত
হইয়াছিল ।

গ্রন্থকার

প্রসঙ্গক্রমে অবৈত এবং বিশিষ্টাবৈতমতেব পার্থক্যও আলোচনা করা হইবে। প্রত্যেক সূত্রে প্রথমে শব্দেব মত অনুসারে ব্যাখ্যা করা হইবে। পবে বামাসুজ্যেব মত প্রদর্শন করা হইবে।

ব্রহ্মসূত্রেব সংখ্যা। কিঞ্চিদুর্ধ্ব ৫৫০। সূত্রগুলি চার অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রতি অধ্যায়ে চার পাদ। শব্দেব প্রথম অধ্যায়েব প্রথম পাদেব নাম দিয়াছেন,—“স্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গক-বাক্য-জাত-বিচার,” অর্থাৎ উপনিষদেব যে বাক্যগুলিতে ব্রহ্মেব লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়, এই পাদে সেই বাক্যগুলি বিচার করা হইয়াছে। এই পাদেব প্রথম সূত্র হইতেছে—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (১।১।১)

(অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা)। “অথ” অর্থাৎ অনন্তর। কিসেব অনন্তর? এ বিষয়ে শব্দে ও বামাসুজ্যেব মতভেদ আছে। শব্দেব বলেন যে, এখানে “অথ” শব্দেব অর্থ নিয়লিখিত চার প্রকার সাধনা-সম্পত্তিবে অনন্তর;—

(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক—ব্রহ্মই এবমাত্ নিত্য বস্তু, ব্রহ্ম ব্যতিবিক্ত সকল বস্তুই অনিত্য;—এই ভাবে নিত্য ও অনিত্য বস্তুৰ পার্থক্য জ্ঞান।

(২) ইহাসুত্র-ফল-ভোগ-বিবাগ—“ইহ” অর্থাৎ ইহলোক এবং “অসুত্র” অর্থাৎ পরলোকে সকল প্রকার বিষয়স্বৰ্ণ ভোগ কবিবার আকাঙ্ক্ষা ভাগ।

(৩) শব্দ, দম, উপবতি, তিতিকা, সমাধান, শ্রদ্ধা,—এই কয়টা জ্ঞানপাতেব উপায় অর্জন। শব্দ—অর্থাৎ সংসার হইতে মনকে নিবৃত্ত রাখা। দম—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংবরণ; উপবতি অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি

সকল প্রকার কৰ্ম্যভাগ (সন্ন্যাসগ্রহণ)। তিতিকা—শীতগ্রীষ্ম, শ্রব-শ্রব প্রভৃতি সহ কবিবাব শ্রমতা। সমাধান অর্থাৎ সকল প্রকার বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ কবিবা মনকে দীর্ঘকাল স্থির কবিবা বাধা (সমাধি)। শ্রদ্ধা, অর্থাৎ শাস্ত্রবিদ্যা।

(৪) মুমুক্শু—মোক্ষলাভ কবিবাব আকাংক্ষা।

শঙ্কর বলেন, যাহারা এই সকল জ্ঞানলাভের উপায় অধিগত হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

বামানুজ বলেন, তাহা নহে,—“অথ” শব্দের অর্থ বেদপাঠ এবং পূর্ববর্তীমাংসাদর্শন* আলোচনার অনন্তর। অষ্টম বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ-বালাকে উপনয়ন হইবে, তখন সে আচার্য্যের নিকট বেদপাঠ করিবে, তাহাব পৰ বেদেব কৰ্ম্মবিধিগুলক বাক্যগুলি বিচার ববা হইবে। কিন্তু সে উপনিষদ বা বেদান্তে গভিগ্নাছে যে, কৰ্ম্মবল স্বর্গানিভোগ চিরস্থায়ী নহে, ব্রহ্মজ্ঞানের বল অবিনাশী, তখন তাহাব ব্রহ্মজ্ঞানলাভেব আকাংক্ষা (“ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”) হইবে, এবং সে ব্রহ্মহুত্র বা উত্তববীমাংসাদর্শন আলোচনা কবিবে। ব্রহ্মজ্ঞানের অস্ত বৈদিক কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান কবা প্রয়োজন, ইহা ব্রহ্মহুত্রেই পাবে বলা হইয়াছে (“সৰ্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিহুতবেদবৎ” ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদ, ২৬ সূত্র)

এই প্রসঙ্গে বামানুজ বেদান্তদর্শনের কয়েকটি মূল তত্ত্বেব গণিতানে

* মহর্ষি জৈমিনি পূর্ববর্তীমাংসাদর্শন প্রণয়ন কবিয়াছেন। কি ভাবে বৈদিক কৰ্ম্ম অমুষ্ঠান কবিতে হয়, এবং কিভাবে বেদেব আপাত-বিশোধী বাক্য সকলেব মধ্যে সামগ্রিক স্থাপন কবিতে হয় তাহা এই দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সূত্র “অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।”

প্রথম পাদ

বেদই হিন্দু-ধর্মের প্রাণ। বেদের সাব ভাগ বেদান্ত বা উপনিষদ। উপনিষদের বাক্যগুলির মধ্যে পব্জ্যব সামঞ্জস্য-বিধান কবিয়া ব্রহ্ম-সূত্র রচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান এবং তাহা লাভ কবির উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রগুলি বচনা কবিয়াছেন বেদের বিভাগকর্তা, মহাভাবত এবং অষ্টাংশ পুর্বাণের প্রণেতা, একাধারে জ্ঞান ও তত্ত্বের শিখোশি মহর্ষি বেদবাস। সূত্রবাং আধ্যানবস্তুর গোবরে এবং বচনাকর্তার মহত্তে ব্রহ্ম-সূত্র হিন্দু-এক অমূল্য সম্পদ।

ব্রহ্ম-সূত্রের অনেকগুলি ভাষ্য আছে। ঋচি এবং যোগ্যতা ভেদে বিভিন্ন সাধনা-প্রণালী বিভিন্ন সাধকের পক্ষে উপযোগী। এই কারণে বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন প্রণালী নির্দেশ কবিয়াছেন। আচার্য্যগণ নিজ সম্প্রদায়ের মত অনুসারে ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য কবিয়াছেন। এই সকল ভাষ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ভাষ্য দুইটি,—শঙ্করাচার্য্যের এবং রামানুজাচার্য্যের। শঙ্করের ভাষ্য অদ্বৈতমতাবলম্বী, রামানুজের ভাষ্য বিশিষ্টাষ্টমতাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য জ্ঞানপ্রধান, রামানুজের ভাষ্য তত্ত্বপ্রধান।

বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত আচার্য্যদ্বয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া আমিবা সংক্ষেপে ব্রহ্ম-সূত্রগুলির মর্ম্ম আলোচনা কবিব।

আলোচনা কৰিষাছেন এবং অধৈতমত খণ্ডন কৰিষা বিশিষ্টাধৈতমত স্থাপন কৰিবাব জ্ঞাত যত্ন কৰিষাছেন। বামাহুজেন মতে ব্ৰহ্মজ্ঞান শব্দেৰ অৰ্থ ব্ৰহ্মেন উপাসনা। শ্ৰুতিতে আছে—“বিজ্ঞায় প্ৰজ্ঞাং কুৰ্ব্বীত”† এখানে “বিজ্ঞায়” শব্দেৰ অৰ্থ (ব্ৰহ্মবিষয়ে) বাক্যার্থজ্ঞান লাভ কৰিষা “প্ৰজ্ঞাং কুৰ্ব্বীত” অৰ্থাৎ উপাসনা কৰিবে। শ্ৰুতিতে ইহাও আছে “শ্ৰোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”‡—ব্ৰহ্মবিষয়ে উপনিষদেৰ বাক্য সকল শ্ৰবণ কৰা উচিত, মনে মনে চিন্তা কৰা উচিত, এবং ধ্যান কৰা উচিত। বামাহুজেন মতে এই ধ্যান এবং উপাসনা একই বস্তু। ইহাকে তিনি বৰ্ণনা কৰিষাছেন—তৈলধাবাৰ চ্ছায় অবিচ্ছিন্ন এব শ্ৰুতি অৰ্থাৎ স্থিৰ হইয়া বসিষা নিবন্তৰ ভগবচ্ছিত্তা কৰা, অপৰ চিন্তা আসিষা যেন সে চিন্তাৰ শ্ৰোতে বাধা না দেয়। এই এব শ্ৰুতি এবং দৰ্শন একই বস্তু। ইহাকেই ভক্তি বলা হয়। ইহা লাভ কৰিবায় উপায় যজ্ঞাদিবৰ্ণ। অতএব জ্ঞানেৰ জ্ঞাত কৰ্ম্ম প্ৰয়োজনীয়। আমাদেৰ পূৰ্ব্বকৃত পাণই জ্ঞানলাভেৰ প্ৰধান অন্তৰায়। সংকৰ্ম্ম দ্বাৰা পাপ বিনষ্ট হয়। শ্ৰুতিতে আছে, “ধৰ্ম্মেণ পাপমপহুদতি”। এই ভাবে ব্ৰহ্মধীমাংসাৰ পূৰ্বে বৰ্ম্মধীমাংসা প্ৰয়োজন।

অধৈতবাদ অনুসাবে ব্ৰহ্ম নিৰ্বিশেষ বস্তু; অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মেৰ কোন গুণ নাই—যাহাৰ দ্বাৰা তাহাকে বৰ্ণনা কৰা যায়। বামাহুজ বলেন, নিৰ্বিশেষ বস্তু কোনও ৰূপ প্ৰমাণ দ্বাৰা প্ৰতিপন্ন কৰা যায় না, সকল প্ৰকাৰ প্ৰমাণ সবিশেষ বস্তুকেই প্ৰতিপাদন কৰে, অনুভবও

† বুৎপাদ্যক ৪।৪।২১

• বুৎপাদ্যক ২।৪।৫ এবং ৪।৪।৬

সবিশেষ বস্তুবই হইয়া থাকে, নির্বিশেষ বস্তুব কখনও অহুভব হয় না। অদ্বৈতমতে গুণ ও গুণী (গুণী অর্থাৎ যে বস্তু গুণ আছে) উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে, আবার অভেদও আছে। ভেদ আছে এজন্য যে, গুণের প্রতীতি হইলেও গুণীর প্রতীতি হয় না। অভেদ এজন্য যে গুণী ব্যতীত গুণ অবস্থান কবিত্তে পাবে না। কিন্তু বামাহুজ বলেন, গুণ ও গুণী ভিন্ন, উহাদের অভেদকল্পনা ভুল। অদ্বৈতমতে আত্মা জ্ঞাতা নহেন, আত্মা জ্ঞানবরূপ। বামাহুজ বলেন, আত্মা জ্ঞানবরূপ বটেন, জ্ঞাতাও বটেন, অহুধির সময় এবং যোক্ষদাতার পবও অহংজ্ঞান থাকে, যোক্ষদশাতে অহংজ্ঞান না থাকিলে যোক্ষদশাতে আত্মনাশ হইত, সেরূপ যোক্ষ কেহ চাহিত না। অদ্বৈতমতে চৈতন্ত আত্মাব বরূপ, বামাহুজ বলেন যে, চৈতন্ত আত্মাব বর্ষ্য,—যেমন প্রভা প্রদীপের বর্ষ্য। উপনিষদে আছে—“সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।”^{*} অদ্বৈতবাদ অনুসারে সত্য, জ্ঞান এবং অনিন্দ্য ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্মের বরূপ। কিন্তু বামাহুজ বলেন, সত্য, জ্ঞান এবং অনিন্দ্য ব্রহ্মের গুণ। বামাহুজের মত অনুসারে উপনিষদের বাক্য-সবল নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না, সবিশেষ ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। উপনিষদে অবশ্য দুই প্রকার বাক্যই পাওয়া যায়। কতকগুলি বাক্য ব্রহ্মকে শব্দগ বলা হইয়াছে এবং কতকগুলি বাক্য ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। শব্দব এই দুই প্রকার বাক্যের এই ভাবে পানশস্ত করিয়াছেন,—যে বাক্যগুলিতে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সেই বাক্যগুলিতেই ব্রহ্মের বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে, যে

বাক্যগুলিতে ব্রহ্মকে সত্ত্ব বলি হইয়াছে, সে বাক্যগুলি ব্রহ্মের স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, মাঝাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের যে বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, সেই বিশেষ অভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মায়া-আশ্রিত ব্রহ্মের নাম শঙ্কর দিয়াছেন “ঈশ্বর”। শঙ্করের মতে ঈশ্বর চরম সত্ত্ব নহেন, নিত্য বস্তুও নহেন। কারণ, ব্রহ্ম যখন মাঝাকে ত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন ‘ঈশ্বর’ থাকেন না, কেবল “ব্রহ্মই” থাকেন। বামাহুজ বলেন, উপনিষদের যে বাক্যগুলি ব্রহ্মকে সত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, সেগুলি ব্রহ্মের স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, যে বাক্যগুলি ব্রহ্মকে নিগুণ বলিয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম সকল প্রকার প্রাকৃত বা হেয় গুণ হইতে মুক্ত। বামাহুজ বলেন যে, সত্ত্ব ও নিগুণবাচক ঋতিবাক্যগুলির বিরূপে সামগ্রিক কবিত্তে হইবে, নিম্নলিখিত ঋতিবাক্য হইতে তাহা বুঝিতে পাবা যাইবে,—

“এষ আত্মা অপহৃতপাপম্মা বিজবো বিশ্বত্যাগিশোকো বিজিঘৎ-
সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ।” ছাঃ উঃ ৮।৭।১

“এই আত্মার পাপ নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই,
ভোজনে ইচ্ছা নাই। ইনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ।”

এখানে ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণগুলি নিবৃত্ত করিয়া কল্যাণগুণগুলির
অস্তিত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বামাহুজের মতে ব্রহ্ম অনন্তকল্যাণ-
গুণসমুদয় এবং নিবৃত্তনিখিলদোষ। ব্রহ্ম জ্ঞাতা হইয়াও জ্ঞানস্বরূপ;
অনিন্দী হইয়াও আনন্দস্বরূপ।

অদ্বৈতবাদ অনুসারে জগৎ মিথ্যা, আমাদের মনে হয়, জগতে বিভিন্ন বস্তু বহিষাচ্ছে—তাহা আমাদের ভ্রম; বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই। বামামুজ বলেন, জগতে বিভিন্ন বস্তু আছে, উহা আমাদের ভ্রম নহে, কিন্তু ব্রহ্ম হইতেই এই সব বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, আবার প্রত্যেক সমস্ত এ সকলই ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয় বলিয়া উপনিষদে বোধ্যও কোধ্যও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের কোনও বস্তু সত্তা নাই, উদ্দেশ্য একমাত্র নহে যে, আমাদের জগৎ-বিষয়ক অমূল্য ভ্রমমাত্র। জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি, জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ ভ্রম নহে; জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করা ভ্রম।

বামামুজ বলেন, সকল আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু পদস্বরূপ ভিন্ন, জীবাত্মা ও পদাত্মা এক নহেন, বাহ্যিক মুক্তি লাভ করেন, তীর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত এক হন না, ব্রহ্মের ধর্ম প্রাপ্ত হন, এই মাত্র, ব্রহ্মের ধর্ম বা সাদৃশ্য লাভ করেন বলিয়া প্রতিতে বলা হইয়াছে—“ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি” †। শব্দ বলেন, জীবাত্মা ও পদাত্মা এক, বাহ্যিক মুক্তিলাভ করে, তাহাৎ ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়া বা অবিজ্ঞা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মায়াকে সৎও বলা যায় না (কাবণ ব্রহ্মই একমাত্র সংবস্তু), আবার অসৎও বলা যায় না (কাবণ, ইহা আকাশ-বুহুসের দ্বারা অনীকৃত নহে), এই মায়া ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত করে এবং জগৎভ্রম উৎপাদন করে। কিন্তু বামামুজ বলেন যে, একমাত্র মায়া

প্রথম অধ্যায়

বা অবিজ্ঞাব করনা যুক্তিবিকল্প। কাবণ মায়া কাহাকে আশ্রয় কবিলে? জীবকে আশ্রয় করিতে পাবে না, কাবণ, জীব মায়াব সৃষ্টি; ব্রহ্মকেও আশ্রয় কবিলে পাবে না, কাবণ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অধিকন্তু যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, এরূপ বস্তু হইতেই পাবে না। বামাত্মজ বলেন, ব্রহ্ম তাঁহাব অচিন্ত্য শক্তিব দ্বারা জগৎ সৃষ্টি কবিয়াছেন।

উপনিষদে আছে—“তৎ ত্বমসি” *। এখানে “তৎ”=ব্রহ্ম। “ত্বম্”=জীব। অদ্বৈতবাদ অনুসারে এই ঋতিবাক্য জীব ও ব্রহ্মেব ঐক্য স্থাপন কবিতেছে। কিন্তু বামাত্মজ বলেন যে, এখানে জীব ও ব্রহ্মেব ঐক্য স্থাপন কবা হয় নাই, জীবকে ব্রহ্মেব শবীব বলা হইয়াছে। “আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” এই ব্রহ্মসূত্রে (৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, ৩য় শ্লোক) ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কবিলে বলা হইয়াছে।

বামাত্মজের মতে অচিৎ (জড়) বস্তু হইতেছে ভোগ্য, চিৎবস্তু (জীব) হইতেছে ভোক্তা, এবং ব্রহ্ম হইতেছেন ঈশ্বর বা ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ামক। চিৎ ও অচিৎবস্তু হইতেছে ব্রহ্মেব শবীব, ব্রহ্ম উহাদের আত্মা। অবিজ্ঞাব নিবৃত্তি হইলে যোগ্য হয়, ইহা বামাত্মজও স্বীকার কবেন। কিন্তু শঙ্করের সন্থিত বামাত্মজের এই বিষয়ে মতভেদ যে, শঙ্কর বলেন যে, অবিজ্ঞা মিথ্যা, ব্রহ্ম এবং আত্মা এক, এই জ্ঞান হইলে অবিজ্ঞাব নিবৃত্তি হয়। বামাত্মজ বলেন যে, অবিজ্ঞা মিথ্যা নহে, ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বা পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফল, অবিজ্ঞাব জন্ত আমাদের সুখ দুঃখ অনুভব

হয়, অবিद्या-নিবৃত্তির উপায় স্বয়ং কৃপা, ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে উপাসনা করিলে তিনি কৃপা করেন।

শব্দমতে (১) উপায়—ব্রহ্মজ্ঞান, (২) উপেষ্ট নিবিশেষ চিন্ময় ব্রহ্ম এবং (৩) নিবর্ত্তা—অজ্ঞান। বামাহুয় বলেন, (১) উপায়—ভক্তি, (২) উপেষ্ট—সঙ্গ পবন পুষ্কর এবং (৩) নিবর্ত্তা—অনাদিকালসঞ্চিত পাপবান্ধি।

জন্মান্তর যতঃ (১।১।২)

‘জন্মানি অন্ত যতঃ।’ অন্ত (এই জগত্তেব), জন্মানি (জন্ম স্থিতি ও লয়), যতঃ (যাঁহা হইতে)।

পূর্বের শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যাঁহা হইতে এই বিচিত্র বিশাল জগত্তেব উৎপত্তি হইয়াছে, এই জগৎ যাঁহাব মধ্যে অবস্থান করে এবং প্রলয়ের সময় এই জগৎ যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। স্রষ্টাকে আছে—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রবাহন্তি অভিসংবিশন্তি, তন্ বিজিহ্যাস্ব তৎ ব্রহ্ম’ (তৈঃ উঃ ৩/১)—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা প্রাণিসকল জীবিত থাকে, মৃত্যব সময় প্রাণিসকল যাঁহাব মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিবাব ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এইরূপ নচে যে, কোনও প্রকার যুক্তির দ্বারা দৈববৈদ্য অতিথ্য প্রতিপাদন করিতে হইবে। দৈবের সম্বন্ধে স্রষ্টাবাক্যই

* যে বস্তুকে লাভ করিবাব জন্য যত্ন করা হয়, তাহাই উপেষ্ট।

+ ইষ্ট বস্তু লাভের জন্য যাহা অপসারিত করা প্রয়োজন, তাহাই নিবর্ত্তা।

প্রমাণ। অসুভবও প্রমাণ,—ঋতিতে যেক্রপ সাধনা নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইক্রপ সাধনা কবিলে ব্রহ্মকে অসুভব করা যায়—তখন দেখা যায় যে, ঋতিতে ব্রহ্মেব যে প্রকার স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্ম যথার্থই সেইক্রপ। এজন্য ঋতি ও অসুভব উভয়েই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ। যুক্তি বা অসুমান ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ নহে। তথাপি বিচার কবিবার সময় ঋতিব অসুস্থল যুক্তি অবতারণা করা প্রয়োজন হয়। ঋতিবাক্যেও উদ্দেশ্য কি, ইহা স্থির কবিবার জন্য যুক্তি ও বিচার প্রয়োজন। কিন্তু ঋতিবাক্য সত্য অথবা মিথ্যা এক্রপ বিচার করা যাইতে পারে না।

বামান্জল বলেন যে, এই সূত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রহ্ম সর্বিশেষ। কাবণ, ব্রহ্মেব যেক্রপ লক্ষণ দেওয়া হইল, তাহা সর্বিশেষ বস্তুব লক্ষণ।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (১।১।৩)

“ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি এই হেতু।”

‘শাস্ত্রযোনি’ শব্দ শব্দব দুই প্রকারে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। শাস্ত্রেব যোনি (কাবণ) শাস্ত্র-যোনি। ব্রহ্ম সকল শাস্ত্রেব কাবণ বা উৎপত্তিস্থল। শাস্ত্র হইতেছে সকল জ্ঞানেব আকর। ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রেব কাবণ, তখন তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁহাব দ্বারা অগতেব উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হওয়া সম্ভব।

অথবা, শাস্ত্রযোনি শব্দেব অন্তরূপ অর্থ করা যায়। শাস্ত্র (বেদ প্রভৃতি) যোনি (স্বরূপ জ্ঞানেব কাবণ) যাগাব,—তিনি শাস্ত্রযোনি। ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। ব্রহ্ম যে অগতেব উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়েব কারণ, তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

বানানুজ এই দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন শাস্ত্র ভিন্ন অন্য উপায়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—ইন্দ্রিয়-জ এবং যোগ-জ। ইন্দ্রিয়ও আবাব দুই প্রকার,—বাহ্য ও আন্তর। ব্রহ্ম বাহ্য ইন্দ্রিয়ার গোচর নহেন। ব্রহ্ম আন্তর ইন্দ্রিয়ার গোচরও নহেন। বাবণ, আন্তর সুখ-দুঃখই আন্তর হস্তিয়ার গোচর। কোনও বাহ্য বস্তু আন্তর ইন্দ্রিয়ার গোচর হইতে পারে না।

[বানানুজের এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, ব্রহ্ম আন্তর বস্তু। চতুর্থ শ্লোকের ভাষ্যে বানানুজই বলিয়াছেন যে, নির্ণয় মনে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপব্যোক্তজ্ঞান জ্ঞানার্থ। দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ঋতিবিহিত শাধন। দ্বাবা ব্রহ্মকে অন্তর্ভব করা যায়, অর্থাৎ তিনি আন্তর ইন্দ্রিয়ার প্রত্যক্ষ হইবে]।

বানানুজ বলিয়াছেন, যোগের দ্বাবাও ব্রহ্মকে জানা যায় না। কারণ, পূর্বাভূত বস্তুর স্মৃতিই যোগের দ্বাবা সম্পন্ন হয়। স্মরণঃ ব্রহ্মজ্ঞান যোগের দ্বাবা সম্পন্ন হইতে পারে না।

[কিন্তু যোগদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, যোগের দ্বাবা ভবিষ্যৎ দর্শন করা যায়। সত্যবাং বানানুজের এ উক্তিটিও নিঃসংশয় সত্য বলা যায় না]।

অতঃপর বানানুজ বলিয়াছেন যে, অসুমানের দ্বাবাও ব্রহ্ম প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়। তাঁহার কোনও চিহ্নই প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। ব্রহ্মের কোনও চিহ্ন প্রত্যক্ষ না হইলে তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে অসুমান হইতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে বানানুজ কয়েকটি সাধাবণ যুক্তি-বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসুমানের দ্বাবা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইতেছে, ইহা সত্য, কিন্তু উপাসনারূপ কর্ণের অঙ্গ, এই ভাবেই ব্রহ্মের কথা আছে, অর্থাৎ বেদের ইহা বলা উদ্দেশ্য, যে ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, সে ব্রহ্মের স্বরূপ অব্যবহার, অতএব উপনিষদের যে সকল বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, সে সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে, এইরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করবে, করিলে মোক্ষ হইবে, উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে— ব্রহ্মকে দেখিবে, ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে। কিন্তু শঙ্কর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কর্মমাত্রই ধর্ম বা অধর্ম, ধর্মের ফল মুখ, অধর্মের ফল দুঃখ, কিন্তু মোক্ষ মুখ-দুঃখের অতীত, কাবণ, উপনিষদে আছে—“অশরীর বা ব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃহতঃ”, (ছাঃ উঃ ৮।১২।১) যিনি অশরীরী (অর্থাৎ যাহার দেহাত্মবোধ দূর হইয়াছে—যিনি মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন) তাঁহাকে প্রিয় বা অপ্রিয়বোধ স্পর্শ করিতে পারে না, —অর্থাৎ তিনি মুখ-দুঃখের অতীত হন। কর্মমাত্রের ফল মুখ বা দুঃখ, মোক্ষ যখন মুখ-দুঃখের অতীত, তখন বুঝিতে হইবে যে, মোক্ষ কোনও কর্মের ফল নহে, অধিকন্তু মোক্ষ যদি কর্মের ফল হইত, তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইত,—কাবণ, সকল কর্মের ফলই অনিত্য—মোক্ষ চিরস্থায়ী হইতে পারিত না। কিন্তু মোক্ষ নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী। এতন্ত শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, মোক্ষ কর্মের ফল নহে, জ্ঞানের ফল। উপনিষদ বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষ হয়,—কোনও কর্ম করিতে হয় না। “তমেব বিদিত্বা অতিমূহ্যন্ এতি, নাস্ত্রঃ পথঃ বিদ্রতে অবনাম” অর্থাৎ তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিলেই মোক্ষ হয়, মোক্ষলাভের অন্য পথ নাই। মোক্ষ নিত্য—ইহা সচরাই বিদ্যমান; কিন্তু অবিদ্যা বা অজ্ঞানের ঘানা

আবৃত্তি; ব্রহ্মজ্ঞান সেই আবরণ সবাইয়া দেয় মাত্র; একক ব্রহ্মজ্ঞানেব ফল অনিত্য হইতে পাবে না, এই ফল নিত্য। আত্মা (যাহা শব্দেব মতে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) নিত্যশুদ্ধ, কোনও কৰ্ম্ম দ্বাৰা আত্মাব শুদ্ধি বা সংস্কার হয় না; জ্ঞান, আচমন প্রভৃতি কৰ্ম্ম দ্বাৰা আত্মাব শুদ্ধি হয় না, —সেহ, মন ও বুদ্ধিব সংস্কার বা শুদ্ধি হইতে পাবে,—আত্মাব সংস্কার হইতে পাবে না, হইবার প্রয়োজন নাই, কাৰণ, আত্মা নিত্যশুদ্ধ। শব্দেব মতে ব্রহ্ম=আত্মা=ধোক।

আপত্তি হইতে পাব জ্ঞানও ত মনেব ক্রিয়া। কিন্তু শব্দেব তাহা স্বীকার কবেন না। তাহাব মতে পুরুষ যাহা ইচ্ছা কবিলে কবিত্তে পারে, ইচ্ছা কবিলে না কবিত্তে পাবে, তাহাই ক্রিয়া, যথা—যজ্ঞ। যদি বলা যায়, “অগ্নিকে পুরুষ বলিয়া ভাবিবে” তাহাও ক্রিয়া, কাৰণ, ইচ্ছা কবিলে অগ্নিকে পুরুষ বলিয়া ভাবা যায়, আত্মাব পুরুষ বলিয়া না ভাবিয়া ‘সো’ বা ‘অথ’ বলিয়াও ভাবা যাইতে পারে, কিন্তু অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া ভাবা বা জানা কোনও ক্রিয়া নহে, কাৰণ, ইহা বস্তুতঃ, সেইরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা ক্রিয়া নহে, কাৰণ, ইহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম বেক্স বস্তু, তাহাকে সেইরূপই জানিতে হইবে, অতঃপরে জানিলে তাহা একতরূপে ব্রহ্মকে জানা হইবে না।

এই প্রসঙ্গে শব্দেব বুদ্ধি শূন্যবাদ খণ্ডন কবিয়াছেন। “কিছুই নাই” ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পাবে না। কাৰণ, যে বলিবে “কিছুই নাই”, অতঃ সে ও নিশ্চয় আছে। এই ভাবে বুদ্ধিব দ্বাৰা যে পুরুষেব অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সে পুরুষ কর্তা, ভোক্তা। কিন্তু উপনিষদে যে পুরুষেব কথা আছে—“ঐশনিব পুরুষ”—তিনি কর্তা বা ভোক্তা নহেন,—তিনি

এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে :—ঘট, পট (বস্ত্র) প্রভৃতি সকল বস্তুর এক একজন কর্তা থাকে দেখা যায় ; অতএব জগতের এক জন কর্তা আছে, তিনিই ব্রহ্ম । কিন্তু ইহাব উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জীব যেক্রপ কর্তৃ কবে, জগতের বিবিধ বস্তু হইতে সেইরূপ ফল ভোগ কবে, অতএব বিভিন্ন জীবের কর্তৃ অনুসারে জগতের বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় সুতরাং জীব-সকলই জগতের কর্তা, ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলা যায় না । অথবা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা তাঁহাদের অসাধারণ ঐশ্বর্য্য এবং শক্তিবলে বিভিন্ন সময়ে জগতের বিবিধ দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন । এক ঈশ্বর যে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাব প্রমাণ কোথায় ? ঈশ্বর কিরূপে কর্তা হইবেন, তাঁহাব ত শরীর নাই ? শরীর না থাকিলে কেহ কোনও বস্তু সৃষ্টি করিতে পাবেন না । সকল অচেতন বস্তুর চেতন অধিষ্ঠাতা থাকে না, বথ শিলা প্রভৃতির চেতন অধিষ্ঠাতা নাই, অতএব অচেতন জগতের চেতন অধিষ্ঠাতা আছে, তাহা কিরূপে বলিবে ?

তৎ তু সমস্যাৎ (১।১।৪)

৩৭—ব্রহ্ম যে শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হন । তু=কিন্তু । সমস্যাৎ=সকল উপনিষদের বাক্যগুলি তাৎপর্য্য দ্বারা ব্রহ্মতেই সম্যক্ অধিত (সমস্যাৎ=সম্যক্ অর্থ) বা অহংগত হইয়াছেন,—ইহা হইতে জানা যায় ।

এরূপ মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম বেদের প্রতিপাদ্য হইতে পাবেন না কারণ, বেদের সর্বত্র কর্তৃব কথাই আছে,—কিরূপে যন্ত্র করিতে

হয়, তাহায বিস্তারিত বিবরণই সাধারণতঃ বেদে দেখিতে পাওয়া যায় ;
ব্রহ্ম কি বস্তু, ইহা জ্ঞানের কথা, কস্মৈব কথা নহে ; সুতরাং ব্রহ্ম কি
বস্তু, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া বেদের উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু ইহা বর্থাধ
কথা নহে । কাবণ, সকল উপনিষদের বাক্যগুলি বিচার করিলে
দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করাই ইহাসেব তাৎপর্য্য । ছান্দোগ্য,
বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, ঐতরেয় ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি বিবিধ উপনিষদ হইতে বহু বাক্য
তুলিয়া শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম সর্বত্র প্রতিপাদন
করা হইয়াছে ।

এরূপ বলা যায় না যে, এই সকল বাক্যে যজ্ঞকর্ত্তাব শ্রদ্ধাশ ক্রি
তাহাই দেখান হইয়াছে, অতএব এ সকল বাক্য যজ্ঞেরই অঙ্গ ।
উপনিষদে আছে—“তৎ কেন কং পশ্যেৎ,” কাহাব ঘাণা বাহাবে
দেখিবে,—যখন মিথিল বিশ্ব ব্রহ্মের বোধ হইবে, যখন আত্মা ভিন্ন
কিছুই অনুভব হইবে না, তখন কাহাব দ্বারা কাহাকেও দেখা যায়
না, দর্শন, স্পর্শন, জ্ঞান প্রভৃতি সকল ব্যবহারের লোপ হয় । ইহা হইতে
বুঝিতে পাওয়া যায় যে, কেবল যজ্ঞের পদ্ধতি প্রদর্শন করাই বেদের
উদ্দেশ্য নহে, ব্রহ্মের বস্তুত্ব বুঝাইয়া দেওয়াও বেদের উদ্দেশ্য । ইহা বলা
যায় না যে, ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া নিব্বাক অর্থহীন তাহাতে
পুরুষের কোনও লাভ নাই, ব্রহ্ম করিলে স্বর্গলাভ হয়, সুতরাং যজ্ঞ
করিবার প্রয়োজন আছে, ব্রহ্মকে জানিয়া লাভ কি? লাভ এই যে,
ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সকল দুঃখ চিরকালের জন্য দূর হয়, এবং অনন্ত-
কাল ধরিয়া অসীম আনন্দ পাওয়া যায় । অতএব কি করিয়া ব্রহ্ম করিতে
হয়, তাহা জানা অপেক্ষা ব্রহ্মকে জানা পুরুষের অধিক প্রয়োজন ।

সাক্ষিস্বরূপ, সর্বভূতস্থ, সম, এক, কূটস্থ, নিত্য । এরূপ পুরুষ সৃজিত্ব দ্বারা প্রমাণ করা যায়না, উপনিষদের সাহায্যে জানা যায় ।

“৩৭ তু সমস্বযাৎ” এই শব্দের “সমস্বযা” শব্দের অর্থ শব্দ কথিত্ব, উপনিষদের বাক্যগুলি ব্রহ্মতেই অমুগত ; বামাহুজ “সমস্বযা” শব্দের ব্যাখ্যা কথিত্ব—ব্রহ্ম উপনিষদবাক্যে অমুগত, অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট ।

বামাহুজ বলেন, উপনিষদের বাক্যসমূহের অর্থ-জ্ঞান হইলে তাহা হইতে সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তি হইতে পারে না । ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অপবোকজ্ঞান হয়—ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায়—তাহার ফলে ব্রহ্মনিবৃত্তি হয়—মোক্ষ হয় । ধ্যানের ফলে মন নির্মল হয়, নির্মল মনে ব্রহ্মবিষয়ে অপবোকজ্ঞান উৎপন্ন হয় ।

এই প্রসঙ্গে বামাহুজ ভেদাত্তবাদ এবং অবৈতবান খণ্ডন কথিত্ব নিশ্চেষ্টত্ববাদের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার যত্ন কথিত্ব । প্রতিতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অভেদবাক্য বাক্য পাওয়া যায় ভেদ-বাচক বাক্যও পাওয়া যায় । ভেদাত্তমতে ভেদ এবং অভেদ উভয়েই সত্য । স্বর্গ হইতে হাবও হয়, বলসও হব । হাব ও বলস উভয়েই স্বর্গ ; এই হিসাবে উভয়ের মধ্যে অভেদ । আবার উভয়ের মধ্যে আকাশগত ভেদও দেখা যায় । এই ভাবে উভয়ের মধ্যে কার্য (effect) হিসাবে ভেদ, কারণ (cause) হিসাবে অভেদ দেখা যায় । আবার নাম ও শ্রাম উভয়েই মানব.—মানব হিসাবে উভয়ের মধ্যে অভেদ, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে ভেদ । এই ভাবে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই আছে । অভেদই বাস্তবিক, ভেদ ঔপাধিক । বাস্তবিক চৈতন্য ব্রহ্মও আছে, জীবও

আছে—ইহাই অভেদ। কিন্তু জীবের চৈতন্ত উপাধিযুক্ত,* বুদ্ধিই সেই উপাধি, বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন উপাধি—এইভাবে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদ আছে,—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ আছে। মোক্ষলাভ হইলে জীবের উপাধি স্বয়ং হইয়া যায়, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। ইহাই ভেদাভেদবাদ।

কিন্তু অবৈতবাদীরা বলেন—ভেদ এবং অভেদ পরস্পরবিবোধী, উভয়েই সত্য হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে অভেদই সত্য ভেদ অসত্য। উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব—এ সিদ্ধান্ত অবৈতবাদীরা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মের সহিত কিরূপে উপাধির যোগ হইতে পারে? ব্রহ্মের ত খণ্ড বা অংশ হয় না যে, এক খণ্ডের সহিত উপাধির যোগ হইবে অপর খণ্ডের সহিত যোগ হইবে না। সমগ্র ব্রহ্মের সহিত উপাধির যোগ করিয়া কবিলে উপাধি-অস্পৃষ্ট ব্রহ্মের সিদ্ধি হয় না। ব্রহ্ম ভিন্ন অল্প চৈতন্য বস্তুতে উপাধির যোগ হইয়াছে বলিলে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু হয়। উপাধিকে জীব বলিলে চার্লসার নাস্তিক্যের আসিয়া পড়ে। অতএব অভেদ বা অবৈতই প্রকৃত তত্ত্ব, ভেদ প্রকৃত তত্ত্ব নহে,—অজ্ঞান বা অবিজ্ঞানবৃত্ত বস্তুনা শত্রু। ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে, ইহাই বৈশিষ্ট্যবাক্যের তাৎপর্য। যে সকল বাক্যে ধ্যান করিবার কথা নাই ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র উল্লেখ আছে, সে সকল বাক্যের সার্থকতা এই

* ক্ষুটিকের নিকট জ্বাফুল ধবিলে ক্ষটিকে লাল দেখায়। সেইরূপ চৈতন্তের নিকট বুদ্ধি থাকিলে বুদ্ধির স্বয়ং স্বয়ং চৈতন্তের স্বয়ং-স্বয়ং বলিয়া জ্ঞান হয়। জ্বাফুল ক্ষটিকের উপাধি; বুদ্ধি চৈতন্তের উপাধি।

যে, ধ্যানরূপ ক্রিয়ায় অঙ্গ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা।*

বিশিষ্টাধৈতবাদী বলেন যে, তাহা হইতে পারে না। প্রত্যেক বাক্যের একটাই উদ্দেশ্য থাকে, দুই উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। যে বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, যদি বল যে, সে বাক্যের উদ্দেশ্য ধ্যানক্রিয়ায় সহায়তা করা,—তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশরূপ অপর একটা উদ্দেশ্য তাহার থাকিতে পারে না, অতএব এই সকল বাক্য ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। বিশিষ্টাধৈতবাদী বলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশকু শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য, ধ্যানরূপ ক্রিয়ায় সহায়তা করা নহে, ব্রহ্মের স্বরূপনির্দেশই তাহার তাৎপর্য। এরূপ বাক্যের প্রয়োজন এই যে ব্রহ্মকে পাইলে জীবের সকল দুঃখ চিরকাল তরে বিদূষিত হয়। বেদান্ত বেবল ব্রহ্ম আছেন, ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ব্রহ্মকে পাইবার উপায়ও নির্দেশ করিয়াছেন,—সে উপায় হইতেছে উপাসনা।

ঐক্যতেন শিক্কম্ (৫)

ঐক্যতঃ ('ঐক্যতি' এই ধাতুর প্রয়োগ আছে বলিয়া) অশক্কম্ (শক্ক অর্থাৎ বেদে যাহা নাই এইরূপ "প্রধান" বা "প্রকৃতি") ন (জগতের কারণ হইতে পারে না)।

• কিন্তু শক্ক ইহা বলেন নাই যে, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক বাক্যের সার্থকতা এই যে, তাহার দ্বারা ধ্যানরূপ ক্রিয়ায় সহায়তা করে। বস্তুতঃ তিনি অশক্কতাকে ক্রিয়া বলেন নাই। এখানে রামানুজ অধৈতবাদের যে সিদ্ধান্ত করেন করিয়াছেন, তাহা শক্কের সিদ্ধান্ত নহে।

উপনিষদে আছে—“সমেব সৌম্য ইদমগ্রহ আসীৎ একেনেবাদ্বিতীয়ম্ । তদৈক্যত্বং বহু শ্রুতং প্রজায়ের ৷”৩—অনুবাদ. “হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সং বস্তুমাত্র বিদ্যমান ছিল। সেই বস্তু আলোচনা করিল—‘আমি বহু হইব’।” এই জগৎকে কাবণ সংবস্তু টেঁহা কি? সাংখ্যমতাবলম্বী বলিতে পারেন যে, সাংখ্যদর্শনে যে ‘প্রধান’ বা ‘প্রকৃতি’ কথা আছে, যাঁহা হইতে সাংখ্যমতে জগৎএব উৎপত্তি হইয়াছে, সেই প্রধান বা প্রকৃতিই এই উপনিষদুক্ত সংবস্তু। কিন্তু তাঁহা হইতে পাবে না। কাবণ, উপনিষদে এই সং বস্তু মধ্যস্থে ‘দ্বৈত’ এই ধাতু প্রয়োগ করা হইয়াছে, উপনিষদ বলিয়াছেন “তদৈক্যত্বং” অর্থাৎ একত্বের আদিকাবণ সেই সংবস্তু আলোচনা করিয়াছিলেন। সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতন, তাঁহা চিন্তা করিতে পাবে না, অতএব উপনিষদে যে সংবস্তু উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহা সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে পাবে না। এত সংবস্তু উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের সৌন্দর্য জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি স্পর্শজ হইতে পারেন, কাবণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অদ্বিত্য তাঁহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন করে না,—এজন্য তিনি স্বভাবতঃই জ্ঞানবান্।

গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ (৬)

গৌণঃ চেৎ (যদি কেহ বলেন যে ‘দ্বৈত’ শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ হইয়াছে)—না (না, তাঁহা হইতে পাবে না) অ.স্মরণশ্চ (কারণ ‘আত্মা’ এই শব্দের প্রয়োগ আছে) ।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছিল যে, সংবস্তটি অচেতন প্রধান হইতে পাবে না, কাবণ উপনিষদে আছে যে সেই সংবস্ত ঈক্ষণ কবিয়াছিল। ইহাব উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতে পাবেন যে, সে, ঈক্ষণ মুখ্য নহে,—গৌণ, অর্থাৎ মনে হয়, যেন এই প্রধান “জগৎরূপে পবিণত হইব” এইরূপ চিন্তা কবিয়াই জগৎরূপে পবিণত হইয়াছিল। প্রতিপক্ষের এই মুক্তি সমীচীন নহে। ইহা বলিতে পাবা যায় না যে, ঈক্ষণ শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাবণ, ‘আত্মা’ শব্দের প্রয়োগ আছে। উপনিষদে আছে—সেই মূল আদিকাণ্ডে ভেজ, অপ (জল) এবং অন্ন সৃষ্টি কবিলেন, কবিয়া ভাবিলেন, “অহমিমাষিত্বো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অমুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকববাণি”•—অমুবাদ, আমি জীবরূপ আত্মার দ্বারা এই ভেজ, অপ, অন্নরূপ তিন দেবতার মধ্যে প্রবেশ কবিয়া ইহাদের ভোগের জন্ত নামরূপযুক্ত মূল জগৎ সৃষ্টি কবিব। ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ স্বরূপ; চেতন জীব অচেতন বস্তুর স্বরূপ হইতে পাবে না। অতএব এই আদিকাণ্ড (সংবস্ত) অচেতন নহেন, ইনি চেতন বস্ত, এবং ইনি যে “ঈক্ষণ” বা আলোচনা কবিয়াছিলেন বলা হইয়াছে, তাহা গৌণভাবে বলা হয় নাই, মুখ্যভাবেই বলা হইয়াছে। শব্দন এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।

বানামূল এখানে আর একটি ক্রটিবাক্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন,—

“ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্বং” অর্থাৎ ইহা (এই সংবস্ত) নিখিল জগতের আত্মা। আত্মা কখনও অচেতন হইতে পাবে না, অতএব সংবস্ত

• ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।৩।২

• ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।৮।৭

অচেতন নহেন, সচেতন, এবং তিনি তা ইঙ্গণ কবিয়াছিলেন, তাহা গোণভাবে বলা হয় নাই, মুখ্যভাবেই বলা হইয়াছে। এইভাবে স্বামাচল স্রষ্টা কবিয়াছেন।

তদ্বিষ্ঠস্ত মোক্ষোপদেশাৎ (৭)

মিনি ‘তদ্বিষ্ঠ’ হইবেন অর্থাৎ সেই আদিকাবণকে মিলেব আত্মা বলিয়া জানিবেন, তাহাব ‘মোক্ষ’ হইবে,—উপনিষদে এইরূপ ‘উপদেশ’ আছে। সেই আদিকাবণ যদি অচেতন প্রধান হন, তাহা হইলে তাহাকে নিজ আত্মা বলিয়া জানিলে জীবের মোক্ষ হইবে না, বরং অনর্থ হইবে। অতএব সেই আদিকাবণ প্রধান হইতে পাবেন না।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ (৮)

হেয়ত্বস্ত অবচনাৎ,—হেয়ত্বের কথা বলা হয় নাই।

কেহ বলিতে পাবেন যে, যদিও ব্রহ্মই জগতের প্রকৃত কারণ, তথাপি এখানে প্রধানকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, এরূপ বলিবাব উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে স্থূল জগৎ ছাডিয়া সূক্ষ্ম প্রবানের ধাবণা কবিত্তে হইবে, পবে আত্মও সূক্ষ্ম ব্রহ্মের ধাবণা কবিত্তে হইবে, এইভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মের ধাবণা কবা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কাবণ, উপনিষদের যদি ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে উপনিষদে এই সংবন্ধ পরিত্যাগ কবিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ কবিবাব কথাও থাকিত, কিন্তু এইরূপ “হেয়ত্বের” কথা (অর্থাৎ পরিত্যাগ কবিবাব কথা) নাই, অতএব এখানে প্রবানের কথা বলা হয় নাই, ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

স্বাধ্যায় (৯)

স্ব অর্থাৎ নিজেকে অপ্যয় অর্থাৎ প্রাপ্তিব কথা বঙ্গ হইয়াছে। উপনিষদে আছে যে স্বযুগ্মিব সময় (অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার সময়, যখন কোন স্বপ্ন দেখা যায় না) জীব এই সংশয়বাচ্য কারণে বিলীন হয় এবং নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সংশয়বাচ্য বস্তু অচেতন প্রকৃতি হইতে পারে না। ইনি চেতন ব্রহ্ম।

“হেদ্ব্যবচনাৎ” এবং “স্বাধ্যায়” এই দুইটি শ্রুতের মধ্যে রামানুজ “প্রতিজ্ঞাবিবোধাত্” এই শ্রুতি দিয়াছেন। শঙ্কর এই শ্রুতি দেন নাই। শ্রুতিটির অর্থ এইরূপ,—উপনিষদে আদিবাক্য সংবন্ধের উল্লেখ কবিরূপ পূর্বে আছে—“যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” অর্থাৎ যাহাকে জানিলে যাহা কিছু অশ্রুত মনেই শ্রুত হবে; উপনিষদ এখানে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, প্রস্তাবিত সংবন্ধকে জানিলে আব কিছুই জানিতে বাকি থাকে না। এই সংবন্ধকে প্রদান বলিলে প্রতিজ্ঞার সহিত বিবোধ হয়, কারণ, প্রধানকে জানিলেও ব্রহ্মকে জাণা বাকি থাকে। এই সংবন্ধকে ব্রহ্ম বলিলেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

গতিসামান্য (১০)

(সর্বত্রই গতি সমান) শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা কবিয়াছেন যে, সকল বৈশেষ্যব্যাক্যের তাৎপর্য এক, সে তাৎপর্য ব্রহ্ম-জ্ঞান। সুতরাং ইহা হইতে পারে না যে, কোনও স্থলে বৈশেষ্যব্যাক্যের তাৎপর্য ‘প্রধান’ বা প্রকৃতি। বসন্তরূপে এভাবে ব্যাখ্যা কবেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, উপনিষদে অন্তর সৃষ্টি-বিষয়ক যে সকল বাব্য আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ, অতএব এখানেও উপনিষদ-

বাক্যেব সেইরূপ অর্থ কবিত্তে হইবে, নচেৎ বিভিন্ন উপনিষদ্বাক্যের বিভিন্ন গতি হইবে, তাহা দোষাবহ।

শ্রুতত্বাচ্চ (১১)

শঙ্কর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন—ব্রহ্ম যে জগৎএব কাবণ, ইহা বেদে স্পষ্টভাবে “শ্রুত” হয়। যথা, খেতাত্ততব উপনিষদে আছে—
স কানগং কবণাধিপাধিপঃ

ন চাস্য বশ্চিৎ জমিতা ন চাধিপঃ।

অনুবাদ,—তিনি (ব্রহ্ম) জগৎএব কাবণ। বসণাধিপ শঙ্কর অর্থ জীৱ (বসণ = ইন্দ্রিয়, ভাগ্যদেব অধিপ — প্রভু, জীব) ব্রহ্ম কবণাধিপাধিপ অর্থাৎ সকল জীবের প্রভু। ইহাব (ব্রহ্মের) জমিতা (উৎপাদক) কেহ নাই। ইহাব অধিপ (প্রভু) ও বেহ নাই।

হানাত্তত্ব ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই সংবন্ধতে সর্গজগৎ, সর্গশক্তিমন্তা প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ “শ্রুত” হয় অর্থাৎ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। অতএব ইনি প্রকৃতি নহেন, ইনি ব্রহ্ম।

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ (১২)

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে “আনন্দময়” শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কবা হইয়াছে,—“অভ্যাসাৎ” অন্তর বহু স্থলে “ব্রহ্ম” শব্দে আনন্দময় শব্দেব প্রয়োগ পাওয়া যায়, এদন্ত। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে আছে—“স বা এষঃ পুরুষোহন্নবসময়ঃ”*, অর্থাৎ পুরুষ হইতেছে অন্বসেব বিকারে গঠিত। সাধাবণন্তঃ অনেকে দেখেই পুরুষ বলিয়া মনে করেন,—এই উপনিষদ্বাক্যে তাহাই লক্ষ্য কবা হইয়াছে। ইহাব পবে বঙ্গা হইয়াছে.

এই অনুবসময় পুরুষের অভ্যস্তবে আব একটি আত্মা আছে—প্রাণময়।
 এই প্রাণময় আত্মার অভ্যস্তবে আব একটি আত্মা আছে—মনোময়।
 মনোময় আত্মার অভ্যস্তবে আব একটি আত্মা আছে—বিজ্ঞানময়।
 বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যস্তবে আব একটি আত্মা আছে—আনন্দময়,
 “তদ্বাদ্বা এতদ্বাবিজ্ঞানময়াৎ অস্তোহস্তব আত্মা আনন্দময়ঃ।”
 পুৰ্বোন্নিখিত আত্মাগুলিকে উপনিষদে পুরুষের স্তায় বলনা কবা
 হইয়াছে—প্রত্যেক আত্মার শিব, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, পুচ্ছ
 প্রভৃতিরূপে বিভিন্ন বস্তুকে উল্লেখ কবা হইয়াছে। সেইরূপে আনন্দময়
 আত্মাকেও পুরুষরূপে বলনা ববিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহার শিব
 হইতেছে “প্রিয়”,* দক্ষিণ পক্ষ হইতেছে ‘মোদ’*, উত্তর পক্ষ
 হইতেছে “প্রমোদ”,* আত্মা হইতেছে “আনন্দ”, পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা
 হইতেছে ব্রহ্ম। এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই “আনন্দময় আত্মা”
 শব্দের দ্বারা কাহকে লক্ষ্য কবা হইতেছে,—জীবকে, না ব্রহ্মকে?
 আশঙ্কা হইতে পারে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য ববা হয় নাই, কারণ, ব্রহ্মের
 অবয়ব থাকিতে পারে না, কিন্তু আনন্দময় আত্মার শিব, দুই পক্ষ,
 পুচ্ছ প্রভৃতি অবয়বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা কবা ভুল।
 এখানে “আনন্দময়” শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কবা হইয়াছে, জীবকে নহে।
 অঙ্গময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা প্রভৃতির অবয়ব
 উন্নিখিত হইয়াছিল বলিয়া আনন্দময় আত্মাবও অবয়ব উন্নিখিত

* ইষ্টবস্তুদর্শনজনিত সুখের নাম “প্রিয়” তাহার স্মৃতিজনিত সুখের
 নাম “মোদ”, উভাই বাবধান অবগ ববিয়া বে প্রকৃষ্ট সুখ হয়, তাহার
 নাম “প্রমোদ”—বহুশ্রুতি (শব্দক-ভাষ্যের টীকা)।

হইয়াছে,—এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলির ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—বাস্তবিক আনন্দময় আত্মার অবয়ব নাই। এখানে “আনন্দময়” শব্দে যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, কাবণ, ব্রহ্ম সমস্তে আনন্দময় শব্দের বহুল প্রয়োগ (“অভ্যাস”) উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

নামাঙ্কর এই সূত্রেই খুব বিস্তারিত প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনিও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উক্ত উপনিষদবাক্যে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কর, চাইছেন, জীবকে লক্ষ্য করা হইতে পারে না। কাবণ, জীবের দুঃখই বেশী, সুখ কম। অতএব জীবকে আনন্দময় বলা যাইতে পারে না। আনন্দময় আত্মার পূর্বে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ আছে,—এই বিজ্ঞানময় আত্মাই জীব। অগ্নিময় প্রাণময়, মনোময়—ইহারা অচেতন, বিজ্ঞানময় হইতেছে চেতন জীব। জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম, এ কথা বলা যায় না। জীব ব্রহ্মের দ্বারা চেতন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত জীবের বিশেষ পার্থক্য আছে—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন, জীব জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। অধিকন্তু, জীব দুঃখময় ব্রহ্ম আনন্দময়, এবং সত্যসংকল্প প্রভৃতি গুণের আকর। যদি বল, দুঃখ মিথ্যা কল্পনামাত্র, কিন্তু এই মিথ্যাকল্পনাই ত দুঃখের কাবণ। যাহার একরূপ মিথ্যাকল্পনা হইতে পারে, তাহাকে কিরূপে সত্যসংকল্প বলা যায়? উপনিষদে আছে, ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইতে পারে না। কাবণ, মিথ্যা হইলে তাহাকে জানা যাইবে কিরূপে? ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তা, সত্যসংকল্প

প্রভৃতি গুণ আছে, এই প্রকারেব বহু উপনিষদ্বাক্য আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম অনন্ত-বিশেষ-বিশিষ্ট; তাঁহাকে নির্বিশেষ বলা ভুল।

উপনিষদে আছে—“তৎ ত্বম্ অসি”*। “তৎ” অর্থাৎ ব্রহ্ম। “ত্বম্” তুমি (জীব)। অঐত্ত্ববাদী বলেন যে, এখানে “ত্বম্” শব্দে সকল বিশেষ হইতে মুক্ত জীবের চৈতন্যমাত্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু বামাহুজ একরূপ ব্যাখ্যা অহুমোদন ববেন না। তিনি বলেন, “ত্বম্” শব্দে সবিশেষ চৈতন্যই বোঝায়। “ত্বম্” শব্দে নির্বিশেষ চৈতন্য গ্রহণ করিলে “লক্ষণা” দোষ হয়। একটি শব্দে যে অর্থ, সে অর্থ ছাডিয়া অন্য অর্থ লইলে লক্ষণা দোষ হয়।

বামাহুজ বলেন, “তৎ ত্বম্ অসি” এই বাক্যে “ত্বম্” শব্দের অর্থ জীবের অদ্বৈতীয় পনমাত্মা, এই পনমাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহাই এই উপনিষদ্বাক্যে বলা হইয়াছে। উপনিষদে এইরূপ কথা অন্তর্ভুক্ত আছে—“তৎ সৃষ্টী তদেব অহুপ্যাবিশৎ” অর্থাৎ ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাব মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদ ব্রহ্ম স্বরূপে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, বামাহুজ সে সকল বিশেষণই স্বার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শব্দের মতে এই বিশেষণগুলি মাযারূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপে প্রয়োগ করা যায়, ব্রহ্মের স্বরূপ স্বরূপে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ নির্বিশেষ।

বামাহুজের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শবীত, ব্রহ্ম তাহাদের আত্মা। সেহেতু পোব বেরণ আত্মাকে স্পর্শ কবে না, জীব ও জগতের দেহ

সেইরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। শবীর ও আত্মা যে রূপ এক নহে, জীব ও ব্রহ্ম সে রূপ এক নহে।

বিকারশব্দান্মেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাত্ (১৩)

“আনন্দময়” শব্দে আনন্দ শব্দের উক্ত ব ময়ট প্রত্যয় ক্রিয়া নিপ্পন্ন হইয়াছে। সাধাবগতঃ বিকার অর্থে ই ময়ট প্রত্যয় হইয়া থাকে, অতএব যে বস্তু আনন্দের বিকার, তাহাকেই আনন্দময় বলা উচিত। কিন্তু ব্রহ্মকে কোনও বিকার বলা যায় না, এজন্য মনে হইতে পারে যে, আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা উচিত হয় না। এইরূপ মনে হইবে উক্ত যে এই শব্দে বলা হইয়াছে যে, এখানে বিকার অর্থে ময়ট প্রত্যয় হয় না, প্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রহ্মে প্রচুর আনন্দ আছে, এজন্য ব্রহ্মকে আনন্দময় বলা হইয়াছে। প্রচুর আনন্দ আছে বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, ব্রহ্মে অল্পবিমাণ চঃখও আছে। কারণ, উপনিষদ স্তোত্র বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দুঃখের লেশমাত্র স্পর্ক নাই।

তজ্জৈতুব্যপদেশাচ্চ (১৪)

“তৎ-হেতু” (আনন্দের হেতু) এইরূপ “ব্যপদেশ” আছে, অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

উপনিষদে আনন্দময় আত্মার উল্লেখের পূর্বে আছে যে, ইনি আনন্দের হেতু। “এষ হি আনন্দযাত্তি,” অর্থাৎ ইনিই আনন্দ দান করেন। ইনি যখন জীবকে আনন্দ দান করেন, তখন ইনি জীব হইতে ভিন্ন। অতএব “আনন্দময়” শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

মান্নবর্ণিকমেব চ গীয়তে (১৫)

নস্ত্রে গাহাব উল্লেখ আছে, তাহা মান্নবর্ণিক । তাঁহাবই কথা এখানে “গীয়তে”, অর্থাৎ গান করা হইয়াছে ।

“সত্যং জ্ঞানন্ অনন্তং ব্রহ্ম” তৈঃ উঃ ২।১ তে উদ্ধৃত এই নস্ত্রে † ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উল্লেখ আছে । সেই ব্রহ্মকেই আনন্দময় আত্মা বলিয়া এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

মেতনোহমুপপত্তেঃ (১৬)

ইতবঃ (জীব), ন (আনন্দময়শব্দবাচ্য নহে) অমুপপত্তেঃ (বুদ্ধি-সঙ্গত হয় না বলিয়া) ।

আনন্দময় পুরুষের প্রসঙ্গে পবে বলা হইয়াছে, “সোধকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েত,” অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন, ‘বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব’ । জীব সম্বন্ধে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না । অতএব এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

ভেদব্যাপদেশাচ্চ (১৭)

এই আনন্দময় আত্মাব সহিত জীবের “ভেদ” উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । “রসো বৈ সঃ, বসঃ হিং এব অযং লক্ষ্মা আনন্দী ভবতি ।”^{*} অর্থাৎ তিনি বসবরূপ, তাঁহাকে লাভ করিলে জীব আনন্দিত হয় । ইহা হইতে বুঝিতে পাওয়া যায় যে, প্রস্তাবিত আনন্দময় আত্মা জীব হইতে ভিন্ন ; অতএব তিনি ব্রহ্ম । বামাঙ্কুর এই সূত্রে উপবিধিগত উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করবেন নাই, নিম্নলিখিত উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, “তস্মাদ্ধা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানমধাৎ অগ্নঃ অম্রব আত্মা

† এই মন্ত্র সম্ভবতঃ বেদেব কোনও দৃষ্ট শাখার মন্ত্র অংশে ছিল ।

* তৈঃ উঃ ২।৭

আনন্দময়ঃ," (এই বিজ্ঞানময় অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন এবং অভ্যন্তরবহিত অস্ত্র আত্মা আনন্দময়)।

এই ক্ষেত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদেব উল্লেখ আছে। বিহীন অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই। এতদ্ব্যতীত এই ক্ষেত্রেও বলা যাইতে পারে যে, এখানে জীব ও ব্রহ্মেও যে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বৈশিষ্ট্য ভেদ নহে, কাল্পনিক ভেদ মাত্র। অর্থাৎ জীব নিজ স্বরূপকে (ব্রহ্মকে) উপলব্ধি না করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে, জীবের এই কল্পিত রূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন : সেই ভেদ এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই ভেদ লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ অতীত বলা যাইতে পারে, "আত্মা অদ্বৈতঃ"।* জীব ও ব্রহ্মে যে কোনও পার্থক্যিক ভেদ নাই, তাহা (শব্দেব মতে) অস্ত্র উপনিষদ-বাক্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—"নাত্মোহতোহস্তি ব্রহ্মা,"† অর্থাৎ এই ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত্র ব্রহ্মা (জীব) নাই।

বামানুজের মতে, জীব ব্রহ্মের অংশ এবং সেজন্য ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মা (জীব) নাই (নাত্মোহতোহস্তি ব্রহ্মা) এই কথা বলা সম্ভব হয়। জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন, ইহাই বামানুজের মত।

কাস্মাচ্চ নাস্তুমানাপেক্ষা (১৮)

"কাস্ম শব্দেব প্রয়োগ হইতে বুঝিতে হইবে যে "অনুমানের" (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির) এখানে "অপেক্ষা" হইতে পারে না।

আনন্দময় আত্মা সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—"সৌহৃদ্যময়ত বহু জ্ঞাঃ

* অর্থাৎ আত্মাকে অধেষণ করিতে হইবে। † বু: উ: ৩.৭।২৩

প্রজায়েব' * অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইবে, জন্মগ্রহণ করিব। ইহা হইতে বুঝিতে পাবা বাইতেছে যে, “অনুমান” অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনে উল্লিখিত প্রকৃতি বা প্রধান আনন্দময় আত্মা শব্দের লক্ষ্য হইতে পাবে না। কাবণ, অচেতন প্রকৃতির পক্ষে ইচ্ছা বলা সম্ভব নহে।

অশ্বিন্‌মন্ত্ৰ চ তদযোগঃ শান্তি (১৯)

অশ্বিন্ (আনন্দময় বস্তুতে) অন্ত (জীবের) তদযোগঃ (তাহার যোগ) শান্তি (শান্ত উপদেশ দিয়াছেন)।

“তদযোগ” শব্দের ব্যাখ্যা লইয়া শঙ্কর ও বামাশ্রমজেন মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন, তদযোগ অর্থাৎ “তদাঙ্গনা যোগ”। জীব ব্রহ্মের সহিত তদাঙ্গভাবে (এক হইয়া) বিশিষ্টা যায়। তাঁহার মতে এই মূর্ত্ত্তে তৈত্তিরীযক উপনিষদের মিল্লিখিত বাক্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে :—

“যদা হি এব এব এতশ্বিন্‌ অদৃশ্তে অনাস্ম্যে অনিকঙ্ক্বে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যতে অথ সঃ অভয়ং গতো ভবতি। যদা হি এব এব এতশ্বিন্‌ উদৃশ্‌ অন্তবঃ কুরুতে অথ তন্ত্ৰ ভয়ং ভবতি।” অর্থাৎ যখন জীব এই ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে অভয় প্রাপ্ত হয়, যখন জীব ব্রহ্মের সহিত ঐক্য ভোগে (“উদৃশ্‌ অন্তবঃ”) করে, তখন জীবের ভয় হয়। ব্রহ্ম বিরূপ! অদৃশ্‌, অনাস্ম্যে (বাঁহাব বন বুদ্ধি প্রকৃতি অব্যবহৃত্ত লিঙ্গশরীর নাই), অনিকঙ্ক্বে (বাঁহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না), অনিলয়ন (মায়াব স্পর্শগুহ)।

• ভে: উ: ২৬

• ভে: উ: ২৭

এখানে বলা হইল যে, জীব এই আনন্দময়ের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেলেন অভয় প্রাপ্ত হন। অতএব ‘আনন্দময়’ বস্তু জীব বা প্রধান হইতে পারে না।

বামাহুজ বলেন, “তদুযোগ” শব্দের অর্থ, তাহার সহিত যোগ, অর্থাৎ আনন্দের সহিত যোগ। জীব ত্রককে পাইলে আনন্দযুক্ত হয়। বামাহুজের মতে এই শ্রুতি নিম্নলিখিত উপনিষদ্বাক্যকে লক্ষ্য কবা হইয়াছে :—

বগো বৈ সঃ, বগং হি এব অং লক্ষ্মা আনন্দী ভবতি । তৈঃ উঃ ২।৭

“ইনি (ত্রক) বসন্তরূপ। জীব সেই বসন্তরূপকে লাভ করিলে আনন্দী হয়।”

বামাহুজ বলেন যে, এই সকল ব্রহ্মশ্রুতি ইচ্ছাই সিদ্ধান্ত কবা হইয়াছে যে, ত্রক আনন্দময়। অতএব যে সকল উপনিষদ্বাক্যে ত্রককে “আনন্দ” বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে, যে সকল স্থলেও “আনন্দময়” এই অর্থেই “আনন্দ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথা,—“যদেষ আকাশ আনন্দো ন জ্ঞাতঃ” (এই আকাশ অর্থাৎ ত্রক যদি আনন্দ না হইতেন)। “বিজ্ঞানমানন্দং ত্রকং” (ত্রক হন বিজ্ঞান ও আনন্দ)। এখানে আনন্দ শব্দের অর্থ আনন্দময়, এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিজ্ঞানময়। আনন্দং ত্রকণো বিধান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” (ত্রকের আনন্দকে জানিলে কোথাও ভয় পায় না)। এখানে আনন্দকে ত্রক হইতে বিভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইল। “আনন্দো ত্রক ইতি ব্যাজানঃ”, অর্থাৎ ত্রককে আনন্দ বলিয়া জানিল, এই উপনিষদ্বাক্যেও আনন্দময় অর্থেই আনন্দ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। (অদ্বৈতবাদি অগ্রহণ্যে আনন্দ শব্দের মত নহে,

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মের স্বরূপ; কাবণ আনন্দকে ব্রহ্মের গুণ বলিলে আনন্দ ও ব্রহ্ম দুইটি বিভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এক ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তু নাই। রামানুজ বলেন যে, আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, ব্রহ্মের গুণ; ব্রহ্ম আনন্দময়)।

১২ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত এই আটটি শ্লোক শঙ্করাচার্য্যের মনঃপুত হয় নাই, কাবণ, এখানে ব্রহ্মকে সর্বিশেষ বলা হইয়াছে এবং জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। এমনকি এই স্বত্রগুলির ভাষ্য লিখিয়া শঙ্করাচার্য্য নিজ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহা স্বীকার করা যায় না যে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এ-সকল স্থানেই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইল, কেবল আনন্দময় শব্দেই ময়ট্ প্রত্যয়টি বিকারার্থে না হইয়া প্রাচুর্য্যার্থে হইল। এখানেও বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, ইহাই মুক্তিসঙ্গত। অতএব আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হয় নাই, জীবকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মকে আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া একরূপ আপত্তি করা উচিত নহে যে জীবকে অব্যবহী এবং ব্রহ্মকে তাঁহার অব্যব বলা হইল কেন? ব্রহ্ম সকল লৌকিক আনন্দের একমাত্র প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, “পুচ্ছ” শব্দের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা সত্যের উদ্দেশ্য, ব্রহ্মকে জীবের অব্যব বলিয়া প্রতিপাদন করা উদ্দেশ্য নহে। উপনিষদে এ কথা আছে বটে যে, জীব এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়, কিন্তু ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম যখন আনন্দময়ের পুচ্ছ, তখন আনন্দময়কে

প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।* “সোহকান্যত” এই
 প্রতিবাক্যে “সঃ” শব্দ আনন্দময়কে উদ্দেশ্য কবিতা ব্যবহৃত হয় নাই,
 “ব্রহ্ম পুচ্ছঃ প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যান্তর্গত ব্রহ্ম শব্দকে লক্ষ্য কবিতা প্রযুক্ত
 হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দ ব্রীহস্পতি বটে, তথাপি অন্তত ব্রহ্মকে যেরূপ
 “আত্মা” শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও “সঃ”
 শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা অসম্ভব হয় নাই। প্রিয়, মোদ, প্রমোদ
 প্রভৃতিকে আনন্দময়ের নির-বাক্যগপ-উত্তরগপ প্রভৃতিরূপে নির্দেশ
 করা হইয়াছে। এই প্রিয়-মোদ-প্রমোদ-প্রভৃতি জীবভেদে ভিন্ন।
 আনন্দময় যদি ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে ব্রহ্মকেও জীবভেদে ভিন্ন
 বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অতি বলিয়াছেন—
 “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুণঃ”—এক ব্রহ্মই সর্বভূতেষু অভ্যন্তরে
 গুঢ়রূপে বিদ্যমান।

শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অবলম্বন কবিতা এই
 আটটি সূত্রেব অপর প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ
 তিনি তিনটি সূত্রেব অপর ব্যাখ্যাও কনিয়াছেন, কিন্তু সে ব্যাখ্যা
 কিঞ্চিৎ কষ্ট-কল্পিত।

অন্তস্তদ্ব্যোপদেশাৎ (২০)

অন্তঃ—সূর্য্য এবং চন্দ্র অত্যন্তরে যে পুঙ্খপূর্ব উল্লেখ আছে

শঙ্করাচার্য্যের এই উক্তিটি যথেষ্ট সন্দেহগ্রাহী হয় নাই। আনন্দময়
 যদি জীব হয়, তাহা হইলে জীব বিরূপে আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইবে ?
 ব্রহ্ম যদি আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠান হন, তাহা হইলে আনন্দময়কে প্রাপ্ত
 হইলে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ইহাই বা বিরূপে বলা যায় ?

(তিনি ব্রহ্মই), কাবণ, চতুর্নাম—ঐহাব ধর্ম, ব্রহ্মের ধর্ম,—উপদেশাৎ
—উল্লেখ করা হইয়াছে বলিবা ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে অধিদৈবত পুরুষের এইরূপ বর্ণনা আছে—

“অথ য এবোহস্তবাসিতো হিবগ্নয়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিবগ্ন্যশ্রয়ঃ
হিবগ্ন্যকেশঃ আশ্রয়থ্যং সর্ব এব স্ববর্ণঃ”, “তস্ত বধা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং
এব অক্লী, তস্ত উৎ ইতি নাম, স এষ সর্কেভ্যঃ পাপমভ্যঃ উদিতঃ,
উদেতি হ বৈ সর্কেভ্যঃ পাপমভ্যঃ য এবং বেদ ।” ছাঃ উঃ ১।৩।৬

অনুবাদ : এই যে সূর্য্যের মধ্যে সূর্য্যময় পুরুষ দেখা যায়—
ঐহাব শ্রয় হিবগ্নয়, কেশ হিবগ্নয়, নখাণ্ড পর্য্যন্ত সর্গাবয়ব সূর্য্যময়,
ঐহাব চতুর্নাম উজ্জল-বক্তবর্ণ পুরুষ ছায় (কপি+আস=কপ্যাস,
মর্কটেব উপবেশনস্থান, মর্কটেব পৃষ্ঠের অধোভাগের ছায় বক্তবর্ণ—শব্দ
“কপ্যাস” শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ ববিয়াছেন । কিন্তু বামাঙ্ক এই
ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই । তিনি বলেন কপি=সূর্য্য, এবং “কপ্যাস”
শব্দের অর্থ সূর্য্যের দ্বারা বিকশিত, অর্থাৎ পদ্ম । অথবা কপি=নাল,
কপ্যাস=নালের উপর অবস্থিত ।)—ঐহাব নাম “উৎ”, কাবণ,
তিনি সকল পাপ হইতে উদ্ধে’ অবস্থিত, যিনি এইরূপ জানেন,
তিনিও সকল পাপ হইতে উদ্ধে’ উদিত হন ।

• ঐহাবের চতুর্নাম বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহারা ব্রহ্ম-
চর্য্যাদি সাধন দ্বারা সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন, ঐহাবাট এই
“পুরুষমুক্তি দর্শন করিতে পারেন । (শব্দার্থাত্মক ছান্দোগ্য
উপনিষদভাষ্য) ।

আবার অধ্যায়পুস্তকের এইরূপ বর্ণনা আছে :

“অথ য এষ অস্তবক্ষিণি পুস্তকঃ দৃষ্টতে সৈব ঋক্ তং সাম তদ্রূপঃ, তং যজুঃ তং ব্রহ্ম, তন্ত্ৰ এতন্ত্ৰ তদেব রূপং যদমুদ্রা রূপং যদ্বাম তদ্বাম”। অনুবাদ : এই যে চক্ষুর মধ্যে পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই ঋক্, ইনিই সাম, ইনিই উক্ (সামবেদীয় যোজবিশেষ), ইনিই যজুঃ, ইনি ব্রহ্ম (তিন বেদ)। উহাব (স্বর্গ্য মধ্যবর্তী পুস্তকের) যাহা রূপ, ইহাবও (চক্ষুঃমধ্যবর্তী পুস্তকের) সেই রূপ, উহাব যাহা নান, ইহাবও তাতা নাম।

মনে চইতে পারে যে, বিদ্যা ও কর্মবশে উৎকর্ষবুদ্ধি কোনও সংসারী পুস্তকেই এই ভাবে স্বর্গ্য ও চক্ষুর মধ্যে উপাস্তভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, এই দুইটি পুস্তকের রূপের উল্লেখ আছে কিন্তু ব্রহ্ম রূপহীন, স্বর্গ্য এবং চক্ষুকে ইহাদেব আখ্যাব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের কোনও আখ্যাব থাকিতে পারে না, তিনি “সে মহিম্বি প্রতিষ্ঠিতঃ”, নিজ মহিমান প্রতিষ্ঠিত, ইহাদেব ঐশ্বর্যের মর্যাদা বা সীমান উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মের ঐশ্বর্য অসীম। ইহাদেব ঐশ্বর্যের সীমা এই ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে :

“স এষ যে চ অমুদ্রাৎ পবাকো লোকান্তেষাং চ দ্বৈষ্টে দেবকামানাং চ” (ছানোগ্য ১৬৮)। অর্থাৎ,—স্বর্গ্যের উল্লভাগে যে সকল লোক (মহ, জন আদি) ইনি (স্বর্গ্যমধ্যবর্তী পুস্তক) উহাদেব দৈব, এবং দেবতাদের যে সকল অভিলাষ, তাহাদেবও তিনি দৈব।

“স এষ যে চ এতন্মাদবীকো লোকাঃ ভেবাঃ ॥ দ্বৈষ্টে
মনুষ্যবামানঃ চ” (ছান্দোগ্য ১।৭।৬)। অর্থাৎ—অধোভাগে
যে সকল লোক (পাতাল প্রভৃতি) ইনি (চক্ষুঃস্থ পুরুষ)
তাঁহাদের দৈশ্বব এবং মানবের যে সকল ইচ্ছা, তাঁহাদেরও
দৈশ্বব।

উপনিষদে উক্ত শ্রুতি ও চক্ষুর মধ্যবর্তী পুরুষকে, এই সমস্তাব
সমাধান করিয়া এই সূত্র বলিতেছেন যে, দুই স্থানে উল্লিখিত পুরুষ
—ব্রহ্মই। কারণ, ব্রহ্মের ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা
হইয়াছে যে, ইনি সকল পাপের অতীত। ব্রহ্মই সকল পাপের
অতীত, আর বেহ নহেন। প্রতিতে আছে,—“য আত্মা অহত-
পাপ্মা” পুনশ্চ বলা হইয়াছে, “সৈব ঋক্ তৎ সাম তদ্ উবথৎ তদ্
ষজুঃ তদ্ ব্রহ্ম”—তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উকথ (যোজ-
বিশেষ), তিনিই ষজু, তিনিই ব্রহ্ম (তিন বেদ)। এইভাবে ঐ পুরুষের
সর্বায়ত্তা উল্লেখ করা হইয়াছে—ব্রহ্মই চগুণের কারণ, অভাব
সর্বাশ্রয়ক, আর বেহ নহে। পুরুষের উল্লেখ আছে বলিয়া মনে
করা উচিত নহে যে, ইনি ব্রহ্ম হইতে পাবেন না। কারণ, ব্রহ্মও
ইচ্ছামূল্যে সাধকের অনুরোধেব জন্ত মায়ায় রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।
উপাসনার জন্যই আধাব এবং ঐশ্বর্যের মর্যাদা উল্লেখ করা
হইয়াছে।

বামানুষ বলিয়াছেন যে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাধাবণ
ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে জগৎ সৃষ্টি করা, অভিশব আনন্দ প্রদান করা,
অভয় প্রদান করা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ইন্দ্র, শ্রুতি প্রভৃতি
দেবতাব পক্ষে ইহা সম্ভব, অভাব ব্রহ্ম বা পবনায়্যাব অস্তিত্ব খাঁদাব

কবিবাব প্রয়োজন নহে। এই আশঙ্কায় নিবৃত্তি এই শূন্যে কবী হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর্গ ও চক্ষুর অন্তর্বর্তী যে পুরুষের উল্লেখ আছে (পূর্বে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে), বামাত্মজ ও সেই বাম্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই স্বর্গ ও চক্ষুর মধ্যবর্তী পুরুষকে শবীর শ'যুক্ত বলা হইয়াছে, এ অস্ত্র দেহ আশঙ্ক। কবিত্তে পাবেন যে, এখানে কোনও উৎসর্গ জীব অথবা দেবতার উল্লেখ হইয়াছে, ব্রহ্মের নহে, কাবণ, জীবই পূর্বকৃত-বর্মানুসারে স্ব-ব্রহ্মভোগেব জন্ত শবীর লাভ কবে, ব্রহ্মের শবীরধারণ কবিবার সেহপ কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ আশঙ্কা অনুলক। এখানে কোনও দেবতার উল্লেখ হয় নাই, ব্রহ্মের উল্লেখ কবী হইয়াছে। কাবণ, ব্রহ্মের বয়েকটি ধর্ম এখানে উল্লেখ দেখা যায়। যথা— অপহৃতপাণ্ডিত্য, লোকেশ্বরত্ব, বাসেশ্বরত্ব, সত্যসংকল্প এবং সর্বভূতের অন্তরায়ত্ব। ব্রহ্মকে পূর্বকৃতকর্মফল ভোগ কবিবার জন্ত শবীর ধারণ কবিত্তে হয় না বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছাচলানে শবীর ধারণ কবিত্তে পাবেন, কাবণ, তিনি সত্যসংকল্প। জীবের শবীর সত্ত্ব, বজ, তম এই তিন ভেদেব বিকাশ, কিন্তু ব্রহ্ম যে দেহ ধারণ কবেন, তাহা একরূপ নহে, তাহা দিব্য, অপ্ৰাকৃত। ব্রহ্মের যেকোন অনন্ত বদ্যাপভণ আছে, সেইরূপ দিব্য রূপ আছে। উপাসক সাদুদের প্রতি গ্রন্থগ্রহ প্রকাশ বদিনিব জন্ত ব্রহ্ম একরূপ দিব্য শবীর গ্রহণ কবেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

অজোহপি সন্ন্যাসায়। ছুতানানীববোহপি সন্।

প্রভৃতিঃ স্বামিষ্ঠায় সন্ন্যাসান্নায়য়া ॥

“যদিও আমার জন্ম নাই, যদিও আমার পবিত্রত্ব নাই, যদিও আমি সকল প্রাণীর ঈশ্বর, তথাপি আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া, নিজেব মায়া শক্তির দ্বারা জন্ম গ্রহণ করি।”

প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব। নিজের স্বভাব অধিষ্ঠান কবিয়া ব্রহ্ম দেহ গ্রহণ কবেন—তিনি সংসারীদেব স্ত্রীর স্বভাব অধিষ্ঠান কবেন না। শরীর ধারণ করিবাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

পবিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুহৃতান্,

সাধুদেব অর্থাৎ উপাসকদিগকে ধর্শন দান করা শরীর গ্রহণের মুখ্য কাৰণ, দুহৃতদেব বিনাশ ব্রহ্মদেব শরীর গ্রহণেব আত্মবল্লিক ফল, কারণ, দেহ ধারণ না করিয়াও কেবল ইচ্ছামাত্রেই ঈশ্বর দুহৃতদেব শাস্তি দিতে পাবেন।

মহাভাবতে বলা হইয়াছে,—

ম ভূতগজ্যসংগামো দেহোহস্ত পবমান্মনঃ

ঈশ্বরের দেহ প্রাপ্ত ভূতের (সাধাবণ পাণ্ডি বস্তুর) সমষ্টিনাত্র নহে।

ভেদব্যাপদেশাচ্চান্নাঃ (২২)

ভেদব্যাপদেশাৎ চ (ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া) ও চ (স্বর্ঘ্য হইতে ভিন্ন)।

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্বশ্লোকে স্বর্ঘ্যের মধ্যবর্তী যে পুরুষের উল্লেখ আছে, সে পুরুষ স্বর্ঘ্যদেবতা। এই শ্লোকে সেই আশঙ্কা নিবৃত্ত হইয়াছে। সত্যিতে দেখা যায় যে, স্বর্ঘ্যদেবতা ঈশ্বর নহেন,—স্বর্ঘ্যদেবতা ভিন্ন অন্য অন্তর্ধ্যামী ঈশ্বর আছেন। বৃহদাণ্ড্যাক উপনিষদে আছে,—

“য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তবো, যমাদিত্যো ন বেদ, যশ্চাদিত্যঃ শরীবং, য আদিত্যমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অনৃতঃ।”

অনুবাদ :—যিনি সূর্য্যে অবস্থান করেন, বিস্তৃত সূর্য্য হইতে ভিন্ন, সূর্য্য যাঁহাকে জানেন না, সূর্য্য যাঁহাব শরীব, যিনি সূর্য্যের মধ্যে সূর্য্যের নিদ্রস্তারূপে অবস্থান করেন, ইনি তোমার আত্মা, ইনি অন্তর্যামী—অনৃত।

এই ঋতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পবনেশ্বর সূর্য্যনামক দেবতা হইতে ভিন্ন।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ (২৩)

আকাশ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে। “তল্লিঙ্গাৎ”—গীতাব অর্থাৎ ব্রহ্মের লিঙ্গ বা লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

“ভুত লোকস্ত কং গতিবিত্তি। আকাশ ইতি হোবাচ। সর্গাপি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপত্তন্তে, আকাশং প্রত্যন্ত যন্তি আকাশো হ এব এভ্যঃ জ্জায়ান্, আকাশঃ পবায়ণম্।”

অনুবাদ :—প্রশ্ন—এই জগতের আধার কি ?

উত্তর—আকাশই এই জগতের আশ্রয়। এই সমস্ত ভূত আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয়, আকাশেই অন্ত গমন করে, আকাশ ইহাদের অপেক্ষা বৃহৎ, আকাশই পবন গতি।

এখানে আকাশ শব্দের অর্থ কি ? সাধারণ আকাশ, না ব্রহ্ম ? মনে হইতে পারে যে এখানে আকাশ শব্দ সাধারণ আকাশকে

বুঝাইতেছে,—যাহা হইতে ক্রিতি, অপ, তেজ ও মক্তেব উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এখানে আবাস শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে। প্রতিতে বলা হইয়াছে, এই “আকাশ” হইতে “সর্দানি ভূতানি” অর্থাৎ সকল ভূতের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সাধাবণ আকাশ হইতে চাষিটি ভূতের (বাসু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী) উৎপত্তি হয় সকল ভূতের (পাঁচটি ভূতের) উৎপত্তি হয় না, ব্রহ্ম হইতে পাঁচটি ভূতের উৎপত্তি হয়। প্রতিতে আকাশকে “জ্যায়ঃ” (শ্রেষ্ঠ) এবং “পবায়ণ” (পবন গতি) বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকেই জ্যায় এবং পবায়ণ বলা যায়—কাবণ, ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ এবং পবন গতি, সাধাবণ আকাশকে জ্যায় এবং পবায়ণ বলা যায় না। প্রতি এই “আকাশ” সম্বন্ধে “অনন্ত” শব্দের প্রয়োগ কবিয়াছেন তাহা হইতেও বোঝা যায় যে, এই “আকাশ” ব্রহ্ম, বাবণ একমাত্র ব্রহ্মই অনন্ত। প্রতিতে অনন্তও দেখা যায় যে, ব্যোম, ন, ঋ, প্রভৃতি আকাশবাচক শব্দগুলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও আবাস শব্দ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বামানুজ বলেন যে, উপনিষদের পূর্বোক্ত বাক্য হইতে একরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, এই সাধাবণ আকাশই ব্রহ্ম। বর্তমান সূত্রে সেই ভ্রম নিবৃত্ত হইতেছে। উপনিষদের এই বাক্যে আকাশ শব্দের অর্থ সাধাবণ আকাশ নহে,—আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ পান এবং জগতের যাবতী বস্তু প্রকাশিত করেন একচ্ছ তাঁহাকে ‘আকাশ’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যায়। “আকাশতে আকাশশক্তি চ ইতি আকাশঃ”,—যিনি “আ” অর্থাৎ সম্যক “কাশতে”

প্রকাশ পান অর্থবা “বাসযতি”, অপরবে প্রকাশিত করেন, তিনিই “আকাশ” ।

অতএব প্রাণঃ (২৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

“সর্গাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব অস্তিসংবিশন্তি প্রাণম-
ছাজ্জিহতে ।” ছাঃ উঃ ১।১।১৪-৫

অনুবাদ :—এই সমস্ত ভূত প্রাণেই বিনীন হয়, প্রাণ হইতেই
সমুৎপন্ন হয় ।

এখানে “প্রাণ” শব্দের অর্থ কি প্রাণবায়ু, না ব্রহ্ম ? নিদ্রাব সময়
ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণবায়ুতে বিনীন হয়, জাগরণেব সময় প্রাণ হইতে
উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয়গুলিই সকল ভূতের মধ্যে প্রের্ত, এজন্য বলা
হইয়াছে যে, সকল ভূত প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ বিচার
কাননা কেহ মনে করিতে পাবেন যে, উক্ত ক্রতিবাব্যে প্রাণ শব্দে
প্রাণবায়ুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে ।
এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম । সকল ভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের
সহিত ব্রহ্মবহু শব্দ আছে, প্রাণবায়ু নাই ।

বামাদ্ভুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন
যে, ব্রহ্ম জগতের যাবতীয় প্রাণীকে বাচাইয়া রাখেন (প্রাণযতি
সর্গাণি ভূতানি), এজন্য তাঁহাকে প্রাণ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে ।

জ্যোতিঃশ্রুণীতিধানাঃ (২৫)

“জ্যোতিঃ” শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, “চরণের” “অভিধান” বা উল্লেখ
আছে বলিয়া । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

“অথ যদ্ অতঃ পর্বো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেবু সর্বতঃ পৃষ্ঠেবু, অনুত্তমেবু উত্তমেবু লোকেবু, ইদং বাব তদ্, যদিদমশ্রয়ন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।”

অনুবাদ :—এই যে স্বর্গের উপরে জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত আছে, বিশ্বের উপর, সকলের উপর, উত্তম লোকে এবং অনুত্তম লোকে (যাহা অপেক্ষা উত্তম আব কিছু নাই তাহাই অনুত্তম), ইহা, জ্যোতিঃ যাহা পুরুষের মধ্যে স্তম্ভমান আছে।

মনে হইতে পারে যে, এখানে জ্যোতিঃ শব্দে স্বর্গ, অগ্নি অথবা এইরূপ কোনও ভৌতিক বস্তুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ এই বাক্যে ব্রহ্মের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না, এবং স্বর্গের উপরে বলিয়া যে সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে, ব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ সীমা নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। কারণ, ইহার পূর্বের প্রতিবাক্যে ব্রহ্মকে চারিটি পাদ বা চরণযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাঁহার তিনটি স্বর্গে থাকে (ত্রিপাদস্তান্নতং দিবি), এই বাক্যেও সেই স্বর্গের উল্লেখ আছে (যতঃ পর্বো দিবো), অতএব এখানেও সেই ব্রহ্মের কথাই বলা হইতেছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্যোতিঃ শব্দ অবভাসক (প্রকাশ) বস্তু বুঝায়। ব্রহ্ম পৃথিবীর সকল বস্তুর অবভাসক, এজন্য ব্রহ্মকে জ্যোতি বলা যুক্তিযুক্ত। যদিও ব্রহ্ম সর্বত্র অবস্থিত, তথাপি উপাসনার চিত্ত তাঁহাকে স্বর্গের উপরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি যে সর্বত্র অবস্থিত, তাহা “বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেবু সর্বতঃ

পৃষ্ঠে” এই সকল বাক্য দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে। ঋতিতে উক্ত হইয়াছে যে ত্রককে এইভাবে উপাসনার ফলে “চক্ষুঃ শ্রুতৌ ভবতি”, অর্থাৎ জ্ঞান হয় এবং বিখ্যাত হয়। এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ত্রক্কেব কথা বলা হয় নাই : কারণ, ত্রককে জানিলে এরূপ অল্প ফল হয় না, ত্রককে জানিলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ইহাব উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ত্রক্কেব স্বরূপ জানিলে মোক্ষ হয়, কিন্তু কোনও বস্তুকে প্রতীক বা অবলম্বন করিয়া ত্রক্কেব উপাসনা করিলে মোক্ষ হয় না, অত্যা অপ্রেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফল লাভ হয়।

বামাহুজ নৃত্যটি এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—এখানে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি স্বর্য্য ? এখানে স্বর্য্যকে কি জগৎকাবণ ত্রক বলা হইয়াছে ? উত্তর,—না। এখানে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ পবত্রক এবং পরত্রককেই জগৎকাবণ বলা হইয়াছে।

ছন্দোহভিধানাৎ ন ইতি চেৎ, ন,

তথা চেতোহর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনং (২৬)

(ছন্দোহভিধানাৎ) ছন্দেব উল্লেখ আছে, অতএব জ্যোতিঃ শব্দ ত্রককে বুঝাইতে পারে না, (ইতি চেৎ) যদি ইহা বলা যায়, (ন) তাহাব উত্তরে বলা হইতেছে,—না, (তথা চেতোহর্পণনিগদাৎ) ঐরূপে চিত্ত সমাধান করিবার কথা আছে, (তথাহি দর্শনং) অন্তর্যম একরূপ দেখা যায়।

পূর্ব্বসূত্রে যে ঋতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাব পূর্ব্ব আছে “গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং হৃতং যদিদং বিক্ৰং”। অর্থাৎ, যাহা কিছু আছে,

এই সবই গায়ত্রী। গায়ত্রী ছন্দেব উল্লেখ আছে, এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মেব প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। গায়ত্রীছন্দেব দ্বারা যে ব্রহ্মেব উপাসনা করা হয়, সেই ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবার কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদে অন্ততঃ দেখা যায়, বিকাংশীল বস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মেব উপাসনা করিবার বিধান আছে। অথবা এই উপনিষদ্ব্যবসায় গায়ত্রী শব্দেব অর্থই ব্রহ্ম। গায়ত্রী ছন্দে চারিটি পাদ, প্রত্যেক পাদে ছয়টি কবিতা অক্ষর, ব্রহ্মেবও চারিটি পাদ (পাদস্ত্রিবিধা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্রয়ং দিবি,—জগত্তেব যাবতীস বস্ত্র ইহাব এক পাদ অর্থাৎ অংশ, ইহাব অন্ত তিন পাদ স্বর্ণে আবৃত)।

বামাহুজ বলিয়াছেন যে, সাধাবণতঃ গায়ত্রী ছন্দে তিনটি পাদ থাকে বটে কিন্তু বোধাত্ত বোধাত্ত চারিটি পাদযুক্ত গায়ত্রী ছন্দ দেখা যায়।

ভূতাদিপাদব্যাপদেশোপপত্ত্যৈষ্টবং (২৭)

“ভূত” প্রকৃতিব উল্লেখ আছে এবং “পাদেষ” “ব্যাপদেশ” বা উল্লেখ আছে, এজন্যও বুঝিতে হইবে যে, এখানে গায়ত্রীশব্দ ছন্দকে বুঝায় না, ব্রহ্মকে বুঝায়। উপনিষদে এই প্রসঙ্গ উক্ত হইয়াছে—গায়ত্রীই সকল প্রাণী, গায়ত্রীই পৃথিবী, গায়ত্রীই পুরুষেব দেহ, গায়ত্রীই পুরুষেব হৃদয়, প্রাণী সমুদয়, পৃথিবী, দেহ ও হৃদয় ইত্যাদি গায়ত্রীই চারিটি পাদ বা অংশ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এখানে গায়ত্রী শব্দেব অর্থ গায়ত্রী ছন্দ নহে, এখানে ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিয়া গায়ত্রীশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; দিবজগৎ ব্রহ্মসময় বালগা

এখানে প্রাণী, পৃথিবী, শবীর ও হৃদয়কে গায়ত্রীর বিভিন্ন অংশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পববর্তী স্রুতিবাক্যেও জ্যোতিঃশব্দে সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য হইয়াছে।

উপদেশভেদাৎ ন, ইতি চেৎ, উভয়ান্নিমগ্নপি অনিরোধাৎ (২৮)

অনুবাদ : উপদেশভেদেহেতু যদি মনে হয় যে, তাহা হইতে পাবে না। না, উভয় উপদেশে বিবোধ নাই।

পূর্ববাব্যে আছে “ত্ৰিপাদস্তমুতং দিবঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মের তিন-চতুর্থাংশ স্বর্গলোকে থাকে। এখানে দিব্, শব্দের সপ্তমী বিভক্তি আছে। কিন্তু এই বাক্যে বলা হইয়াছে, “সমতঃ পবে দিবঃ” অর্থাৎ সে ব্রহ্ম স্বর্গলোকের পবে অবস্থিত, এখানে দিব্, শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। দুইটি বাব্যে দিব্, শব্দের বিভিন্ন বিভক্তি আছে বলিয়া মনে হইতে পারে যে, দুইটি বিভিন্ন ব্রহ্মর উল্লেখ আছে। কিন্তু এক্ষণে অনুমান বধার্থ হইবে না। পঞ্চমী বিভক্তি এবং সপ্তমী বিভক্তির মধ্যে কোনও বিবোধ নাই—ব্রহ্ম স্বর্গে অবস্থিত হইলেও তাহাকে স্বর্গের উপরে অবস্থিত বলা যায়।

প্রাণস্তথানুগমাৎ (২৯)

অনুবাদ :—প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। সেই অর্থ অনুগমন করিয়াছে।

কৌষীভরী ব্রাহ্মণ উপনিষদে আছে যে, প্রভর্দন ইন্দ্রের নিকট গিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাকে প্রাণ সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, “আমিই প্রাণ”, “প্রাণই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উত্তোলন করে”, “প্রাণই আনন্দ, অজর, অনৃত” ইত্যাদি। এই

সকল বাক্যে “প্রাণ” শব্দের অর্থ কি? এখানে কি প্রাণবাণীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? না কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? না ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এই সকল বাক্যে প্রাণশব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্বাগব বাক্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল বাক্যের মধ্যে সমন্বয় হইতে পারে। কাবণ, ইন্দ্র যখন প্রতর্দনকে বলিলেন, “তুমি আমার নিকট হইতে বব গ্রহণ কর” তখন প্রতর্দন বলিল, “মৃত্যুযেব যাহা হিততম, আমাকে সেইরূপ বব দিন।” ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আন কোনও বস্তুকে মনুষ্যের পক্ষে হিততম বলা যায় না। কাবণ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে;—

“ভমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নাশ্চঃ পশ্চা বিদ্বতেহ্যনাথ” (শ্বেঃ উঃ ৩।৮)

অনুবাদ :—কেবলমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, মুক্তিরূপেব অপর কোনও উপায় নাই। অতএব ইন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম বিষয়েই বলিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ন, বরুনাগ্নোপদেশাৎ, ইতি চেৎ.

অগ্ন্যাগ্নসম্বন্ধভূমা হি অগ্নিন্ (২৯)

(২) প্রশংসা হইতে পারে যে, এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না (বরুনাগ্নোপদেশাৎ) কাবণ, এটি প্রাণকে বলাব অগ্নি বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (ইতি চেৎ) যদি কেহ একরূপ প্রশংসা করেন, তাহাও উত্তর এই যে, (অধ্যায়সম্বন্ধভূমা হি অগ্নিন্) এখানে ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ অধিক পরিমাণে দেখা

যায়। অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ প্রত্যগাত্মা, সৰ্বব্যাপী আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিয়াছিলেন, “আমাকেই প্রাণ বলিয়া জানিবে”। এজন্য মনে হইতে পারে যে, ইন্দ্র নামক দেবতাই প্রাণ-শব্দের অর্থ—বলের আশ্রয় প্রাণ, ইন্দ্র অতিশয় বলবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ এ জন্য ইন্দ্র নিজেকে প্রাণ বলিয়াছেন। কিন্তু এখানে উপনিষদের সকল বাক্য আলোচনা করিলে দেখা যে, অধিকাংশ স্থলে সে সকল বাক্যের লক্ষ্য, ইন্দ্রের ব্যক্তিগত আত্মা নহে,—যে আত্মা সৰ্বভূতেব মধ্যে বিদ্যমান, সেই আত্মা।

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে :

“তদ্যথা বৎস্র অবেনু নেমিহপিতাঃ, নাতাববাঃ অপিতাঃ, এবমৈবিতাঃ ছুতমাতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ” (কৌষীতকি উপনিষদ ৩।৮)।

রথের চাকার বাহিবেব বেঠনীৰ নাম “নেমি”, বেত্রস্থ গোলা-কাব পিণ্ডের নাম “নাভি”, এই নেমি ও নাভির মধ্যে যে সবল শলাকাগুলি থাকে, সে গুলির নাম “অব”। নেমিকে অবগুলি ধারণ করিয়া থাকে, অবগুলিকে নাভি ধারণ করিয়া থাকে। সেই রূপ ছুতমাতৃগুলিকে প্রজ্ঞামাত্রা ধারণ করিয়া থাকে, প্রজ্ঞামাত্রা-গুলিকে “প্রাণ” (ব্রহ্ম) ধারণ করিয়া থাকে। ছুতমাতৃ দশটি,—কিষ্কি, অপ্, তেজ, যজুঃ, সোম, এই “পঞ্চভূত”, এবং শকল্পশ-রূপবসগন্ধ এই পঞ্চ “মাতা” বা বিষয় (যীক্সে ইতি মাতাঃ ভোগ্যাঃ)।

প্রজ্ঞামাত্রা দশটি,—পাঁচটি বিবক্ষ্যজ্ঞান (প্রজ্ঞা) এবং পাঁচটি “মাত্রা” অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (মীয়ন্তে আভিঃ ইতি মাত্রাঃ)। পঞ্চভূত ও তাহাদের গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ কবা হয়—ব্রহ্মই এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেবক এবং এই সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা, শঙ্কর এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।

বামানুজ বলেন, ভূতমাত্র শব্দের অর্থ অচেতন বস্তুসমূহ, প্রজ্ঞামাত্র শব্দের অর্থ চেতন প্রাণিসমূহ, যাবতীয় অচেতন বস্তুর আধার, চেতনপ্রাণী সকল; প্রাণকে যখন চেতন প্রাণীদেব আধার বলা হইয়াছে, তখন প্রাণ চেতন অচেতন সকল বস্তুর আধার, এতএব প্রাণ শব্দে ব্রহ্মবেই বুঝাইতেছে।

শাস্ত্রদৃষ্টা তু উপদেশো বামদেববৎ (৩১)

অনুবাদ :—শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; যেমন বামদেব দিয়াছিলেন।

ইহা নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ দিলেন, কারণ, শাস্ত্রে আছে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্মই হইয়া যায়, বামদেবও ব্রহ্মকে জানিয়া নিজেকে সৰ্ব্বাঙ্গক ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব কবিয়াছিলেন। “তন্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ” (বৃহদাবগ্যক উপনিষদ ১।৪।১০), অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে যাহাবা সেই ব্রহ্মকে জানিলেন, তাঁহাবা ব্রহ্মই হইয়া গেলেন। “তচ্চ এতৎ পশ্যন্ ঋষীৰ্বামদেবঃ প্রতিপদে, অহং মনুভবঃ স্বৰ্ঘ্যস্” বৃঃ উঃ ১।৪।১০। অনুবাদ : সেই ব্রহ্ম দর্শন বদিয়া বামদেব ঋষির বোধ হইল -আমি নহু হইয়াছিলাম, স্বৰ্ঘ্যও হইয়াছিলাম।

বামানুজ এই শ্রবের ভিত্তিকপে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলেন,

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, জীবাত্মা শরীর, ব্রহ্ম বা পবনাত্মা তাহাব
আত্মা। “অহং” শব্দ সাধারণতঃ জীবাত্মা সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয় বটে,
কিন্তু পরমাত্মা যখন জীবাত্মাব আত্মা, তখন পবনাত্মা সম্বন্ধেও “অহং”
শব্দেব প্রয়োগ হইতে পারে। ইহা প্রতর্দনকে উপদেশ দিবার সময়
এইভাবে পবনাত্মাব (ব্রহ্মেব; উদ্দেশ্যে “অহং” শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছেন। বামদেবও এইভাবে “ব্রহ্মেব” উদ্দেশ্যে অহং শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছিলেন—“অহং মহুবভবং সর্বশ্চ।”

জীবমুখ্যপ্রাণজিহ্বাৎ ন, ইতি চেৎ ন, উপাসনাক্রৈবিধ্যাৎ
আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদুযোগাৎ (৩২)

উপনিষদেব যে বাক্যগুলি এখানে আলোচনা করা হইতেছে,
ইহাদেব মধ্যে জীবের এবং মুখ্য প্রাণের (অর্থাৎ প্রাণবাসুর) লক্ষণও
দেখা যায়। যথা—“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তাবং বিদ্বাদ্” (কৌষীতকি
উপনিষদ), অর্থাৎ, বাক্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে
জানিবে। জীবই বক্তা, অতএব এখানে জীবের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।
পুনশ্চ, “অথ যশু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পবিশৃহ উতাপযতি”,
অর্থাৎ, প্রাণই জ্ঞানময় আত্মা, (সেই) এই শরীর গ্রহণ করিয়া উত্তোলন
কবে। শরীর উত্তোলন করা মুখ্য প্রাণ অর্থাৎ প্রাণবাসুর কার্য। অতএব
এখানে মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই সকল কাবণে মনে
হইতে পারে যে, প্রাণ শব্দে এখানে জীব বা মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা
হইয়াছে, ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ বুক্তি স্বার্থ নহে।
কারণ, তাহা-সইলে একই প্রসঙ্গে তিন প্রকার উপাসনা আসিয়া
পড়ে,—জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা এবং ব্রহ্মের উপাসনা।

কিন্তু তাহা হইতে পাবে না। কাবণ, বাক্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল বাক্যের বিষয় এক। বিষয় যদি এক হয়, তাহা হইলে, সে বিষয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পাবে না। জীবের লক্ষণ (বাক্যে উচ্চারণ করা) ব্রহ্মেও আছে, ব্রহ্মই সকলকে কথা বলান, মুখ্য প্রাণের লক্ষণও (শবীর উত্তোলন করা) ব্রহ্মে আছে, ব্রহ্মের শক্তিতেই মুখ্য প্রাণ শবীর উত্তোলন করে, কিন্তু ব্রহ্মের লক্ষণ (অজবহু, অন্তত্ব) জীবে বা মুখ্য প্রাণে নাই। “আশ্রিতত্বাৎ”—উপনিষদের অন্তত্বও ব্রহ্মের লক্ষণ দেখিয়া প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছে (২৪ শ্লোক)। “ইহ তদুযোগাৎ”, এখানেও তাহাই যুক্তিযুক্ত হয়।

“উপাসাত্মৈবিধ্যাৎ”, স্বতন্ত্রগত এই শব্দের অন্তরূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। এখানে ব্রহ্মের ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে,—প্রাণের ধর্ম অবলম্বন করিয়া, জীবের ধর্ম অবলম্বন করিয়া, একেব নিজ ধর্ম অবলম্বন করিয়া। “আশ্রিতত্বাৎ” উপাধির ধর্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা অন্তত্বও দেখা যায়।

বামাহুজ বলিয়াছেন যে, এখানে তিন প্রকার উপাসনা বিহিত হইয়াছে,—ব্রহ্মের স্বরূপের উপাসনা, ভোক্তা বা জীবরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, এবং ভোগ্য বা অচেতন বস্তুরূপে ব্রহ্মের উপাসনা। “আশ্রিতত্বাৎ” অন্তত্বও ব্রহ্মের এই তিনরূপ আশ্রয় করা হইয়াছে। যথা—“সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম”—এখানে ব্রহ্মের স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে। “তৎ সৃষ্টা তদেবাস্থপ্রাবিশৎ • • • বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ • • • অভবৎ”—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাব মধ্যে

প্রবেশ করিবে, (নিজেই) চেতন ও অচেতন বস্তু হইলেন । এখানে ব্রহ্মকে ভোক্তা জীব, এবং ভোগ্য অচেতন বস্তুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত ।

একই এই পাদেব নাম দিয়াছেন, “স্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গ-বাক্য-বিচার” অর্থাৎ উপনিষদেব যে সকল বাক্যে ব্রহ্মেব স্পষ্ট লিঙ্গ দেখা যায় সেইসকল বাক্যের আলোচনা ।

বামানুজ বলেন এই পাদে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করা হইয়াছে :—(১) ব্রহ্মেব স্বরূপ কি প্রকার ইহা উপনিষদ হইতেই জানা যায় (২) এ বিষয়ে উপনিষদ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই (৩) ব্রহ্ম অচেতন প্রকৃতি নহেন (৪) ব্রহ্ম কোনও জীব নহেন (৫) ব্রহ্মেব অসংখ্য দিব্য রূপ আছে, তাহা কোনও কর্ণেব ফলে উদ্ভূত হয় নাট ।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

(সর্বত্র প্রসিদ্ধাসিকরণ।)

সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (১)

ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ এখানে বিচার করা হইতেছে :—

“সৰ্গং খল্লিঙ্গং ব্রহ্ম তচ্ছলানিতি শাস্ত্র উপাসীত, অথ বলু ক্রতুমঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুব্রহ্মিণোকে পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুৰ্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীৰঃ ভারুণঃ।” (৩।১৪।১)

অনুবাদ :—সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, (কারণ) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে বিলীন হয়, ব্রহ্মেই অবস্থান করে। অতএব শাস্ত্র হইয়া উপাসনা করিবে। যানব (হয়) সংকল্পেরই বিকার,—ইহা জানে মানব যেরূপ সংকল্প করে, সে নৃত্যের পৰ্য্যন্ত সেইরূপ হয়। সে সংকল্প করিবে,—মনোময়, প্রাণ-শরীর, তেজোময় (এই প্রকার সংকল্প করিবে)।

এখানে বাক্যের প্রাসঙ্গে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, ইহা সত্য, কিন্তু বাক্যের শেষে মন, প্রাণ এবং রূপের উল্লেখ আছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মের বশন মন, প্রাণ এবং রূপ নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে,—এখানে ব্রহ্মেই প্রসঙ্গ

হইতেছে,—‘সৰ্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’,—ব্রহ্মেব যে সকল গুণ সৰ্বত্র (সকল বেদান্তবাক্যে) প্রসিদ্ধ, সে সকল গুণেব এখানে উপদেশ আছে। ব্রহ্মই জগত্তেব উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ, ইত্য সকল বেদান্তবাক্যে প্রসিদ্ধ। যে অতিবাক্য উপনে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে “তজ্জলান্” শব্দে ব্রহ্মেব এই গুণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। তজ্জ (তৎ+জ) অর্থাৎ তাহা চইতে জাত, তজ্জ (তৎ+জ) অর্থাৎ তাহাতেই বিলীন, তদন (তৎ+অন) অর্থাৎ তাহাতেই চেষ্টাযুক্ত। তজ্জ, তজ্জ, তদন এই তিনটি শব্দ মিলিয়া মধ্যবর্তী দুইটি তৎ শব্দের লোপ হইয়া তজ্জলান্ শব্দ সিদ্ধ হয়, তজ্জলান্ শব্দই বৈদিক ভাষায় তজ্জলান্ রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। উপবিলিখিত অতিবাক্যের প্রাবল্যে যে ব্রহ্মেব উল্লেখ আছে, তাহাকেই মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। মনোময় প্রভৃতি শব্দের নিকটে যখন ব্রহ্মেব উল্লেখ আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই সকল শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এখানে জীবের কোনও উল্লেখ নাই। অন্তএব জীবকে লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না।

বামাহুজ বলেন, মনোময়ত্বাদি যে সকল গুণেব এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল গুণ ব্রহ্মেবই আছে, ইহা সকল বেদান্তবাক্যে প্রসিদ্ধ। যথা, “মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনতা” (মুক্তকোপনিষৎ)—ঐশ্বর্য মনোময়, তিনি প্রাণ এবং শরীরের নেতা (চালক)। “স এষোহস্তর্দয়ে আকাশঃ তন্নিগ্ৰহং পুরুষো মনোময়ঃ, অন্ততো হিবগ্নয়ঃ” (ভৈত্তিবীথ শিক্তোপনিষৎ)। অর্থাৎ, জগৎের মধ্যে যে আকাশ আছে, তাহার মধ্যে মনোময়, অন্ত ও হিবগ্নয় পুরুষ বাস করেন।

“প্রাণস্ত প্রাণঃ” (বেনোপনিষদ্), তিনি প্রাণেব প্রাণ।, বামাহুজ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, “মনোময়” শব্দের অর্থ বিদগ্ধ মনদ্বারা গ্রহণীয়, “প্রাণ-শব্দ” শব্দের অর্থ প্রাণেব আধার এবং নিষষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে বামাহুজ বলিয়াছেন যে, উপনিষদে অগ্ন্যত্র সঙ্কে বলা হইয়াছে “অপ্রাণো জমনাঃ”, অর্থাৎ অগ্নির প্রাণ নাই, মন নাই; তাহার অর্থ—অগ্নি মন দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন না, প্রাণের উপর তাঁহার স্থিতি নির্ভর করে না। এই ভাবে উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।

বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেশ্চ (২)

বিবক্ষিত গুণ, অর্থাৎ যে সকল গুণ বিবক্ষিত হইয়াছে,—যে গুণাবলি উল্লেখ করা প্রকৃতির অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হইতেছে,—সেই গুণাবলি ব্রহ্ম সঙ্কেই উপপন্ন হয় (উপপত্তেঃ), সে সকল গুণ ব্রহ্ম হইয়া কোনও ভীষে থাকিতে পাবে না।

প্রথম হুজে যে প্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পঞ্চমতী প্রতিবাক্য আছে, “সত্যসংকল্পঃ আকাশান্না সর্গকর্ম্মা সর্গকামঃ সর্গগতঃ সর্গসংসঃ সর্গমিগমভ্যাগুঃ অবাকী অনাগবঃ।”

এই সকল গুণবাচক শব্দ ব্রহ্ম-সঙ্কেই প্রয়োগ করা যায়। ব্রহ্ম “সত্যসংকল্পঃ”, কাবল, জগৎকে সৃষ্টিস্থিতিপ্রদায়, তাঁহার বসন যাহা উজ্জ্বল হয়, ওষনই তাহার সংসর্গ হয়। “আকাশান্না” অর্থাৎ আকাশের ভাব আশ্রয় যাহার—আকাশ যেমন সর্গের অবস্থিত অঞ্চল নির্দেশক, ব্রহ্মও সেইরূপ সর্গের অবস্থিত এবং নির্দেশক। এইরূপ অপর সকল গুণ ব্রহ্মেই আছে, ভীষে নাট।

বামাহুজ পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রত্যেকটি শব্দের স্বন্দর ব্যাখ্যা কব্বিয়াছেন। “মনোময়” এবং “প্রাণ-শরীর” এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বেই শ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। “ভারূপ” অর্থাৎ ভাষারূপ, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত, “আকাশাদ্যা” অর্থাৎ আকাশের জায়স্থল এবং বহু ; নিজে প্রকাশ পান, এবং অন্তর্কেও প্রকাশ দবেন, এভাবেও আকাশ শব্দ ব্যাখ্যা করা যায়। “সর্বকর্মা” অর্থাৎ সর্বজগৎ তাঁহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় ; “সর্বকামঃ”, তাঁহার সকল ভোগের উপকরণ আছে, “সর্বগন্ধঃ সর্ববসঃ”, সকল উৎকৃষ্ট দিব্যগন্ধ ও বস তাঁহার আছে, প্রাকৃত (পাখিব) গন্ধ এবং বস তাঁহার নাই, কাবণ, শ্রুতি অন্তর্জ বলিয়াছেন, “অশকদ্ অস্পর্শম্”। “সর্বমিদমভ্যাত্তঃ” এই সকল (পূর্বোক্ত সকল কাম, বস, গন্ধ) স্বীকার কব্বিয়াছেন, “অবাকী” কোনও বাক্য নাই, তাহার কোনও তিনি “অনাদ্য”, তিনি সমস্ত কাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আগবের বস্তু বিহীন নাই, তাঁহার পদ্বিপূর্ণ ঐশ্বর্য আছে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বয়ং পর্যন্ত সমগ্র জগৎকে ত্বণের জায় তুচ্ছ জ্ঞান কবেন এবং তুচ্ছীস্থাবে অবস্থিত থাকেন।

অনুপপত্তেস্ত্ব ন শারীরঃ (৩)

অনুপপত্তেঃ (বুক্তিব্যুক্ত হয় না বলিয়া) তু (নিশ্চয়) ন শারীরঃ (জীব হইতে পারে না)।

পূর্বে-শ্রুতি বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে যে গুণাবলি উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুণাবলি ব্রহ্ম সম্বন্ধে উল্লেখ হইলে বুদ্ধিবুদ্ধি হয়। এই শ্রুতি বলা হইতেছে যে, সেই গুণগুলি জীব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা বুদ্ধিব্যুক্ত হয় না। যিনি শরীরে থাকেন, তিনি “শারীর”, অর্থাৎ

জীব। ব্রহ্মও শবীবে থাকেন, কিন্তু তিনি শবীবেব বাহিবেও থাকেন। জীব কেবলমাত্র শবীবেই থাকেন। এজন্ত ব্রহ্মকে শাবীব বলা হয় না, জীবকে শাবীব বলা হয়।

বামান্জ বলিয়াছেন, স্রষ্টি যে গুণসাগরের উল্লেখ কবিয়াছেন, খলোতের ছায় ক্ষুদ্র জীবে তাহা কি কবিয়া থাকিতে পারে? শবীবেব সহিত সঙ্গ আছে বলিয়া জীব দুঃখী, কখনও বন্ধ, কখনও মুক্ত। জীবেব সে সকল গুণ থাকিতে পারে না।

কৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যপদোশোচ (৪)

(ব্রহ্ম) কৰ্ম্ম এব* (জীবকে) কৰ্ত্তা এইরূপ ব্যপদেশ আছে, অর্থাৎ উল্লেখ আছে (এজন্ত মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত বস্তু জীব হইতে পারে না, ইহা ব্রহ্ম) ।

আলোচ্যমান স্রষ্টিবাক্যের পবে আছে, “এতন্ ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতা অনি”। “এতন্”, অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত এই বস্তুটিকে (ব্রহ্মকে), ‘ ইতঃ প্রেত্য’, অর্থাৎ এই পৃথিবী হইতে পবলোকে প্রয়াণ করিবার সময়, “অভিসংভবিতা অনি” প্রাপ্ত হইব। জীব এই বস্তুটিকে প্রাপ্ত চইবে এইরূপ উল্লেখ আছে. অতএব এই প্রাপ্ত বস্তুটি জীব হইতে পারে না।

শব্দবিশেষাব (৫)

শতপথব্রাহ্মণে বর্তমান প্রকরণ উপলক্ষে উক্ত হইয়াছে,—‘ যথা বীচিবা যবো বা শামাকো বা শামাকন্তুলো বা এবন্ অয়ন্

অস্থবায়ন্ পুরুষো হিবগ্নয়ঃ সধা জ্যোতিৰধ্বমন্”। অর্থাৎ, ত্রীহি (আন্তধাত্ত) যব, নামাক (ধাত্ত বিশেষ), অথবা নামাকধাত্তেন তৎপুল বেক্রপ (স্থম্মা) সেইরূপ জীবায়ান মধ্যে (অস্থবায়ন্) হিবগ্নয় পুরুষ ধূমহীন জ্যোতিব জায় (উজ্জল)। “অস্থবায়ন্”, অর্থাৎ আয়ান মধ্যে, সপ্তমী বিভক্তি লোপ হইয়াছে। জীবায়াকে বুঝাইবার জন্য “অস্থবায়ন্” এই সপ্তমী বিভক্তিরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষকে বুঝাইবার জন্য প্রথমাবিভক্তিরূপ “পুরুষ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে দুইটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হেতু (“শব্দবিশেষাৎ”) বুদ্ধিতে পাতা যায় যে, মনোময় প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষ জীবায় হইতে বিভিন্ন।

নামাহুজ এই সূত্রেয় ভাষ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বোক্ত বাক্য ব্যতীত আন একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—“এষ মে আয়ান অস্থবায়ন্”, অর্থাৎ আনাব এই আয়ান ভদ্রসেব মধ্যে (অবস্থান কবে)। তিনি বলিয়াছেন যে, এখানে “মে” শব্দ জীবায়াকে বুঝাইতেছে, “আয়ান” শব্দ পবমায়াকে বুঝাইতেছে। বিচার্য্য বস্তুকে “আয়ান” শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, অতএব ইহা জীবায় হইতে ভিন্ন।

স্মৃতেশ্চ (৬)

পুবাণ ইতিহাস প্রভৃতি স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন,—জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্ত। সধা গীতায়—

দৈবঃ সর্করূতানাং ব্রহ্মেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।

সাময়ন্ সর্করূতানি ব্রহ্মাক্রুতানি মাযয়া ॥ (১৮।৩১) -

অর্থাৎ, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মায়া দ্বারা সকল প্রাণিকে যত্র চালিতেব স্রায় ভ্রমণ করান।

শব্দব এখানে বলিয়াছেন যে, এই সকল সূত্রে জীব ও ব্রহ্মেব যে ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কাল্পনিক,—দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদি দ্বারা পবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মেবই নাম জীব,—উভয়েব মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—কাবণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—“তৎ সমসি” (তুমিই ব্রহ্ম), “নাত্তোহতোহস্তি দ্রষ্টা” (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা—জীব—নাই)।

অৰ্ভকৌকষ্যাদ্ব্যাপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ,

ন, নিচায্যাদ্বাদেবৎ, ন্যোমবচ্চ (৭)

অভক* (কুস্র) ওকঃ (আবাসস্থান) যন্ত স অৰ্ভকৌকাঃ ।
“অৰ্ভকৌকষ্যং”,—কুস্র গৃহেব কথা আছে বলিয়া (সেই মনোময় পুরুষ হৃদয়েব মধ্যে অবস্থান করেন । এইরূপ বাক্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, “এষ য আত্মা অন্তরঙ্গ্যে”—ইনি আমার আত্মা, ইনি হৃদয়েব মধ্যে অবস্থান করেন) তদ্ব্যাপদেশাৎ—কুস্র পবিত্র-মাণের উল্লেখ হেতু,—“অনীথান্ ত্রীহেৰ্বা যবাঘা” (ছান্দোগ্য উপনিষদ)—তিনি ত্রীহিখাত্ত অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব অপেক্ষাও, সূক্ষ্ম, অতএব হনি ব্রহ্ম হইতে পাবেন না। “ইতি চেৎ”—যদি এই আপত্তি করা যায়। “ন”—না, এ আপত্তি যথার্থ নয়। “নিচায্যাদ্বাৎ এবং”—এইরূপ উপদেশ দেওয়াব উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হৃদয়েব মধ্যে “নিচায্য” দ্রষ্টব্য। “ন্যোমবৎ”—আকাশেব স্রায়,—আকাশ সর্বগত হইলেও সূচীত (ছুচেব) মধ্যে অবস্থিত আকাশকে লক্ষ্য করিয়া

যেমন আকাশে ক্ষুদ্র আবাসস্থিত এবং ক্ষুদ্র পরিমাণযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বগত হইলেও ক্ষয়মধ্যস্থিত ব্রহ্মকে লক্ষ্য কবিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র আবাসস্থিত, এবং ক্ষুদ্র পরিমাণ-যুক্ত বলা গইরাছে। যিনি সর্বত্র অবস্থিত, তাঁহাকে ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থিত বলা যায়, কিন্তু যিনি কেবলমাত্র ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিত, তাঁহাকে সর্বত্র অবস্থিত বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন, “যথা শালগ্রামে হরিঃ”—হবি সর্বত্র অবস্থিত হইলেও শালগ্রামে তাঁহাকে উপাসনা কবিলে তিনি প্রসন্ন হন।

বানাহুজ “ব্যোমবচ্চ” এই বাবোঁব ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ঐতি এই স্থানে মনোময পুরুষকে কেবল ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ ববেন নাই, “ব্যোমবৎ”, আকাশেব স্তায় বৃহৎ বলিয়াও উল্লেখ কবিয়াছেন। যথা, “জ্যামান্ পৃথিব্যা জ্যায়নস্ত-
রিক্সাং জ্যামান্ দিবো” (ছাঃ উঃ ৩।১৪।৩)। অর্থাৎ, ইনি পৃথিবী হইতেও বৃহৎ, আকাশ অপেক্ষাও বৃহৎ, স্বর্গ অপেক্ষাও বৃহৎ। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনোময পুরুষকে ক্ষুদ্র বলা ঐতির উদ্দেশ্য নহে, উপাসনাব তত্ত্বই তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করা হইরাছে। বানাহুজ এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয়া অধ্যায়ের সমগ্র চতুর্দশ শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্টরূপে বুকাইয়া দিরাছেন

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাত্ (৮)

ব্রহ্ম যদি জীবের ক্ষয়মধ্যে অবস্থান ববেন, তাহা হইলে জীবের ক্ষয়ান্তত স্তব স্তব ব্রহ্মকেও ভোগ কবিতে হইবে (“সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ”)
—কেহ যদি এইরূপ তর্ক করেন (“ইতি চেৎ”), না, তাহা হয় না

(“ন”)—ব্রহ্মকে জীবের স্বধ্বংসভোগ কবিত্তে হব না, কাবণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বিশেষ আছে—প্রভেদ আছে (“বৈশেষ্যাত্”)। জীব পাপপুণ্যের কর্তা, এবং পাপপুণ্য অনুসারে স্বধ্বংসের ভোক্তা, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি। পাপের সহিত ব্রহ্মের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই (তিনি অপহতপাপ্মা), সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিনান্। অতএব জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

বামানুজ “বৈশেষ্যাত্” শব্দটির ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “বৈশেষ্যাত্” শব্দের অর্থ “হেতুবৈশেষ্যাত্”। স্বপ্নমধ্যে অবস্থান কবাই স্বধ্বংসভোগেন হেতু নহে। স্বধ্বংসভোগের হেতু হইতেছে পাপপুণ্যরূপ কর্মের অধীনতা। জীব পাপপুণ্যরূপ কর্মের অধীন, এজন্য জীব স্বধ্বংসভোগ কবে। ব্রহ্ম কর্মের অধীন নহেন,—তিনি অপহতপাপ্মা,—এজন্য ব্রহ্ম স্বপ্নমধ্যে অবস্থান কবিলেও স্বধ্বংসভোগ কবেন না। প্রতিও অল্পত তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ কবিয়াছেন—

“ভবোরস্তঃ শিখরঃ স্বাহু অস্তি

অনন্তরস্তঃ অভিচারশীতি।” (মুক্তকোপনিষদ্)

অনুবাদ : জীব পবিত্র কর্মরূপ ভোগ কবে, ব্রহ্ম ভোজন না কবিয়া কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন কবেন।

অন্ত—অধিকরণ

অন্তা চরাচর গ্রহণাত্ (৯)

কঠোপনিষদে আছে,—

“যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত উদনঃ ।

নৃত্য্যর্থশ্রোগসেচনং ক ইধা বেদ যত্র সঃ ॥”

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ধর্মাহার অন্ন, নৃত্য্য ধর্মাহার উপসেচন (অর্থাৎ অন্নের সহিত ভুক্ত ঘৃত বা ব্যঞ্জন), তিনি যে স্থানে থাকেন, তাহা কে জানে ?

এখানে কাহার কথা হইতেছে ? ব্রহ্মের, না কোনও জীবের ? এখানে ব্রহ্মকেই অত্যা বলা হইয়াছে । কারণ, প্রলয়েব সময়ে তিনি চবাচব জগৎ উৎপন্ন করেন । এখানে “চবাচব” জগতেব উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু নৃত্য্য শব্দের উল্লেখ আছে, নৃত্য্য চবাচব জগৎই ধারণ করে, সুতরাং চবাচর উৎপত্তের ধারসেব বখাই ঐশ্বর্য অস্তিত্বের, চবাচব জগতেব মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, একত্র বেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ বখা হইয়াছে ।

বামানুজ বলিয়াছেন যে, পূর্বসূত্রে বলা হইল,—ব্রহ্ম ভোক্তা নহেন, জীবই ভোক্তা । একত্র অরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে যে, বর্তমান সূত্রে উদ্ধৃত কঠোপনিষদের বাক্যেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভক্ষকরূপে কোনও জীবকে লক্ষ্য বখা হইয়াছে । কারণ, যিনি ভোক্তা, তাঁহাকেই ভক্ষক বলা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা নহে । জীবের বর্মান্বিত্ত ভোগ হয়, কিন্তু ঈশ্বর স্বচ্ছায সমগ্র জগৎ সংহার করেন ।

প্রকরণাচ্চ (১০)

ব্রহ্মেব প্রসঙ্গেই (প্রকরণাৎ) উক্ত ক্রতিবাক্য পাওয়া যায়, কাবণ, ঐ বাক্যের পূর্বে আছে,—

“মহাস্তং বিভুমায়ানং মহা ধীবো ন শোচতি ।”—সেই মহান্ সর্বব্যাপী আত্মাকে অবগত হইলে আর শোক কবে না। ইহা ব্রহ্মস্বক্কেই বলা যায়, জীবস্বক্কে বলা যায় না।

(শুহাং প্রবিষ্টাধিকরণ ।)

“শুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্রশনাৎ” (১১)

কঠোপনিষদে এই বাক্য আছে,—

“ঋতং পিবন্তৌ স্নক্ততস্ত লোকে, শুহাং প্রবিষ্টৌ পবনে পবার্জে ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি, পঞ্চামনো য়ে চ জিগাচিকৈতাঃ ।”

অনুবাদ : ক্রময়-শুহাব মধ্যে দুইটি বস্ত্র প্রবেশ করিয়া আছেন, জগতে যে সকল কর্ম্ম অস্বষ্টিত হয়, ইহারা তাহাব ফলভোগ করিয়া থাকেন, ইহারা ছায়া এবং আলোকে ভ্রাম্য (বিভিন্ন স্বভাবযুক্ত), ব্রহ্মবিদগণ ইহাদের কথা বলিয়া থাকেন, যাঁহারা পঞ্চায়ি বিজ্ঞাব উপাসনা করেন এবং যাঁহারা তিনবাব নাচিকেত অগ্নি চর্চন করিয়াছেন, তাঁহাবাও ইহাদের কথা বলিয়া থাকেন ।”

(পঞ্চায়িবিজ্ঞা—যাঁহাবা বস্ত্রাদিকর্ম্ম করেন, তাঁহাবা মৃত্যুব পূর্ব চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন, সেখানে স্বর্গস্থ ভোগ হয়, যখন পুণ্য শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহাবা চন্দ্র হইতে পতিত হইয়া মেঘের মধ্যে অবস্থান করেন, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পড়েন, পরে স্ববাদি

শব্দের মধ্যে অবস্থান কবেন, তবে ঐ শব্দভোজনকাৰী পুরুষের মেহে অবস্থান কবেন, পুরুষের দেহ হইতে স্ত্রের সচিভ স্ত্রীৰ গৰ্ভে গমন কবেন, তথা হইতে পুনৰায় জন্ম হয়। অত্রবিক্ৰ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী এই পাঁচটিকে অগ্নি বলিয়া চিন্তা কবিবাব বিধান আছে, ইহাই গুণাতিবিজ্ঞা—ছান্যোগ্য উপনিষদে ইহাব বিবৰণ আছে।

নাটিকত অগ্নি—নটিকত। নামক ব্রাহ্মণকুশাব যমেন মিকট যে অগ্নিবিজ্ঞা লাভ ববিষাছিল, তাহাব নাম নাটিকত অগ্নি, ইচাব উপাঙ্গনা কবিলে স্পৰ্শলাভ হয়। কঠ উপনিষদে এই উপাধ্যান আছে।)

এই উপনিষদবাক্যে “গুহাপ্রবিষ্ট” বলিয়া যে দুইটি বস্তুৰ উল্লেখ আছে, তাহারা দুইটি আগ্না,—জীবাগ্না ও পরমাগ্না (গুহাং প্রবিষ্টৌ আগ্নানৌ চি’)। পরমাগ্না যে গুহাষ (জগদাকাশে) প্রবেশ কবেন, শ্রুতিতে তাহাব উল্লেখ আছে, (“তদ্বর্শনাৎ”) যথা :—

“তৎ তদ্বর্শং গুঢ়মহুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্লবেষ্টং পুবাং ।

অধ্যাত্মযোগধিগমেন দেবং যদ্বা ধীবো হৰ্ষশোকৌ জহাতি ।।”

অনুবাদ :—সেই দ্বন্দ্বর্শ, গুঢ়, অহুপ্রবিষ্ট, গুহাহিত, গহ্লবেষ্ট, পুবাংন দেবকে অধ্যাত্মযোগদ্বারা জানিয়া ধীব ব্যক্তি হৰ্ষ ও শোক ত্যাগ কবেন।

যদিও জীবাগ্নাই কৰ্মফল ভোগ কবে, পরমাগ্না কৰ্মফল ভোগ করেন না, তথাপি উভয়কে “কৃতং পিবন্তৌ” বা কৰ্মফলভোক্তা বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে। দুইটি পথিকের মধ্যে একটিৰ মাথাৰ ছাতা থাকিলেও “ছত্রধারীবা যাইতেছে” এইরূপ প্রয়োগ হয়।

এখানেও সেইরূপ হইয়াছে। অথবা জীব কস্মফলভোগ কবে, ব্রহ্ম জীবকে এই ফল ভোগ কবান, একজন্ত উভয়কে “ঋতং পিবন্তৌ” বলা হইয়াছে।

এখানে ‘ওহাং প্রবিষ্টৌ’ এই বাক্য চেতন জীব ও অচেতন বুদ্ধিকে বুঝাইতে পারে না, দুইটি চেতন বস্তুকেই নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত।

রামানুজ “দর্শনাচ্চ” ইহাব অর্থে বলেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই ওহাং প্রবিষ্ট আছেন, একরূপ প্রতিবাক্য পাওয়া যায়। পরমাত্মা জগৎ মধ্যে প্রবিষ্ট হন, একরূপ প্রতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। জীবাত্মাও জগৎমধ্যে প্রবিষ্ট হন। তাহাব প্রতি :

“যা প্রাণেন সম্ভবতি অদিত্যির্দেবতাময়ী।

ওহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী য় ভূতেভির্ব্যজায়ত।”

(কঠ, ২।৪।৭)

অর্থাৎ : কস্মফল ভোগ কবে (অস্তি) একজন্ত জীবের নাম ‘অদিত্যি’। ‘প্রাণেন সম্ভবতি’, অর্থাৎ প্রাণের সহিত বর্তমান থাকে। ‘ওহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী’,—জগৎমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান কবে। ‘ভূতেভিঃ’, ক্রিয়াক্ষেত্রে প্রভৃতি ভূতের সহিত। ‘ব্যজায়ত’, বিবিধরূপে জন্মলাভ কবে দেব মনুষ্য প্রভৃতি রূপ ধারণ কবে।

বিশেষণাচ্চ (১২)

কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, জীবাত্মা দেহরূপ বধে আবোহণ করিয়া পরমাত্মারূপ সম্ভবস্থানে উপস্থিত হয়। এইভাবে জীবাত্মাকে গন্ত্, এবং পরমাত্মাকে গন্তব্যরূপে ‘বিশেষিত’ করা হইয়াছে

“বিশেষণাৎ”। এজন্য বুদ্ধিতে হইবে যে, পূর্বস্থলে যে কঠোপ-নিষদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেখানেও জীবাত্মা ও পরমাশ্রম্য কথাই হইতেছে।

বামাচুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব মুক্ত অবস্থায় ত্রন্ধে বিগীন হইয়া ত্রন্ধের সহিত এক হইয়া যায় না। জীব মুক্ত অবস্থাতেও ত্রন্ধের উপাসকরূপে অবস্থান কবে। নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “যেহং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে”, মনুষ্য “প্রেত” হইলে দোকেব যে সন্দেহ হয়, সে আছে, না নাই। এখানে “প্রেত” অর্থাৎ বন্ধনযুক্ত অবস্থা। কাবণ, পূর্ববর্তী বাক্য হইতে বুদ্ধিতে পাবা যায়, মৃত্যুর পূর্বে যে জীবাত্মা থাকে, এ বিষয়ে নচিকেতাও কোনও সন্দেহ নাই—যুক্ত চাইলে জীবাত্মা থাকে, না ত্রন্ধে বিগীন হয়, ইহাই নচিকেতাও সন্দেহের বিষয়।

অন্তর উপপত্তে: (১৩)

. ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—“য এবোহকিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি”। অর্থাৎ এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখা যায়, ইহাই আত্মা, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই অকিপুরুষ কি প্রতীতি? না, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? না, জীব? না, ব্রহ্ম? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ইনি ব্রহ্ম, যোগিগণ ইহাকে চক্ষুর মধ্যে দর্শন করেন। কাবণ, যে সকল স্তম্ভের উল্লেখ আছে, (নির্দেপিত্ব, কর্ণফলপাত্ত্ব ইত্যাদি) সে সকল ব্রহ্ম ভিন্ন কাহাবও উপপন্ন হয় না, (“উপপত্তে:”)।

অনাবিষ্যপদেশোচ্চ (১৪)

স্থান প্রভতির উল্লেখ হেতুও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে।
আশঙ্কা হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মেব কথা হয় নাই, কাষণ বলা
হইয়াছে যে, এই পুরুষ চক্ষুর মাধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু ব্রহ্ম
সম্বন্ধে এরূপ স্থান নির্দেশ করা যুক্তিসূক্ত হয় না, কাষণ, তিন সর্কর
অবস্থিত। কিন্তু এ যুক্তি বিচাৰনহ নহে। অন্তর্যও ব্রহ্ম সম্বন্ধে স্থান
নাম, রূপ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠত্”
(বৃ: উ:); “তস্য উদ্বিতি নাম” (তাঁহাব উঃ এই নাম) (ছা: উ:)
“হিবণ্যশ্মশ্রুঃ” (স্বর্ণময় শ্মশ্রু) (ছা: উ:)। প্রতিব অন্তর্যও উপাসনাব
জন্ত ব্রহ্মেব এইভাবে স্থান, নাম ও রূপেব উল্লেখ আছে।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ (১৫)

“ইনি সুখবিশিষ্ট এইরূপ উল্লেখ আছে বলিয়া।” ১৩ শ্লোকে
উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাব পূর্বে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্মেব
উল্লেখ আছে, অতএব এখানেও ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে।
পূর্বে এই বাক্য আছে, “গ্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম · যদেব কং
ওদেব খং, যদেব খং তদেব কং”। “কং” অর্থাৎ স্বখ, “খং” অর্থাৎ
আকাশ। “কং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম সুখরূপ, এই বাক্য হইতে যনে
হইতে পারে যে, বিষয়সুখই ব্রহ্মেব স্বরূপ; কিন্তু পদবর্তী বাক্য
হইতে এই আশঙ্কা নিবৃত্ত হয়, কারণ, পদবর্তী বাক্যে আছে যে,
তিনি আকাশরূপ (খং ব্রহ্ম)। যদি বিষয়সুখ তাঁহাব স্বরূপ
হইত, তাহা হইলে তাঁহাকে আকাশরূপ বলা যাইত না। আদ্য
ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সাধারণ আকাশ ব্রহ্মেব স্বরূপ নহে, কারণ,

তাহা হইলে তাঁহাকে স্ববস্তু বলি মাইত না। তিনি আনন্দময় অথচ বিবরসংস্পর্শহিত, ইহা বুঝাইবার জন্তই বলা হইয়াছে — “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম।” যাহা স্বখ, তাহাই আকাশ, যাহা আবাস, তাহাই স্বখ, এইকথা বলিয়া উপনিষদ্ উক্ত তত্ত্বটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐতোপনিষৎকগভাতিমানাৎ (১৭)

“ঐতোপনিষৎক” অর্থাৎ যিনি উপনিষদের তত্ত্ব অবগত করিয়াছেন (‘তানিতে পালিয়াছেন’) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মবিৎ। তাঁহাব যে গতি ঐশ্বর্য আছে, এখানে সেটি গতিব উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে ব্রহ্মের প্রকাশ হইতেছে।

উপনিষদ্ ও গীতাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পর দেবদানমার্গে গমন করেন, তাঁহাদের পূর্জন্ম হয় না। অগ্নিপুরুষবিন্ ব্যক্তিও মৃত্যুর পর সেই পথে গমন করেন এবং পদিশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এইরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই অকিঞ্চিৎ পুরুষ।

অনবস্থিতের সম্ভবাত্ত নেতরঃ (১৭)

‘ইতদঃ ন’ (ব্রহ্ম ভিন্ন অজ্ঞ পুরুষ—যথা সমুৎপত্তী পুরুষের যে ছায়া চক্ষুতে পড়ে,—এখানে উদ্ভিষ্ট হইতে পারে না)। ‘অনবস্থিতেঃ’ (সর্বদা অবস্থান করেন না বলিয়া,—সম্মুখে যখন যে ব্যক্তি থাকেন তাঁহার ছায়া চক্ষুতে দেখা যায়, সম্মুখে কেহ না থাকিলে দেখা যায় না)। অসম্ভবাত্ত (অসম্ভব প্রকৃতি যে সকল উল্লেখ আছে, সে সকল ওণ ছায়াপুরুষে থাকা সম্ভব নহে)।

অন্তর্যাম্যধৈবাদিষু তদ্ব্যবপাদেশাৎ (১৮)

বৃহদাব্যাক্ত উপনিষদে আছে,—“য ইমং চ লোকঃ পবং চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যমযতি, যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যাদি।

অন্তবাদঃ যিনি ইন্দ্রলোক, পবলোক, এবং সকল প্রাণীর মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভুক্তী, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না ইত্যাদি।

এই ভাবে পৃথিবী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার মধ্যে (অধি-দৈবাদিষু) আন্তর্যামীরূপে যাঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মই। কারণ, “তদ্ব্যব” — তাঁহার ধর্ম, ব্রহ্মের ধর্ম “ব্যবপদেশ” অর্থাৎ উল্লেখ আছে। সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিজ বশে রাখা ব্রহ্মেরই ধর্ম। সেই ধর্মের এখানে উল্লেখ আছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গই হইতেছে। ব্রহ্ম যাঁহাকে “যমন” কবেন, তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বাবাই তাঁহাকে যমন করেন।

বামানুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব বৈরূপ চক্ষু দ্বারা দর্শন কবে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে, পবমাত্রা মেরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন, শ্রবণ প্রকৃতি কবেন না, কিন্তু তিনি সবই দর্শন ও শ্রবণ কবেন।

■ চ স্মার্ত্তমতদ্ব্যবপাদেশাৎ (১৯)

‘স্মার্ত্ত’ অর্থাৎ স্মৃতি-উক্ত প্রকৃতি বা প্রধান এখানে উদ্দিষ্ট হইতে পারে না। কারণ ‘তদ্ব্যব’ অর্থাৎ প্রকৃতির ধর্মের এখানে উল্লেখ নাই।

পূর্বস্বজ্ঞোক্ত অন্তর্যামী পুরুষ সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে পাবে না। কাবণ, ঐ অন্তর্যামী পুরুষ সম্বন্ধে দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই সকল গুণ প্রধানের থাকিতে পাবে না।

বামানুজ এই স্বজ্ঞেব শেষে ‘শাবীবশ্চ’ এই শব্দটি যোজন্য কহিয়াছেন। শাবীব অর্থাৎ জীবও অন্তর্যামী শব্দবাচ্য হইতে পারে না, কাবণ, অন্তর্যামীকে সকলের দ্রষ্টা, সকলের নিয়ন্তা, প্রভৃতি বলা হইয়াছে, এ সকল ধর্ম জীবের থাকিতে পাবে না।

শাবীবশ্চ উভয়েহপি হি ভেদেন এনং (২০)

“শাবীব” (জীব) ও অন্তর্যামী শব্দবাচ্য হইতে পাবে না, “উভয়ে অপি,” কাণ্ড ও মাধ্যক্ষিণ এই উভয় শাখাতেই “এনং” এই জীবকে, “ভেদেন অধীযতে” পনমায়্য হইতে ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজুর্বেদের দুইটি শাখার নাম কাণ্ড এবং মাধ্যক্ষিণ। কাণ্ড শাখাতে আছে, —“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্”—যে অন্তর্যামী পুরুষ বিজ্ঞানময় জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। মাধ্যক্ষিণ শাখাতে আছে,—“য অগ্নিনি তিষ্ঠন্ আশ্বনোহন্তরঃ,” যিনি অগ্নি (জীবাত্মা) অবস্থান কহিয়াও অগ্নি হইতে ভিন্ন।

বামানুজ এই স্বজ্ঞেব “শাবীবশ্চ” শব্দটি বাদ দিয়াছেন।

অদৃশ্যাদিগুণকো মর্শ্বোক্তেঃ (২১)

মুণ্ডক উপনিষদে দুইটি বিজ্ঞার কথা বলা হইয়াছে,—পরা বিজ্ঞা ও অপরা বিজ্ঞা। ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রে অপরা বিজ্ঞা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ যে বিজ্ঞা শ্রোষ্ট বিজ্ঞা নহে। পরা বিজ্ঞা সম্বন্ধে বলা

হইয়াছে, “অথ পবা, যথা তদন্ববমধিগম্যাতে, যৎ তৎ অদ্রেশম্
অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অর্ঘম্ অচক্ষুশ্রোত্রম্ অপানিপাদং নিত্যং বিভূঃ
সর্বগতং সুস্বপ্নং যদুভযোনিং পবিপশ্যন্তি ধীরাঃ,” আর্থাৎ অপরা
হইতে ভিন্ন পবা বিজ্ঞা, যে বিজ্ঞাব দ্বাবা সেই অক্ষকে পাওবা
যায, যে অক্ষকে দেখা যায না, গ্রহণ করা যায না, যাহাব
গোত্র (বংশ) নাই, বর্ণ নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত-পদ নাই,
যিনি নিত্য, বিভূ (প্রভু), সর্বগত যিনি অভ্যন্তরীণ, পণ্ডিতগণ
যাহাকে সর্বপ্রাণীর উৎপত্তিস্থল বলিয়া দর্শন করেন। পবে উক্ত
হইয়াছে,—“অক্ষরাৎ পবতঃ পবঃ” (অক্ষব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই
শ্রেষ্ঠ বস্তু)। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, অক্ষব হইতে শ্রেষ্ঠ
বস্তুটিই ব্রহ্ম এবং অদৃশ্য প্রকৃতি গুণযুক্ত বস্তুটি প্রকৃতি বা প্রধান,
কিন্তু তাহা নহে। “অদৃশ্যাদিগুণকঃ” অদৃশ্য প্রকৃতি গুণযুক্ত
বস্তুটি ব্রহ্মই। “ধর্মোক্তেঃ,” ব্রহ্মেব ধর্ম এখানে উক্ত হইয়াছে।
কারণ এই বস্তু স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়াছেন, “যঃ সর্গজঃ সর্গবিদ,” যিনি
সর্গজ ও সর্গবিদ। ইহা ব্রহ্মেব ধর্ম, প্রকৃতিব নহে। “অক্ষরাৎ
পবতঃ পবঃ,” এখানে অক্ষব ব্রহ্মকে বোঝায় না, প্রকৃতিকে
বোঝায়।

বিশেষণভেদব্যাপদেশাত্যাং চ নেতরৌ (২২)

ইতলৌ (অপর দুইটি বস্তু,—প্রকৃতি এবং জীব) ন (এখানে
উক্ত হয় নাই) বিশেষণভেদব্যাপদেশাত্যাং (প্রতি বলিয়াছেন
“দিব্যা হর্মতঃ পুরুষঃ” ইনি দিব্য এবং হর্মতঃ পুরুষ, এই ভাবে
বিশেষণ করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে ইনি জীব হইতে
পারেন না; প্রতি পুনশ্চ বলিয়াছেন “অক্ষরাৎ পবতঃ পবঃ” এই

ভাবে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, এ জন্ত ই নি প্রকৃতি হইতে পাবেন না)।

রামায়ণে অপরা বিজ্ঞাব অর্থ কবিয়াছেন, শাস্ত্রপাঠেই পবোক্ত-জ্ঞান, এবং পবা বিজ্ঞাব অর্থ কবিয়াছেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান; তাঁহাব মতে এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ভক্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

রূপোপস্থানাদ (২৩)

এই অক্ষব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

“অগ্নির্মূর্ছা চক্ষুযী চন্দ্রস্বর্ঘ্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাধিবুভাশ্চ বেদাঃ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয় বিশ্বমস্ত

পদ্মাং পৃথিবী হেঘঃ সর্ষভূতাত্ত্ব স্বা ॥”

(মুক্তিকোপনিষৎ)

অনুবাদ : অগ্নি তাঁহাব মন্তক, চন্দ্র এবং স্বর্ঘ্য তাঁহাব দুই চক্ষু, দিক-সকল তাঁহাব কর্ণ, বেদ তাঁহাব বাক্য, বায়ু তাঁহাব প্রাণ, বিশ্ব তাঁহাব হৃদয়, পৃথিবী তাঁহাব পাদবস্ত্র, তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাগ্না। এই যে রূপেব উল্লেখ (“রূপোপস্থান”), ইহা প্রধান সম্বন্ধে বলা যায় না, কোনও জীব সম্বন্ধেও বলা যায় ন’। অতএব এখানে পঞ্চমেন্দ্রিয়ের কথাই হইতেছে।

বৈশ্বানরঃ সান্নারশব্দবিশেষাৎ (২৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, কয়েকজন পণ্ডিতের সংশয় হইল “কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম” অর্থাৎ আত্মার আত্মা কোন বস্তু, ব্রহ্ম বা কি বস্তু? তাঁহাবা বেদব্যবাজ অল্পপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত

হইলেন। অশ্বপতি তাঁহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “আপনি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করেন?” একজন বলিলেন, স্বৰ্গলোক, এক জন বলিলেন, সূর্য্য, এক জন বলিলেন, বায়ু; ইত্যাদি। অশ্বপতি বলিলেন, বৈদ্বানব আত্মার অংশগুলিকে আপনাবা বৈদ্বানব আত্মা বলিয়া উপাসনা কবিতেছেন, স্বৰ্গলোক এই বৈদ্বানব আত্মার মস্তক, সূর্য্য ইহা চক্ষু, বায়ু ইহা শ্রোণ, আকাশ তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, ইত্যাদি। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, এই বৈদ্বানব আত্মা কি? বৈদ্বানব শব্দে ভট্টবাগ্নি, সাধাবণ অগ্নি, বা দেবতাবিশেষ বোঝায়, আত্মা শব্দ জীব এবং পৰমাত্মাকে বোঝায়। এ স্থলে “বৈদ্বানব আত্মা” দ্বারা পৰমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। যদিও বৈদ্বানব এবং এই দুইটি শব্দ উল্লিখিত বস্তুগুলির নির্দেশক “সাধাবণ শব্দ”, তথাপি এখানে এই দুইটি সাধাবণ শব্দের “বিশেষ” আছে, কারণ, উপনিষৎ বলিয়াছেন যে, স্বৰ্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, তাঁহাকে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় ইত্যাদি। এই “বিশেষ” হইতে বুঝিতে পাৰা যায় যে, এখানে পৰমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া “বৈদ্বানব আত্মা” শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বামাশুজ বলিয়াছেন যে, এই শ্রুতিবাক্যের প্রারম্ভে আছে “কিং ব্রহ্ম”—ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা জানিবার জন্তই পণ্ডিতগণ অশ্বপতির নিকট গিয়াছিলেন এবং অশ্বপতি বৈদ্বানব আত্মার উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বৈদ্বানব আত্মাই ব্রহ্ম।

স্বর্য়্যমাণমসুমানং শ্রাদিতি (২৫) . .

‘স্বর্য়্যমান’ অর্থাৎ স্মৃতিতে বাহ্য উক্ত হইয়াছে। পূর্কোক্ত
 ঋতিবাক্যে বৈদ্বানব আত্মাব যে রূপ উল্লিখিত হইয়াছে, স্মৃতি গ্রন্থে
 ত্রৈলোক্য সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব স্মৃতিতে হইবে, এই
 ঋতিবাক্যেব লক্ষ্য বিষয় পৰ্য্যাপ্ত। বিষ্ণুপূর্বাণ একটি প্রসিদ্ধ
 স্মৃতি * প্রসূ তাহাতে আছে :

‘অগ্নি বাহ্যঃ সৌর্য্যঃ

খঃ নাভিস্চবর্ণো দ্বিতিঃ

স্বর্য়্যচ্চতুর্দিশঃ শ্রোত্রো

ভস্মৈ লোকায়নে নমঃ ।

অহবান : অগ্নি বাহ্যঃ সৌর্য্যঃ, স্বর্গ বাহ্যঃ মন্তক, আকাশ বাহ্যঃ
 নাভি, পৃথিবী বাহ্যঃ পাদ, স্বর্য়্যঃ বাহ্যঃ চক্ষু, দিক্ বাহ্যঃ কর্ণ, সেই
 সর্বলোকায়ন ভগবানকে প্রণাম ।

বামাহুজ বলিয়াছেন, অগ্ন্যত্র ঋতি এবং স্মৃতিতে পৰ্য্যাপ্ত এই
 একই রূপ স্বর্য়্যমান হই, স্ববর্ণ কবা বায়, অতএব এখানেও পৰ্য্য-
 প্ত প্রসঙ্গ হইতেছে স্মৃতিতে হইবে ।

শ্রাদিত্যঃ অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাক্ষ

নেতি চেন্ন তথা দৃষ্টাপদেশাৎ

অসম্ভবাৎ, পুরুষনপি চ এনমধীয়তে । (২৬)

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যে ঋতিবাক্য আলোচনা
 হইতেছে, তাহাতে বৈদ্বানব শব্দ ত্রৈলোক্যে বুঝাইতেছে না—

* বেদ ঋতি । তদ্বিত্তি যাবতীয়া শাস্ত্রগ্রন্থ স্মৃতি ।

“শব্দাদিত্যঃ”, কাবণ, বৈশ্বানর শব্দের অর্থ পবমাত্মা নহে, বৈশ্বানরে আহুতি দিবাব উল্লেখ আছে, অতএব এখানে অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। “সমুঃ প্রতিষ্ঠানাক্ত,”—এই বৈশ্বানর দেহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একরূপও উল্লেখ করা হইয়াছে। “ইতি চেৎ” যদি একরূপ আশঙ্কা করা যায়, “না” না, সেকরূপ আশঙ্কা করা যায় না। “তথা দুষ্ট্যুপদেশাৎ,” জঠবাগ্নিকে পবমাত্মাবশেষে দর্শন করিতে হইবে, এইরূপ উপদেশ আছে। “অসমুদ্বাৎ,” স্বর্গলোক বৈশ্বানরের মন্তক বলা হইয়াছে, জঠবাগ্নি সম্বন্ধে এই উক্তি সমুদ্ববপন নহে। “পুরুষমপি চ এনমধীয়তে,” এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া ক্রটিতে উল্লেখ আছে, “স এব অগ্নিবৈশ্বানরঃ যৎ পুরুষঃ, এই বৈশ্বানর অগ্নি হইতেছে পুরুষ, জঠবাগ্নিকে পুরুষ বলা যায় না।

অতএব ন দেবতা ভূতং চ (২৭)

এই সকল কারণেই বৈশ্বানর শব্দ এখানে দেবতা বা সাধারণ অগ্নিকে বুঝাইতে পারে না।

সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনি. (২৮)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এখানে বৈশ্বানর শব্দে জঠর অগ্নিরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইতেছে। কিন্তু জৈমিনি বলেন যে, এখানে কোনও উপাধিবিহীন ব্রহ্মের প্রসঙ্গ হয় নাই, “সাক্ষাৎ অপি” নিরূপাধি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। “অবিরোধঃ” এইরূপ অর্থ করিতে কোনও বিবোধ নাই। ‘বিশ্বস্ত অং নঃ পুরুষ ইতি বৈশ্বানরঃ,’ সমগ্র বিশ্ব ইহার দেহ স্বরূপ এবং ইনি বিশ্বের মধ্যবর্তী পুরুষ।

অভিয্যন্তেরিতি আশ্রয়ঃ (২৯)

প্রশ্ন হইতে পাবে যে, যদি এখানে পবনেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা হইলে জাঠব অধিরূপ জগতের অংশগাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন? ইহাব উত্তবে আচার্য্য আশ্রয়বধ্য বলেন যে, ঈশ্বরের অভিয্যক্তি সর্বত্র সমান নহে, যেখানে অভিয্যক্তি সমধিক, সেইখানে তাঁহার উপাসনার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অমুশ্বতের্বাদরিঃ (৩০)

আচার্য্য বাদরি বলেন যে, ব্রহ্ম যদিও সর্বত্র অবস্থিত, তথাপি তাঁহাকে ক্রমে অবস্থিত বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ক্রমবধি মন দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা হয় (অমুশ্বতেঃ)।

বামাশ্রয় বলেন, ব্রহ্মকে পুরুষের স্তায় উপাসনা করিতে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, স্মৃতিতে আছে যে, এই ভাবে উপাসনা করিলে ব্রহ্মানন্দ পাওয়া যায়।

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি (৩১)

জৈমিনি বলেন যে, স্মৃতির একরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পাবে যে, ব্রহ্মকে এইভাবে উপাসনা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্বপতি পণ্ডিতদিগকে উপদেশ দিবার সময় নিজের মন্তকাদি অবয়ব দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মেরও এইরূপ অবয়ব আছে, স্বর্গ তাঁহার নতক সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, ইত্যাদি। সেবগণ ব্রহ্মকে এই ভাবে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (“সম্পত্তি=প্রাপ্তি”)

বামাহুজ বলেন, সম্পত্তি শব্দের অর্থ সম্পদ্ব্যাপন। আহাবেব সময় প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুতে আহতি দেওয়া হয়, এই আহতিকে অগ্নিহোত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, ব্রহ্মকে যজ্ঞেব বেদী বলা হইয়াছে, ইত্যাদি।

আগ্নিনস্তি চৈনশ্মিন্ (৩২)

জাবাল উপনিষদে ব্রহ্মকে মত্তকেব উপবিভাগে এবং চিবুকেব অন্তবালে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মকে প্রদেশ বিশেষ অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিস্কৃত হইয়াছে।

বামাহুজ বলেন যে, উপনিষদে ব্রহ্মকে উপাসকের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সম্পূর্ণ

শব্দ বলিয়াছেন যে প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদে উপনিষদের সেই সকল বাক্যের বিচার হইয়াছে যাহাতে ব্রহ্মেব লিঙ্গ অস্পষ্ট।

বামাহুজ বলিয়াছেন প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে উপনিষদের একপ কতকগুলি বাক্য বিচার করা হইয়াছে যাহা পড়িয়া মনে হয় এগুলি কোনও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

এখন অন্যান্য

তৃতীয় পাদ

দ্ব্যন্তরাষ্ট্রায়ত্তনং স্বশব্দাৎ (১)

জ্যো (স্বৰ্গ) ভূ (পৃথিবী) প্রকৃতির আশ্রয় ব্রহ্মই, কাবণ স্বশব্দেব
প্রয়োগ আছে।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে :

“যস্মিন্ জ্যোঃ পৃথিবী চাস্তবিক্রম্

ভূতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ ।

তস্মৈবৈকং জানধ আত্মানং

অত্রা বাচো বিমুক্তধ অনৃতত্ৰ এব সেতুঃ ॥”

অনুবাদ : যাঁহার মধ্যে স্বৰ্গ, পৃথিবী, আকাশ, এবং সৰ্ব প্রাণেব
সহিত মন আশ্রিত, একমাত্র তাঁহাকেই জান, তিনিই আত্মা, অল্প
বাক্য পরিত্যাগ কর, উহা অনৃতত্ৰ সেতু। এখানে যাহাকে স্বৰ্গ
পৃথিবী প্রকৃতির আশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মই,
“স্বশব্দাৎ” কারণ, স্ব বা আত্মা শব্দেব প্রয়োগ আছে। সেতুব
অপব পার আছে, কিন্তু ব্রহ্মেব অণব পাব নাই (ব্রহ্মেব অতিদিক্ত
কোনও বস্তু নাই), এ অল্প মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মকে
লক্ষ্য করা হয় নাই, প্রকৃতি বা বায়ুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রকৃতি
এবং বায়ুকেও স্বৰ্গ পৃথিবী প্রকৃতির আশ্রয় বল। যান্ন, কাবণ, প্রকৃতি

বা বায়ু হইতে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি বা বায়ুকে আত্মা শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা মুক্তিযুক্ত হইবে না। এজন্য এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত কবিতো হইবে। বিধাবক (যাহা ধারণ হবে) অর্থে-ই সেই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, পাববান্ (যাহাব পাব আছে) অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই।

বামাহুজ বলেন “স্বশব্দেব” অর্থ,—যে শব্দ পবত্রঙ্গ শব্দকেই প্রয়োগ হয়, আব কাহাবও শব্দকে প্রয়োগ হইতে পাবে না, এরূপ শব্দ। ইনি অনুভব সেতু, এই কথা পবত্রঙ্গ ভিন্ন আব কাহাবও শব্দকে প্রয়োগ করা যায় না। ব্রহ্মকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভেব অন্য উপায় নাই, ইহা প্রতিষ্ঠিত বহুস্থানে বলা হইয়াছে।

মুক্তোপন্যস্যব্যাপদেশাৎ (২)

মুক্ত পুরুষেব দ্বারা উপন্যস্য বা প্রাপ্য এইরূপ ব্যাপদেশ আছে (উল্লেখ আছে)।

নুওক উপনিষদেব যে শ্লোক পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কিছু পবে এই শ্লোক আছে :

“ভিগ্ধে হৃদয়গ্রাহিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ।

কীয়ন্তে চাত্ত কৰ্ম্মাগি তন্নি নৃষ্টে পৰাববে ॥”

অনুবাদ : সেই সর্বোৎকৃষ্টকে দেখিলে হৃদয়ের গ্রাহি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, ও কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ বলা হইয়াছে,

“তথা বিদ্যাভ্যাসরূপাবিমুক্তঃ পবান্ পবঃ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।”

অনুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে ইহা স্পষ্টসিদ্ধ তত্ত্ব যে, মুক্তিলাভ বশিষ্ঠে জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। অতএব এখানে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে।

বামাহুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যে পাপ ও পুণ্যকার্য্য করে, তাহাব ফলে সে নামরূপযুক্ত হইয়া স্বৰ্গ ছঃখ ভোগ করে, ইহাবই নাম সংসার। যাঁহাবা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন, তাঁহারা পাপ ও পুণ্য পবিত্র্যাগ করিয়া নাম ও রূপ হইতে মুক্ত হন।

নাগুনানিন্ অন্তচ্ছন্দাৎ (৩)

অনুমান (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান) ন (এখানে উদ্দিষ্ট নহে) অন্তচ্ছন্দাৎ (প্রধানবাচক শব্দ এখানে নাই বলিয়া)।

এই বাক্যে কোনও অচেতন বস্তুকে লক্ষ্য বলা হয় নাই, কাবণ, এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্ববিন্”—যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিন্। অচেতন বস্তু সম্বন্ধে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না।

প্রাণভূত (৪)

প্রাণভূত অর্থাৎ জীবও এখানে উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কাবণ, সেরূপ শব্দের প্রয়োগ নাই।

ভেদব্যপদেশাৎ (৫)

এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন,—“ভমেব একং জানর্থ আত্মানং” এখানে যিনি জ্ঞাতা, তিনি জীব; যিনি জ্ঞেয়, তিনি ব্রহ্ম। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই ভেদেব উল্লেখ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে জ্ঞাতা জীবের কথা হইতেছে না, জ্ঞেয় ব্রহ্মের কথা হইতেছে।

বামাহুজ এখানে স্বোক্তান্তর উপনিষদ হইতে ভেদবাচক অল্প শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুহুঃ যদা পশুত্যাশ্রমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥”

অনুবাদ : দেহরূপ বৃক্ষে ছুইটি (বস্ত), জীব ও ব্রহ্ম, বাস কবে। জীব প্রকৃতির মোহে অভিভূত হইয়া শোক কবে, যখন প্রীতিসম্পন্ন এবং প্রভু অন্ত পক্ষী (ব্রহ্মকে) এবং উহার মহিমা দেখিতে পায় তখন শোক ত্যাগ করে।

প্রকবণাচ্চ (৬)

পূর্বোক্ত প্রতিবাক্যের পূর্বে আছে—“কথিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি”—হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সকল জ্ঞাত হওয়া যায়? এই প্রকবণ হইতে বুঝিতে হইবে যে, এখানে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে। কারণ, ব্রহ্মকে জানিলেই সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, জীবকে জানিলে সকল জ্ঞাত হওয়া যায় না।

স্থিত্যদনাত্যাং চ (৭)

এই প্রতিবাক্যের পবে আছে :

“বা অুপর্ণা সমুজা সখাবৌ সমানং বৃক্ষং পরিব্রজাতে ।

তযোবস্তঃ পিঙ্গলং স্বাহ অস্তি অনন্নগ্রস্তঃ অতিচাক্ষুৰীতি ॥”

অনুবাদ : দেহরূপ একটি বৃক্ষে তুইটি পক্ষী বাস করে,—জীব ও ব্রহ্ম। তন্মধ্যে একটি পক্ষী ‘জীব’ স্বাহফল (কর্মফল) ভোজন কবে। অন্ন পক্ষী ‘ব্রহ্ম’ ভোজন কবে না,—কেবল চাহিয়া দেখে।

এখানে একটি পক্ষীর ‘স্থিতি’ (সাক্ষীরূপে অবস্থান এবং অন্ন পক্ষীর ‘অদন’ (ভোজন বা কর্মফলভোগেব) উল্লেখ থাকায়

বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। প্রথম “হয়ে যে স্রষ্টি-
বাক্যের বিচার হইতেছে তাহাতে যখন ব্রহ্মের কথা হইতেছে
বলিয়া বুঝিতে পাবা গেল, তখন সেখানে জীবের কথা হয় নাই,
ইহাও বুঝিতে হইবে। কাবণ, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন।

বামাহুজ বলেন যে, যিনি কৰ্ম্মফল ভোগ করেন, তিনি কখনও
সৰ্ব্বজ্ঞ এবং অমৃতের সেতু হইতে পাবেন না। অতএব যিনি
সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন (ব্রহ্ম,) তিনিই অমৃতের সেতু এবং
“হ্যভুতাতন” অর্থাৎ স্বর্গ পৃথিবী প্রভৃতির আশ্রয়।

ভূমা সম্প্রসাদাঃ উপদেশাৎ (৮)

“ভূমা,” শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। কাবণ, “সম্প্রসাদাঃ
অধি” সম্প্রসাদের পবে ‘উপদেশাৎ’ ভূমার উপদেশ দেওয়া
হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ সপ্তম অধ্যায়ে নাবদ এবং সনৎকুমারের আধ্যাত্মি-
কাতে উক্ত হইয়াছে যে, নাবদ সনৎকুমারের মিকট উপস্থিত হইয়া
বলিলেন, “ভগবন্, আমাকে অধ্যয়ন করান।” সনৎকুমার নাবদকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ বিদ্যা অধ্যয়ন
করিয়াছ?” নাবদ বলিলেন, তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ,
অথর্ববেদ, ইতিহাস * পুংগ, তর্ক, গণিত প্রভৃতি অনেক
বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আগ্নবিদ্য হইতে পারেন নাই।
সনৎকুমার বলিলেন, “তুমি যে সকল বিদ্যার উল্লেখ করিলে, সবদই

‘নামেব’ অন্তর্গত।’ নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “নাম অপেক্ষা ‘ভূয়ঃ’ অর্থাৎ অধিক কিছু আছে?” সনৎকুমার বলিলেন, “নাম অপেক্ষা বাক্ অধিক।” তাহার পব নারদেব পুনঃ পুনঃ প্রশ্নেব উত্তরে সনৎকুমার বলিতে লাগিলেন—বাক্ অপেক্ষা মন অধিক, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, তদপেক্ষা চিন্তা। এহরূপে ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অগ্নি, অপ, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা ও প্রাণকে ক্রমশঃ অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এবং বলিলেন, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা। কাবণ, যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চবাক্য বলিলেও লোকে বলে, “তুমি পিতৃঘাতী,” কিন্তু প্রাণ না থাকিলে পিতার দেহকে দগ্ধ করিলেও কেহ বলে না “তুমি পিতৃঘাতী।” যিনি এই তত্ত্ব জানেন, বেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবে, “তুমি কি অতিবাদী?” (অর্থাৎ তুমি যাহাকে উপাসনা কব, তাহা কি অপবেব উপাসিত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?) তাহা হইলে তাঁহাব বলা উচিত, “হ্যাঁ, আমি অতিবাদী।” তাহার পব সনৎকুমার বলিয়াছেন, “কিন্তু তিনিই যথার্থ অতিবাদী—যিনি সত্যই অতিবাদী।” নারদ বলিলেন, “আমি সত্যই অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।” সনৎকুমার বলিলেন, “বিশেষরূপে জানিলে তবে সত্য বলা যায়, চিন্তা নাটু করিলে জানা যায় না, শ্রদ্ধা না করিলে চিন্তা হয় না, নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না, চেষ্টা না করিলে নিষ্ঠা হয় না, যত্ব না পাইলে লোকে চেষ্টা কবে না, তুনা (অন্যতঃ) যত্ব, অশ্রমে যত্ব নাই।”

‘বয় নাত্তং পশুতি নাত্তৎ শৃণোতি নাটং বিজানান্তি স ভূম্য,

অথ যত্র অস্ত্যং পশুতি অস্ত্যং শূণোতি অস্ত্যং বিজানতি তৎ অস্ত্যং,
যো বৈ তৎ অনুভবঃ, অথ যৎ অস্ত্যং তৎ মর্ত্যম্ ।”

অনুবাদঃ: যাহাতে অস্ত কিছু দেখা যায় না, অস্ত কিছু শোনা
যায় না, অস্ত কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূম্বা। আর যাহাতে
অস্ত বস্ত দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়, তাহা অস্ত। যাহা
ভূম্বা তাহা অমৃত। যাহা অস্ত, তাহা মরণশীল।

বর্তমান স্তরে বিচার করা হইতেছে :

এই ভূম্বা বি প্রাণ, না পবমাত্রা? নাম অপেক্ষা বাব্য অধিক
বাব্য অপেক্ষা মন অধিক, এইভাবে উল্লেখ করিয়া শেষে বলিলেন,
মন অপেক্ষা প্রাণ অধিক, তাহাব পব প্রাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া
আন কোনও বস্তব উল্লেখ হয় নাই, এ অস্ত আশঙ্কা হইতে পাবে
যে, প্রাণকেই ভূম্বা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা
মতার্থ নহে। ভূম্বা শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। কাবণ, সম্প্রসাদ
অর্থ্যং প্রাণেব পবে তাহাব উল্লেখ আছে। “সম্প্রসাদ” শব্দের
অর্থ সুস্থিতির অবস্থা, কাবণ, জীব সুস্থিতির সময় “সম্যক্ প্রসাদতি”
অর্থ্যং অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে; এই সুস্থিতির সময় সকল
ইন্দ্রিযেব বাবহাব লোপ হয়, কেবল প্রাণ জাগিরা থাকে, এজন্য
সম্প্রসাদ অর্থ্যং সুস্থিতির দ্বাবা কেবল প্রাণকে লক্ষ্য করা হইতেছে।
যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, ভূম্বা প্রাণ অপেক্ষা অধিক,
তথাপি স্পষ্টভাবে অর্থ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণ
ব্যতীত অপর বস্তব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভূম্বা স্তরে বলা
হইয়াছে যে, ইহা অমৃত, ইহাব অপর কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, “যে

মহিমি প্রতিষ্ঠিতঃ” নিজ মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাকে জানিলে সংসার অতিক্রম করা যায়। এই সকল কথা হইতে বুদ্ধিতে পাবা যায় যে, ‘ভূমা’ প্রাণ হইতে পারে না, ইহা পূর্বমায়ী।

বামাহুজ বলেন যে, এই প্রসঙ্গে উপনিষদে যে প্রাণ শব্দের উল্লেখ আছে, তাহান অর্থ অচেতন প্রাণবায়ু নহে, কিন্তু চেতন জীব। হুতবাং এখানে সংশয় এই যে, ভূমা শব্দ জীবকে বুঝাইতেছে অথবা ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই শব্দের সম্প্রদায় শব্দের অর্থও জীব। প্রাণ অপেক্ষা অধিক কিছু আছে কি, এরূপ প্রশ্ন করা হয় নাই, তাহান কাবণ এই যে, প্রাণের পূর্বোন্নিখিত দ্রব্যগুলি অচেতন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন বস্তুর উল্লেখ হইতেছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাৎসেব মনে হইতেছিল যে, বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা অধিক কোনও বস্তু আছে। কিন্তু চেতন প্রাণ (অর্থাৎ জীবের) সন্ধান পাঠিয়া তদপেক্ষা অধিক কোনও বস্তু থাকিতে পারে, এরূপ নাৎসেব মনে হইল না। এজন্য নারদ আব এরূপ প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু সনৎকুমার স্বতঃপ্রসূত হইয়া নাৎসকে বলিলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ‘ভূমা’। ভূমাই ব্রহ্ম।

বামাহুজ আবও বলিয়াছেন যে, জীব কর্ম্মফলে দুঃখ ভোগ করে, এজন্য জগতে দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পাব, তাহা হইলে জগতে দুঃখ দেখিবে না, দেখিবে জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি এবং স্বধর্ম্ম। নিস্তাধিক্য হইলে দুঃখ বিবাদ লাগে; পিতৃ-কমিরা গেলে দুঃখ মিষ্ট হয়।

— ধর্মোপপত্ত্যেচ (৯)

ভ্রূমাব মে সকল ধর্মোব উল্লেখ আছে, তাহা পবমায়্যাবই থাকিতে পাবে, আব কাহাবও থাকিতে পাবে না। যথা,—সর্কায়্যতাব (সকল বস্তুকে আত্মা বলিয়া বোধ), নিবতিশয স্তব, সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠত্ব, সর্বগতত্ব ইত্যাদি।

অকরম্ অমরাত্তম্বতে: (১০)

বৃহদাবগ্যক্ উপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায় :

“কন্নিম্ খনু আকাশ শুতচ্চ প্রোতচ্চ ? স হোবাচ এতদ্বৈ তৎ অকবং ব্রাহ্মণা অভিবগন্তি, অস্থলম্ অনগু অহ্রবন্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম-
স্নেহম্ অচ্ছায়ন্ অতমো অবাগু অনাকাশম্ অসন্মম্ অবগম অগন্ধম্
অচক্ষুসম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্” ইত্যাদি। ৩৮।৭-৮

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আকাশ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন “ইহাই অকব। ব্রাহ্মণবা বলেন, ইহা স্থল নহে, ক্ষুদ্র নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত নহে, শুবল নহে, ছায়াযুক্ত নহে, অন্ধকাবয নহে, আকাশ নহে, অসক্ত নহে, বসযুক্ত নহে, গন্ধযুক্ত নহে, চক্ষুগ্য়ান্ নহে, বর্ণহীন, বাক্যহীন” ইত্যাদি।

এখানে ‘অকব’ শব্দ অ-বর্ণকে বুঝাইতেছে না, পবমায়্যাকেই বুঝাইতেছে, “অথবাস্তম্বতেঃ” কাবণ, এই অকব আকাশ পর্য্যন্ত সকল বস্তু ধাবণ করে। পূর্বেব প্রশ্নে গার্গী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এই নিখিল জগৎ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?” ইহাব উত্তবে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, “আকাশে”। তাহাব পব গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই আকাশ

কিসে প্রতিষ্ঠিত ?” উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “অক্ষরে”। অতএব আকাশ পয়স্ক জগতেব সমুদয় বস্তু অক্ষবে প্রতিষ্ঠিত। সুতবাং অক্ষব শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বামানুজ বলেন যে, এই সূত্রেব তাৎপর্য এই যে, অক্ষব শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে না, ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তিনি বলেন যে, “কস্মিন্ ন খলু আকাশ ওতচ্চ প্রোতচ্চ” এই বাক্যে আকাশ শব্দ প্রধানকে বুঝাইতেছে, কাষণ, গার্গী জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন :

“যদুক্ষৎ যাজ্ঞবল্ক্য দিবো অসবাক্ পৃথিব্যা যদন্তবা জ্বাপাপৃথিবী ইমে, যদুতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইতি আচক্ষতে কস্মিন্স্থদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ।”

অনুবাদ : স্বর্গের উর্ধ্বে পৃথিবীর নিম্নে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে বাহা আছে,—বাহা তুত ভবিষ্যৎ বর্তমানের স্বরূপ,—তাহা কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?

ইহাব উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, “আকাশে।” এখানে সকল বিকারের আশ্রয় কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, সুতরাং এখানে সাধারণ আকাশ শব্দে কেন্ন হইতে পাবে না, কারণ, সাধারণ আকাশ বিকারশীল বস্তু। ইহা হইতে বুঝিতে পাবা যায় যে, এখানে আকাশ শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে। সূত্রে সেহ প্রকৃতিকেই অপরাস্ত বলা হইয়াছে—অপর অর্থাৎ আকাশের অন্ত বা পরে আছে বাহা।

সা চ প্রশাসনাৎ (১*)

*। (অপর কর্তৃক অপরাস্তত্ব) প্রশাসনাৎ (প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা)।

শঙ্কর বলেন যে, এই হ্রদে ইহা বলা হইতেছে যে পূর্বোক্ত অক্ষর শব্দ প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত প্রতিবাক্যের পরে উক্ত হইয়াছে, “এতৎ বা অক্ষরং প্রশান্নে গাগি হর্য্যচক্ষরসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” বৃ: উ: ৩।৮.২ —এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনহেতু হর্য্য এবং চক্ষু বৃত্ত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন, কাহাকেও শাসন করিতে পারে না। সুতরাং অক্ষর শব্দ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করিতেছে।

রামানুজ বলেন যে, এই হ্রদের উদ্দেশ্য এই যে, অক্ষর শব্দ জীবাশ্মকে বুঝাইতে পারে না। অক্ষর প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থ যাবণ করিয়া আছেন, জীবাশ্মাব দ্বারা এক্ষণ প্রকৃষ্ট শাসন সম্ভব হয় না।

অন্যভাবে ব্যাখ্যাত্তে (১২)

ব্রহ্ম ত্রিংশ অক্ষ ভাব নিবারণ করা হইয়াছে, অতএব (অক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ত্রিংশ কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই)।

এই অক্ষর সম্বন্ধে পরে বলা হইয়াছে, “তৎ বা এতৎ গাগি অক্ষরম্ অদৃষ্টং জষ্টং অক্ষতং প্রোক্ত অমতং যন্তু অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং” —হে গাগি, এই অক্ষর কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না, অথচ দর্শন করে, কাহারও দ্বারা ক্রত হয় না, অথচ শ্রবণ করে ইত্যাদি। কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না, কাহারও দ্বারা ক্রত হয় না, এই সকল গুণ প্রকৃতি বা প্রধানের থাকিতে পারে, কিন্তু দর্শন করে, শ্রবণ করে, এ সকল গুণ অচেতন প্রধানের থাকিতে পারে না, কাহা অচেতন প্রকৃতি দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি করিতে পারে না। . পুনশ্চ প্রতি বলিয়াছেন, “নাস্তৎ অতোহস্মি

স্রষ্টা, নাস্ত্য অতোহস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদি—এই অক্ষর দ্বিগ্ন অস্ত
কেহ স্রষ্টা, বা শ্রোতা নাই, জীবাত্মা নথহি এ কথা বলা যায় না।

নানামুজ বলেন, “নাস্ত্য অতোহস্তি স্রষ্টা” ইত্যাব অর্থ এই যে,
ক্ষর যেরূপ জগতের স্রষ্টা, সেইরূপ অক্ষরের স্রষ্টা অক্ষর অপেক্ষা
উত্তম তত্ত্ব আব বিচু নাই।

ঐকান্তিকর্ম ব্যাপদেশাৎ সঃ (১৩)

ঐকান্তিক কৰ্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, একান্ত তিনি ব্রহ্ম।
প্রস্তোপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়, “এতৎ বৈ সত্যকাম পবং
চ অপবং চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ, তন্মাং বিদ্বান্ এতেন এব অয়তনেন
একতবন্ অশেষতি।” অর্থাৎ, “হে সত্যকাম, ওঙ্কারই পব এবং অপব
ব্রহ্ম, ওঙ্কারধ্যানরূপ সাধনাব দ্বাবাই একটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।”
ইহাব পবে আছে, “যঃ পুনঃ এতন্ম ত্রিমায়েণ ওন্ম ইতি এতেন
এব অকরেণ পবং পুরুষন্ অভিধ্যায়ীত স তেজসি স্তর্যো সম্পন্নঃ।
যথা পাদোদবঃ স্বচা বিনিমূর্ত্যতে, এবং হ বৈ সঃ পাপম্ণা বিনিমূক্তঃ
স সান্নিভিঃ উদ্রীয়তে ব্রহ্মলোকম, স এতন্মাং জীবনমাং পবাং পবন্ম
পুৰিশন্ম পুরুষন্ ঐকতে।” অর্থাৎ “যে ওন্ম এই ত্রিমায়াগুক্ত অক্ষর
দ্বাবা পবমপুরুষের ধ্যান করে, সে স্তর্যের সহিত এক হইবা যায়।
সর্প যেরূপ খোলস হইতে মুক্ত হয়, সেও সেইরূপ পাপ হইতে
মুক্ত হয়। সান্নগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইবা যায়। সে উৎকৃষ্ট
জীবন হইতে শ্রেষ্ঠ পবমপুরুষকে দর্শন করে।” এখানে যে
পবমপুরুষের ধ্যানের কথা বলা হইল, তাহা ব্রহ্ম। কাবণ, বাক্যের
শেষে তাহাকে ঐকতি বাতুব কৰ্মরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জীবঘন শব্দের অর্থ পবনাত্ম্যাব জীবরূপ নৃশি, এই জীবঘনকে। পরম শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কাবণ, অচেতন ভগ্ন অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, পবনাত্ম্যাব উপাসনা হইলে মোক্ষলাভ হইবে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিরূপ সসীম ফল লাভ হইবে কেন? ইহাব উত্তবে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ত্রিমায়াযুক্ত ঐক্যরূপ আলম্বনেব দ্বাৰা ব্রহ্মেব উপাসনা কৰা হইলে সসীম ফলই লাভ হইবে, অসীম ফল লাভ হইবে না।

কিঞ্চ বাসামুজ বলেন যে, এং ব্রহ্মলোক চতুর্মুখ ব্রহ্মাব আবাসস্থান নহ। ইহা পবনাত্ম্যেব আবাসস্থান। সৰ্বপাপনির্মুক্ত ব্যক্তিব পবনাত্ম্যপ্রাপ্তিই মুক্তিযুক্ত। ইকতি ক্রিয়াব কর্ম পবনাত্ম্যই। ‘বাপ্দেশাৎ’ উল্লেখ কৰা হইয়াছে বলিয়া। পবনাত্ম্যেব ঐশ্বৰ্য্য অজবদ্ব্য অমবদ্ব্য প্রকৃতিব এখানে উল্লেখ আছে।

দহব উত্তবেত্যঃ (১৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়, “অথ যদিদম্ অগ্নিন্ ব্রহ্মপুবে দহবং পুণ্ডরীক বেষ্ম দহবোহগ্নিন্ অন্তৰ্বাকাশঃ তন্নিদম্ যদন্তঃ তদবেষ্টব্যং তদ্যাব বিজিজ্ঞাসিতবান্।” ৮।১।১

অনুবাদ : এই যে ব্রহ্মপুবে ক্ষুদ্র পদ্মরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ, ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা অধেষণ কৰা উচিত, তাহা জানা উচিত।

এই দহব (ক্ষুদ্র) আকাশ কি? ইহাই ব্রহ্ম। ‘উত্তবেত্যঃ’ ইহান পবে স্তুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বৃত্তিতে পাবা

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (সুস্থিতির সময় জীব সং সার্থ্যং ব্রহ্মে বিদীন হয়)। এখানে 'ব্রহ্মলোক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মধরপ (ব্রহ্ম এব লোকঃ), চতুঃসুৰ্ণ ব্রহ্মার বাসস্থান (সত্যলোক) নহে, কারণ জীব সুস্থিতির সময় সত্যলোকে যায় না।

রামানুজের ব্যাখ্যাও বস্তুকটা এইরূপ। 'গতি,'—জীব প্রত্যাহ নহব আকাশে গমন করে, অতএব নহব আকাশ হইতেছে ব্রহ্ম। 'শব্দ' নহব আকাশকে সাক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলোক এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব নহব আকাশ=ব্রহ্ম। 'তথা হি নৃষ্টং' অন্তর্যম পরমাত্মাকে সাক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মলোক এই শব্দের প্রয়োগ নৃষ্ট হয়। 'দিদং চ' সুস্থিতির সময় জীব নহব আকাশে বিদীন হয়, ইহা নহবাকাশেব ব্রহ্মত্বের নিদ্র।

ধ্বতেচ্চ মহিম্নোহস্ত অগ্নিন্ উপলব্ধেঃ। (১৬)

ধৃতি অর্থাৎ বিধারণরূপ মহিমাব উল্লেখ আছে (অতএব এই 'নহব' পবমেধব)। বাবণ, পরমেধব সম্বন্ধে এই মহিমাব উপলব্ধি হয়। ঋতিতে এই নহব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকামাং অগন্তোহাং" (অনন্তব যে আত্মা, সে এই সকল লোকের পার্থক্য-নির্দেশক এবং বিধারক হেতু)। পবমেধবর যে জগত্তেব বিধাবক, তাহা ঋতিতে অন্তস্থানেও উল্লেখ আছে দেখা যায়, "এতস্ত বা অক্ষবস্ত প্রশাপনে হৃদ্যাচক্ৰমসৌ বিধ্বর্তৌ ত্রিধৃতঃ (বৃহদারণ্যক)। অর্থাৎ, হে গার্গি, এই অক্ষর (ব্রহ্মেঃ) আদেশে সূর্য্য এবং চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থান কবে। পুনশ্চ বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, "এষ সর্গেধব এষ ছুতাধিপতিরেব ছুতপাল এষ সেতুর্বিধবণ

শব্দরত্নাভাষ্য : শব্দ সযস্বে যে শ্রুতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার পবে উল্লেখ আছে যে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে জীবের ব্রহ্মপদ শব্দকে উপদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, পদবর্তী বাক্যে যখন জীবের প্রসঙ্গ আছে, তখন পূর্ববর্তী বাক্যেও শব্দ-শব্দ জীবকে বুঝাইতেছে, ত্রুটি নহে। কিন্তু জীবের ব্রহ্মপদ হইতেছে ত্রুটি (শব্দবোধ নহে)। পূর্ববর্তী বাক্যে ত্রুটি প্রসঙ্গ আছে। পদবর্তী বাক্যে জীবের ব্রহ্মপদ শব্দকে প্রসঙ্গ আছে। উভয় প্রসঙ্গ একই।

নামাত্মকভাষ্য : পূর্ববর্তী বাক্যে অপহৃতপাদ্ভব (নিম্পাপদ) এই গুণের উল্লেখ আছে, পদবর্তী প্রজাপতি বাক্যেও অপহৃতপাদ্ভব এই গুণের উল্লেখ আছে, উভয় স্থানে এক গুণের উল্লেখ থাকিতে মনে হইতে পারে যে, উভয় স্থানেই এক বস্তুই আলোচনা হইতেছে; প্রজাপতিবাক্যে জীবের প্রসঙ্গ আছে, ইহা সন্দেহ। অতএব পূর্ববর্তী বাক্যে শব্দ শব্দও জীবকেই বুঝাইতেছে, ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ নহে। পূর্ববর্তী বাক্যে শব্দ শব্দ ত্রুটি বুঝাইতেছে। অপহৃতপাদ্ভব গুণ তাহার সর্বস্বার্থে থাকে। কিন্তু জীব সাধারণতঃ কর্তব্যগণ অধীন থাকে, তখন তাহার অপহৃতপাদ্ভব গুণ থাকে না। যখন জীব “অবিহৃতব্রহ্ম” হয়,—নিম্ন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে, তখন তাহার অপহৃতপাদ্ভব গুণ প্রকাশ পায়। পদবর্তী বাক্যে প্রজাপতির উপদেশ প্রসঙ্গে জীবের এই “অবিহৃতব্রহ্ম” বুঝাইতে হয়। অতএব অপহৃতপাদ্ভব-গুণের উল্লেখ করা হইতেছে।

‘অপহতপাপমুদত্ত’ উভয় স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া উভয় স্থানে একবস্তব প্রসঙ্গ আছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বামায়ুজ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অপহতপাপমুদত্ত প্রভৃতি কয়েকটি গুণ,—মুক্ত জীব ও ব্রহ্ম উভয়েবই আছে সত্য; কিন্তু ব্রহ্মেব কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, বাহ্য মুক্ত-জীবের নাই। জগৎ সৃষ্টি, জগৎ ধারণ এবং জগৎ ধ্বংস কবিবার ক্ষমতা ব্রহ্মেব আছে, মুক্ত-জীবের নাই। “জগৎব্যাপাববর্জম্” এই ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) ব্রহ্ম এবং মুক্ত-জীবের এই প্রভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে।

অন্ত্যর্থশ্চ পরামর্শঃ (২০)

পরামর্শঃ (জীবের উল্লেখ) অন্ত্যর্থঃ (অন্ত অর্থে করা হইয়াছে।

শঙ্কর—সহবাক্যশেষে জীবের এইরূপ উল্লেখ আছে :

অথ য এবঃ সপ্রসাদ অস্মাৎ শরীবাৎ সমুখার পরং জ্যোতিঃ উপসংপত্ত্ব স্তেন রূপেণ অভিনিম্প্যততে এষ আস্মা। (পূর্ববর্তী ১৮ সূত্র দেখুন)।

অনুবাদ : অনন্তর এই জীব এই পের হইতে উৎপত্ত হইয়া পবনজ্যোতি পবনাস্রাকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে পরিনিম্পন্ন হয়, ইহাই আস্মা।

জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম বা পূর্বমেশ্বর, এই অর্থে এখানে জীবের উল্লেখ আছে।

এযাং লোকানামসন্তোষায়”। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সকল প্রাণীর
বন্ধক, পালক, ইনি এই সকল লোক বাহাতে না মিশিয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞ
বিধাবক সেহু। দহবকেও যখন সকল লোকেব বিধাবক সেহু বস্যা
হইয়াছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, পবমেশ্বরকে লক্ষ্য কবিয়াই দহব
শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

বামাহুজ শ্রুতি এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেনঃ অস্ত্র (এই
দহবেব) অগ্নিন্ (এই বাক্যে) ব্রুতি (জগৎ ধারণ) রূপ মতিমা
উপলব্ধি হইতেছে (অতএব এই দহব পবমায়্যাই)। শব্দ যে
শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন, বামাহুজও সেই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত
কবিয়াছেন।

প্রসিদ্ধেচ্চ (১৭)

আকাশ শব্দেব ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে (অতএব দহব—
ব্রহ্ম)।

যে তিৎসব বিচাব চইতহ তাগতে অহে “বো বা
হস্মিন্ভস্মরাকাশঃ”—ইহার মধোব আকাশ দহব (ব্রহ্ম)। এখানে
আকাশ শব্দেব প্রয়োগ হেহু বুদ্ধিতে হইবে যে, ব্রহ্মেব কথাই
হইতেছে। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আকাশ শব্দেব প্রয়োগ
প্রসিদ্ধ। যথা, “আকাশো বৈ নামরূপধোনির্করহিতা” (ছান্দোগ্য)
—আকাশ নাম এবং রূপেব কর্তা (জাতে নাম ও রূপ ভিন্ন আব
কিছু নূতন বস্তু নাই, ব্রহ্মই সেই নাম ও রূপেব কর্তা)। সর্গাদি
হ বা ঈমানি ছুতানি আকাশাং এব সমুৎপত্তন্তে (এই সমস্ত প্রাণী
আকাশ হইতে—অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হব)। এই সকল

স্থানে তদ্ব সঙ্কেই আকাশ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। জীবকে লক্ষ্য করিয়া কোথাও আকাশ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

ইতর-পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ন, অসম্ভবাৎ। (১৮)

ইতর অর্থাৎ অন্য দিক, জীব। ইতবেব পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, অতএব দহর শব্দ জীবকেই বোঝায়, যদি ইহা বলা হয়, তাহা হইলে তাহার উক্তবে বলিতে হইবে, না, এখানে দহর শব্দ জীবকে বুঝাইতে পারে না, কারণ, ইহা অসম্ভব।

যে প্রতিবাক্য বিচার করা হইতেছে, তাহার শেষে আছে, “তথ ব এষ স্প্রসাদ অন্যাৎ শরীবাৎ সমুখায় পবং জ্যোতি, উপসম্পত্ত্বেন রূপেণ অভিনিপ্পত্ততে এষ আত্মা”,—অনন্তর জীব এই শরীর হইতে সমুখিত হয়, পবমজ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে পাবিনিপ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা। মনে হইতে পারে যে, এই স্থানে জীবের যখন উল্লেখ আছে, তখন দহর শব্দ জীবকে নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু তাহী হইতে পারে না। কারণ, দহর শব্দকে যে অপহৃতপাশব্দ (নিপ্পাশব্দ) প্রভৃতি যে সকল গুণেই উল্লেখ আছে, জীবের সে সকল গুণ থাকিতে পারে না।

উত্তরাৎ চেৎ আবিভূতস্বরূপস্ত। (১৯)

উক্তবাৎ (পরবর্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি মনে করা যায় যে দহর শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে না), আবিভূতস্বরূপস্ত (কিন্তু তাহা নহে,—পরবর্তী বাক্যে জীবের স্বরূপ আবিভূত হইয়াছে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছে, এরূপ অবস্থার উল্লেখ আছে)।

ব্রাহ্মহুজ।—শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিলেন, সেই বাক্যটি দহববাক্যেও আছে, পববর্তী প্রজাপতিবাক্যেও আছে। পরবর্তী প্রজাপতিবাক্যের অন্তর্গত এই বাক্যটি দহববাক্যে পবামর্শ বা উল্লেখ কবিরাব উদ্দেশ্য এই যে, জীব ব্রহ্মকে উপাসনা কবিত্তা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হহলে ব্রহ্মেব ভায় জীবেরও অপহতপাপমত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণেব আবির্ভাব হয়। এই সকল কল্যাণগুণ ব্যতীত ব্রহ্মেব আবও কতকগুলি কল্যাণগুণ আছে। যথা, জগৎস্রষ্টৃৎ, জগৎ-বিবাবকত্ব, ইত্যাদি। ফলতঃ ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণেব আধাব। মুক্ত জীব ব্রহ্মকে উপাসনা কবিত্তা ব্রহ্মেব প্রসাদে মাত্র কতকগুলি কল্যাণগুণ পাইতে পাবে।

অন্নশ্রুতেবিচেৎ তদ্বক্তৃৎ (২১)

“অন্নশ্রুতেঃ” অন্নবিষয়ক বাক্য শ্রুতিতে আছে বলিয়া, “ইতি চেৎ” যদি বলা যায়, এ বাক্য পরমেশ্বরকে লক্ষ্য কবে না, “তৎ উক্তং” এই আপত্তির উত্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে “দহবঃ অগ্নিন্ অন্তবাক্যশঃ” অর্থাৎ ইহাব মধ্যে ক্ষুদ্র অকাশ আছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে, এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য কবা হয় নাই, জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কাবণ, ব্রহ্ম অনন্ত, বিস্তৃত জীব অণুপরিমাণ। ইহার উত্তর এই যে, পরমেশ্বর অনন্ত হইলেও, উপাসনাব জন্ত তাঁহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে। “অর্চকৌকধ্যাৎ তদ্বাপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎ ন

• হিন্দুর প্রতিমাপূজা লক্ষ্যেও এই বুক্তি প্রয়োগ করা যায়।

‘নিচায়ায়াদেবং দ্যোমবচ্চ’ (ব্রহ্মসূত্র ১।২।৭) এই শ্লোকে এইরূপ আপত্তি
উত্তর দেওয়া হইয়াছে ।

অনুকৃত্তেস্তস্য চ (২২)

“অনুকৃত্তেঃ” অনুকৃতি হেতু, “তস্ত চ” তাহাৰ ।

শব্দ বলেন, এখানে নিম্নলিখিত উপনিষদ্বাক্য বিচার করা
হইয়াছে :

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তাবকং
নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহযমগ্নিঃ ।
তমেব ভাস্তমহুভাতি সর্গং
তস্ত ভাসা সর্গমিদং বিভাতি ।

সূর্যক এবং কাঠক উভয় উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায় ।
ইহাব অনুবাদ :

সেখানে সূর্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র, তাবা, বিদ্যা কিছুই প্রকাশ
পান না, অগ্নি কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি প্রকাশ পান বলিয়া
তাঁহার পশ্চাৎ সকল বস্তু প্রকাশ পায় । তাঁহার আলোকে এই সকল
প্রকাশিত হয় ।

শ্লোকে “অনুকৃতি” অর্থাৎ অনুকরণ শব্দটি এই শ্লোকে “অনুকৃতি”
শব্দকে স্মৃতি কবিত্তেছে এবং “তস্ত চ” এই শব্দটির শ্লোকের
চতুর্থ চরণকে “তস্ত ভাসা সর্গমিদং বিভাতি” লক্ষ্য কবিত্তেছে ।
সূর্যের দ্বারা একরূপ কোনও ভেজঃপুঞ্জ নাই বাহ্যর আলোকে সূর্য,
এবং অপর সকল বস্তু প্রকাশিত হয় । অতএব বুঝিতে হইবে যে,

এখানে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের আলোকেই জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়।

বামানুজ বলেন যে, এই সূত্রে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে আলোচিত দহবাক্যের এবং প্রজাপতিবাক্যেরই বিচার বলা হইয়াছে। ‘তত্ত্ব অহুকৃতি’ অর্থাৎ জীব কর্তৃক ব্রহ্মের অহুকরণের উল্লেখ আছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে দহবাক্যে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, জীবের প্রসঙ্গ নহে, কারণ, যে অহুকরণ বলে এবং তাহার অহুকরণ বলে, উভয়ে ভিন্ন বস্তু। প্রজাপতিবাক্যের নিম্নলিখিত অংশে মুক্ত-জীবকর্তৃক ব্রহ্মের অহুকরণ উল্লিখিত হইয়াছে :

ন তত্র পর্যোতি জগন্ ক্রীডন্ বয়মাণঃ স্ত্রীভির্কা

যানৈর্কা জ্যতিভির্কা ন উপজনং অবগিৎ শবীবন্।

(ছান্দোগ্য ৮।১২।৩)

অনুবাদ :—মুক্ত জীব পবমান্নাকে প্রাপ্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত যাতায়াত করে—হাসিতে হাসিতে, ক্রীড়া কবিত্তে কবিত্তে, স্ত্রীগণ অথবা যানবাহন অথবা জ্যতিদের সহিত আনন্দ বহিত্তে কবিত্তে। যে শবীবে সে অভিব্যক্তি হইয়াছিল, সে শবীবেই কথা তখন তাহার প্রকাশ থাকে না।

উপনিষদের অন্তর্গত উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মের অহুকরণ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সমান অবস্থা লাভ করে।

যদা পশুঃ পশুভে ক্লম্যবর্ণন্

আদিত্যবর্ণঃ পুরুষঃ ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাশে বিশ্বয

নিবন্ধনঃ পবনং সাম্যমুপৈতি । (যুগুত ৩১।৩)

“স্রষ্টা, (জীব) যখন স্ববর্ণবর্ণ, আদিভোব দ্বায় বর্ণযুক্ত, ব্রহ্মান কাবগভূত পুরুষকে দর্শন কবে, তখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবিয়া, পুণ্য ও পাপ পবিত্রাণে কবিয়া, সৰ্ব্বপ্রকায় দোষনহিত হইয়া পবন সাম্য প্রাপ্ত হয়।”

অপি চ স্বৰ্য্যতে (২৩)

স্বৰ্য্যতে অর্থাৎ স্মৃতিগ্রন্থেও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে । (বেদকে স্মৃতি বলা হয়, কাবণ, শিষ্য গুরুব নিকট বেদ শ্রবণ কবে, গুরু তাঁহাব গুরুব নিকট শ্রবণ কবিয়াছিলেন, এইরূপ পদম্পর্ষায় বেদ প্রাপ্ত হওয়া যায় । বেদ ভিন্ন অল্পব সকল শাস্ত্রকে—যথা পুবাণ, নামাংগ, মহাভারত, মহাসংহিতা—স্মৃতি বলা হয়, কাবণ, ঋষিগণ বেদের উপদেশ “স্মরণ” কবিয়া এই সকল গ্রন্থ রচনা কনিয়াছেন । বেদের অর্থ সমর্থন কনিবাব জন্য স্মৃতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে । যেখানে বেদের সহিত বিবোধ না হয়, সেখানে স্মৃতি-বাক্য প্রামাণিক) ।

শব্দব পূর্বসূত্রের ভাঙ্গে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের আলোকে জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাব সমর্থন জন্য শব্দব ভগবদ্গীতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক এই সূত্রের ভাঙ্গে উদ্ধৃত কনিয়াছেন :

যদানিত্যগতং ভেদো জগদ্বাসন্নতেহবিলম্ ।

যতঃপ্রমসি যচ্চাত্মোত্তমেনো বিাক্ত মামবন্ । গীতা ১৫।২২

অনুবাদ : সূৰ্য্যো য়ে তেজ মিথিল জগৎ প্ৰকাশিত কৰে, চন্দ্ৰে য়ে তেজ এবং অগ্নি য়ে তেজ, তাহা আমাৰ তেজ বলিয়া জানিবে ।

বামানুজ বলিয়াছেন যে, পূৰ্ব্বস্থত্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মুক্ত জীব পবিত্ৰত্বেৰ অলুকাৰণ কৰে । এই কথা স্মৃতিতেও আছে (শ্রব্যতে), ইহাই বামানুজের মতে বৰ্ত্তমান স্থত্বেৰ তাৎপৰ্য্য । ইহাৰ প্ৰমাণস্বৰূপ বামানুজ গীতাৰ নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত কৰিয়াছেন :

ইদং জ্ঞানমুপাশ্ৰিত্য যম স ধৰ্ম্ম্যমাগতাঃ ।

সৰ্গেহপি নোপভায়ন্তে প্ৰলয়ে ন ন্যথন্তি চ । গীতা ১৪,২

অনুবাদ : যাহাবা এই জ্ঞান আশ্ৰয় কৰে, তাহাবা আমাৰ সমান ধৰ্ম্ম প্ৰাপ্ত হয় । তাহাবা সৰ্গেৰ সৰ্ব্ব উৎকৃষ্ট হয় না, প্ৰলয়েৰ সময় কষ্ট পাব না ।

শাস্ত্ৰাদেব প্ৰমিতঃ (২৪)

প্ৰমিতঃ (যে বস্তুৰ পৰিমাণ নিৰ্দ্ধিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্ৰহ্মই) শাস্ত্ৰাৎ এষ (শ্ৰুতিবাদ্য হইতেই তাহা বুজিতে পাবা যায়) ।

কঠোপনিষদে নিম্নলিখিত বাক্য আছে :

“অদুষ্ঠমাতঃ পুৰুষো মধ্য আমনি তিষ্ঠতি”—অদুষ্ঠমাত্ৰ পুৰুষ, আত্মাৰ মধ্যে অবস্থান কৰে ।

পুনশ্চ—অদুষ্ঠমাতঃ পুৰুষো জ্যোতিৰিবাধুনকঃ ।

দৈশামো ছুতৰব্যস্ত ন এদগ্গ ন উ য় এতদৈতৎ ।

অনুবাদ :—হুমহীন জ্যোতিষ ন্যায় অম্লষ্টপরিমিত পুরুষ । অতীত ও ভবিষ্যতেব কর্তা । তিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন । ইনিই তিনি ।

মনে হইতে পারে যে, পবনাদ্বারা অনন্ত তাঁহাকে অম্লষ্টপরিমাণ বলা যায় না, এজন্য জীবকেই এখানে লক্ষ্য করা হইতেছে । কিন্তু স্রষ্টিতে যখন তাঁহাকে অতীত ও ভবিষ্যতেব কর্তা বলা হইয়াছে (দৈশানো ভূতভব্যাত) তখন বুঝিতে হইবে যে, ইনি জীব হইতে পাবেন না, ইনি ব্রহ্ম ।

স্রষ্টাপেক্ষা তু মনুষ্যাদিকাবদ্বাং (২৫)

হৃদয়কে অপেক্ষা কবিয়া (ব্রহ্মকে অম্লষ্ট পরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে), কারণ, এই শাস্ত্রে বহুস্তেব অবিকার আছে ।

ব্রহ্ম জীবের হৃদয়েব অধিষ্ঠান করেন । মনুষ্যেব হৃদয় এক অম্লষ্ট-পরিমিত । মনুষ্যেবট শাস্ত্রে অধিকার আছে । ■ লজ্জ ব্রহ্মকে অম্লষ্ট-পরিমিত বলা হইয়াছে ।

এই প্রসঙ্গে বামাহুজ বলিয়াছেন যে, উপাসকেব হৃদয়ে ভগবান্ প্রকাশিত হইয়া থাকেন, এ লজ্জ হৃদয়েব পরিমাণ অনুসারে ব্রহ্মকে অম্লষ্ট-পরিমাণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । জীবের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে অসীম (চন্দ্রবেধক স্থচেব অগ্রভাগেব নাম আসাগ্র) । কিন্তু জীব হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়া কোনও স্থলে জীবকেও অম্লষ্ট-পরিমাণ বলা হইয়াছে ।

তদুপর্যাপি বাদবায়ণঃ সম্ভবাৎ (২৬)

তদুপবি অপি (মহেশ্বের উপরে যাঁহাবা থাকেন—দেবাদি—
তাঁহাদেরও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে), বাদবায়ণঃ (ইহা বাদবায়ণ
ঋষির মত), সম্ভবাৎ (কাবণ, তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবা সম্ভব হয়)।

মহেশ্বের পক্ষে যেমন মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়, দেবতাদের সেইরূপ
মোক্ষলাভ বাঞ্ছনীয়। কাবণ, মোক্ষলাভ না হইলে চিবকালের জন্ত
সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে
যে, ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন এবং
প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দেবগণের দেহ আছে, ইহা বামাত্মজ বিভাবিত আলোচনাধারা
প্রমাণ করিয়াছেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুৰাণ প্রভৃতি গ্রন্থই
এ বিষয়ে প্রমাণ।

বিবোধঃ কর্ম্মণি, ইতি চেৎ,

ন, অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ (২৭)

“বিবোধঃ কর্ম্মণি” দেবগণের বিগ্রহ থাকিলে কর্ম্মবিষয়ে বিবোধ
উপস্থিত হয়,—যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই
বে—‘ন’ না, ‘অনেকপ্রতিপত্তেঃ’ দেবগণ যুগপৎ অনেক রূপ গ্রহণ
করিতে পারে, ‘দর্শনাৎ’ এরূপ দেখা যায়।

একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। ইন্দ্রের
যদি দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি কিরূপে বিভিন্ন যজ্ঞক্ষেত্রে একই
সময়ে আবির্ভূত হইতে পাবেন? এ জন্ত মনে হইতে পারে যে,
ইন্দ্রাদি দেবগণ দেহ-হীন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভুল। দেবগণ যুগপৎ
অনেক দেহ ধারণ করিতে পারেন। অথবা যেমন অনেক-
লোক যুগপৎ এক ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে পারে, সেইরূপ এক

দেবকে উদ্দেশ্য কবিয়া বিভিন্ন স্থানে যজ্ঞে দ্রুত অর্পণ কবিতো পাবে, তাহাতে কোনও বিবোধ হয় না।

শব্দে ইতি চেৎ ন অতঃ

প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (২৮)

‘শব্দে’ শব্দে বিবোধ হয়, ‘ইতিচেৎ’ যদি এই আগন্তি কবা যায়, তাহাব উত্তর এই যে, ‘ন’ না, ‘অতঃ প্রভবাৎ’ শব্দ হইতেই দেবগণের উৎপত্তি হয়, ‘প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্’ বেদ এবং স্মৃতিগ্রন্থে এ কথা আছে।

যদি দেবগণের বিগ্রহ থাকে, তাহা হইলে দেবগণকে অনিত্য বলিতে হয়। কাবণ, দেহধারী বস্তুমাত্রই অনিত্য। তাহা হইলে দেববাচক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দও অনিত্য বলিতে হয়, বেদকেও অনিত্য বলিতে হয়। ইহাব উত্তর এই যে, দেবগণের দেহ অনিত্য হইলেও বেদ নিত্য। সৃষ্টির সময় ঈশ্বর ব্রহ্মার জন্মের বেদমন্ত্র সকল উদ্ভূত করেন। ব্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র স্বরণ কবিয়া, তদনুরূপ দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। পূর্ব কল্পের সৃষ্টির অনুরূপ বর্তমান কল্পে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে বৈদিক মন্ত্র আছে—“স্বর্ঘ্যাচচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বেমকল্পযৎ”—ব্রহ্মা পূর্বের স্রাব সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি কবিয়াছিলেন।

বেদ নিত্য, ইহাব অর্থ বেদেব শব্দবাণি অথবা বর্ণ সকল নিত্য।

অতএব চ নিত্যত্বম্ (২৯)

এই কারণেই বেদেব নিত্যত্ব। যে হেতু, ব্রহ্মা বেদেব শব্দবাণি স্বরণ কবিয়া তদনুরূপ দেবমনুষ্যাদি সৃষ্টি কবিলেন, অতএব বুদ্ধিতে পাবা যায় যে, বেদেব শব্দবাণি নিত্য।

বামাহুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যে ঋষি যে মস্ত্রেব স্রষ্টা হইবার উপযুক্ত হইবেন, ব্রহ্মা প্রণমে সেই একাব ঋষি কবেন, পবে উপযুক্ত তপঃপ্রভাবে সেই ঋষি সেই মন্ত্র দর্শন কবেন। মন্ত্র পূর্বেই ছিল। ঋষি দর্শন কবেন মাত্র। এই ভাবে বেদের নিত্যত্ব খণ্ডিত হয় না।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবশ্যো অগি

অবিরোধঃ দর্শনাং স্মৃতিশ্চ (৩০)

সমান নাম ও রূপ থাকে বলিয়া আবশ্যিক অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময়েও বিবোধ হয় না। বেদন্ত স্মৃতিতে এরূপ উল্লেখ আছে।

মহাপ্রলয়ের দৃশ্য দেব মনুষ্য প্রকৃতি থাকেন না। কিন্তু তাহার পব যখন সৃষ্টি হয় তখন পূর্বকল্পে দেব, মনুষ্য প্রভৃতির যে নাম ও রূপ ছিল, তদনুসারে সৃষ্টি হয়। এইভাবে বেদের শব্দবাণী নিত্য থাকে, সে বিষয়ে কোনও বিবোধ হয় না। বেদ ও স্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে, পূর্বকল্পে সৃষ্ট বস্তু সমূহের যে নাম ও রূপ ছিল, বর্তমান কল্পে সৃষ্ট বস্তু সমূহের সেই নাম ও রূপ আছে, এইভাবে সৃষ্টি অনাদি ও নিত্য।

বামাহুজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রলয় দ্বিবিধ,—নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত। নৈমিত্তিক প্রলয়ে জগৎ ধ্বংস হয়, কিন্তু ব্রহ্মাব ধ্বংস হয় না, তিনি নিষ্কিন্ত থাকেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাব ধ্বংস হয়। প্রাকৃত প্রলয়ের পব পুনর্বার পূর্বসৃষ্টির বেদ স্বরূপে প্রচাব হইতে পাবে,—কারণ, তখন যে নুতন ব্রহ্মাব সৃষ্টি হয়, তিনি ত পূর্বে সৃষ্টির বেদ জানেন না। এ বিষয়ে উপনিষদ বলেন :

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বঃ—

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ (শ্বেতাশ্বঃ ১৬৮)

অনুবাদ : দেখব ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কবিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বেদের জ্ঞান সঞ্চারিত কবিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রাকৃত প্রণয়েব ৭৭ পূর্ববল্লভ বেদ পুনরায় প্রচারিত হয়।

মধ্বাদিযু অসম্ভবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ (৩১) ।

অনুবাদ : মধুবিদ্যা প্রকৃতিতে অসম্ভব বলিয়া (দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায়) অধিকার নাই, ইহা জৈমিনির মত।

দেবগণের যদি ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকে, তাহা হইলে উপনিষদুক্ত সকল বিজ্ঞাতেই অধিকার থাকা যুক্তিবুদ্ধ হয়। তাহা হইলে মধুবিদ্যাতেও অধিকার আছে বলিতে হইবে। মধুবিদ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে উপদ্রষ্ট হইয়াছে—“অসৌ আদিত্যো দেবমধু”। এই স্বর্ষ্য দেবগণের মধু (মধুর জীব আনন্দদায়ক)। এ স্থলে স্বর্ষ্যকে দেবমধু কল্পনা করিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু স্বর্ষ্যদেব নিজেকে মধু কল্পনা কবিয়া উপাসনা কবিতে পাবেন না। স্ততরাং স্বর্ষ্যদেবের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই স্বীকার কবিতে হইবে। পুনশ্চ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, এই উপাসনার ফলে উপাসক একটি বহুরূপে পরিণত হয়। স্ততরাং বহুভাবময় দেবগণের এই উপাসনায় অধিকার নাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার আবণ্ড উপাসনা আছে, যাহাতে কোনও কোনও দেবতা অথবা ঈশ্বর

অধিকার নাই, ইহা স্বীকার কৰিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞাতো দেবগণেৰ অধিকার নাই, ইহাই জৈমিনিৰ সিদ্ধান্ত।

বামাহুজ বলেন, যে উপাসনায যে দেব উপাস্ত, সেই উপাসনায সেই দেবেৰ অধিকার থাকিতে পারে না, ইহাই এই শ্বত্ৰেৰ তাৎপৰ্য্য। মধ্বও এইরূপ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ (৩২)

জ্যোতিৰ্ম্মণ্ডলেই (সূৰ্য্য) থাকেন, অৰ্থাৎ জ্যোতিৰ্ম্মণ্ডলকেই সূৰ্য্য বলা হয়, (সুতবাং সূৰ্য্য অচেতন বস্তু, সূৰ্য্যেৰ ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার থাকিতে পারে না)।

জৈমিনিৰ মতে সূৰ্য্য ত জড়পিণ্ড, তাঁহাৰ বিকল্পে ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার থাকিবে ?

বামাহুজ এই শ্বত্ৰেৰ অন্তৰূপ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন। উপনিষদে আছে—“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আয়ুহ উপাসতেহমৃতম্”—দেবগণ সেই জ্যোতিৰ জ্যোতি (পৰমাত্মাকে) আয়ু এবং অমৃত বলিয়া উপাসনা কৰেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দেবগণ এইভাবেই (আয়ু এবং অমৃতরূপেই) পৰব্রহ্মকে উপাসনা কৰিবেন, মধুবিজ্ঞা প্রস্তুতিতে তাঁহাদেৰ অধিকার নাই, মানবদেবই আছে।

ভাবং তু বাদব্রায়ণোহস্তি (৩৩)

পূৰ্ণ দুই শ্বত্ৰে যাহা বলা হইয়াছে, বাণবায়ণ (বেদব্যাঙ্গ) তাহা স্বীকার কৰেন না। তিনি বলেন, দেবগণেৰ ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকাবেৰ “ভাব” আছে, অৰ্থাৎ অধিকার আছে। মধুবিজ্ঞায় দেবগণেৰ অধিকার যখন সম্ভব নহে, তখন নাই বলিয়া স্বীকার কৰা

যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল স্থানে অসম্ভব নহে, সে সকল স্থানে দেবগণের অধিকার স্বীকার কবিতে হইবে। শুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যায় দেবগণের অধিকার সম্ভব, অতএব নিশ্চয়ই অধিকার আছে। সকল বৈদিক কর্মে সকল মহামুদ্রাবও অধিকার নাই, যথা বাজস্বয়জ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই। সূর্য্যের জ্যোতির্গুণগুলি জড়পিও হইতে পাবে, কিন্তু ঐ জ্যোতির্গুণগুলির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যযুক্ত দেবতা আছেন তিনি ইচ্ছামুদ্রণ দেখ ধারণ কবিতে পারেন, ইহা নিশ্চয় স্বীকার কবিতে হইবে। কাবণ, বেদ, ইতিহাস, পুৰাণ প্রভৃতিতে ইহা উল্লিখিত। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, মহাভাবতে বধন উক্ত হইয়াছে যে, বেদব্যাস দেবগণের সহি কথোপবধন করিতে পারিতেন, তখন উহা নিশ্চয় সত্য। এখন কোনও ব্যক্তি দেবগণের সহিত কথোপকথন কবিতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু সে অল্প ইহা স্বীকার করা যায় না যে, কেহ কখনও পারে নাই। একটা সিদ্ধান্ত কবিলে অগতঃ বৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়।

রামানুজ বলেন যে, মহাব্রহ্ম প্রভৃতিতেও দেবগণের অধিকার আছে। যেখানে সূর্য্যের উপাসনা বিহিত আছে সেখানে সূর্য্যদেব তাঁহার নিজ ক্ষমত্ব অঙ্কেবই উপাসনা কবিবেন। যেখানে উপাসনার ফল বস্তুপ্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সেখানে বৃষ্টিতে হইবে যে, বস্তুও এইভাবে উপাসনা কবিলে, পবকলে বস্তু হইতে পারিবেন এবং অস্ত্রে ব্রহ্মকে পাইবেন।

শুগম্ভ তদনাদরশ্রবণাং তদাজবণাং সূচ্যতে হি (৩৪)

শুক (শোক) ভস্ত (তাঁহার হইয়াছিল) তৎ (ইহা বৃষ্টিতে

বেদাধ্যয়নের পূর্বে উপনয়ন-সংস্কার প্রয়োজন আছে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শূদ্রের এই সংস্কারের অভাব উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব শূদ্রের বেদাধ্যয়ন হইতে পাবে না।

তদন্তাবনির্দ্ধারণে চ প্ররস্তেঃ (৩৭)

তদন্তাব (শূদ্রদের অভাব) যখন নির্দ্ধারণ হইল, তখন প্রযুক্তি হইয়াছিল, (ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল)। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শূদ্রকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করা নিষিদ্ধ।

সত্যকাম গৌতমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে গিয়াছিলেন। গৌতম সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “তোমার কি গোত্র?” সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁহার যোত্র জানা নাই। গৌতম বলিলেন, “তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই। এজন্ত জামিলাম, তুমি ব্রাহ্মণ।” এই বলিয়া সত্যকামের উপনয়ন প্রদান করিলেন।

শ্রাবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেচ্চ (৩৮)

শূদ্র কর্তৃক বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন, অর্থজ্ঞান এবং অহুষ্ঠান প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। স্মৃতিগ্রন্থেও নিষেধ আছে।

বিদ্যুৎ, ধর্মব্যাপ্ত প্রভৃতির পূর্বজন্মের জ্ঞানের ফলে শূদ্রজন্মেও জ্ঞান হইয়াছিল দেখা যায়।

কম্পনাৎ (৩৯)

(শব্দ-ভাব্য) কঠোপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায় :

যদিহি জগৎ সর্বত্র প্রাণ এজতি নিঃস্রবৎ

মহদ্বয়ং বভ্রমুগতং, য এতদ্বিব্রবন্তাস্তে ভবন্তি । (২।৩।২)

অনুবাদ : এই যে জগৎ, ইহা প্রাণ হইতে নিঃস্রবত, প্রাণের প্রবেশায় ইহা কল্পিত হয়। উগত বভ্রের ছায়া ভয়ানক। বাহাবা ইহাকে জানে, তাহাবা অমৃত হয়।

এই প্রাণ কি বস্তু? বভ্রই বা কি? ননে হইতে পারে যে, প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু, আকাশের বভ্র বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, এতদ্বয় এখানে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা সার্থক নহে। এখানে প্রাণ শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য কবিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বাক্যের পূর্বে এবং পূর্বে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে। মধ্যস্থলে বায়ুর প্রসঙ্গ হইতে পাবে না। বৃন্দারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মকে লক্ষ্য কবিয়া প্রাণ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে—‘প্রাণস্ত প্রাণম’ (ব্রহ্ম প্রাণেবও প্রাণ)। কঠোপনিষদে পবে এইরূপ বাক্য আছে :

ভয়ানন্ত অধিতপতি ভবান্তপতি শ্বব্যঃ,

ভয়ানিলন্ত বায়ুশ্চ ব্রহ্মার্থাবতি পঞ্চমঃ । (২।৩।৩)

‘ভাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য্য তাপ দেন, ইন্দ্র, বায়ু এবং নৃহ) নিল নিল কাব্য করেন।’ বায়ু বাহাব ভয়ে নিজ কার্য্য করেন, তিনি অবশ্য বায়ু হইতে ভিন্ন বস্তু হইবেন। দণ্ডেব ভয়ে যেরূপ রাজপুরুষগণ রাজার আদেশ পালন করেন, সেরূপ ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দণ্ডেব ভয়ে ব্রহ্মের আদেশ পালন করেন। প্রাণবাক্যে জানিলে কেহ অমৃত লাভ করিতে পাবে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই অমৃতলাভ হয়।

পাবা যায়) অনাদবপ্রবাণাৎ (অনাদবের কথা শোনা যায় বলিয়া) তদ্-আদ্রবণাৎ (‘তৎ’ অর্থাৎ সেই শোকহেতু ‘আদ্রবণাৎ’ গমন করিয়াছিলেন বলিয়া)।

পূর্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, দেবগণের ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার আছে। এজন্ত মনে হইতে পারে, সকল মানবেরও অধিকার আছে, অতএব শূদ্রেরও অধিকার আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ‘দেখা যায় যে, বৈষ্ণব ঋষি জানকৃতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞা-বিষয়ক উপদেশ দিবার পূর্বে তাঁহাকে “শূদ্র” শব্দে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যটি শূদ্রের ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কাবণ, শূদ্রের যন্তে অধিকার নাই, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা আছে, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার নাই, এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে শূদ্রের ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার নাই, কাবণ, তাহার বেশ পাঠ্য-কবিতার অধিকার নাই, যে হেতু তাহার উপনয়ন হয় না। জানকৃতি জাতিতে শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র শব্দে অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহার শুক বা শোক হইয়াছিল, যেহেতু হংসরূপী ঋষিগণ তাঁহাকে অনাদব করিয়া কথা বলিয়াছিলেন। * জানকৃতির শোক হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে (শুচ্ + ব = শূদ্র)।

• উপনিষদের আখ্যায়িকাটি এইরূপ : জানকৃতি বাহ্মা গ্রীষ্মকালে প্রাসাদের ছাদে শুইয়াছিলেন। দেখিলেন, আকাশে কয়েকটি হংস উড়িয়া যাইতেছে। পঞ্চাষষ্ঠী হংস অগ্রগামী

এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে তাহান মুক্ত নাশ হইবে, এমত ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যান শূন্যের "অবিদ্য" অর্থাৎ প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহার সামর্থ্য নাই, কাবণ, তাহান বেনপাঠ নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে সাধারণ যে কর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই তাহার অনুমোদনক।

কৃত্রিয়ত্বগাতেশ্চ উত্তরত্ব চৈজনথেন লিঙ্গাং (৩৬)

অনুবাদ : জানশ্রুতির কৃত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়, কাবণ, পবে চৈতন্যের সহিত তাহান উল্লেখ আছে।

চৈতন্যের কৃত্রিয় ছিলেন, ইহা সুবিদিত। তাহার সহিত জানশ্রুতির উল্লেখ থাকাতো বুঝিতে হইবে যে, জানশ্রুতিও কৃত্রিয় ছিলেন। অধিকন্তু ইহা উক্ত হইয়াছে যে, জানশ্রুতি বহু পক্ষায় ধান কবিতেন অনেক জনপদের অধিপতি ছিলেন, তাহার সাবধি ছিল। এই সকল কারণেও অনুমান হয় যে, জানশ্রুতি কৃত্রিয় ছিলেন।

সংস্কারপরমর্শাং তদন্তাবান্তিগাপাচ্চ (৩৭)

হংসকে বলিল, "ভগ্নাক, তুমি কি দেখিতে পাইতেছে ন, বাজা জানশ্রুতির ভেজ বর্ণ ব্যাপ্ত কবিয়া বহিয়াছে, ঐ ভেজে তুমি পুড়িয়া যাইবে।" অগ্রগামী হংস বলিল, "তুমি যে জানশ্রুতিকে শকটযুক্ত বৈকের স্তাব ভেজয়ী বলিতেছে।" অর্থাৎ বৈক ব্রহ্মজ্ঞ এবং বর্ণাং তেজস্বী, জানশ্রুত বহু অপ্রদান প্রভৃতি সংকীর্ণি কবেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। জানশ্রুতি হংসদের বাক্য শুনিয়া বৈকেব অনুসন্ধান কবিয়া তাহার নিকট বিদ্যালাত কবিলেন।

ঐ হংসগণ প্রকৃতপক্ষে বধি। জানশ্রুতির কল্যাণের জন্ত তাহার। হংসরূপ ধারণ কবিয়া এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন।

তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি

নান্নঃ পশ্বাঃ বিভ্রতেহযনায ।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ)

অমুখ্যাপ তাঁহাকে জানিনেই মৃত্যু অতিক্রম কবা যায়।
অমৃতত্বলাভেব অল্প উপায় নাই।

বামাহুজ ভাষ্য : উপনিষদে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে,
ঈশ্ববেয ভয়ে দেবগণ কল্পিত হইয়া থাকেন এবং ঈশ্ববেব আদেশের
বশবর্তী হইয়া থাকেন। এখানেও সেই বস্তুত্বের উল্লেখ আছে।
অতএব এখানে ঈশ্ববেব বখাই হইতেছে, বায়ুব বখা হইতে
পারে না।

জ্যোতির্দর্শনাৎ (৪০)

শব্দবভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্যটি আছে : “এষ
সম্প্রসাদঃ অন্মাৎ শরীরাত্ সমুখার পবং জ্যোতিঃ উপসংপত্ত যেন
রূপেণ অভিনিষ্পজতে” (৮।১২।৩) অর্থাৎ, এই জীব এই শরীর হইতে সমুখিত
হইয়া পরম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে পরিণত হয়।
এই “জ্যোতিঃ” শব্দ নহে, ইহা পবত্রক। কাবণ, পবত্রকের প্রসঙ্গ
‘দর্শন’ কবা যায়, সেই প্রসঙ্গেই এই বাক্যটি পাওয়া যায়।

রামাহুজ ভাষ্য : ‘পবম জ্যোতিঃ’র উল্লেখ আছে, এজন্য বুঝিতে
হইবে যে, পবত্রকেব বখাই হইতেছে কাবণ সকল তেজেব আচ্ছাদক
এবং সকল তেজের কাবণীভূত জ্যোতিঃ পবত্রক ভিন্ন আর কাহারও
হইতে পারে না।

আকাশোহর্থাত্তরহাদিব্যপদেশাৎ (৪১)

“আকাশ” শব্দ ত্রন্ধকে বুঝাইতেছে। কাবণ, “অর্থাস্তব” প্রভৃতিব “ব্যগদেশ” অর্থাৎ উল্লেখ আছে।

শব্দবভাগ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া যায়।

আকাশো হ বৈ নামরূপয়োনির্বহিতা

তেষাং-যদন্তবা তদ্বন্ধ তদমৃতং স আত্মা।

অর্থবাদ : আকাশ নাম এবং রূপ নিপ্পাশন কবিয়াছে। নাম ও রূপ বাহাব মধ্যে অবস্থিত, তাহাই ত্রন্ধ, তাহাই অমৃত, তাহাই আত্মা।

এখানে আকাশ শব্দ ত্রন্ধকেই বুঝাইতেছে। কাবণ, আকাশ শব্দে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন বস্তু (“অর্থাস্তব”) নির্দেশ করা হইতেছে। জগতেব সকল বস্তুবই নাম ও রূপ আছে কেবল ত্রন্ধেব নাম ও রূপ নাই। অতএব এখানে ত্রন্ধেব প্রগদহ হইতেছে।

বামাহুজ ভাগ্য : এখানে আকাশ শব্দ মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য কবিয়া প্রয়োগ করা হয় নাই, ত্রন্ধকেই লক্ষ্য কবিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাবণ,, ত্রন্ধ ভিন্ন কাহাকেও নাম ও রূপেব নিপ্পাশনকর্তা বলা যায় না। বদ্ধ জীবের নিজেবই নাম ও রূপ আছে, সে নাম ও রূপের বর্জ্য হইতে পারে না। মুক্ত জীব জগৎ সৃষ্টি কবিতে পারে না, অতএব নাম ও রূপ সৃষ্টি কবিতেও পারে না। কেবল গর্ভস্তর সর্গশক্তিমান ঈশ্বরই জগতেব বাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন। অতএব বাবতীয় বস্তুব নাম ও রূপ সৃষ্টি করেন। ত্রন্ধ যে নাম ও রূপেব সৃষ্টিকর্তা, তাহা উপনিষদে অল্পত্রু উক্ত হইয়াছে। যথা মুণ্ডক উপনিষদে আছে :

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদৃ যশ্চ জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্যাৎ এতৎ ব্রহ্ম নাম রূপমগ্নং ॥ জায়তে ॥

অনুবাদ : যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ এবং সৰ্ব্ববিদৃ জ্ঞানই যাহার তপশ্চা, তাঁহা হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, নান, রূপ এবং অগ্ন উৎপন্ন হয় । —এখানে যখন নাম ও রূপ দ্বারা অস্পষ্ট ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, তখন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম ।

স্বযুগ্মুৎক্রান্তোৰ্ভেদেন (৪২)

স্বযুগ্মিব সময় এবং মৃত্যুব সময় জীবকে পবনেষব হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । (অতএব এখানে পবনেষবেব প্রসঙ্গ হইতেছে) ।

শব্দবভাষ্য : বৃহদাবগ্যক উপনিষদে এই বাব্য আছে :

‘স্বতম আগ্না ইতি যোহগ্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদস্ত-
জ্যোতিঃ পুরুষঃ’ ।

অর্থাৎ, প্রশ্ন : “আগ্না কে ?” উত্তর : এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণের মধ্যে এবং হৃদয়েব মধ্যে অবস্থিত, যাহার অভ্যন্তর জ্যোতি-
শ্ময় । ইহাব পব আগ্না সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । এই
যে আগ্নার কথা বলা হইয়াছে, ইহা সংসারী আগ্নাব কথা নহে,
সংসারমুক্ত আগ্নার কথাই বলা হইয়াছে । কারণ স্বযুগ্মিব
সময় এবং মৃত্যুব সময় এই আগ্না হইতে ভিন্ন ভাবে জীবাত্মাব
উল্লেখ করা হইয়াছে । স্বযুগ্মিব সম্বন্ধে বৃহদাবগ্যক উপনিষদে, বলা
হইয়াছে : অগ্নঃ পুরুষঃ (অর্থাৎ জীব) প্রাজ্ঞেন আগ্নন্য (অর্থাৎ
ব্রহ্মের দ্বারা) সম্পবিশক্তঃ (আলিঙ্গিত হইয়া) ন বাহঃ কিংচন

বেদ (কোনও বাহ বিষয় জানিতে পারে না) ন আন্তর্য (অন্তরস্থ কোন বিষয়ও জানিতে পারে না) ।

মৃত্যু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

অহং শাবীর আত্মা (অর্থাৎ জীব) প্রাক্ষেপন আত্মনা অঘাক্ষতঃ (ত্রল্ল হাবা অধিষ্ঠিত হইয়া) উৎসর্জন (ঘোব শব্দ কবিত্তে কবিত্তে) যাত্তি (পরলোকে গমন করে) ।

বামানুজ নৃনাবণ্যক উপনিষদেব এই দুইটি বাক্যই উদ্ধৃত বহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই দুইটি বাক্যে স্থষ্টি ও মৃত্যব সময় জীব হইতে ভিন্ন পবমাত্ম্যাব উল্লেখ বহিয়াছে, ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব হইতে ভিন্ন পবমাত্ম্যাব অবশ্যই আছে । (বামানুজের মতে এই মূত্র অবৈতবাদেব বিনোদী, কাবণ, অবৈতবাদ অল্পসাবে জীব ও পবমাত্ম্যাব এক বস্তু, কিন্তু এক মূত্র অচসাবে ইহাবা বিভিন্ন) । মনোচার্য্যও এইরূপ সিদ্ধান্ত বহিয়াছেন ।

পত্যাঙ্গি-শব্দেভ্যঃ (৪৩)

পতি প্রভৃতি শব্দেব প্রয়োগ চ্ছে (বুঝিতে পাবা যায় যে, এই প্রতিবাক্যে ত্রল্লকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে) ।

শব্দবতাগ্ : পূর্ক-স্থত্রে যে ক্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাব কিছু পবে বলা হইয়াছে :

সর্কাত বশী সর্কাত ঙ্গনানঃ সর্কাত অধিপতিঃ ।

অর্থাৎ নিখিল জগৎ তাহাব বশীভূত, তিনি সকলেব ঙ্গনব, সকলেব অধিপতি ।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্ম্যাব সংসাবী স্বরূপ প্রতিপাদন

করা প্রতিব উদ্দেশ্য নহে, অসংসারী স্বরূপ প্রতিপাদন কবাই প্রতিব উদ্দেশ্য ।

রামানুজ ভাষ্য : পূর্ব-স্থলে যে প্রতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহা উক্ত হইয়াছে যে স্বয়ম্ভব সময় প্রাক্কর আত্মা জীবাত্মাকে আলিঙ্গন কবে, মৃত্যব সময় জীবাত্মাতে অধিষ্ঠান কবে । এই প্রাক্কর আত্মা সম্বন্ধে পতি শব্দেব প্রয়োগ বলা হইয়াছে, এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি জগৎ ধারণ কবেন, সবলের ঈশ্বর, ইত্যাদি । মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এ সকল কথা বলা যায় না । অতএব নামরূপেব নির্বাহক আকাশ বলিয়া যাহার উল্লেখ বলা হইয়াছে, তিনি মুক্ত পুরুষ হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্মই । যে সকল প্রতিবাক্যে জীবাত্মা এবং ব্রহ্মকে এব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সে সবল বাক্যেব উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মাব উৎপত্তি, ব্রহ্মেই অবস্থান এবং ব্রহ্মেই প্রসঙ্গ,—অতএব জীবাত্মা ব্রহ্ম ভিন্ন অপব বোঝও বস্তু নহে ।

শঙ্কর মতে এই তৃতীয় পাদে বিদ্যাব লাবন বিষয়ে বলা হইয়াছে । রামানুজ মতে এই তৃতীয় পাদে কতকগুলি, বাব্য বিচার করা হইয়াছে যেগুলিতে স্পষ্ট জীবের লক্ষণ দেখা যায় ।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

আনুমানিকম্ অপি একেষান্ ইতি চেৎ ন শরীররূপকবিদ্যন্ত-
গৃহীতে: দর্শয়ন্তি চ । (১)

আনুমানিকম্ অপি (সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিও) একেষাং
(কাহাবও কাহাবও মতে) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়), ন
(তাহা নহে) শরীররূপকবিদ্যন্তগৃহীতে: (শরীর সম্বন্ধে যে উপমা
দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গৃহীত হইয়াছে দর্শয়ন্তি চ (ইহা দেখান
হইয়াছে) ।

শব্দ-ভাষ্য : আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্তপ্রকৃতি । (সাংখ্য,
যোগ, বৈশেষিক প্রকৃতি দর্শনশাস্ত্রগুলিকে “অনুমান” বলা হয় ।
কারণ, ইহা বা বেদের ভাষ্য প্রত্যেক প্রমাণ নহে ইহাদেব প্রামাণ্য
অনুমানের উপর নির্ভর করে) । সাংখ্যদর্শনে যে প্রকৃতিতে জগতের
বাস্তব বলা হইয়াছে, বেহ বেহ বলেন যে, বচোপনিষদের নিম্নলিখিত
অংশে সেই প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় :—

ইল্লিবেভ্যঃ পবা হর্ষাঃ অর্ধেভ্যঃ পবঃ মনঃ ।

মনসন্ত পবা বুদ্ধিবুদ্ধেবাপ্পা মহান্ পবঃ ।

মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাং পুরুষঃ পবঃ

পুরুষাৎ ন পবঃ কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পবা গতিঃ ॥ ১/৩/১০, ১১

অনুবাদ : ইল্লিয তপেঙ্গা বিবয শ্রেষ্ঠ (কারণ, বিদ্যগুণি

ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে পারে), বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ (পৰমাত্মা বা ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ গতি।

এখানে যে অব্যক্তের কথা বলা হইল, তাহাকেই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্বার্থ নহে। এখানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ শবীৰ। কারণ ইহাব পূর্বেই জীবকে বখারচ ব্যক্তিব সহিত তুলনা করা হইয়াছে :

আত্মানং বখিনং বিদ্ধি শবীৰং বৎসেব তু।

বুদ্ধিং তু সাবধি* বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহসেব চ।

ইন্দ্রিয়ানি হযানাহবিষযা*ন্তেহু গোচরান্।

আয়েন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্য* ভোক্তেভ্যাহৰ্ষনীষিণঃ ॥ কঠ ১।৩।৩,৪

অনুবাদ : আত্মাকে বখী বলিয়া জানিবে, শবীৰকে বৎস জানিবে, বুদ্ধিকে সাবধি জানিবে, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) জানিবে, ইন্দ্রিয়কে অহ জানিবে, বিষয়কে (বাহ্য জগৎকে) পথ জানিবে, দেহ ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত বস্তুকে পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া জানেন।— ইহাব পৰ বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় বশীভূত কবিষা বাধিতে পাবিলে জীব বিষ্ণুর পৰমপদ প্রাপ্ত হয়।

এখানে বিষ্ণু, আত্মা, শবীৰ, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের উল্লেখ আছে। পূর্বেকৃত বাক্যে পুরুষ, অব্যক্ত, আত্মা বুদ্ধি, মন, অর্থ ও ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে। পুরুষ ও বিষ্ণু একট বস্তু। বিষয় এবং অর্থও এক বস্তু। প্রথম বাক্যে অব্যক্ত শব্দ আছে,

দ্বিতীয় বাক্যে তাহার স্থানে শবীর আছে। তদ্বিন্ন পূৰ্ণবাক্যে যে বস্তুগুলির উল্লেখ আছে, পৰবর্তী বাক্যেও সেই বস্তুগুলিবই উল্লেখ আছে। অতএব অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শবীরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই।

রাবানুজও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা অপেক্ষা “অব্যক্ত”কে (অর্থাৎ শবীরকে) শ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ এই যে, ভীম পুরুষার্থলাভের অন্ত বাহ্য কিছু চেষ্টা করিতে পারে, শবীরের সাহায্যেই সে সকল চেষ্টা করিতে হয়।

সূক্ষ্মং তু তদহঁত্বাৎ (২)

সূক্ষ্মং তু (শবীরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে) তদহঁত্বাৎ (কারণ, তাহাই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য)।

আপত্তি হইতে পারে যে, শবীর স্থূল একে সুবাস্তব বস্তু, তাহাকে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা সুক্লিসিদ্ধ হয় না। ইহার উত্তর এই যে, যে সকল অব্যক্ত সূক্ষ্ম-ভূত হইতে শবীরের উৎপত্তি হয়, সেই সকল সূক্ষ্মভূতকে লক্ষ্য করিয়া শবীর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে *। কারণ-বাস্তব শব্দ দ্বারা অনেক স্থলে কায়াকে নির্দেশ করা হয় †। বেদে কোনও স্থলে “গো” শব্দ দ্বারা গাভী হইতে উৎপন্ন “হৃদ”কে বুঝায়।

* সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম আকাশ, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বায়ু, তাহা হইতে সূক্ষ্ম অগ্নি, তাহা হইতে সূক্ষ্ম জল, তাহা হইতে সূক্ষ্ম ক্রিতি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে সূক্ষ্মভূত বলা হয়। সূক্ষ্মভূতগুলি বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া পঞ্চ পুণভূতের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়।

† একটি বস্তু হইতে আর একটি বস্তু উৎপন্ন হইলে প্রথম বস্তুটিকে কারণ, এবং দ্বিতীয় বস্তুটিকে কার্য্য বলা হয়।

তদধীনত্বাৰ্থবৎ (৩)

তদধীনত্বাৎ (এই অব্যক্ত বস্তু ব্ৰহ্মেৰ অধীন বলিয়া) অৰ্থবৎ (সাৰ্থক) ।

সাংখ্যবাদী বলিতে পাবেন, “সৃষ্টিৰ পূৰ্বে জগৎ শূন্য এবং অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, ইহা যদি স্বীকাৰ কৰা যায়, তাহা হইলে সাংখ্যেৰ প্ৰকৃতিকে গ্ৰহণ কৰিতে আপত্তি কি ? সাংখ্যেৰ প্ৰকৃতিও অব্যক্ত বস্তু, তাহা হঠাতে জগত্তেৰ উৎপত্তি হইয়াছে ।”

ইহাৰ উত্তৰ এই যে, সাংখ্যেৰ প্ৰকৃতি স্বতন্ত্ৰ (অৰ্থাৎ কাৰাৰও অধীন নহে) বিস্তৃত বেদান্তেৰ অব্যক্ত দৈবত্বেৰ অধীন । এই অব্যক্তেৰ সাহায্যে দৈব জগৎ সৃষ্টি কৰেন । অব্যক্ত না থাকিলে দৈব কিৰূপে জগৎ সৃষ্টি কৰিতেন ? এই ভাবে অব্যক্তেৰ কল্পনা সাৰ্থক । এই অব্যক্তকে কোথাও আকাশ, কোথাও অক্ষৰ, কোথাও মায়া বলা হইয়াছে । ইহাই অবিজ্ঞা । ইহা বলা যায় না যে, অব্যক্ত শব্দেৰ অৰ্থ শূন্য শব্দৰ ।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ (৪)

জ্ঞেয়ত্ব (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, একপ কথা), অবচনাৎ (বলা হয় নাই—এজন্ত অব্যক্তকে সাংখ্যেৰ প্ৰকৃতি বলা যায় না) ।

সাংখ্যদৰ্শনে বলা হইয়াছে যে, প্ৰকৃতি ও পুৰুষেৰ পাৰ্থক্য জানিলে মোক্ষলাভ হয় । প্ৰকৃতি ও পুৰুষ উভয়েৰে জানিলে উভয়েৰ মध्ये কি প্ৰভেদ, তাহা জানা যায় । অতএব প্ৰকৃতিকে জানিতে হইবে,

ইহা সাংখ্যদর্শনের অতিপ্রায়। 'কিন্তু কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের উল্লেখ আছে, তাহাকে জানিতে হইবে, এরূপ কোনও উপদেশ উপনিষদে কোথাও দেখা যায় না। অতএব এই অব্যক্ত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

বসতি ইতি চেৎ ন প্রাজ্ঞো হি প্রকবণাৎ (৫)

শব্দবভাষ্য : বসতি (অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এই কথা উপনিষদ বলেন), ইতি চেৎ (যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন), ন (না, তা'হা ঠিক নহে), প্রাজ্ঞো হি (উপনিষদ যাহাকে জানিবাব কথা বলিয়াছে, তিনি পরমায়্যা), প্রকবণাৎ (যে প্রকরণে এই বাক্য আছে, সেই প্রকরণে ব্রহ্মের কথাই হইতেছে)।

কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে :

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্

তথাহিবসম্ নিত্যম্ অগন্ধবৎ চ যৎ ।

অনাগুনম্ মহতঃ পবং ক্রবম্

নিচাষ্য তৎ ব্রহ্মানুখ্যং প্রমুচ্যতে ॥ বঠ ১৩১৫

অনুবাদ ॥ উহা শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, ব্যয়হীন, বসহীন, নিত্য, গন্ধহীন, অনাদি, অনন্ত, মহতের পববস্ত্রী তত্ত্ব এবং ক্রব। তাহাকে জানিলে ব্রহ্মানুখ্য হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে মহতের পববস্ত্রী তত্ত্ব বলা হইয়াছে, এবং ইহার শব্দ স্পর্শ প্রকৃতি গুণ নাই, ইহাও বলা হইয়াছে। এজন্ম মনে হইতে পারে যে, কঠোপনিষদের এই বাক্যে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই

জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কঠোপনিষদের এই বাস্তব পূর্বে আছে, “পুরুষান্ন পবং কিংচিৎ সা কাষ্টা সা পরা গতিঃ,” (১৩।১১) অর্থাৎ পুরুষের (পবমাত্মা) পবে কিছুই নাই, তাহাই পবম গতি। অধিকন্তু ইহাও বলা হইয়াছে “এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োত্মা ন প্রকাশতে,” অর্থাৎ, এই পবমাত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে গৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকেন, প্রকাশ পান না। অতএব জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষলাভ হইবে, এরূপ কথা উপনিষদেও নাই, সাংখ্যদর্শনেও নাই। সাংখ্য বলা হইয়াছে যে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে জানিলে মোক্ষলাভ হয়, কেবলমাত্র প্রকৃতিকে জানিলে মোক্ষ হয় ইহা বলা হয় নাই।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উপনিষদে অন্তর্ভুক্ত এ কথা বলা হইয়াছে যে, পবমাত্মার শব্দ স্পর্শ রূপ প্রভৃতি নাই। যথা :

যত্তদন্ত্রেণম্ অগ্রাহম ইত্যাদি।

“তঁাহাকে দর্শন করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না।”

ত্রয়ণ্যমেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশস্ত (৬)

এখানে তিনটি বস্তু উল্লেখ এবং তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন আছে।

শব্দর ভাস্কর : নাচিকেতা দমকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন : অগ্নি বিষয়ে জীবাত্মা বিষয়ে এবং পবমাত্মা বিষয়ে। এতদ্বিন্ন অব্যক্ত বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করেন নাই

মৃতরাং প্রকৃতি সখকে উপদেশ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হয়। আমি সখকে
নচিকেতা এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

স সখ্যিং স্বর্গ্যমধোষি মৃত্যো

প্রক্লিহি স্বঃ শ্রদ্ধধানাম মহম্ । কঠ ১।১।১৩

অনুবাদ : হে মৃত্যো, যে অগ্নিব উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ কবা
যায়, আপনি সেই অগ্নিব তত্ত্ব অবগত আছেন। আমাকে বলুন,
আমি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিব।

জীবাশ্মা বিষয়ে নচিকেতা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অতীত্যেকো নায়মন্তীতি চৈবে ।

এতদ্বিজ্ঞানমহাশিষ্টম্বযাহং

ববাণামেষ ববন্তুভীঃ ॥ কঠ ১।১।২০

অনুবাদ : মৃত্যুর পববন্তী অবস্থা সখকে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,
কেহ বলেন, মৃত্যু পবও আশ্মা থাকে, কেহ বলেন, থাকে না।
আপনার উপদেশ পাইয়া আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ইহাই
ষিষ্ঠী বব।

পনমাস্মা বিষয়ে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অন্তত্র বর্শাৎ অন্তত্র অবর্শ্মাৎ

অন্তত্র অশ্মাৎ কৃতাকৃত্যং ।

অন্তত্র ভূতাক্ত ভব্যাক্ত

যতৎ পশ্যসি তদ্বদ । কঠ ১।২।১৪

অনুবাদ : যাহা ধর্ম ইহাতে ভিন্ন, অধর্ম্য চইতেও ভিন্ন, যাহা কার্য্য

ও কাৰণ হইতে ভিন্ন, যাহা ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন, তাহা আপনি জানেন, তাহা বলুন ।

আপত্তি হইতে পাবে যে যম নচিকিতাকে তিনিটি বস দিয়াছিলেন : (১) পিতাৰ প্ৰসন্নতা, (২) অগ্নিবিজ্ঞা, (৩) মৃত্যুৰ পৰ জীবেৰ অবস্থা । যদি জীৱ ও পৰমাত্মা এই দুইটি বিষয়ে উপদেশ থাকে, তাহা হইলে তিনিটি বসেৰ স্থলে চাৰিটি বস আসিয়া পড়ে । এই আপত্তিৰ উত্তৰ এই যে, জীৱ ও পৰমাত্মা বাস্তৱিক এক বস্তু, এজন্য জীৱ ও পৰমাত্মা একই প্ৰশ্নেৰ অন্তৰ্গত বলা যায় ।

বামাহুজ বলেন, এখানে যে তিনিটি বস্তু উল্লেখ আছে, তাহাবা হহতেছে : (১) উপায়, (২) উপেষ ও (৩) উপেত্ব । উপেষ অৰ্থাৎ যাহাকে পাইতে হইবে, তিনি ব্ৰহ্ম । উপেত্ব : যিনি পাইবেন, তিনি জীৱ । উপায় : যাহা দ্বাৰা পাতব্য হইবে, তাহা অগ্নিবিজ্ঞা । বেদবিহিত বস্তু এবং উপাসনা উভয়েৰ অন্তৰ্ধান দ্বাৰা মোক্ষলাভ কৰা যায় ।

মহত্ত্ব (৭)

সাংখ্যদৰ্শনে ‘মহৎ’ শব্দেৰ অৰ্থ বুদ্ধি । কিন্তু উপনিষদে ‘মহৎ’ শব্দ বুদ্ধি অৰ্থে প্ৰয়োগ কৰা হয় নাই । কঠোপনিষদে “বুদ্ধিমাত্মা মহানু পবং” এখানে জীৱাত্মাৰ বিশেষণৰূপে মহৎ শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হইয়াছে ; আৰাৰ “মহাস্তং বিবুৰ্ম্মানং” এখানে পৰমাত্মাৰ বিশেষণৰূপে মহৎ শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হইয়াছে । সেইৰূপ “অব্যক্ত” শব্দ সাংখ্যদৰ্শনে যদিও প্ৰকৃতিকে বুঝায়, কিন্তু উপনিষদে অন্য অৰ্থে প্ৰয়োগ কৰা হইয়াছে ।

চমসবদবিশেষাৎ (৮)

‘ঐতান্নতবোপনিষদে এই শ্লোকটি আছে :

অজামেকাং লোহিতত্তরুক্ষাঃ

বহ্নীঃ প্রজাঃ স্বময়ানাং সরুপাঃ

অম্মো হ্যেকো জুয়মাণোহম্মশেতে

অহাত্যেনাং তুক্তভোগামজোহুতঃ ॥ (ঐতান্ন ৪।৫)

অনুবাদ : একটি লোহিত, তরু ও কৃষ্ণবর্ণের অজা সমানরূপযুক্ত বহ্নি
সন্তান প্রসব কবে। তাহাকে ভোগ করিবার জন্য একটি অজ একত্র
শয়ন কবে। অপর অজ তাহাকে ভোগ করিয়া ত্যাগ কবে।

মনে হইতে পারে যে, এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষের
কথাই হইতেছে। ‘অজা’ যাহার জন্ম নাই, ইহা প্রকৃতির নাম।
লোহিত বজ্রোত্তণ, তরু সঙ্কটগণ, কৃষ্ণ তবোত্তণ। যে অজ ভোগ
করে, সে সংসারী পুরুষ, যে ত্যাগ কবে, সে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু এই
শ্লোকে যে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য বলা হইয়াছে তাহা
বলা যায় না। বেদান্তের প্রকৃতি ও জীবকেও এখানে লক্ষ্য বলা সম্ভব।
যে সকল লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, সে সকল লক্ষণ সাংখ্যের প্রকৃতি
এবং পুরুষ সম্বন্ধেও বলা যায়, বেদান্তের প্রকৃতি এবং জীব সম্বন্ধেও
বলা যায়। লক্ষণগুলি উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণ “অবিশেষাৎ”।
“চমসবৎ”—যেদ্রুপ বসে বলা হইয়াছে। “অর্কবাগ্‌বিনঃ চমসঃ
উর্ধ্ববৃদ্ধঃ”—নিম্নে ছিদ্রযুক্ত এবং ‘বৃদ্ধ’- (হাতল) যুক্ত চমসের কথা
আছে। ইহা কোনও বিশেষ প্রকারের চমসকে নির্দেশ করিতেছে
না, যে-কোনও চমসকে বুঝাইতেছে। সেই প্রকার এখানেও

কোনও বিশেষ রকমেব প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য কবা হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। সাংখ্য বা বেদান্ত যে কোনও দর্শনের প্রকৃতি ও পুরুষকে লক্ষ্য কবিয়া এই কথা বলা যায়।

বামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে জগতেব উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে, বেদান্ত এবং গীতাবও এই মত (উপনিষদ ও গীতা হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত কবিয়া তিনি ইহা দেখাইয়াছেন)। প্রভেদেব মধ্যে সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতি কাহাবও অধীন নহে, বেদান্ত বলেন যে, প্রকৃতি ব্রহ্মেব অধীন।

জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হি অধীযতে একে (৯)

শব্দবভাষ্য :—জ্যোতিরূপক্রমা (জ্যোতি অর্থাৎ অগ্নি, উপক্রমে অর্থাৎ প্রথমে বাহাব—অগ্নি, জল এবং পৃথিবীরূপ ভূতত্রয়), তথা হি অধীযতে একে (এইরূপ বেদেব এক শাখাব পাঠ কবা হয়)

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদেব রূপ স্বধাক্রমে লোহিত, স্বেত এবং কৃষ্ণ।

যদগ্ধেঃ বোহিতং রূপং তেজসব্রহ্মণং, বক্ষুঃ তদপাং, যং কৃষ্ণং তদগ্নশ্চ, অর্থাৎ অগ্নিব যে বোহিত (লোহিত) রূপ, তাহা তেজেব রূপ, যে স্বেত রূপ, তাহা জলেব, যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অগ্নেব (পৃথিবী)

যে অগ্নিকে আয়বা চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে পারি (স্থূল অগ্নি), তাহাব মধ্যে সূক্ষ্ম অগ্নি, সূক্ষ্ম জল এবং সূক্ষ্ম পৃথিবী এই তিনটি

স্বপ্ন ভূতই বিদ্যমান আছে। এই তিনটি স্বপ্ন ভূতের লোহিত, শ্বেত এবং কৃষ্ণ রূপ স্থল অগ্নির মধ্যে দেখা যায়।

পূর্বের স্বপ্নে অজ্ঞা সপক্ষে লোহিত, তরু ও কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ আছে। এখানেও বলা হইয়াছে যে, স্বপ্ন অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সেই তিনটি বর্ণ আছে। এজন্য বৃত্তিতে হইবে যে, এই তিনটি স্বপ্ন ভূতের বর্ণই “অজ্ঞা” সপক্ষে উক্ত হইয়াছে। পবনেশ্বরের যে শক্তি হইতে এই তিনটি স্বপ্ন ভূতের উৎপত্তি হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া “অজ্ঞা” শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বামানুজ এই স্বপ্নের অষ্ট প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। প্রতিতে ব্রহ্ম সপক্ষে উক্ত হইয়াছে — “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” (দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি বলিয়া জানিতেন)। “অথ যদ্ অতঃ পবো দিবো জ্যোতিঃ দৃশ্যতে” (বর্ণের উপরে যে জ্যোতি দেখা যায়)। এইভাবে উপনিষদে “জ্যোতিঃ” শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে। “জ্যোতিকপক্রমা” শব্দের অর্থ “যাহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে”। এই “অজ্ঞা” যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ কথা বেদের একটি শাখায় পাঠ করা যায়। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ উপনিষদে জীবের দশয়ের মধ্যে উপাস্তরূপে ব্রহ্মকে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাহা হইতে নিখিল জগতের উৎপত্তি হয় এবং তাহার পর “অজ্ঞামেকাং লোহিততরুতৃষ্ণাং” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোকটি প্রায় অবিকল পাওয়া যায়। ইহা হইতে বৃত্তিতে প্যার

যায় যে এই অজ্ঞাত ব্রহ্ম হইতেও উৎপন্ন হয়। এতএব সাংখ্য-দর্শনে যে প্রধানের উল্লেখ আছে, যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, সেই প্রধানকে অজ্ঞা শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যায় না। রামানুজ বলেন যে, এই উপনিষৎবাক্যে প্রকৃতিকে ছাগরূপে কল্পনা করা হয়, নাই।

কল্পনোপদেশাচ্চ মক্ষাদিবদবিরোধঃ (১০)

শব্দবভাষ্য : “কল্পনোপদেশাৎ” কল্পনার উপদেশ হেতু (এইরূপ বলা হইয়াছে), “মক্ষাদিবৎ” যেকোন মধু প্রকৃতি বলা হইয়াছে, “অবিরোধঃ” একত্র বিরোধ নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের শক্তিকে বিরূপে অজ্ঞা বলা যাইতে পারে? ইহার অজ্ঞাব (ছাগীব) ভ্রায় আকৃতি নহে, এবং ইহা জন্মবহিতও নহে (অজ্ঞ-জন্মবহিত)। ইহার উক্তব এই যে ঈশ্বরের শক্তিকে এখানে অজ্ঞা (ছাগী) বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র। বহু সন্তান প্রসবকারী ছাগীকে কোনও ছাগ উপভোগ করে, কোনও ছাগ ত্যাগ করে। সেইরূপ বহু-বিকার জনয়িত্রী প্রকৃতিতে কোনও জীব (বহু জীব) উপভোগ করে, কোনও জীব (মুক্ত জীব) ত্যাগ করে। ছানোগ্য উপনিষদে আছে—“অসৌ আদিত্যো দেবমগ্নু” অর্থাৎ এই সূর্য্য দেবগণের মধু ব্রাহ্ম। এখানে সূর্য্য যদিও বাস্তবিক মধু নহে, তথাপি সূর্য্যকে মধুরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বেদে অন্ত্র বাককে খেতরূপে, বর্গলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে সেইরূপে, প্রকৃতিকে ছাগীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

রানাহজ ভাষ্য : প্রকৃতিকে অজ্ঞা (অন্তর্বহিত) বলিলে, আবার তাহাকে 'জ্যোতিবপজমা' (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), ইহা বলা যায় না ; কাবণ, এই দুইটি কথা পক্ষের বিরুদ্ধ । ইহাব উত্তর এই যে, প্রকৃতির দুইটি অবস্থা আছে,—কারণ-অবস্থা এবং কার্য্য-অবস্থা । প্রকৃতিব এই অবস্থা হইতে জগত্তেব উৎপত্তি হয়, তাহা কারণ-অবস্থা, সৃষ্টিব পর প্রকৃতিব যে অবস্থা বর্তমান থাকে, তাহা কার্য্য অবস্থা । প্রকৃতি একই, কেবল অবস্থাব ভেদমাত্র । প্রকৃতিব কারণ-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "অজ্ঞা" বলা হইয়াছে এবং কার্য্য-অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া "জ্যোতিবপজমা" বলা হইয়াছে । "কল্পনোপদেশাৎ" কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টিব উপদেশ হেতু । "মহাবাদিবৎ" সূর্য্য বেক্সপ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিব মধ্যে অগ্নিব দেব গণেব সহিত একবলে অবস্থান অবেন, সৃষ্টিব পর দেবগণেব ভোগ্য হন বলিয়া মধুরূপে কল্পনা করা হয়, এখানে সেইরূপ ।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানান্তাবাদতিরেকাচ্চ (১১)

"সংখ্যাব উপসংগ্রহ" হেতু সংখ্যাক্ত ভবুগুলি গ্রহণ করা যায় না, "নানান্তাবাৎ" অর্থাৎ এই বস্তুগুলি বিভিন্ন স্বভাবেব বলিয়া "অতিবেকাচ্চ" সংখ্যায় অধিক হইয়া যায়, এই কারণেও ।

শব্দভাষ্য : বৃহদাবগ্যাক উপনিষদে এই বাক্যটি আছে :

"বস্তু পঞ্চ পঞ্চজনাঃ আকাশস্ত প্রতিষ্ঠিতঃ ।

তমেব মন্ত্রে আয়ানং বিদ্বান্ ব্রহ্মানৃতোহনৃতান্ ॥" (৪।৪।১৭)

অর্থাৎ "যাহাব মধ্যে পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত তাহাকে আয়ান বলিয়া জানি । এই অনৃত ব্রহ্মকে জানিয়া অনৃত হইয়াছি ।"

অনুবাদঃ যাহার নথ্যে পাঁচটি “পঞ্চজন” এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকেই আগ্না ব্রহ্ম ও অমৃত বলিয়া মনে করি—তাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। (পঞ্চজন এবং আকাশ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বেই সূত্রে কবিয়া হইয়াছে)।

এখানে পাঁচটি “পঞ্চজনেব” অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পদার্থের উল্লেখ আছে। সাংখ্যদর্শনেও উক্ত হইয়াছে যে, জগতে সর্বসমেত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব আছে : প্রকৃতি, মহৎ (অর্থাৎ বুদ্ধি), অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র (যে পাঁচটি সূক্ষ্ম বস্তু হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়), পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন ও পুরুষ। এরূপ মনে হইতে পারে যে, উক্ত উপনিষদ্বাক্যে যে পঞ্চবিংশতি বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহাবাই সাংখ্যদর্শনেব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। কিন্তু ইহা স্বার্থ নহে। সাংখ্যদর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহাবা নানাবিধ বস্তু, তাহাদিগকে পাঁচটি পাঁচটি কবিয়া একত্র উল্লেখ কবিবার কোনও কাৰণ নাই। অধিকন্তু উপনিষদে পঞ্চবিংশতি পদার্থ ব্যতীত আরও দুইটি পদার্থের উল্লেখ আছে : আকাশ ও আগ্না। সুতরাং উপনিষদের তত্ত্বের সংখ্যা সপ্তবিংশতি এবং সাংখ্যমতের সহিত মিল নাই।

বামাহুজও এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ (১২)

“পঞ্চজন” শব্দ প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বস্তুকে বুঝাইতেছে। “বাক্যশেষাৎ” কাৰণ, বাক্যের শেষে এই পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে।

পূর্বসূত্রে যে উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাব পবে আছে—
 “প্রাণস্ত প্রাণন্ উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রম্ উত অন্নস্ত অন্নং
 মনসো যে মনো বিদ্ধঃ”—মাহাবা সেই প্রাণেব প্রাণ, চক্ষুচক্ষু, শ্রোত্রেব
 শ্রোত্র, অন্নেব অন্নে জানেন) এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইতেছে ।
 প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন, ও মন এই পাঁচটি বস্তুকে পঞ্চজন শব্দ দ্বারা
 লক্ষ্য করা হইয়াছে । অথবা ‘সেব, পিতৃ পুরুষ, অম্ব ও বায়সকে
 পঞ্চজন বলা হইয়াছে । অথবা ত্রাণ, বল্লিষ, বৈশ্ব, শূত্র ও নিম্বাৎ
 এই পাঁচ বর্ণকে ।

জ্যোতিষা একেষাম্ অসতি অগ্নে (১৩)

ওরুদ্রর্ষদেব কাণ্ড ও মাধ্যম্নিন নামে দুইটি শাখা আছে ।
 পূর্বসূত্রোক্ত উপনিষদ্বাক্যটি মাধ্যম্নিন শাখায় পাওয়া যায় ।
 কাণ্ডশাখাতে এই বাক্যটি একটু পৰিবর্তিতরূপে পাওয়া যায়,—“অন্নস্ত
 অন্নম্” এই বাক্যটি কাণ্ডশাখাতে পাওয়া যায় না, অতএব কাণ্ডশাখাতে
 চাৰিটি বস্তু পাওয়া বাইতেছে, কাণ্ডশাখা অনুসারে “পঞ্চজন” শব্দের
 কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে ? ইহাব উত্তর এই যে, কাণ্ডশাখাতে “জ্যোতিঃ”ব
 দ্বারা পঞ্চপংখ্যা পূরণ করিতে হইবে । কাণ্ড, এই বাক্যেব পূর্বে
 আছে, “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ,” দেবগণ তাহাকে
 জ্যোতিঃসমূহেব জ্যোতিঃ মনে করেন । “জ্যোতিষা” জ্যোতিঃ শব্দের
 দ্বারা, “একেষাং” একশাবলগ্নিগণেব, “অসতি অগ্নে” তাঁহাদের
 প্রতিবাক্যে অগ্নি নাই বলিয়া ।

বাগাহজ বলেন যে, কাণ্ডশাখায় পঞ্চজন পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে
 বুঝাইতেছে, কাণ্ড, পূর্বে জ্যোতিঃ শব্দ আছে, জ্যোতিঃ অর্থাৎ

প্রকাশক। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়-সমূহকে প্রকাশ কবে বলিয়া জ্যোতিঃ
শব্দে অভিহিত হইয়াছে। প্রাণ—বু-ইন্দ্রিয়; মনঃ—স্রাণ-ইন্দ্রিয়
এবং বসনা-ইন্দ্রিয়। এইভাবে অঙ্গের উল্লেখ না থাকিলেও পাঁচটি
ইন্দ্রিয় পাওয়া যায়।

কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তে: (১৪)

বিভিন্ন উপনিষদে জগৎস্রষ্টি বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।
তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—“আত্মনঃ আকাশঃ সত্ত্বতঃ”, আত্মা
(ব্রহ্ম) হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ আকাশেব স্রষ্টিই
সর্বপ্রথমে হইয়াছিল। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—“তৎ
তেজঃ অসৃজত” (সেই ব্রহ্ম তেজ স্রষ্টি করিলেন), ইহা হইতে মনে
হইতে পারে যে, তেজেব স্রষ্টিই সর্বপ্রথম। প্রশ্নোপনিষদে আছে—
“স প্রাণম অসৃজত। প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্” অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণ স্রষ্টি
করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা। ইহা হইতে মনে হয়, প্রাণই প্রথমে
স্রষ্টি হইয়াছিল। এই সকল আপাততঃ বিবোধী বাক্যকে লক্ষ্য
করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—“কারণত্বেন চ আকাশাদিষু”—যে
সকল বাক্য ব্রহ্মকে জগতেব কাবণ বলা হইয়াছে, সেই সকল
বাক্যে আকাশ প্রকৃতি ক্রমনির্দেশে পার্থক্য দেখা যায়, এজন্য মনে
হইতে পারে যে বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগতেব কাবণ নহেন। কিন্তু
এই অসুস্থান সত্য। “যথাব্যপদিষ্টোক্তে:” সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতেব কাবণ বলিয়া সকল উপনিষদেই উক্ত
হইয়াছেন। স্তব্ধাৎ ব্রহ্ম যে জগতের কাবণ এ বিষয়ে কোনও
সন্দেহ হইতে পারে না। কোন্ পদার্থেব স্রষ্টি প্রথমে হইয়াছিল,

এ বিষয়ে যে বিবোধ দেখা যাইতেছে, তাহার সমাধান ব্রহ্মহুত্রে পবে করা হইয়াছে।

বানামুজের ব্যাখ্যা অন্তপ্রকাব। “আকাশাদিষু কাবণভ্বেন” আকাশ প্রভৃতিব কাবণরূপে, “যথাব্যাপদ্বিষ্টোক্তেঃ”—যথা-ব্যাপদ্বিষ্ট, যেরূপ সর্বস্ত সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের উদ্ভেদ আছে, তিনিই উক্ত হইয়াছেন বলিয়া, সর্বস্ত শক্তিমান ব্রহ্মকেই কোথাও আকাশের, কোথাও ভেজের কবেণ বলা হইয়াছে। এতন্ত অচেতন প্রকৃতি জগতের কাবণ হইতে পারে না।

সমাকৰ্ষাৎ (১৫)

উপনিষদে কোথাও জগতের কাবণকে অসৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার পবে সেই অসৎ বস্তুকেই “সমাবৰ্ধণ” করিয়া অৰ্থাৎ তাহাবই প্রসঙ্গ অহুসরণ কবিয়া সেই অসৎ বস্তুকেই সত্য বস্তু বলা হইয়াছে। যথা, তৈত্তিরীয উপনিষদে প্রথমে বলা হইল, “অসৎ বা ইদম অগ্র অসীং”—অৰ্থাৎ ইহা (এই জগৎ) পূৰ্বে অসৎ ছিল, তাহার পবে বলা হইল, “সোংকাময়ত বহু জাং প্রজাযেয” অৰ্থাৎ তিনি ইচ্ছা কবিলেন, আমি বহু চাইব, ভন্নগ্রহণ কবিব, এবং পবিশেষে বলা হইয়াছে “ভৎ সত্যম ইতি আচক্ষতে” অৰ্থাৎ তাহাকে সত্য বলা হব। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূৰ্বে ব্রহ্ম নাম ও রূপ গ্রহণ কবিয়া বহু রূপ ধারণ করেন নাই বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলা হইয়াছে, কোনও অস্তিত্বহীন পদার্থকে লক্ষ্য কবা হয় নাই।

বানামুজ বলিয়াছেন—“অসং বা ইদম্ অগ্নি আসীৎ” এই বাক্যে ব্রহ্মকে সনাক্তকরণ করা হইয়াছে, তাহা পরবর্তী বাক্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

জগদ্বাচিস্তাৎ (১৬)

শঙ্কর ভাষ্য : কোবীতবি ব্রাহ্মণে আছে—“যো বৈ বালাবে এতে পুরুষাণাঃ কৰ্ত্তা, যস্ত বা এতৎ কৰ্ম্ম,—স বৈ বেদিতব্যঃ”—বাতা অজাতশত্রু বালাবি নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, “হে বালাকে এই সকল পুরুষের যিনি কৰ্ত্তা, ইহা যাঁহাব কৰ্ম্ম, তাঁহাকে জানিতে হইবে।” এখানে যাঁহাকে জানিতে হইবে বলা হইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। কাবণ, “তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব” ইহা বলিয়া এই শ্রীমদ্ভেব অবতারণা করা হইয়াছে। “জগদ্বাচিস্তাৎ”—পূর্বোক্ত স্মৃতিবাক্যে “এতৎ” শব্দ জগৎকে নির্দেশ করিতেছে। উপনিষদ বাক্যের অর্থ এইরূপ, এই সকল পুরুষের যিনি কৰ্ত্তা, কেবলমাত্র যে পুরুষগণের বৰ্ত্তা, তাহা নহে, সমগ্র জগতেরই যিনি কৰ্ত্তা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

রামানুজভাষ্য : পূর্বে বলা হইল যে, সাংখ্যের প্রকৃতি জগতের কাবণ নহেন। এই সূত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সাংখ্যের পুরুষও জগতের কাবণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীব যেরূপ কৰ্ম্ম করে, তদনুরূপ ফলভোগ করিবার উপযুক্ত বস্তু জগতে উৎপন্ন হয়। একত্র মনে হইতে পারে যে, জীবই জগতের বৰ্ত্তা, অথবা কোনও কৰ্ত্তা (ব্রহ্ম) নাই। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। জীবের কৰ্ম্ম অনুসারে জগতের বস্তু সকল সৃষ্টি হয়, ইহা সত্য, কিন্তু সৃষ্টি করেন ব্রহ্ম। সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জীবের নাই।

- জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ তৎ ব্যাখ্যাতম্ (১৭)

“জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ” জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের (প্রাণ-বায়ু) লক্ষণ, এখানে দেখা যায়, অতএব এখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ নাই। “ইতি চেৎ” যদি ইহা বলা হয়। “তৎ ব্যাখ্যাতম্” ইহাব উক্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

শঙ্করভাষ্য : ১।১।৩১ শূত্রে বলা হইয়াছে, “জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ন উপাসাত্ত্বৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎ-যোগাৎ”— জীবের লক্ষণ এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, এখানে জীব এবং মুখ্য প্রাণের প্রসঙ্গ হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে একই বাক্যে তিন প্রকার উপাসনা উপস্থিত হয় (জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা এবং ব্রহ্মের উপাসনা)। ১।১।৩১ শূত্রে যে বুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সেই বুক্তি অহংসাবে এখানেও বৃদ্ধিতে হইবে যে, ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ হইতেছে।

বামাহুজ বলিয়াছেন যে, জীবের লক্ষণ এবং প্রাণের লক্ষণ ব্রহ্ম-বিষয়েও প্রয়োগ করা যায় এবং এই সকল স্থানে সেই ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অন্ত্যর্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্

অপি চ এবম্ একে (১৮)

“অন্ত্যর্থং তু জৈমিনিঃ” জৈমিনি আচার্য্যের নত এই যে এখানে জীবের উল্লেখ ‘অন্ত্যর্থং’ করা হইয়াছে, জীব ভিন্ন অন্য

বস্তু (পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য) কবা হইয়াছে। “প্রশ্নব্যাখ্যা-নাভ্যাং” এইরূপ প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উপনিষদে এই প্রশ্নে জীবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি নিমিত্ত ছিল, তাহাকে আশ্রয় কবা হইয়াছিল, সে উক্তব দেখে নাই, তাহাকে দৃষ্টি দ্বারা গ্রহণ কবিবার পথ সে উদ্ভাবন কবিল। তাহার পথ এই প্রশ্ন আছে,—“ক এষ এতৎ বালাকে পুরুষঃ অশরীর্ষে, ক বা এতৎ অতুং, কুত এতৎ আগাৎ,” হে বালাকে, এই পুরুষ কোথায় শয়ন কবিয়াছিল, কোথায় বা ছিল, কোন্ স্থান হইতে আসিল? তাহার পথ উক্তব দেওয়া হইল—“বদা স্তুতঃ স্বপ্ন ন কখন পশুতি, অথ অগ্নিন্ প্রাণ এব একদা ভবতি,” যখন নিমিত্ত ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দর্শন কবে না, তখন সে প্রাণেব সহিত এক হইয়া যায়, (এখানে প্রাণ—ব্রহ্ম) “এতস্মাৎ আশ্রয়ঃ প্রাণাঃ যথায়তনং বিশ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যঃ দেবাঃ দেবেভ্যঃ লোকাঃ” অর্থাৎ এই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে প্রাণগণ (এখানে প্রাণ—ইন্দ্রিয়) নিজ নিজ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেব হইতে লোক সকল। সুতবাং যে পরমাত্মা হইতে জীবের উৎপত্তি, সেই পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্য জীবের প্রশঙ্গ অবতারণা কবা হইয়াছে। “অপিচ এবন্ একে” অধিকন্তু বেদেব এক শাখায় (বামনেন্মি শাখায়) স্পষ্টভাবে বিজ্ঞানময় শব্দে জীবকে বুঝাইবা, জীব হইতে ভিন্ন পরমাত্মার উল্লেখ কবা হইয়াছে।

বামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন।

বাক্যদ্বয়াং (১৯)

শব্দবতাব্যঃ—বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, “ন বা অবৈ পত্নাঃ কামায পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্ত কামায পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হয়। ইহাব পবে বলা হইয়াছে যে, পত্নী, পুত্র, বিস্ত প্রভৃতি সকনই আত্মার প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়; এবং পবিশেষে বলা হইয়াছে, “আত্মা বা অবৈ সৃষ্টব্যঃ প্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ, আত্মানো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্” অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন কবিতে হইবে, শ্রবণ কবিতে হইবে, বিচার কবিতে হইবে, ধ্যান কবিতে হইবে, আত্মার দর্শন, শ্রবণ, বিচার ও বিজ্ঞান দ্বাবা এই সমস্ত বিষয়েই জ্ঞান লাভ কবা যায়। মনে হইতে পারে যে, এখানে আত্মা শব্দের অর্থ জীবাত্মা। কাবণ, জীবাত্মার ‘প্রীতি হয়, ইহা কল্পনা কবা যায়, পবমাত্মার প্রীতি হয়, একুপ কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ, যেহেতু পরমাত্মা বিশ্বব ভোগ কবেন না। কিন্তু একুতপক্ষে এখানে আত্মা শব্দের অর্থ পবমাত্মা। “বাক্যদ্বয়াং” এই প্রতিবাক্য-গুলি বিচার কবিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। কারণ, ইহাব পূর্বে আছে যে মৈত্রেয়ী তাঁহাব স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতেছেন, “যেনাহং ন অনৃত্তা স্যাং কিমহং ভেন কুৰ্য্যাং যৎ এব ভগবান্ বেন, তৎ এব যে ক্রহি।” অতুবাদঃ যাহাব দ্বারা অনৃত্ত হইব না, তাহাব দ্বাবা কি করিব? আপনি যাহা জানেন, আমাকে তাহা বপুন।” ইহাব পবে যাজ্ঞবল্ক্য আত্ম-বিজ্ঞান উপদেশ দিযাছেন।

যেহেতু মৈত্রেয়ী অমৃতত্ব 'আকাঙ্ক্ষা' করিবাছিলেন, অতএব পরমাত্মার উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশ যুক্তিসঙ্গত হয় না। কারণ, দেহ এবং মৃত্যিতে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে, পবমাত্মার জ্ঞান ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হয় না। অধিকন্তু যাস্তবস্ত্য বলিয়াছিলেন যে, এই আত্মবিজ্ঞান দ্বারা সকল বস্তু বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা সুবিদিত যে, পবমাত্মার জ্ঞান হইতে সর্ববস্তুর জ্ঞান লাভ করা যায়, জীবাত্মার জ্ঞান হইতে সর্ববস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না।

বামাহুজভাষ্য : "ন বা অবৈ পত্ন্যঃ কামায" ইত্যাদি প্রতিবাক্য হইতে কেহ এইরূপ মনে করিতে পাবেন যে এখানে জীবাত্মার কথা হইতেছে এবং বলা হইয়াছে যে, জীবাত্মাকে জানিলে সকল বস্তু জানা যায়, জীবাত্মাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, অতএব এখানে সাংখ্য দর্শনের মত সমর্থিত হইতেছে, বাবণ, সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষকে জানিলে মোক্ষ লাভ করা যায়, সাংখ্যের পুরুষ এবং বেদান্তের জীব বাস্তবিকপক্ষে একই তত্ত্ব। কিন্তু ইহা স্বার্থ নহে। এই উপনিষদবাক্যে জীবাত্মার কথা হইতেছে না, পবমাত্মার কথা হইতেছে। 'ন বা অবৈ পত্ন্যঃ কামায পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' ইহাব অর্থ এইরূপ : পতি 'প্রিয় হইব' এইরূপ ইচ্ছা করেন বলিয়া প্রিয় হন না, পবমাত্মার ইচ্ছা হয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন। পবমাত্মাকে যে যেরূপ আবাধনা কবে, পবমাত্মা তাহাকে পতি, পুত্র বিত্ত প্রভৃতির দ্বারা তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। পবমাত্মার ইচ্ছা না হইলে পতি প্রভৃতি সর্বদা সুখদায়ক হয় না। যে পবমাত্মা স্বয়ং

নিবৃত্তিশয আনন্দ-স্বরূপ হইয়া নিজেব আনন্দের লেশমাত্র প্রদান করিয়া পতি প্রভৃতিকে আনন্দদায়ক করেন, সেই পবনাত্মাকে জানা উচিত।

এই বাক্যেব এইরূপ অর্থ করা যুক্তিযুক্ত হয় না যে, জীবাত্মাব প্রিয় বলিয়াই পতি প্রিয় হয়, অতএব জীবাত্মাকে জানা প্রয়োজন। কারণ, পতি প্রভৃতি যে সকল বস্তু প্রিয় তাহাদিগকেই জানা উচিত; জীবাত্মাকে জানিয়া কি লাভ হইবে?

বরং এই বাক্যেব একরূপ অর্থ করা যায়, যেহেতু জীবাত্মাব প্রিয় বলিয়াই পতি প্রিয় হন এবং যেহেতু পতি প্রভৃতি বস্তু জীবাত্মাকে চিবকাল অথ নিতে পাবে না, কেবল পবনাত্মাই পাবেন, অতএব পবনাত্মাকে জানা উচিত।

প্রতিজ্ঞাসিন্ধোল্লিঙ্গমাশ্রবণ্যঃ (২০)

প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাব চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়, ইহা আশ্রবণ্য মনে করেন।

শব্দবৃত্তান্ত : পূর্বপদে উদ্ধৃত উপনিষদবাক্যেব পূর্বে আছে, “আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিৎ বিজ্ঞাতং ভবতি” অর্থাৎ আপ্নাকে জানিলে এই সব (সকল জগৎ) জানা যায়, “ইদং সর্বং যদু অয়ন্ আত্মা” অর্থাৎ এই সবই আত্মা। জীবাত্মা ও পবনাত্মা ভিন্ন হইলে এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। অতএব জীবাত্মা ও পবনাত্মা অভিন্ন। ইহা আচার্য্য আশ্রবণ্যেব মত।

রামানুজভাষ্য : জীবাত্মা পবমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়, পুনরায় পরমাত্মায়
বিলীন হয় । এজন্য জীবাত্মা পবমাত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু নহে । এজন্য জীবাত্ম-
বাচক শব্দ দ্বারা পবমাত্মাকে নির্দেশ করা হইয়াছে । এক পবমাত্মাকে
জানিলে সকলই জানা হইবে, এই ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে । ইহা
আশ্চর্য্যের যত ।

“তমেব বিদিত্বা অতিনৃত্যুম্ এতি ।

নাত্তঃ পন্থাঃ বিজ্ঞতে অবনায় ॥”

অর্থাৎ “কেবল তাঁহাকে জানিলেই মোক্ষ লাভ করা যায়, মোক্ষের
অন্য উপায় নাই ।”

উৎক্রমিষ্যতঃ এবস্ত্বাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ (২১)

শব্দভাষ্য : জীবাত্মা যখন এই ভাব হইতে (অর্থাৎ জীবতাব
রূপে) উৎক্রমণ করেন, তখন পবমাত্মার সহিত এক হইয়া যান,
ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত ।

জীববাচক আত্মশব্দেব দ্বারা পবমাত্মাকে নির্দেশ করিবার কাবণ
(আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে) এই যে, জীবাত্মা যখন জীবতাব হইতে
উৎক্রান্ত হয় (অর্থাৎ যখন মোক্ষ লাভ করে), তখন পবমাত্মার সহিত
অভিন্ন হইয়া যায় । ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে :

এষ সম্প্রদানঃ অস্মাৎ শবীবাৎ সমুৎপাদ্য, পবং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য
যেন রূপেন অভিনিশ্চ্যতে ।

অর্থাৎ এই জীব এই শবীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পবম জ্যোতি প্রাপ্ত
হইয়া নিম্ন রূপে পরিণত হয় ।

যুক্তি হইলে যে জীবের নাম ও রূপ থাকে না (অতএব পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়) তাহা যুক্তক উপনিষদে বলা হইয়াছে :

যথা মন্তঃ শ্রুতমানাঃ সমুদ্রে

(অ) স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্যারায়রূপাধিমুক্তঃ

পবাং পবং পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্ ॥

অনুবাদ : নদী সকল প্রবাহিত হইয়া যে প্রকার নামরূপ পবিত্র্যাগ করিয়া সমুদ্রে অণুভূত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্যপবাপব পুরুষের নিকট উপস্থিত হয় ।

রামানুজভাষ্য : আশ্চর্য্য বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়ের সময় ব্রহ্মেই বিলীন হয়, অতএব জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দেশ করা যায়। এই কথাই আপত্তি হইতে পারে যে জীবকে ঐতি অন্তর্য জন্মরহিত বলিয়াছেন, যথা “ন জাগতে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” (ঋঠোপনিষৎ ১।২।১৮) বিদ্বানের জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। এই আপত্তির সামঞ্জস্যবিধান করিবার জন্য ঔড়ুলোমি বলিয়াছেন যে, জীব যুক্তিলাভ করিলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়, এজন্য জীববাচক শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে ।

অবস্থিতেরিতি কাশকুৎস্নঃ (২২)

পদবভাষ্য : অবস্থিতেঃ (পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করেন বলিয়া পরমাত্মাকে জীব বাচক শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত

হইয়াছে), ইহা আচার্য্য বাশকৃৎস্নের মত। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, পবমায়ী বলিতেছেন—“অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিষ্টা নামরূপে ব্যাকববাণি” অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের মধ্যে জীবরূপ আত্মার দ্বারা প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ বচনা করিব। এখানে পবমায়ী জীবকে “আত্মা” শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব পবমায়ীই জীবভাবে অবস্থান করেন।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন যে, আচার্য্য আশ্রবণ্যের মত এইরূপ যে, জীব পবমায়ী হইতে উৎপন্ন হয় এবং পবমায়ীতেই বিলীন হয়। ঔড়ুলোমির মত এইরূপ যে, জীব ও পবমায়ী একই বস্তু বিভিন্ন অবস্থা। সূতবার উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে অভেদও আছে। কাশকৃৎস্নের মত এই যে, উভয়ে সম্পূর্ণ এক। কাশকৃৎস্নের মত অদ্বৈত-বাদেব অনুকূল। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, প্রতিব ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

বামানুজভাষ্য : ঔড়ুলোমি বলিয়াছেন যে, জীব মোক্ষলাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কাবণ, এই মতে মোক্ষলাভের পূর্বে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ ছিল তাহা প্রতিপাদন করা যায় না। স্বাভাবিক প্রভেদ ছিল, ইহা বলা যায় না, কাবণ, দুইটি বস্তু মধ্যে স্বাভাবিক প্রভেদ থাকিলে একটি বস্তু আর একটি বস্তু হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে উপাধিগত প্রভেদ স্বীকার করিলে জিজ্ঞাস্য করা যায়, এই উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব আছে, অথবা নাই? যদি উপাধির প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে এবং যদি ব্রহ্মের উপাধি এবং জীবের উপাধির

মধ্যেই কেবল প্রভেদ থাকে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে জীব পূর্ক হইতেই ব্রহ্ম ছিল, সে যোক্ষ লাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়, ইহা বলা যায় না। যদি বলা যায় যে, উপাধিব প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য কথা যায়, ব্রহ্ম কি প্রকারে জীবতাব প্রাপ্ত হইলেন? যদি উত্তরে বলা হয় যে ব্রহ্মের প্রকাশ তিবোহিত হইলে তিনি জীবতাব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভুল হয়। কাবণ, প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেই প্রকাশ তিবোহিত হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ বিনষ্ট হইবে। তাহা শু হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের প্রকাশ তিবোহিত হইলে তিনি জীবতাব প্রাপ্ত হন, ইহা বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে জীবতাব কি, তাহা তাহা বলা যায় না।

এজন্ত কাশব্রহ্ম ঐতুল্যমিষ যত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, শবীৰ ও আত্মার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, জীবাত্মা ও পবমাত্মার মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ। জীবাত্ম শবীৰ, পবমাত্মা তাহাব আত্মা এই ভাবে পবমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করে—“অবস্থিতেঃ।” এজন্ত জীব-বাচক শব্দের দ্বারা পবমাত্মাকে অভিহিত করা সম্ভব হয়। কাশব্রহ্মের যতই সূত্রকাব বাদবাণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টোস্তানুপরোধাৎ (২৩)

শব্দবভাষ্য : ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের “প্রকৃতি” অর্থাৎ উপাদান-কাবণ, “চ” এবং (নিমিত্তকাবণ)। উপনিষদ্বাক্যে যেরূপ

“প্রতিজ্ঞা” কথা কইয়াছিল এবং বেক্ষণ “দৃষ্টান্ত” দেওয়া হইয়াছে, সেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয়, এজন্য এক্ষণ সিদ্ধান্ত কবিতে হইবে।

জন্মান্তর যতঃ (ব্রহ্মসূত্র ১। ১। ২) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই জগৎ উৎপত্তির কাবণ। মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম জগৎকেব নিমিত্তকাবণ মাত্র বেক্ষণ কুন্তকাব কুন্তের নিমিত্তকাবণ। কুন্তের উপাদানকাবণ বেক্ষণ সৃষ্টিকা, সেইরূপ জগৎকেব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদানকাবণ থাকি সম্ভব, যেহেতু সাধাবণতঃ বস্তব উপাদান কাবণ বস্তব অনুরূপ ভগ্নবৃক্ষ হয়। জগৎ বখন অবয়ববৃক্ষ, অচেতন এবং অন্তঃস্থ, জগৎকেব উপাদান-কাবণও ঐরূপ হওয়া মুক্তিবৃক্ষ। এই সকল কাবণে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতেছেন জগৎকেব নিমিত্তকাবণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। যে হেতু উপনিষদে ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার পূর্বে বলা হইয়াছে, “উত্ত তন্ম আদেশন্ম অপ্ৰাক্যো যেন অশ্রুতন্ম শ্রুতন্ম ভবতি, অমতন্ম মতন্ম, অবিজ্ঞাতন্ম বিজ্ঞাতন্ম” —স্বৈতকেতু গুরুগৃহে বিদ্যালাত কবিত্তা কিরিত্তা আগিলে তাহার পিতা তাহাকে বলিতেছেন, “তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা কবিত্তাছিলে, যাহাব দ্বাবা সমুদয় অশ্রুত বস্ত শ্রুত হয়, অবিচাবিত বস্ত বিচাবিত হয় এবং অবিজ্ঞাত বস্ত বিজ্ঞাত হয়।” ব্রহ্ম যদি জগৎকেব উপাদানকাবণ হযেন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে জগৎকেব সমুদয় বস্তকে জানা হয়। ব্রহ্ম যদি জগৎকেব কেবলমাত্র নিমিত্তকাবণ হযেন, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে জগৎকে জানা হয় না। কুন্তকাব জানিলে কুন্তকাবনির্দিষ্ট সকল বস্তকে

জানা যায় না, মৃত্তিকা কি বস্তু, তাহা জানা থাকিলে মৃত্তিকাগঠিত সকল বস্তুই জানা যায়। এই ভাবে উপনিষদে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, ব্রহ্ম অবশ্য জগত্তেব উপাদানকাবণ হইবেন। উপনিষদে যে সকল “দৃষ্টান্ত” দেওয়া হইয়াছে সেগুলি আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ, “যথা সৌম্য একেন বৃষপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্বং বৃক্ষমঃ বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচাবস্তুগং বিক্যাবো নামধেয়ং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং” অর্থাৎ হে সৌম্য, যেরূপ একটি বৃষপিণ্ডকে জানিলে মৃত্তিকাবচিত সকল বস্তু জানা যায়, ষট্ প্রভৃতি বিক্যাব কেবল কথামাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য।

ব্রহ্ম যে জগত্তেব নিমিত্তকাবণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রজায়েব সময় ব্রহ্ম ব্যতীত যখন আব কিছুই থাকে না, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আব কি নিমিত্তকাবণ হইতে পারে।

অতএব ব্রহ্ম জগত্তেব নিমিত্তকাবণ এবং উপাদানকাবণ উভয়ই।

রামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা বিবর্তাছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি “তন্ম আদেশম্ অপ্ৰাপ্ত্যে” পূর্বোক্ত এই ঋতিবাক্যের অন্তর্গত আদেশ শব্দের অর্থ বিবর্তাছেন—“আদেশকর্তা—ব্রহ্ম”। তিনি বলিয়াছেন যে, ঋতিতে যে স্থানে ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতিবে জগত্তেব কারণ বলা হইয়াছে সেখানে অব্যাকৃতনামরূপ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ উপাদানকাবণ এবং নিমিত্তকাবণ ভিন্ন থাকে বটে। যেমন কুস্তকাব নিমিত্তকাবণ এবং মৃত্তিকা

উপাধানকাবণ। কিন্তু ত্রক নিজেই নিমিত্তকাবণ এবং উপাধানকাবণ উভয়ই চটেতে পাবেন। ত্রকের স্বভাব জগতের অপর বস্তু স্বভাব চটেতে ত্রি। কুস্তকাবের সর্গশক্তিবদ্বা নাই, ইচ্ছানাম সে চটে, উৎপাদন কবিত্তে পারে না, এতদ্ব ভাহান ক্ষেত্রে কুস্তিকা প্রযোজন। কিন্তু ত্রক সর্গশক্তিবদ্বা, তিনি ইচ্ছানাম জগৎ সচনা কবিত্তে পাবেন, এতদ্ব অত্র কোনও উপাধান কাবণের প্রযোজন থাকে না।

অভিধোপদেশাচ্চ (২৪)

অভিধ্যা অর্থাৎ ধ্যানের উপদেশ আছে (এ জগৎও বুদ্ধিতে হইবে যে, ত্রক জগতের নিমিত্তকাবণ এবং উপাধানকাবণ উভয়ই)। চৈতন্যবীর উপনিষদে আছে, “সোহকাবদত বহু আং প্রজায়েষ ইতি” অর্থাৎ তিনি (ত্রক) ইচ্ছা কবিলেন, আমি বহু হইব, জগৎগ্রহণ কবিব। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, “তৎ ঐকত বহু জ্ঞাং প্রজায়েষ” অর্থাৎ তাহা (ত্রক) ইচ্ছা কবিত্তাছিলেন, আমি বহু হইব, জগৎগ্রহণ কবিব। এইরূপ টঙ্কার উল্লেখ আছে, এ জগৎ বুদ্ধিতে হইবে যে, ত্রকই জগৎকণে পরিণত হইয়াছেন। অর্থাৎ ত্রক জগতের নিমিত্তকাবণ এবং উপাধানকাবণ।

ধামাশুভও এইভাবে ব্যাখ্যা কবিত্তাছেন।

সাক্ষাৎ চ উভয়ান্নানাৎ (২৫)

শব্দবচন : ‘সাক্ষাৎ’ স্পষ্টভাবে ‘উভয়ান্নানাৎ’ উৎপত্তি ও প্রদয় উভয়েই উল্লেখ আছে (অতএব ত্রক জগতের উপাধান কাবণ)। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, “সর্কাণি হ বা ইনানি ভূতানি আকাশাৎ এব

সমুৎপত্তে, আকাশং প্রতি অহং যন্তি” অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিগীন হয়। এখানে আকাশ শব্দেব অর্থ—ব্রহ্ম। বাহ্য হইতে জগতেষ উৎপত্তি হয় এবং বাহ্যতে প্রলয় হয়, তাহা অবশ্য জগতেষ উপাদানকাষণ হইবে।

বামানুজভাষ্য : ব্রহ্মেব নিমিত্তক এবং উপাদানক উভয়ই সাক্ষাৎ-ভাবে কথিত আছে। তিনি একটি প্রতিবাদ্য উদ্ধৃত কবিয়াছেন, তাহাব মর্ম্ম এইরূপ—“সেই বস্তুটি কি এবং সেই বস্তুটি কি, বাহ্য হইতে ব্রহ্ম স্বর্ণ ও জগৎ সৃষ্টি কবিয়াছিলেন এবং জগৎ ধাবণ কবিয়া বাচাতে অধিষ্ঠান কবিয়াছিলেন। (উত্তর) ব্রহ্মই সেই বস্তু এবং ব্রহ্মই সেই বস্তু।”

স্বাক্ষরভাষ্যে পবিণামাৎ (২৬)

শঙ্করভাষ্য : এ কাণ্ডেও ব্রহ্ম নিমিত্তকাষণ এবং উপাদানকাষণ উভয়ই, যেহেতু জগৎসৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মকে বর্জ্য এবং বর্ম্ম উভয়রূপে ইন্মেথ কব্য হইয়াছে। “ওং আয়ানং স্বয়ম্ অকুৰত” অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম আয়ানকে “কবিলেন” (স্বাক্ষরভাষ্যে) অর্থাৎ জগৎরূপে পরিণত কবিলেন (“পবিণামাৎ”)।

বামানুজ “স্বাক্ষরভাষ্যে” এবং “পবিণামাৎ” দুইটি স্বতন্ত্র সূত্র বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। “স্বাক্ষরভাষ্যে” অর্থাৎ তিনি নিজেই (বহ) কবিয়াছেন এ কথা বুঝিতে হইবে। তিনিই নিমিত্ত ও উপাদানকাষণ। “পবিণামাৎ” এই সূত্রেব ভাষ্যে বামাণ্ড্য বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও অচেতন জগৎ এই দুইটি বস্তু ব্রহ্মেব শবীব। প্রলয়েব সময় তাহাবা

ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অবস্থায় থাকে, তাহাব পৰ যখন ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি পূৰ্ব্বকল্পেব অহরূপ জগৎ সৃষ্টি বানিয়া তাহাব মধ্যে প্রবেশ কবেন, সৃষ্ট জগৎ তাঁহাব শবীবরূপে অবস্থান কবে। যদিও তিনিই জীব এবং জগৎরূপে পবিণত হন, তথাপি জীব ও জগতেব পোষ তাঁহাকে স্পর্শ কবেনা। “তৎ আত্মানং যদ্বং অকুরত” এখানে আত্মা শব্দেব অর্থ ব্রহ্মেব শবীবভূত জীব ও জগৎ, যাহা প্রদয়সময়ে স্তম্ভরূপে ব্রহ্মেব সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থান কবে।

যোনিষ্ঠ হী গীয়তে (২৭)

ব্রহ্মকে বোনি বলা হইয়াছে। যথা যুওক উপনিষদে—‘কর্তাবন্ দৈশম পুৰ্ব্বম ব্রহ্মযোনিম্’ (তিনি কর্তা, ঈশ্বর, পুৰুষ, ব্রহ্ম ও যোনি)। পুনশ্চ ‘যৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীবাঃ’ (পণ্ডিতগণ যাহাকে প্রাণীসেব উৎপত্তিস্থলরূপে দর্শন কবেন)। যেটনি শব্দেব প্রয়োগ হেতু বুদ্ধিতে পাবা যায় যে, ব্রহ্মই জগতেব প্রকৃতি বা উপাদানকাবণ।

এতেন সর্কে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ (২৮)

শব্দবভাগ : ইহা দ্বাবা সবলই ব্যাখ্যাত হইল। (অধ্যয়সমাপ্তি হইল বলিয়া ব্যাখ্যাত শব্দটি ছইবাব ব্যবহাব করা হইয়াছে)। কেহ বলেন, সাংখ্যেব প্রকৃতিবাদ উপনিষদে দেখিতে পাওযা যায়, কেহ বলেন, বৈশেষিক দর্শনেব পবমাপ্রবাদ উপনিষদে দেখিতে পাওযা যায়, এই ভাবে অল্প দর্শনের তত্ত্বগুলি উপনিষদবাক্যের দ্বাবা সমর্থন কবিবাব চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। এই সকল

প্রতিপক্ষেই মধ্যে সাংখ্যমতাবলম্বীই প্রধান। এ অল্প সাংখ্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। এই ভাবে বৈশেষিক প্রকৃতি অল্প সকল দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করা যায়। এই সকল দর্শনের তত্ত্বগুলিও উপনিষদ্বাক্যের দ্বারা সমর্থন করা যায় না এবং উপনিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল।

বামাহুজভাষ্য : ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চাবি পাঠে যে যুক্তি-প্রণালী দেখান হইল, তাহা দ্বারা সকল বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যাত হইল, এবং সর্বস্ত সর্বশক্তিমান ব্রহ্মই জগতের কারণ, ইহা প্রতিপন্ন উদ্দেশ্য বলিয়া প্রদর্শিত হইল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

প্রথম পাদ

স্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন, অস্ত্যস্বত্ব-
নবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (২১১)

‘স্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ’ স্বত্ত্বিৎ অনবকাশ হয (সার্থকতা থাকে না) এই দোষ হয়, ইতি চেৎ (কেহ যদি এই আপত্তি করেন,—তাহাব উত্তর এই), ন (তোমাব যুক্তি ঠিক নহে), ‘অস্ত্যস্বত্বানবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ’ অস্ত্য স্বত্ত্বিৎ অনবকাশদোষ উপস্থিত হয় (যদি তোমাব মত গ্রহণ করা যায়)।

শঙ্কবভাষ্য : ঋষিপ্রণীত গ্রন্থেব নান স্বত্ত্বি বা তদ্ব। মহাবি বপিলেব সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ এক নহে, বহু (জীবগণ সকলে বিভিন্ন পুরুষ), এবং জগৎ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। “ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মই একমাত্র পুরুষ” যদি এই মত গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কপিলেব সাংখ্য-দর্শন ভ্রান্ত অতএব নিবর্থক হয়। স্বতবাং ব্রহ্ম হইতে জগতেব উৎপত্তি হইয়াছে এবং ঈশ্বর সর্বভূতে বর্তমান, এই মত গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। কেহ যদি এ কথা বলেন, তাহাব উত্তর এই যে, পুবাণ, মহাসংহিতা, মহাতত্ত্ব প্রভৃতি স্বত্ত্বিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে জগতেব উৎপত্তি হইয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্বভূতে বিদ্যমান আছেন, সুতবাং কপিল-প্রণীত স্বত্ত্বিৎ মত গ্রহণ কবিলে মত ও বেদব্যাঙ্গ-প্রণীত স্বত্ত্বিৎ অগ্রাহ্য কবিতে হয়। স্বত্ত্বিদকল যখন কোনও কোনও বিষয়ে পরস্পরবিবোধী, তখন কোনও কোনও স্বত্ত্বিৎ বিযৎস অগ্রাহ্য করা ব্যতীত উপায় নাই। এ অবস্থায় যে স্বত্ত্বিৎ বেদেব অগ্রসাহিত, সেই স্বত্ত্বিৎই গ্রহণ করা উচিত, যাহা

বেদবিবোধী, তাহা পবিত্যাগ কবা উচিত। জৈমিনি তাঁহাব পূর্বস্মীয়াংসা-দর্শনেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন—ঋতিব সহিত বিবোধ হইলে ঋতি পবিত্যাগ কবিতে চইবে, শ্রিগোধ না হইলে তাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার কবিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে 'শঙ্কবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অপ্রাস্ত এবং অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ।

বামানুজও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইতরেযাং চ অহুপলক্কে: (২।১২)

শঙ্করভাণ্ড্য : ইতরেযাং (অপব দ্রব্যগুলিব) অহুপলক্কে: (উপলব্ধি হয় না বলিয়া)।

সাংখ্যদর্শনে প্রধান ব্যতীত মহৎ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যের উল্লেখ বেদে নাই, অহুভবও হয় না, এজন্য সেগুলিব অস্তিত্ব স্বীকার কবা যায় না।* অতএব সাংখ্য দর্শনের জ্ঞান ঋতিব সহিত বিবোধ হওয়া কোনও দোষের বিষয় নহে।

বামানুজ বলিয়াছেন, “ইতরেযাং” শব্দের অর্থ মহৎ প্রভৃতি অপব ঋতিগ্রন্থপ্রণেতা। মহৎ যোগপ্রভাবে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিলেন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে, “যং বৈ কিঞ্চ নমুঃ অবদৎ তৎ ভেষজন্”—অথ বাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা শুধুই জ্ঞান হিতকারী। বলিল সাংখ্য দর্শনে যে সকল তত্ত্বের

*‘মহৎ’ তত্ত্বের অহুরূপ বুদ্ধিও বোদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যে যে প্রকার ‘মহৎ’ প্রতিপাদন কবা হইয়াছে, ঠিক সেই বস্তু স্বীকার কবা হয় নাই।

উল্লেখ করিয়াছে, মনু যখন যে সকল উপসক্তি করেন নাই, তখন কপিলের সাংখ্য দর্শনকেই ব্রাহ্মিনুলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কপিলের মতেব সহিত বিবোধ হইতেছে বলিয়া বেদান্ত-বাক্যের কোনও অর্থ পবিত্র্যাগ করিবার কারণ নাই।

এতেন যোগঃ প্রভুক্তঃ (২।১।৩)

এই ভাবে যোগদর্শনের মতও খণ্ডিত হইল। যোগদর্শনেও সাংখ্যের ছায়া স্বতন্ত্র প্রধান এবং মৎ প্রভৃতির বহননা আছে। ইহা বেদবিরুদ্ধ, অভাব অগ্রাহ। সাংখ্যদর্শন খণ্ডন করিয়াও পুনরায় যোগ দর্শন খণ্ডন করিবার বাবণ এই যে, বতবগুলি বেদবাক্যে যোগদর্শনের সমর্থন করা হইয়াছে, এইরূপ প্রতীতি হয়। যথা বৃহদাবধ্যদে—“শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নির্দিধ্যাসিতব্যঃ” অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে, বিচার করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। এষ্ট “ধ্যান” যোগের অঙ্গ বলিয়া যোগদর্শনে বিহিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—“ত্রিকল্পতং স্থাপ্য সমং শবীং” অর্থাৎ, বক্ষ, গ্রীবা এবং মস্তক, এই ত্রিটি অবয়ব উন্নত এবং সমানভাবে স্থাপন করিয়া। ইহা যোগবিহিত আসনের অল্পরূপ। বঠোপনিষদে আছে, “তাং যোগম্ ইতি মন্ত্রস্তে দ্বিবাং ইন্দ্রিয়ধারণাং”—সেই দ্বিবাং ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলা হয়। সাংখ্য এবং যোগের যে অংশ বেদবিরোধী নহে, সে অংশ গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই (যথা সাংখ্যোক্ত পুরুষের নিষ্ঠুর্গত, এবং যোগোক্ত বস-নিবস-আসন-ধ্যান প্রভৃতি), যে অংশে বিবোধ আছে, সে অংশ পবিত্র্যাগ্য।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য

উপায়ে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পাবে না। তৈত্তিরীয়াব ব্রাহ্মণে আছে—
“ন অবদেববিদুঃ মহতে তং বৃহত্তং” অর্থাৎ, যিনি বেদজ্ঞ নহেন, তিনি
সেই বৃহৎ পুরুষকে জানিতে পাবেন না।

রামানুজ বলিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শন নিবীৰ্ব্ব, কিন্তু যোগদর্শনে
ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, এজন্য যোগদর্শনের উপর অধিক শ্রদ্ধা
হইতে পারে। কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকাবণমাত্র
বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, উপাদানকাবণ বলিয়া স্বীকার করা হয়
নাই। অল্প কয়েকটি বেদবিবোধী সিদ্ধান্ত আছে। এজন্য যোগদর্শন
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না।

ন বিলক্ষণদ্বাং অস্ত তথাৎ চ শব্দাৎ (২।১।৪)

ন (ব্রহ্ম জগতের উপাদানকাবণ হইতে পাবেন না),
বিলক্ষণদ্বাং (ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বিলক্ষণ আছে), তথাৎ
(এই বিলক্ষণ), শব্দাৎ (প্রতিবাক্য হইতে জানা যায়)।

এই শ্লোকে পূর্কপক্ষেব (প্রতিপক্ষেব) মত দেওয়া হইয়াছে।
তিনি আপত্তি করিতে পাবেন, “জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন
হইতে পারে না, কাবণ ব্রহ্মের স্বভাব এবং জগতের স্বভাব
বিলক্ষণ। ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ ;
ব্রহ্ম নিত্যানন্দ, জগৎ স্থল স্থঃখময়। একটি বস্তু হইতে আর একটি
বস্তু উৎপন্ন হইলে উভয়ের স্বভাব একরূপ হয়। সুতরাং ঘটের স্বভাব
বস্তুর অরূপ হয়, স্বর্ণের মত হয় না। জগৎ ও ব্রহ্মের স্বভাব
যে বিভিন্ন, ইহা প্রতিপক্ষেই উক্ত হইয়াছে, যথা—“বিজ্ঞানং চ
অবিজ্ঞানং চ”—এখানে ব্রহ্মকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে জগৎকে

অবিজ্ঞান বলা হইয়াছে, এবং উহাদের স্বভাব যে বিভিন্ন, তাহাও বলা হইয়াছে।

বামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অভিমানিব্যাপদেশস্ত বিশাখানুগতিভ্যাম্ (২।১।৫)

শঙ্করভাট্ট : বেদে আছে, “নৃং তত্রবীং” মৃত্তিকা বলিল, “আপো অত্রবন্”—জল বলিলেন, “তৎ তেজ ঐক্ষত”—অগ্নি আলোচনা করিলেন। এ জন্ম মনে হইলে পাবে যে, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু চৈতন্য-যুক্ত, সুতরাং ত্রন্ম চেতন, জগৎ অচেতন বলিয়া অগৎ ত্রন্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পাবে না,—এই যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ নহে। ইহান উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে,—“অভিমানিব্যাপদেশস্ত” মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে নিজ দেহ বলিয়া যে সকল দেবতা অভিমান করেন, তাহাদের ব্যাপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ আছে। “বিশেষানুগতিভ্যাম্”—“বিশেষ” এবং “অনুগতি” হেতু এইরূপ বুঝিতে হইবে। “বিশেষ” অর্থাৎ প্রভেদ—ছগতে চেতন ও অচেতনেয় প্রভেদ আছে, ঋতিতেই তাহাব উল্লেখ আছে, সুতরাং জগত্তেব স্বাভাৱ্য বস্তু চেতন হইতে পাবে না। “অনুগতি” অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুব মধ্যে বিভিন্ন দেবতা অনুগত হইয়া থাকেন—ইহা বেদ, ইতিহাস, পুরাণ সর্বত্র উক্ত হইয়াছে। এই সূত্রেও প্রতিপক্ষেব মত দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তী সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।

বামানুজও অনেকটা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ‘বিশেষ’ শব্দের অর্থে বলিয়াছেন যে, “নৃং তত্রবীং” প্রভৃতি

শ্রুতিবাক্যে যাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অশ্রুত দেবতা শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। “অনুগতি” অর্থাৎ অনুপ্রবেশ,—বেদে উল্লেখ করা হইয়াছে, “অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ”—অগ্নি (দেবতা) বাক্‌ইন্দ্রিয় হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ইত্যাদি।

দৃশ্যতে তু (২।১।৬)

এই সূত্রে পূর্বের যুক্তি খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। দৃশ্যতে অর্থাৎ ইহা দেখা যায় যে, একটি বস্তু অপব একটি বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের স্বভাব বিভিন্ন। যেমন চেতন পুরুষ হইতে অচেতন বৈশ্বলোমাদিব উৎপত্তি হয়, অচেতন গোসম্ব হইতে চেতন বৃষ্টিকাদিব উৎপত্তি হয়। কার্য্য ও কাৰণের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, কিছু পার্থক্য থাকে। যদি একেবারে কিছুই পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে একটিকে কার্য্য, একটিকে কারণ বলা যাইবে বিকপে? ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যেও কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু প্রভেদ আছে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব আছে, জগতেরও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন। এ ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে কারণ ও জগৎকে কার্য্য বলিলে কোনও দোষ হয় না। অধিকন্তু ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পাবেন কি না, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ। ব্রহ্মের রূপ নাই যে প্রত্যক্ষ হইবেন, তাহার কোনও লক্ষণ নাই যে অনুমানের বিষয় হইবেন। অতএব ব্রহ্ম-বিষয়ে তর্কের অবসর নাই, বেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতির প্রবৃত্ত অর্থ কি—এই বিষয়ে

তর্ক চলিতে পাবে, কিন্তু শ্রুতি সত্য অথবা বিখ্যা,—এ বিষয়ে তর্ক চলিতে পাবে না।

বামাহুজ্ঞ এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মধু হইতে হুমিব উৎপত্তিও উল্লেখ করিয়াছেন।

অসৎ ইতি চেৎ ন প্রতিবেদনমাত্রত্বাৎ (২।১।৭)

শব্দবভাষ্য : “যদি বলা যায় অসৎ, তাহা প্রতিবেদনমাত্র।” যদি ব্রহ্মকে জগতের কাবণ বলা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ‘অসৎ’ ছিল, অর্থাৎ তাহাব অস্তিত্ব ছিল না। কাবণ চেৎ অন্তর ও অচেতন; অন্তর ও চেতন ব্রহ্মে তাহা সৃষ্টির পূর্বে বিরূপে থাকিতে পাবে? কিন্তু বেদান্তের মত এই যে, কাব্যের উৎপত্তির পূর্বেও বার্য্য কাবণের মধ্যে বিচ্ছিন্ন থাকে (এই মতের নাম ‘সংকার্যবাদ’)। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বেও জগতের মধ্যে অস্তিত্ব থাকা উচিত। ইহাব উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রতিবেদনমাত্র, অর্থাৎ ইহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু প্রতিষিদ্ধ হইল না। সৃষ্টির পূর্বেও জগতের যা-বিছু অস্তিত্ব, তাহা ব্রহ্মের অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টির পূর্বেও জগতের সেই ব্রহ্মাত্মক অস্তিত্ব থাকে। অর্থাৎ অন্তর অচেতন জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টির পূর্বেও আমরা তাহাব অস্তিত্ব স্বীকার করি না, সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কাবণ বলিলে সংকার্য-বাদরূপ মতের সহিত বিরোধ হয় না।

কিন্তু বামাহুজ্ঞ এই ভাবে জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই। তাই

তিনি এই সূত্রেব ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, পূর্বসূত্রে বেবল ইহাই প্রতিবেধ কবা হইয়াছে যে ব্রহ্ম ও জগতেব লক্ষণ ঐক্যরূপ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লক্ষণ ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম ও জগৎ বে একই জব্দ ইহা প্রতিবেধ কবা হয় নাই। নামানুজেব সিদ্ধান্ত এই যে সৃষ্টিব পব জগতেব বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায় বটে, কিন্তু সৃষ্টিব পূর্বে যখন সেই সর্বল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয় নাই, তখন এই জগৎ ব্রহ্মেব মধ্যে ছিল, ইহা স্বীকাব কবিতে কোনও আপত্তি নাই।

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসন্ (২।১।৮)

“অপীতৌ” অর্থাৎ প্রলয়েব সময়ে, “তদ্বৎ” অর্থাৎ সেইরূপ, “প্রসঙ্গাৎ” জগতেব সোষ ব্রহ্মে সন্ধ্যাবিত হইতে পাবে বলিয়া, “অসমঞ্জসন্” (ব্রহ্ম জগতেব উৎপত্তিহীন, এই মতটি যুক্তিবিকল্প)।

শঙ্করভাষ্য : জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রলয়েব সময় জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হইবে। কাবল, যে বস্তু বাহা হইতে উৎপন্ন হয়, স্বয়ংসেব সময় তাহাতেই মিলাইয়া যায়। জগতে দুঃখ, অপবিত্রতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ আছে, সূতবাং প্রলয়েব সময় জগৎ যদি ব্রহ্মে বিলীন হয়, তাহা হইলে জগতেব এই সকল দোষ ব্রহ্মে সন্ধ্যাবিত হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্রহ্মে কোনও দোষ কবিত্তে পাবে না : সূতবাং জগৎ কখনও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পাবে না।—এই প্রকার যুক্তি বিপক্ষ প্রয়োগ কবিতে পারেন।

বামানুজও এইভাবে ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি স্রুতিবাক্য উদ্ধৃত কবিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্বেও প্রলয় ছিল, এবং ত্রকে কোনও রূপ সোম থাকিতে পারে না।

ন তু দৃষ্টান্তভাবঃ (২।১।৯)

পূর্বপ্তয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্বার্থ নহে বারণ এরূপ মুগ্ধান্ত পাওয়া যায়।

শব্দবভাষ্য : মাটি হইতে ঘট, সরাস্র প্রকৃতি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু যখন ঘট ধ্বংস হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়, তখন ঘটের সবল গুণ মাটিতে সংক্রামিত হয় না। যথা ঘটের বর্তূল্যাকার, কুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব এই সকল গুণ মাটিতে সংক্রামিত হয় না। ঘট ধ্বংস হইয়া মাটির সহিত মিশিবাব পবও যদি ঘটের সবল গুণ বিচ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঘটের ধ্বংস হইয়াছে, এ কথাই বলা যায় না।

বামানুজও এইভাবেই ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ত্রক হইতেছেন ভাষ্য, জীব ও জগৎ হইতেছে তাঁহার শরীর; শরীরের অবয়বসকল সঙ্কুচিত ও বিস্তৃত হইলেও উভয় অবস্থাতে এক শরীরই বিচ্যমান থাকে, সেই প্রকার প্রলয়ও সৃষ্টির সময় জীব ও জগৎ বিভিন্ন অবস্থাতে বিচ্যমান থাকিলেও উভয় অবস্থায় একই বস্তু থাকে। শরীরের দোষগুণ যেমন আত্মাকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীব ও জগতের দোষগুণ ত্রককে স্পর্শ করে না—সৃষ্টির সময়ও করে না, প্রলয়ের সময়ও করে না।

স্বপক্ষদোষাচ্ছ (২।১।১০)

নিজেব পক্ষেও এই সকল দোষ আছে, সুতরাং পবপক্ষেব বিরুদ্ধে এই সকল দোষ প্রয়োগ করা যায় না।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যবাদী বেদান্তবাদীর বিরুদ্ধে দুইটি দোষ দিয়া-
ছিলেন—(১) জগতেব লক্ষণ ব্রহ্মেব লক্ষণ হইতে ভিন্ন, এ জন্ত জগৎ
ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, (২) প্রলয়েব সময় জগতের
দোষগুলি ব্রহ্মে লক্ষ্যবিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না।
কিন্তু এই দুইটি যুক্তিই সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা
যায়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতির
লক্ষণ এবং জগতেব লক্ষণ বিভিন্ন ; প্রকৃতিব শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ
নাই, জগতের আছে। সাংখ্যবাদীও স্বীকার করেন যে, জগতেব
যখন প্রলয় হয়, তখন জগৎ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং
তাহাকে ইহাও স্বীকার কবিতে হইবে যে, প্রলয়েব সময় জগতেব
শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ প্রকৃতিতে লক্ষ্যবিত হইয়া যায়, কিন্তু তিনি
তাহা স্বীকার কবিতে পারেন না। কারণ, তাহার মতে প্রকৃতির শব্দ
স্পর্শ প্রভৃতি গুণ নাই।

রানাতুলুঃ দুইটি অকৃতাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন
যে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে দেখান হইল যে, উপনিষদের মত নির্দোষ ;
এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সাংখ্যের বক্ত দোষযুক্ত। সাংখ্য-
দর্শনে জগতেব সৃষ্টি যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা
অসম্ভব। সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্দোষ, কিন্তু

ওগময়ী প্রকৃতি নিকটে থাকে বলিয়া প্রকৃতির গুণগুলি পুরুষে আবোপ করা হয়, ইহাই সৃষ্টির কারণ। এই আবোপ বা অধ্যাস কি ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে? ইহা বলা যায় না যে, পুরুষের বিকাব হয় বলিয়া এই অধ্যাস হয়,—বাবণ, পুরুষ নিকটিকাব। ইহাও বলা যায় না যে, প্রকৃতির বিবাব হেতু অধ্যাস হয়। কানন, সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, অধ্যাস হেতু বিকাব হয়। তাঁহারা যদি একবার বলেন যে বিকাব-হেতু অধ্যাস হয়, আবার যদি বলেন যে অধ্যাস-হেতু বিকাব হয়, তাহা হইলে অন্ধোন্মাদশ্রয় দোষ হয়। যদি তাঁহারা বলেন যে, প্রকৃতি আছে বলিয়াই অধ্যাস হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষেও অধ্যাস হইতে পারে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টি সম্বন্ধে সাংখ্যের মত দোষযুক্ত।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অজ্ঞানানুমেয়মিতি চেৎ, এবম্ অপি
অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ (২।১।১১)

‘তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং অপি,’—তর্ক দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা যায় না, (অতএব বেদবাক্য দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় করা উচিত)। ‘অজ্ঞানানুমেয়ম্ ইতি চেৎ,—যদি কেহ বলেন, তর্কের প্রয়োজনীয়তা আছে, ‘এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ’—তথাপি তর্কের দোষ নিবৃত্ত হয় না।

শব্দবত্যাঃ : এক ব্যক্তি তর্কের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন, তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার তর্কের দোষ দেখাইতে পারেন। সুতরাং প্রকৃত সত্য কি, তাহা তর্ক দ্বারা জানা যায় না, অপৌরুষেয় বেদবাক্য হইতেই জানা যায়। কেহ যদি বলেন যে, তর্ক না করিলে

। যে যাহা বলিবে তাহাই শুনিতে হয়, কলে লাভ মত গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাতে নানাবিধ অনিষ্ট হয়—ইহাব উক্তব এই যে, জগতের সাধারণ বিষয়-সমূহে তর্কের উপযোগিতা থাকিতে পাবে, কিন্তু অবাঙ মনসগোচর ত্রক সম্বন্ধে বেদের উপযোগিতাই অধিক; সে সম্বন্ধে তর্কের কেবল এইমাত্র উপযোগিতা আছে যে, তর্ক দ্বারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়। বেদ সত্য কি না, এ বিষয়ে তর্কের কোনও অবসর নাই।

বামাহুজভাষ্য : ‘তর্ক্যপ্রতিষ্ঠানাম্’ বেদ বাতীত অপর যে সকল ধর্ম্মমত আছে (যথা বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, স্থাব ও বৈশেষিক), তাহাদের দ্বারা কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে এক একটি মত অপর সকল মত খণ্ডন করিয়াছে। ‘অন্তর্ধাহ্মযেবন্ ইতি চেৎ’ যদি বলা যায় যে, এই সকল মত বাতীত একটি নূতন মত স্থাপন করা যায়, তাহাতে এই সকল দর্শনে উল্লেখিত দোষগুলি থাকিবে না। ‘এবম্ অপি অবিসোকগ্রন্থঃ’ কারণ পরবর্তী কালেও কোনও অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই নূতন মতেরও দোষ বাহির করিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য জগতে যে নিত্য নূতন দার্শনিক মত প্রচারিত হইতেছে ইহারা কেবল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মতের ব্যর্থতা আমাদের আচার্য্যদণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এতেন শিষ্টোপনিষদা অপি ব্যাখ্যাতাঃ (২।১।১২)

মহরভাষ্য : ‘শিষ্টোপনিষদা অপি’ অর্থাৎ যে সকল মত মহ-

ব্যাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রহণ করেন নাই। সেই সকল মতও, “এতেন ব্যাখ্যাভাঃ” এইভাবে ব্যাখ্যাত হইল।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যদর্শনের কোনও কোনও অংশ বৈদিক ঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এ জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে, সাংখ্যের সকল মতই গ্রহণীয়। এই আশঙ্কা পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে। কণাদেব বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পদমাণুই জগতের আদি কাবল। মন্ত্ৰ, ব্যাস প্রভৃতি মনসিগণ এই পদমাণুকাবলবাদ গ্রহণ করেন নাই। এ কারণে পদমাণুকাবলবাদ খণ্ডন করিবাব জন্য বিস্তারিত যুক্তি প্রয়োগ করা চইল না—যে যুক্তি প্রণালী অলঙ্ঘন করিয়া সাংখ্যের প্রধানকাবলবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই প্রণালীতে পদমাণুকাবলবাদও খণ্ডন করা যায়।

সামান্য বলেন, নিষ্ট অর্থাৎ অবশিষ্ট এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ বাঁহালা বেদমত গ্রহণ করেন নাই। যথা—কণাদ, গোতম, বৌদ্ধ, জৈন ইহাদেব মতও পূর্বোক্ত প্রণালীতে খণ্ডন করা যায়,

ভোকু-আপন্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ স্ত্রাৎ লোকবৎ (২।১।১৩)

শঙ্করভাষ্য : ভোকুবিষয়ে আপত্তি হয়,—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ সিন্ধু হইল না,—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তাহাব উত্তর এই যে, ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে পারে, জগতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাংখ্যবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, ব্রহ্ম হইতেই যদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে জগতের সকলই ব্রহ্মময় হইবে,—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ জগতে থাকিতে পারিবে না। ইহার উত্তর এই যে, যদিও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি

ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ হইতে কোনও বাধা হয় না। ইহাব দৃষ্টান্ত : সমুদ্রের জল হইতেই ফেন, ভবঙ্গ, বুদবুদ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তথাপি তাহাদের বিভিন্ন স্বভাব দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জীব ও জগতের মধ্যে ভোগ্য ও ভোক্তা এইরূপ বিভাগ হওয়া বুদ্ধিবিকল নহে।

বামান্নজভাণ্ড : পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম ইহাদের আত্মা। এ মেত্রে আপত্তি হইতে পারে যে, জীবের শরীর আছে, সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে ; ব্রহ্মেরও যদি শরীর থাকে : তাহা হইলে তাঁহাবেও জীবের তায় সুখদুঃখভোগী বলিতে হয় (ভোক্তা - আপত্তি)। ইহাব উত্তর এই যে, শরীর থাকিলেই যে সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। সুখদুঃখ-ভোগের কারণ কর্মফল। জীবকে কর্মফল ভোগ করিতে হয়, একজন্ম তাহাব সুখ ও দুঃখ হইয়া থাকে। ঈশ্বরকে কর্মফল ভোগ করিতে হয় না, এ জন্ম তাঁহাব সুখদুঃখসংস্পর্শও নাই।

তদনন্তরানন্তগণশব্দাদিত্যঃ (২।১।১৪)

তদনন্তরং (তাহা হইতে অভিন্ন) আবন্তগণশব্দাদিত্য (আবন্তগণ প্রভৃতি শব্দ হইতে—জানা যায়)।

শব্দভাণ্ড : ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্বং সুখং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচ্যবস্তগং বিকারো নানর্থকঃ সৃষ্টিকা ইত্যেব সত্যং ; অর্থাৎ : হে সৌম্য, একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যেমন সকল মৃৎসব বস্তুকে জানা যায়,—যাহাকে

মুক্তিকাব বিকাশ বলা যায়, তাহা “বাচাবস্তপ” মাত্র অর্থাৎ কেবল মাত্র বাক্য দ্বারাই তাহাব আবিস্ত অর্থাৎ সৃষ্টি হয়,—বিকারগুলি কেবল নাম মাত্র, তাহাবা মুক্তিকা, ইহাই সত্য—।” ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বুঝাইবাব জন্য এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। মুক্তিকা নির্মিত ঘট, কলস প্রভৃতি বিভিন্ন অব্য যেমন বাস্তবিক মুক্তিকা ব্যতীত আন কিছুই নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগতের বাস্তবিক ব্রহ্ম ব্যতীত আন কিছুই নহে। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের সত্তা নাই। ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা। শ্রুতের “আদি” শব্দটি এই জাতীয় অপব প্রতিবাক্য সকলকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা,— “ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তৎ তন্ম অসি”—অর্থাৎ এই সকলের ব্রহ্মই আত্মা, তাহা (ব্রহ্ম) সত্য, তাহাই আত্মা, তুমি তাহাই; “ইদং সর্বং যৎ অযম্ আত্মা” অর্থাৎ এই সকলেই সেই আত্মা, “ব্রহ্ম এব ইদং সর্বং”—এই সকলেই ব্রহ্ম, “আত্মা এবং ইদং সর্বং”—এই সকলেই আত্মা; “নেহ নানা ভত্তি কিঞ্চন”—এই জগতের নানাবিধ বস্তু নাই। আপত্তি হইতে পাবে যে, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা চাইলে লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না, এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ব্যর্থ হইবে। ইহাব উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন যে যতদূর পর্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদূর জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, এই জন্য লৌকিক ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সার্থক হয়। মুক্তিকাব দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে কবা উচিত নহে যে, জগৎ ব্রহ্মের পবিত্রাশ, কাবণ প্রভি স্পষ্ট কবিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম

নির্দিষ্টকার, তাঁহার পবিত্র্য হইতে পাবে না। অবিচ্ছিন্ন উপাধির সাহায্যেই দেখেব দেখব, সর্বত্র প্রভৃতি সিদ্ধ হয়, উপাধিহীন ব্রহ্মেব এ সকল গুণ নাই। পূর্ব-সূত্রেব “স্তাং লোকবৎ” ইহা ব্যবহারিক জগতেব কথা; বর্তমান সূত্রেব “তদনন্তত্বং” ইহাই পারমার্থিক সিদ্ধান্ত।

বামাসূত্রেব নতে এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; জগৎকে বিখ্যা বলা এই সূত্রেব অভিপ্রায় নহে।

ভাবে চ উপলব্ধিঃ (২।১।১৫)

ভাবে (অস্তিত্ব থাকিলে) উপলব্ধিঃ (উপলব্ধি হয় বলিয়া)।

শব্দবভাষ্যঃ : কারণেব অস্তিত্ব থাকিলেই কার্যেব উপলব্ধি হয়, নচেৎ উপলব্ধি হয় না। সৃষ্টিকারী না থাকিলে ঘটেব উপলব্ধি হয় না, তন্তু (সূতা) না থাকিলে পটেব (বস্ত্র) উপলব্ধি হয় না। অতএব কার্য ও কারণ এক বস্তু। যদি ভিন্ন বস্তু হইত, তাহা হইলে একেব অস্তিত্বের উপর অপবেব অস্তিত্ব নির্ভব কবিত না। গো ও অশ্ব ভিন্ন বস্তু, তাই গো না থাকিলেও অশ্ব থাকিতে পাবে।

বামাসূত্রভাষ্যঃ : কার্য থাকিলেই (ভাবে, কারণেব উপলব্ধি হয়। সৃষ্টায় ঘট থাকিলে, সৃষ্টিকার উপলব্ধি হয়, সূর্যের বশে সূর্যের উপলব্ধি হয়। অতএব কার্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে।

সত্ত্বাৎ চ অবব্রহ্ম (২।১।১৬)

সত্ত্বাৎ চ (অস্তিত্ব হেতু) অবব্রহ্ম (পশ্চাত্তালীন দ্রব্যেব অর্থাৎ বার্থ্যেব)।

শঙ্করভাষ্য : সৃষ্টিব পূর্বেও জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে বিদ্যমান ছিল ইহা স্রুতি বলিয়াছেন ; অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। স্রুতি বলিয়াছেন, “সং এব সোম্য ইদম্ অগ্ন আসীৎ”—হে সোম্য, ইহা পূর্বে “সং”ই ছিল। এখানে ইদম্ শব্দে জগৎকে লক্ষ্য কবা হইয়াছে, “অগ্নে” অর্থাৎ সৃষ্টিব পূর্বে ; জগতেব কাবণ ব্রহ্মকে সং শব্দে নির্দেশ কবা হইয়াছে ; সৃষ্টিব পূর্বে জগৎকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে,—এতএব জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নহে।

বাংমহাজভাষ্য : বেদে বলা হইয়াছে যে, জগৎ পূর্বে ব্রহ্মই ছিল ; সাধাবণতঃ একুপ কথা শোনা যায় যে, ঘট প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্রব্য পূর্বে বৃত্তিকাই ছিল। সুতরাং কার্যই কাবণভাবে অবস্থান কবে, ইহা লৌকিক এবং বৈদিক উভয়রূপ ব্যাবহার হইতে শিক্ষান্ত করা যায়।

অসম্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ধর্ম্মাস্তুরেৎ বাক্যশেবাৎ (২।১।১৭)

শঙ্করভাষ্য : ‘অসম্ব্যপদেশাৎ’ অসৎ বলা হইয়াছে বলিয়া, ‘ন’ সৃষ্টিব পূর্বে জগৎ ছিল না, ‘ইতি চেৎ’ যদি কেহ ইহা বলেন, ‘ধর্ম্মাস্তুরেৎ’, সৃষ্টির পূর্ব-জগতেব নাম ও রূপ এই ধর্ম্ম ছিল না, অপব ধর্ম্ম ছিল, এট হেতু অসৎ বলা হইয়াছে, ‘বাক্যশেবাৎ’ বাক্যেব শেষে যাহা আছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যায়।

স্রুতি এক স্থানে বলিয়াছেন—“অসদ্ বা ইদম্ অগ্নে আসীৎ” এই জগৎ পূর্বে ‘অসৎ’ ছিল। এজন্ত কেহ মনে কবিতে পাবেন

যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ ছিল না। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত ভুল হইবে। কাবণ, এই ঋতিবাক্যেব পবে আছে ‘তৎ সৎ অসীৎ।’ এখানে ‘তৎ’ নামে সেই জগৎ—যাহাকে পূর্ববাক্যে অসৎ শব্দের নির্দেশ করা হইয়াছিল। সেই জগৎকে যখন সৎ বলা হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, জগতেব অস্তিত্ব ছিল না, ইহা ঋতিব উদ্দেশ্য নহে। সাধারণতঃ বস্তব নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে জগতেব নাম ও রূপ ছিল না, এসম্বন্ধে তাহাকে ‘অসৎ’ বলা হইয়াছে। বাস্তবিক তখন জগৎ ছিল না বলিয়া অসৎ বলা হয় নাই।

বামাহুজভাষ্যঃ কার্যেব যে সকল ধর্ম থাকে, উৎপত্তিব পূর্বে কার্য্য যখন কাবণেব মধ্যে লীন থাকে, তখন তাহাব সে সকল ধর্ম থাকে না, অস্ত্র ধর্ম থাকে। এই ধর্মের বিভিন্নতা (অর্থাৎ “ধর্মাস্তব”) হেতু সৃষ্টির পূর্বে জগৎকে অসৎ বলা হইয়াছে। এই ঋতিবাক্যেব শেষে আছে যে, দৈব সৃষ্টির প্রাকালে ‘অসৎ’ মনকে সৃষ্টি কবিলেন। মনকে যখন অসৎ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, ‘বিছু নয়’ এই অর্থে অসৎ শব্দের প্রয়োগ কবা হয় নাই, নামরূপহীন এই অর্থে প্রয়োগ কবা হইয়াছে।

যুক্তিঃ শব্দান্তবাক্য (২।১।১৮)

শব্দবভাষ্যঃ “যুক্তিঃ” যুক্তিব দ্বাবা বুঝিতে পাবা যায় যে, কার্য্য উৎপত্তিব পূর্বেও কাবণেব মধ্যে থাকে, এবং কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। ‘শব্দান্তবাক্য চ’ অস্ত্র ঋতিবাক্যও আছে—যাহাব দ্বাবা ইহা সমর্থন কবা যায়। যুক্তি এইরূপঃ যাহাব দ্বাবি প্রযোজন থাকে, সে ছদ্ম

সংগ্রহ কবিতা তাহা হইতে দধি প্রস্তুত কবে; যাহাব ঘটের প্রয়োজন থাকে, সে নৃত্তিকা সংগ্রহ কবে; দুধেব মধ্যেই দধি আছে, নৃত্তিকাব মধ্যেই ঘট আছে, ইহা জানা আছে বলিয়াই লোকে এরূপ কবে; দধিব জন্ত কেহ নৃত্তিকা সংগ্রহ কবে না, ঘটের জন্তও দুধ সংগ্রহ কবে না। যদি বস, দুধেব মধ্যে দধি থাকে না, দধি উৎপাদন করিবার শক্তি থাকে মাত্র, তাহা হইলে বলিব, এই শক্তি দুধ হইতে অভিন্ন, আবার দধিও শক্তি হইতে অভিন্ন। অধিকন্তু ‘ঘট উৎপন্ন হইল’ এরূপ বলা হয়। এই ‘উৎপন্ন হওয়া’ ক্রিয়াব বর্ত্তা যখন ঘট, তখন ঘট পূর্বেই ছিল নচেৎ কৰ্ত্তা হইবে কিরূপে? নৃত্তিকাব কণাগুলি বিশেষ আকারে সম্বদ্ধিত হইলে ঘট হয়। এ ক্ষেত্রে নৃত্তিকা এবং ঘটকে দুইটি বিভিন্ন বস্তু বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে বস্তু হাত-পা গুটাইয়া থাকে, সে যদি পনে হাত-পা ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কেহ ভিন্ন ব্যক্তি বলে না।

প্রতিবাদ্য এইরূপ,—‘সদেব সোম্য ইদম অগ্রে আনীৎ একমেবা-দ্বিতীয়ন্’—হে সোম্য এই জগৎ পূর্বে সংই ছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পাবা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বেও জগৎ ছিল, এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্নভাবে ছিল। স্রুতবাং কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বেও থাকে এবং কার্য্য বাবণ হইতে অভিন্ন।

ব্রাহ্মজ্ঞাত্য : ঘট নাই বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ঘটের বিশিষ্ট আকারটিই নাই, কিন্তু ঘটে যে দ্রব্যগুলি ছিল, সেগুলি এখনও আছে, যদিও বিভিন্ন আকারে। অতএব ‘অসৎ’ শব্দের অর্থ ভগ্ন বা ধ্বংস পবিবৰ্ত্তন মাত্র (“ধ্বংসিত”)। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে

জগৎ ‘অসৎ ছিল, ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগতের অন্য প্রকার রূপ ও গুণ ছিল।

পটবচ্চ (২।১।১৯)

এক খণ্ড বস্তুর যখন গুটাইয়া বাধা যায়, তখন বুদ্ধিতে পাবা যায় না, ইহা বস্তু অথবা অস্ত্র দ্রব্য, বুদ্ধিলেও কত দীর্ঘ, কত প্রশ্ন, তাহা জানা যায় না। ঐ বস্তুরও প্রসারিত করিলে নিশ্চয় জানা যায় যে, উহা বস্তু, উহা কত দীর্ঘ, কত প্রশ্ন। কিন্তু উভয় অবস্থায় দ্রব্য একই। পুনশ্চ,—কতকগুলি স্তূতাকে তাঁতের সাহায্যে বিশিষ্ট আকারে সাজাইলে তাহাকে বস্ত্র বলা হয়ঃ স্তূতা ও বস্ত্র দেখিতে বিভিন্ন বোধ হইলেও বস্তুতঃ একই। এইভাবে বুদ্ধিতে হইবে যে, কার্য ও কাবণ একই দ্রব্য, ভিন্ন নহে।

বখা চ প্রাণাদি (২।১।২০)

শব্দবভাষ্য : আমাদের দেহে প্রাণ, অপান, ব্যান প্রভৃতি পাঁচটি বায়ু আছে। প্রাণায়ামের সময় তাহাৰা সংযত থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা শরীর মধ্যে সঞ্চাৰিত হয়, উভয় অবস্থাতেই ইহারা একই বস্তু। কার্য ও কাবণ সেইরূপ একই বস্তু, যদিও ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন।

বামাণুজভাষ্য : এক বায়ুই প্রাণ, অপান, প্রভৃতি বিভিন্ন—রূপে পৰিণত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে। সেই রূপ এক

ব্রহ্ম জগৎকে বিভিন্ন পদার্থের রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করেন।

ইতরব্যাপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ (২।১।২১)

অহিতে বিভিন্ন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম বলি হইয়াছে। যথা 'তৎ যন্ অসি'—তুমি হও সেই ব্রহ্ম; 'তৎ সৃষ্টা' তৎএব অসুপ্রা-
বিশং—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ
করিলেন, 'অনেন জীবেন আয়না অহুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকব-
বাণি'—ব্রহ্ম ভাবিলেন, "আমি এই জীবরূপে জগতে প্রবেশ করিয়া
নাম ও রূপ বিভাগ করিব"। যেহ আপত্তি করিতে পারেন যে,
'ইতর' অর্থাৎ জীব সম্বন্ধে এইরূপ 'ব্যপদেশ' বা উল্লেখ হেতু
'হিতাকরণ' প্রভৃতি দোষ হয়। 'হিতাকরণ' অর্থাৎ 'হিত' বা মঙ্গল,
'অকরণ' না বলা। তুমি বলিতেছে যে, ব্রহ্ম জগৎ বচনা
করিয়াছেন। তাহা হইতে পারে না। কারণ, অহি বলিয়াছেন,
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অতএব তুমি যদি বল যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা
করিয়াছেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, জীবই জগৎ
রচনা করিয়াছে। জীব যদি জগৎ বচনা করিত, তাহা হইলে জীব
কেবলমাত্র নিজের হিত বচনা করিত,—অহিত বচনা করিত না।
বিস্তৃত জগতে অনেক অহিত দেখিতে পাওয়া যায়,—যথা জন্ম,
মৃত্যু, বোগ, জবা।

অতএব ইহা যুক্তিযুক্ত বলা নহে যে, ব্রহ্ম জগৎ রচনা
করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ইহা পূর্বপক্ষ, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উক্তি, তবে ইহা
খণ্ডন করা হইবে।

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ (২।১।২২)

শব্দবভাষ্য : জীবের “অধিক” যে ‘ব্রহ্ম’ তিনিই জগতের স্রষ্টা,
জীব স্রষ্টা নহে। “ভেদনির্দেশাৎ,” বাবণ, ঐতি জীব ও ব্রহ্মের
ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, “আত্মা বা অবৈ দ্রষ্টব্যঃ”—আত্মাকে
দর্শন করিতে হইবে, যে দর্শন করিবে, সে জীব, যাহাকে
(আত্মাকে) দর্শন করিবে, তাহা ব্রহ্ম। সুতরাং এখানে ভেদ
নির্দেশ আছে। ‘সত্যো নোম্য তস্মৈ সম্পদ্যো ভবতি’—স্বয়ংপ্রতিব সমস্ত
জীব সত্য-এব (ব্রহ্মের) সহিত এক হইয়া যায়। এই দুই। বাক্য
হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। এই প্রকার ঐতিবাক্য
হইতে জানা যায় যে ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক। প্রসঙ্গ হইতে পাবে,—
কিন্তু এরূপ ঐতিবাক্যও তা আছে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, যথা ‘তৎ স্ম
অসি’ তুমি হও সেই (ব্রহ্ম)। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুই-ই
কি সম্ভব হয়? ইহাব উত্তর এই যে, দুই-ই সম্ভব হইতে পারে।
যেমন ঘটাকাল ও মহাকাশের মধ্যে ভেদ আছে, অভেদও আছে।
অধিকত্ব, পরমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্ত মিথ্যা। এই
দৃষ্টিতে জগৎ-ই স্বয়ং মিথ্যা, তখন ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলা যায় না।
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কারণ, মন বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল উপাধি জীবকে
পৃথক সত্তা দান করে, সে সকলই পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা হইয়া যায়।

কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সকল উপাধি সত্য, ব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক, ব্রহ্ম অগতের স্রষ্টা, জীব নহে।

বামানুজ ব্যবহারিক দৃষ্টি ও পয়মার্থিক দৃষ্টি প্রভেদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ব্রহ্ম বাস্তবিক জীব অপেক্ষা বৃহৎ, 'তৎ ত্বন্ অসি' ইহাব অর্থ এই যে, ব্রহ্ম জীবের আত্মা, জীব ব্রহ্মের শরীর। ব্রহ্ম আত্মাবও আত্মা, এ জন্য তিনি পবনাত্মা :

অশ্মাদিবচ্চ তদহুপপত্তিঃ (২।১।২৩)

শব্দভাষ্য : অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তব। সকল প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে, যথা—পাণিবদ্ধ, কঠিনত্ব। আবার প্রভেদও আছে। কোনটি উজ্জল, কোনটি মলিন। সেই প্রকার সকল আত্মাব কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে—যথা চৈতন্য। আবার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে—যথা জীবের অনন্তত্ব, ব্রহ্মের সর্বস্বত্ব।

বামানুজভাষ্য : যেসকল প্রস্তব, তৃণ প্রভৃতি পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও মলিনত্ব, অচেতনত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা যায় না। সেইরূপ জীবাত্মাও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও অনন্তত্ব, সুঃখিত্ব প্রভৃতি গুণ হেতু ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা বুদ্ধিযুক্ত হয় না (অহুপপত্তিঃ)।

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ন কীরবৎ হি (২।১।২৪)

শব্দভাষ্য : ব্রহ্ম অগতের স্রষ্টা হইতে পারেন না। 'উপসংহারদর্শনাৎ'। উপসংহার অর্থাৎ উপকরণ। কুস্তক্যং কুস্ত প্রস্তুত

কবিতে অনেক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করে, যথা—মৃত্তিকা, জল, চক্ষু। কিন্তু (সৃষ্টির পূর্বে) ব্রহ্ম এবাই ছিলেন, তাঁহার কোনও উপকরণ ছিল না। সুতরাং অসহায় ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি কবিতে পাবেন না। 'ইতি চেৎ' যদি কেহ ইহা বলেন। ইহার উত্তর—'কীববৎ হি'। কীব অর্থাৎ দুধ যেমন কোনও উপকরণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং দধিতে পরিণত হয়, ব্রহ্ম সেইরূপ কোনও উপকরণের সাহায্য বতীত স্বয়ং জগতে পরিণত হন। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, উত্তাপ ব্যতীত দধি হয় না। কিন্তু উত্তাপ দধিভাবে পরিণাম প্রবাহিত হবে না, দুধের নিম্নেবই এইভাবে পরিণত হইবার ক্ষমতা আছে, উত্তাপ সে ক্ষমতা উৎপাদন করে না। বায়ু বা আকাশে উত্তাপ দিলে তাহা দধি হয় না। কুন্তকাবেব শক্তি অল্প, এ জন্য সে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান ব্যতীত যট প্রভৃতি নিষ্কাশন কবিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান। তিনি কোনও উপকরণের অপেক্ষা করেন না।

বামাহুজও এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুধকে দধি কবিবাব জন্য বে আতঙ্কন (দগ্ধ) দেওয়া হয়, তাহাবও উদ্দেশ্য—উহাকে শীঘ্র দধিভাবে পরিণত করা অথবা উহাকে স্নাত্ত্ব করা।

দেবাদিবদ অপি লোকে (২।১।২৫)

শব্দরত্নাঙ্ক : পুনরায় এইরূপ আপত্তি করা যায় যে দুধ অচেতন পদার্থ, তাহা উপকরণ ব্যতীত স্বয়ং দধিভাবে পরিণত হইতে পারে

মত্যাঃ সৈক্যেণ অচেতন জ্ঞান কোনও উপকরণ ব্যতীত তুমানে পবিগত হইতে পারে : কিন্তু কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত কিছুই প্রস্তুত করিতে পারে না। এই আগন্তিক উক্ত এই যে কোনও কোনও চেতন পদার্থ উপকরণ ব্যতীত বিবিধ বস্তু নির্মাণ করিতে পারে। 'দেবাদিবৎ'—দেবগণ, মহাবিশ্ব কোনও উপকরণ ব্যতীতও প্রসাদ, বধ প্রভৃতি নির্মাণ করিতে গায়েন। বেদ, ইতিহাস ও পুৰাণে ইহার উল্লেখ আছে। শব্দ ইহার অল্প দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। তন্ত্রমাত (মাকডমা) কোনও উপকরণ ব্যতীত (নিজ বৈদ্য হইতে) জাল উৎপন্ন করে, বলাকা শুষ্ক ব্যতীত গর্ত ধারণ করে।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিববয়বত্ব-শব্দকোপো বা (২।১।২৬)

প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে ব্রহ্ম জগৎরূপে পবিগত হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্তটি ভুল। কারণ প্রশ্ন হইবে, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পবিগত হইয়াছেন, অথবা ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পবিগত হইয়াছেন? যদি বল, সমগ্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পবিগত হইয়াছেন, “কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ”—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এক এখন নাই, জগৎই আছে। যদি বল, ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পবিগত হইয়াছেন, কিয়দংশ ব্রহ্মই আছে, তাহা হইলে “নিববয়বত্বশব্দকোপঃ” ব্রহ্ম অবয়বহীন বলিয়া যে প্রতিবাদ আছে সেই প্রতিবাদের সহিত বিবোধ হইবে। প্রতিবাদ এইরূপ—‘নিববয়বত্ব শব্দং শাস্তং নিববয়বং নিববয়বং—ব্রহ্ম অবয়বহীন, জিহ্বাহীন, শান্ত,

দোষহীন, নিৰ্লেপক। অতএব উভয় পক্ষেই দোষ হয়। সূতবাং ব্ৰহ্ম জগৎৰূপে পৰিণত হন, এই সিদ্ধান্তটিই ভুল। এইমূল পূৰ্বপক্ষ।

শ্ৰুতেস্ত্ব শব্দমূলত্যাৎ (২।১।২৭)

শব্দবভাষ্য : পূৰ্ব্ব শ্বত্বে যে আপত্তি কৰা হইয়াছে, তাহাৰ উত্তৰ এই শ্বত্বে দেখা হইয়াছে। “শ্ৰুতেস্ত্ব” অৰ্থাৎ শ্ৰুতি হটতেই ব্ৰহ্মেৰ স্বভাব কি তাহা বুঝিতে হইবে। শ্ৰুতিতে আছে যে, ব্ৰহ্ম জগৎৰূপে পৰিণত হইলেও ব্ৰহ্ম নিৰ্জিকাবভাবেই বিবাজ কৰেন, সূতবাং ব্ৰহ্মেৰ কৃৎস্নপ্ৰসক্তি হয় না। নিম্নলিখিত শ্ৰুতি-বাৰ্য্য এখানে লক্ষ্য কৰা হইয়াছে :

“এতাবান্ অন্ত মহিমা ভতো জ্যাবান্ চ পূৰ্ব্বঃ।

পাদোহস্ত বিশ্বা ভুতানি ত্ৰিপাদ্ অন্ত অন্ততং দিবি ॥”

ঋঃ সং ১০।২০।৩

অনুবাদ : এই জগৎ ব্ৰহ্মেৰ মহিমা। ব্ৰহ্ম ইহা হইতেও বৃহৎ। বিশ্বেৰ সকল গ্ৰাণী তাঁহাৰ এক অংশমাত্র, তাঁহাৰ অপৰ তিন অংশ স্বৰ্গে অমৃতৰূপে বিবাজ কৰে।

যদি সমগ্র ব্ৰহ্মই জগৎৰূপে পৰিণত হন, তাহা হইলে ব্ৰহ্মকে ইন্দ্ৰিয়েৰ অগোচৰ বলা যায় না। কিন্তু শ্ৰুতি বলিয়াছেন যে, ব্ৰহ্ম ইন্দ্ৰিয়েৰ অগোচৰ। আবার সমগ্র ব্ৰহ্ম জগৎৰূপে পৰিণত হন না বলিয়া ব্ৰহ্ম অবয়বযুক্ত বস্তু, একুপ অসংখ্যমান কৰাও বুদ্ধিযুক্ত হয় না। কাৰণ শ্ৰুতি স্পষ্টভাবে ব্ৰহ্মকে নিরবয়ব বলিয়া নির্দেশ কৰিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত কৰিতে হইবে যে, ব্ৰহ্ম যদিও জগৎ-

রূপে পবিণত হন, তথাপি সনত্র ব্রহ্ম জগৎরূপে পবিণত হন না, ব্রহ্মের অংশও নাই। কাবণ ‘শব্দমূল্যং’—ব্রহ্ম হইতেছেন শব্দ-মূল,—শব্দ অর্থাৎ প্রতিবাক্যই তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানিবাব উপায়। তিনি কিরূপ বস্তু, হুক্তিতক্ প্রভৃতিব দ্বারা তাহা জানা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে মণি, মস্ত, ওরনি প্রভৃতিব শক্তি তর্কেব দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। সর্দাণেশ্ব আলোকিব ব্রহ্মের স্বরূপ যে তর্কেব দ্বারা নির্ণয় করা যাইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, এতিবাক্যেব বলে পবম্পব বিবোধ্য দুইটি গুণ কিরূপে স্বীকার করা যায় ? ব্রহ্মের কিয়দংশ জগৎরূপে পবিণত হয় নাহ, সনত্র অংশও হয় নাই, ইহা কি পবম্পব বিবক্ত নহে ? ইহাব উত্তর এই যে, বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম জগৎরূপে পবিণত হয় নাই, জগৎ মিথ্যা, অবিদ্যা বা অজ্ঞান হেতু জগৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক ব্রহ্মই আছেন, আব কিছুই নাই, জগৎ ব্রহ্মের বিকাস নহে, বিবর্তমাত্র। একটি বস্তু যদি বাস্তবিক অস্ত্র বস্তুতে পবিণত হয়, তাহা হইলে তাহার বিকাস হয়, যেমন দুকেব বিকাস ঘদি। কিন্তু একটি বস্তুর ঘদি কোনও পরিবর্তন না হয়, কেবল ভ্রম হেতু উহাকে অস্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিবর্ত হয়। যেক্রপ অন্ধভাবে বজ্রকে সূর্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। শব্দব বলেন জগৎ ব্রহ্মের বিকাস নহে, বিবর্ত।

সামান্য বলােন যে, নিববয়ব ব্রহ্ম হইতেই বিচিত্র জগতের উৎপত্তি আশ্চর্যের বিষয় হইলেও অবিদ্বান্স নহে, কাবণ ব্রহ্মের

স্বভাব অলৌকিক, শ্রুতিবাক্যই সে বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ। বামানুজ
মতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত নহে।

আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি (২।১।২৮)

শব্দবভাষ্য : স্বপ্নের সময় ‘আত্মনি’ অর্থাৎ নিজের মধ্যেই
‘বিচিত্রাঃ চ’ অর্থাৎ বিচিত্র বস্তু, পথ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, সেই সময়
আত্মার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ বিনষ্ট
না কবিয়া বিচিত্র জগৎ কবিয়া থাকেন।

বামানুজ এই সূত্রের ব্যাখ্যা অন্তরূপ কবিয়াছেন। জগতেব
বিভিন্ন দ্রব্যের বিচিত্র ধর্ম দেখা যায়। জড় পদার্থের যে সকল
ধর্ম, চেতন আত্মার ধর্ম তাহা হইতে ভিন্ন। সেই প্রকার ব্রহ্মের যে
সকল শক্তি, অপেক্ষা সকল দ্রব্যের সেকণ শক্তি নাই। নিজে অবিকৃত
ধাকিয়া ও নানাবিধ বস্তুতে পবিণত হস্তগাব শক্তি ব্রহ্মের আছে, আব
কাহাবস্ত নাই।

স্বপ্নকদোষাচ্চ (২।১।২৯)

অনুবাদ : নিজের পক্ষেও এই দোষ আছে, এ জন্য প্রতিবাদী
এই দোষ অবলম্বন কবিয়া আক্রমণ কবিতে পারেন না।

সাংখ্য বলেন যে, প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগৎ উৎপন্ন
হইয়াছে। এই প্রধানকে তাঁহারা নিববয়ব বলেন। স্বভাবঃ
হয় স্বীকার কবিতে হইবে যে, সমস্ত প্রধানই জগৎরূপে পবিণত
হইয়াছে, নয় বলিতে হইবে যে, প্রধানের অংশ অথবা অবয়ব
আছে। সূর্য, নক্ষত্র ও ভূমণ্ডলের সাম্যাবস্থাই ‘প্রধান’, এজন্য

প্রধানকে অব্যবহৃত্ত বস্তু মায না, কাবণ সত্ত্ব, রজ ও তম ইহারা সকলে নিববধব। যাঁহারা পরমাণুকে সগতেম কাবণ বলেন, তাঁহাদের মতেও এই দোষ আছে। তাঁহারা বলেন, দুইটি পরমাণু মিলিয়া একটি ঘাপুক হয়। তাঁহাঙ্গিকে হয় বলিতে হইবে যে, দুইটি পরমাণুব সমগ্রটাই পবস্পব মিলিত হয়, নয় বলিতে হইবে যে, একটিব ক্রিয়দংশ অপবটিব ক্রিয়দংশেব সহিত মিলিত হয়। যদি সমগ্রেব মিলন হয়, তাহা হইলে ঘাপুকেব পবিমাণ পরমাণুব পবিমাণ অপেক্ষা কিছুতেই বড হইতে পাবে না, এই ভাবে দুল বস্তব উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। যদি ক্রিয়দংশেব মিলন হয়, তাহা হইলে পরমাণুকে অব্যবহৃত্ত বলিতে হইবে; কিন্তু বর্ণাণেব মতে পরমাণুব অবধব নাই। স্ততবাং সাংখ্য ও কণাদ উভয়েব মতেই এই দোষ আছে।

সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ (২।১।৩০)

সর্বোপেতা—সর্বশক্তিবৃত্তা, তদর্শনাৎ—সেইরূপ প্রতিবাক্য আছে বলিয়া।

শব্দবভাষ্য: পরা দেবতা (অর্থাৎ পরমেশ্বর) সর্বশক্তিবৃত্তা; সেইরূপ প্রতিবাক্য দর্শন করা যায়। প্রতিবাক্য বধা:

“সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বরসঃ সর্বমিদঃ অভ্যাস্তঃ অবাকী অনাদরঃ।”• ইংব সকল কর্ম করবেন, তাঁহাব সকল কামনা পূর্ণ আছে, তিনি সকল প্রকাব রস বা আনন্দেব আধাব, তিনি সকল

• ছান্দোগ্য উঃ ৩।১৪৪

বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মৌন এবং কোন বস্তুৰ জন্ম তাঁহাব
আগ্রহ নাই।

“সত্যবাসঃ সত্যসংকল্পঃ” ছাঃ উঃ ৮।৭।১

তিনি বাহ্য কাৰ্য্যনা কবেন, তাহা সত্য হয়, বাহ্য সংকল্প কবেন,
তাঁহা সত্য হয়।

পবাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রীযতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। খেঃ উঃ ৬।৭

“ইহাব শক্তি সৰ্বশ্রেষ্ঠ এবং বিবিধঃ ইহাব জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া
স্বাভাবিক।”

নামানুজেন মতে এই সূত্রে দুইটি নিকান্ত স্থাপিত হইয়াছে :
(১) ঈশ্বর অপর সকল বস্তু হইতে বিলক্ষণ, (২) ঈশ্বর
সৰ্বশক্তিমান্।

বিবৰণহ্মানেতি চেৎ শুদ্ধক্সম্ (২।১।৩১)

বিকল্পগত্যাং (ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া) ন (ঈশ্বর কার্য্য কথিতে
পাবেন না) ইতি চেৎ (যদি বেহ ইহা মনে কবেন) তৎ উক্তং
(ইহাব উক্তব পূর্বে দেখা হইয়াছে)।

অতি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, কোনও
ইন্দ্রিয় নাই। মনে হইতে পারে যে, তাঁহাব যখন কোনও ইন্দ্রিয়
নাই, যখন তিনি কোনও কার্য্য করিতে পারেন না, ততবাং তাঁহাব
কার্য্য করিবার শক্তিও থাকিতে পারে না। ইহাব উক্তব এই যে,
সচরাচর কাহাবও চক্ষু না থাকিলে সে দেখিতে পায় না, কর্ণ না
থাকিলে শুনিতে পায় না, ইহা সত্যঃ কিন্তু ঈশ্বরের স্বভাব

অসাধাবণ, তাঁহার চক্ষু না থাকিলেও তিনি দেখিতে পান, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পান; শ্রুতি বলিয়াছেন, “অপান্ধিপাদো জ্বনো এহীতা” শ্বে: উ: ৩।১২ অর্থাৎ তাঁহার হস্ত-পদ না থাকিলেও তিনি গ্রহণ করিতে পাবেন, গমন করিতে পাবেন। ঈশ্বরের কিরূপ প্রকৃতি, ঐতিহ্যিক্য হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়। অহুমানের সাহায্যে তাহা জানা যায় না। পূর্বেই ইহা বলা হইয়াছে।

ন প্রয়োজনবত্বাৎ (২।১।৩১)

ন (ঈশ্বর জগতের কর্তা হইতে পাবেন না) প্রয়োজনবত্বাৎ কোনও কার্য কনিতে হইলে প্রয়োজন থাকা চাই)।

ইহা পূর্বপক্ষের কথা, অর্থাৎ বিপক্ষেব উক্তি। পক্ষের সূত্রে ইহা উত্তর দেওয়া হইয়াছে। জগতে দেখা যায় যে, বাহ্যিক কার্য্য করে, তাহালা কোনও প্রয়োজনশিদ্ধির অন্ত বনে। ঈশ্বর জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জগৎ রচনা করিয়া ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির পূর্বে তাঁহার কোনও কাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল, জগৎসৃষ্টির পর তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের কখনও কোন কাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে না, তিনি সর্বদাই আশুকাঙ্ক্ষা। অতএব এতদ্রূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই।

লোকবত্ত্ব লীলাটকবল্যম্ (২।১।৩৩)

লোকবৎ তু (লোকে যেরূপ দেখা যায়) লীলাটকবল্যম্ (কেলমাত্র লীলা)।

জগতে দেখা যায়, কেহ বেহ কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্য করে। সেইরূপ ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও জগৎসৃষ্টিকার্য্য কেবলমাত্র লীলাচ্ছলেই কবিতা থাকেন।

বৈষম্যনৈস্ক্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি (২।১।৩৪)

‘বৈষম্যনৈস্ক্যে ন’ বৈষম্য এবং নির্ভবতা নাই; ‘সাপেক্ষত্বাৎ’,—কর্ম্মের অপেক্ষা আছে বলিয়া। ‘তথাহি দর্শয়তি—এইরূপ প্রতিব্যাক্য আছে।

ঈশ্বর যে সকল জীব সৃষ্টি করেন, তাহাদের মধ্যে সুখ-দুঃখ সমান দেখা যায় না। দেবতাগণ অত্যন্ত সুখী, পশুগণ অত্যন্ত দুঃখী; মানুষ কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কখনও সুখী কখনও দুঃখী। অতএব ঈশ্বর যদি জগতেব কর্ত্তা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। অধিকন্তু জগতে এত দুঃখ দেখা যায় যে, জগতেব সৃষ্টিকর্ত্তাকে নির্ভবও বলিতে হয়। ইহাব উত্তর এই যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি কবিদ্যাছেন, কিন্তু তিনি পক্ষপাতীও নহেন, নির্ভবও নহেন। অতএব ঈশ্বরকে পক্ষপাতী অথবা নির্ভব বলা যায় না। ঈশ্বর কর্ম্ম অনুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, তাহা প্রতিভে বলা হইয়াছে। “এষ এব সাধু কর্ম্ম কাব্যতি তং যন্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম্ম কাব্যতি তং যন্ এভ্যো লোকেভ্যোহধো নিনীষতে” কোচী: উ: ৩৮ অর্থাৎ, ইনিই (ঈশ্বর) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম কবান—যাহাকে এই লোকের উর্দ্ধলোকে দইয়া যাইতে ইচ্ছা

কবেন ; তাহাকেই অসাগু কৰ্ম্ম কবান—যাহাকে এই লোকেস অধো-
লোকে বইতে ইচ্ছা করেন । দেখব এই ভাবে সাগু বা অসাগু কৰ্ম্ম
কবিবাব প্রযুক্তি দেন, জীবের পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্ম জন্ত বাসনা অহুসাৰে ।
দেখব বৈষম্যহীন ।

ন, কৰ্ম্মবিভাগাৎ, ইতি চেৎ, ন, অনাদিহাৎ (২।১।৩৬)

ন (না, কৰ্ম্ম অষ্টমাৰে স্বৰ্গঃঃভোগ হয়, ইহা স্বীকৃত করা
যায় না), কৰ্ম্মবিভাগাৎ (কৰ্ম্মের অবিভাগহেতু । সৃষ্টি পূৰ্বে বিভিন্ন
জীব বা বিভিন্ন কৰ্ম্ম, এইরূপ বিভাগ ছিল না), ইতি চেৎ (কেহ
যদি ইহা বলেন), ন (ইহা ঠিক নয়), অনাদিহাৎ (সৃষ্টির আদি
নাই বলিয়া) ।

বিপক্ষ আপত্তি কবিতে পাবেন যে, ঋতিতে দেখা যায় যে, সৃষ্টি
পূৰ্বে এক অস্বীকৃত ব্রহ্মই ছিলেন, বিভিন্ন জীব এবং বিভিন্ন জগৎ
ছিল না, সুতরাং পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়, তখন দেব মহুয় জন্ত প্রভৃতি
জীবের স্বৰ্গঃঃঃভোগ ভাবতম্য পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্ম দ্বারা কিরূপে নির্গত করা
যায় ? তখন ত কোন পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্ম ছিল না ? ইহাও উত্তর এই যে,
প্রলয়ের পূৰ্বে অত্র সৃষ্টি ছিল, সেই পূৰ্বেই সৃষ্টিতে যে জীব যেরূপ
কৰ্ম্ম করিয়াছিল, বর্তমান সৃষ্টিতে সেইরূপ স্বৰ্গঃঃঃ ভোগ করে ।
অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি ও প্রলয় চলিতেছে । প্রত্যেক সৃষ্টি পূৰ্বে
আব এটি সৃষ্টি ছিল ।

উপপত্ততে চ অপি উপলভ্যতে চ (২।১।৩৬)

উপপত্তিতে চ (যুক্তির দ্বারা উপপন্ন হয়) অপি উপলভাতে চ (এবং শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়)।

সংসার যে অনাদি, ইহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। যদি সৃষ্টির পূর্বে অল্প সৃষ্টি না থাকিত, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জীবগণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদিগকে বহু অকৃত বর্ষেব ফল ভোগ করিতে হয়। আবার বর্তমান সৃষ্টির যখন প্রলয় হয়, যদি তাহার পর পুনরায় সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে প্রলয়েব সময় যে সকল বর্ষফল ভোগ করিতে বাকী থাকে, সে সকল বর্ষফল আর কখনও ভোগ করা হয় না। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্বসৃষ্টিতে হৃত কর্ম ব্যতীত জীবের প্রথম উৎপত্তির অল্প বোনও কাবণ থাকিতে পারে না। হৃতকর্ম যদি পূর্ব-সৃষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে কোনও কাবণ ব্যতীতই জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষের পুনরায় উৎপত্তি হইতে পারে। অধিবস্ত সৃষ্টি যে অনাদি, ইহা স্মৃতি ও স্মৃতিতে বহুস্থলে উল্লেখ আছে। স্মৃতি যথা, “সূর্য্যচন্দ্রমলৌ ধাতা যথা-পূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ” (ঋঃ সং ১০।১২-১৩) অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বসৃষ্টি অনুসারে বর্তমান সৃষ্টিতে সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিলেন। স্মৃতি যথা, “প্রকৃতিং পুরুষং চাপি বিজ্ঞানাদী উভাবপি” (গীতা ১০।১২) অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিও।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ চ (২।১।৩৭)

“সকল ধর্ম্মের উপপত্তি হয় বলিয়া।”

শঙ্করভাষ্য : ঈশ্বর জগত্তেব নিমিত্তকাবণ এবং উপাধানকাবণ, ইহা স্বীকার কবিলে ঈশ্ববেব সৰ্ব্বজ্ঞত্ব, সৰ্ব্বশক্তিযন্তা প্রভৃতি সকল ধৰ্ম্ম উপপন্ন হয়।

রাধাকৃষ্ণভাষ্য : ত্রুক্ষ ভিন্ন আৰ কোনও বস্তুকে জগত্তেব কাবণ বনিলে নানাবিধ বিবোধ দেখা যায়। কেবল ত্রুক্ষকে কাবণ বনিলে কোনও বিবোধ থাকে না। সুতবাং ত্রুক্ষ জগত্তেব কাবণ, এই বৈদান্তিক মতই শ্রুকেব। প্রকৃতি বা পৰমাণুকে জগত্তেব কাবণ বলা (সাংখ্য এবং বৈশেষিকগণ যেকুগ বলিয়া থাকেন) যুক্তিযুক্ত নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

রাধাকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে এই পাঠে সাংখ্য প্রভৃতি মতে বেদান্তেব বিকক্ষে যে সকল আপত্তি করা হন সে সকল দূৰ ববা হইবাছে।

দ্বিতীয় পাদ

বচনানুপপত্তেঃ ন অমুমানম্ (২।২।১)

বচনানুপপত্তেঃ (জগৎ বচনা উপপন্ন হব না বলিয়া), ন অমুমানম্ (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জগতের কাবণ হইতে পারে না) ।

শব্দভাষ্য : সাংখ্যদর্শন মহর্ষি কপিল প্রণয়ন করিয়াছেন । এ জন্ত অনেকের সাংখ্যদর্শনে আস্থা আছে । কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অনেক বেদবিবোধী সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে । এ জন্ত এই স্থানে যুক্তির দ্বারা পুনর্বার সাংখ্যদর্শনের খণ্ডন করা হইতেছে । সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, অচেতন প্রকৃতি পুরুষের প্রযোজন সাধন করিবাব নিমিত্ত নিজ হইতেই বিচিত্র জগৎরূপে পবিণত হইয়াছে । কিন্তু কোনও চেতন বস্তু কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া অচেতন বস্তু নিজ হইতে কোনও বস্তু নির্মাণ করে, এরূপ দেখা যায় না । কুন্তকান না থাকিলে মৃদ্ভিকার নিজ হইতে ঘটে পবিণত হইতে পারে না । সুতরাং অচেতন প্রকৃতি যে নিজ হইতে এই বিচিত্র ও আশ্চর্য্য জগতে পবিণত হইবে ইহা যুক্তিযুক্ত নহে ।

প্রবৃত্তি*চ (২।২।২)

কোনও বস্তু বচনা করিতে হইলে প্রথমে ভবিষ্যৎক প্রবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। অচেতন প্রকৃতির সেরূপ প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। সুতরাং অচেতন প্রকৃতি নিজ হইতে জগৎ বচনা করিতে পারে না। ঈশ্বরের একরূপ প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি জগৎ বচনা করিতে পারেন।

পয়োহ্মবৃষ্টিস্তত্রাপি (২।২।৩)

পয়োহ্মবৃষ্টিঃ চেৎ (স্থূৰ্বেষাং স্তায় এবং জলেন স্তায় প্রকৃতির পৰিৱৰ্ত্তন হয়—যদি ইহা বলা যায়) তত্র অগ্নি (সেই স্থূৰ্ণে)।

শঙ্করভাষ্য : গোবৎসেব ভূমিৰ জন্ত ধেনুৰ স্তন হইতে দুগ্ধ নিজ হইতেই কবিত হয়, অীষেব উপকারার্থ বৃষ্টি পড়ে, নদীস জল প্রবাহিত হয়। মনে হইতে পারে যে, এই সব ক্ষেত্রে অচেতন বস্তু নিজ হইতেই চেতনাব প্রয়োজন সাধনার্থ প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। বৎসবেব প্রতি স্নেহ হেতু ধেনুৰ দুগ্ধ কবিত হয়; ঈশ্বরেব দ্বাৰা অধিষ্ঠিত হইয়া জল পূৰ্ণেব উপকারার্থ প্রবাহিত হয়। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে চেতনের দ্বাৰা অধিষ্ঠিত হইবাই অচেতন বস্তু প্রবৃত্ত হয়, নিজ হইতে হয় না।

বামানুজভাষ্য : দুগ্ধ নিজ হইতেই দধি আকাৰেব পৰিণত হয়, আকাশ হইতে পতিত জল আশ্র, নিধ, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষে বিবিধ রসে পরিণত হয়। ইহা চাইতে মনে হইতে পারে যে, স্বয়ং প্রকৃতিই জগৎরূপে পৰিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। দুগ্ধ

এবং জল চেতনের অধিষ্ঠান হেহু বিভিন্নরূপে পবিত্র হয়,—নিজ হইতে হয় না।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চ অনপেক্ষাৎ (২।২।৪)

‘ব্যতিরেক’ অর্থাৎ পৃথকভাবে, ‘অনবস্থিতেঃ’ অর্থাৎ অবস্থান কবে না বলিয়া, ‘অনপেক্ষাৎ’, অপেক্ষা কবে না বলিয়া।

শব্দভাষ্য : সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিজেই জগৎরূপে পবিণত হয়, পুরুষের অপেক্ষা কবে না। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি কোনও সময়ে জগৎরূপে পবিণত হইবে (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্ট হইবে), আবার কোনও সময়ে জগৎরূপে পবিণত হইবে না, (অর্থাৎ প্রলয় হইবে), এই দুইটি বিভিন্ন অবস্থাব নিয়ামক কোনও কাবণ দেখা যায় না। এমন কোনও কাবণ দেখা যায় না, যাহার জন্য এক সময়ে জগতের সৃষ্টি হইবে, আবার অল্প এক সময় প্রলয় হইবে। ঈশ্বরকে জগতের কর্তা বলিয়া শীকার কবিলে ইহা বলা যায় যে, ঈশ্বরের যখন ইচ্ছা হয়, তখন সৃষ্টি হয়, যখন ইচ্ছা হয়, তখন প্রলয় হয়। কিন্তু প্রকৃতি অচেতন, তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা হইতে পারে না।

বাসাভূজ বলিয়াছেন, ‘ব্যতিরেক’ ভাবে অবস্থানের অর্থ প্রদর্শন অবস্থা। প্রকৃতির যদি স্বভাবই এইরূপ যে, কোনও চেতন অধিষ্ঠাতা ব্যতীতও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎ বচনা কবে, তাহা হইলে প্রকৃতি সদা-সর্ব্বদাই জগৎ বচনা কবিলে, কারণ প্রকৃতি কাহারও অপেক্ষা কবে না। সুতরাং জগতের কখনও প্রলয় হইবে না। কিন্তু ইহা সাংখ্যবও অভিপ্রেত নহে। অতএব ঈশ্বরকেই

জগতের কর্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে, প্রজ্ঞার সংঘটন সিদ্ধ হয় না ।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ (২।২।৫)

‘অন্যত্র অভাবাচ্চ’ (অন্যত্র দেখা যায় না বলিয়া) ‘ন তৃণাদিবৎ’ (তৃণাদি নহে, ইহা বলা যায় না) । সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন যে গাভীর উপরে তৃণ বস্তু অল্প বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া নিজ হইতেই দুষ্করণে পবিণত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ অন্য বস্তুর অপেক্ষা না রাখিয়া নিজ হইতেই জগৎরূপে পবিণত হয় । কিন্তু এই উক্তি ভ্রান্ত । তৃণ নিজ হইতেই দুষ্করণে পবিণত হয় না, অন্য বস্তুর অপেক্ষা বাধে । যদি অন্য বস্তুর অপেক্ষা না রাখিত, তাহা হইলে সর্বদাই তৃণ দুষ্করণে পবিণত হইত । কিন্তু তাহা হয় না । যে তৃণ গাভী কর্তৃক ভুক্ত হয় তাহাই দুষ্করণে পবিণত হয়, অন্য তৃণ হয় না । সুতরাং দুষ্করণে পবিণত হইতে হইলে তৃণ নিশ্চয়ই গাভীর দেহাঙ্গরূপে কোনও বস্তুর অপেক্ষা বাধে ।

অভ্যুপগমেহপি অর্থাভাবাৎ (২।২।৬)

অভ্যুপগমে অপি (স্বীকার করিলেও), অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজনের অভাব হেতু সাংখ্য-মতে দোষ হয়) ।

শব্দবভাস্ত : যদিও স্বীকার করা যায় যে, প্রকৃতি অন্য বস্তুর সাহায্য না লইয়া নিজেই জগৎরূপে পবিণত হয়, তথাপি সাংখ্যমত

নির্দোষ হয় না। কাবণ, সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের প্রয়োজনের জন্য প্রকৃতি ভগৎরূপে পবিণত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—পুরুষের কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়? যদি বল, ভোগসাধনের জন্য, তাহা হইলে বলিব যে, সাংখ্যমতে পুরুষ নিক্সিকার, সে কিরূপে ভোগ করিবে? যদি বল, মোক্ষসাধনের জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি, তাহা হইলে বলিব যে, পুরুষ যখন নিক্সিকার ও উদাসীন, তখন তাহার মোক্ষ ত হইবাই আছে, নূতন কবিতা কিরূপে মোক্ষ হইবে?

বামাঙ্কজ কিছু ভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ‘অভ্যুপগমে’ ইহাব অর্থ প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ‘অর্থাভাবাৎ’ প্রকৃতির কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনর্থক। সাংখ্যের মতে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ ও নিক্সিকার। অতএব প্রকৃতি তাহার কোনও প্রয়োজন সাধন করিতে পাবে না। যদি বলা যায় যে, প্রকৃতিকে দর্শন করাই পুরুষের ভোগ, তাহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে পুরুষের কখনই মুক্তি হইবে না। কাবণ, প্রকৃতি সর্বদাই পুরুষের নিকটে থাকিবে, সুতরাং পুরুষ সর্বদা প্রকৃতিকে দেখিবে, সর্বদা ভোগ হইবে, মোক্ষ কখনও হইবে না।

পুরুষাশ্রয় ইতি চেৎ তথাপি (২/২৭)

যদি বলা হয় যে, পুরুষ এবং প্রত্যয়ের দ্বারা (প্রকৃতি কাঁদা হবে)
তথাপি (দোষ থাকে)।

সাংখ্যদর্শনের পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য পদু ও অন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। পদু দেখিতে পায়, কিন্তু চলিতে পারে না; অন্ধ চলিতে পারে, কিন্তু দেখিতে পায় না। পদু যদি অন্ধের স্বন্ধে আনোহণ করে, তাহা হইলে সে পথ নির্দেশ করিতে পারে, অন্ধ পদুকে লষ্টয়া চলিতে পারে। সেইরূপ সাংখ্যের প্রকৃতি ক্রিয়া করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান নাই, পুরুষের জ্ঞান আছে, কিন্তু ক্রিয়া করিতে পারে না। পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি ক্রিয়া করে। কিন্তু দৃষ্টান্তটি সঙ্গত হয় নাই। পদু চলিতে না পারিলেও পথ নির্দেশ করিতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ কিছুই করিতে পারে না, সে কিরূপে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবে? পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অপর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, চুষক-প্রত্যং বৈষ্ণব নিকটে থাকিয়াই লৌহকে চালিত করে, পুরুষ সেইরূপ নিকটে থাকিয়াই প্রকৃতিকে চালিত করে। কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্যই যদি প্রকৃতিকে চালিত করে, তাহা হইলে প্রকৃতি নরকগাহে সক্রিয় হয়, অর্থাৎ বধনও প্রদায় হইতে পারে না।

অদ্বিত্বানুপপত্ত্যেচ্চ (২।২।৮)

“অদ্বিত্ব স্বীকার করা হয় নাই বলিয়া”ও প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণের সমন্বয়েই নাম প্রকৃতি। যখন এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, তখন প্রকৃতি

নিষ্ক্রিয় থাকে। যদি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ অপব কোনও বস্তুৰ
অঙ্গ হইত, তাহা হইলে সেই অপব বস্তুৰ (অঙ্গীৰ) প্ৰভাবে
গুণবিশেষেৰ প্ৰাবল্য ও দৌৰ্ভল্য হইতে পাবিত এবং তাহাতে সৃষ্টিৰ
ব্যাপাৰ চলিতে পাবিত। কিন্তু এই তিনিটি গুণ বাহ্যৰ অঙ্গ, একৰূপ
কোনও অঙ্গীৰ কথা সাংখ্যদৰ্শনে স্বীকাৰ কৰা হয় নাই। সূতবাং
সাংখ্যমতে জগৎসৃষ্টি উপপন্ন হয় না। অথবা প্ৰলয় অবস্থায়
গুণত্ৰয়মধ্যেব এদটি প্ৰধান (অঙ্গী), অপবগুলি অপ্ৰধান (অঙ্গ),
একৰূপ স্বীকাৰ কৰা হয় নাই, একৰূপ স্বীকাৰ না কৰিলে, তিনিটি
গুণেব সাম্যাবস্থা থাকিবা যায়, তাহাতে সৃষ্টি আবস্ত হইতে
পাৰে না।

অন্তৰ্জ্ঞানমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিশোগাৎ (২।২।৯)

অন্তৰ্জ্ঞানমিতৌ ■ (অন্তৰূপ অন্তৰ্জ্ঞান কৰিলেও) জ্ঞানশক্তিবিশোগাৎ
(চৈতন্যশক্তি নাই বলিবা, প্ৰকৃতি হইতে জগতেব উপপত্তি সিদ্ধ
হয় না।)

সাংখ্যমতাবলম্বী বলিতে পাবেন যে, প্ৰলয় অবস্থায় তিনিটি গুণেব
সাম্য থাকিলেও, তাহাদেব বৈষম্যেব উপযোগিতা থাকে এবং সেজন্য
গুণগুলি কমবেশী হইবা জগৎপ্ৰপঞ্চ বচনা কৰিতে পাৰে। কিন্তু
বৈষম্যেব উপযোগিতা থাকিলেও প্ৰকৃতিৰ যখন চৈতন্যশক্তি নাই, তখন
কি কাৰণে এদটি গুণেব প্ৰাবল্য হইবে? সূতবাং কোনও চেতনবস্ত
হাবা অধিষ্ঠিত না হইলে, অচেতন প্ৰকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি কিছুতেই
যুক্তিযুক্ত হয় না।

বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসন্ (২।২।১০)

বিপ্রতিষেধাৎ চ (পবম্পর বিবোধ আছে বলিখ্যাত), অসমঞ্জসন্ (সাংখ্যাত সামঞ্জস্যহীন)।

পদ্বতান্তঃ সাংখ্যতে অনেক বিবোধ দেখা যায়। কেহ বলেন যে, ইন্দ্রিয় সাতটি, কেহ বলেন ইন্দ্রিয় এগাষটি, কেহ বলেন, দহৎ (অর্থাৎ নুজি) হইতে তন্মাত্র-সমুহ (পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা) উৎপন্ন হয়, কেহ বলেন অচক্ষুষ হইতে তন্মাত্রসমুহ উৎপন্ন হয়, কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, অদ্ব্যকষণ তিনটি, আবার কোথাও উক্ত হইয়াছে যে, অদ্ব্যকষণ একটি।

বামানুজ অন্তপ্রকারের পবম্পরবিবোধ উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নির্জিহব। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, পুরুষ ভোক্তা; ইহা পবম্পর-বিবোধী, যাহা নির্জিহব, তাহা কখনও ভোক্তা হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পুরুষ নিশ্চল, প্রবৃত্তির গুণ পুরুষে আবেশিত হয়, এতদ্বা পুরুষ নিজকে স্থখী দুঃখী মনে করে। কিন্তু যাহা স্বয়ং নির্জিহব, তাহাতে অন্য বস্তুদ গুণ কিরূপে আবেশ হইতে পারে? সাংখ্যদর্শনে এইরূপ পবম্পর-বিবোধী বাক্য আছে।

এই সকল স্তরে সাংখ্যদর্শনের বিকল্পে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, সাধানন্তঃ নিবীৰ্যবাল্বে বিকল্পে সেই সকল যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মহদীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমাণভাষ্য (২।২।১১)

অমুবান : মহৎ ও দীর্ঘ বস্তু যে ভাবে হ্রস্ব ও পরিমাণ বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়।

শঙ্করভাষ্য : বৈশেষিক দর্শনের মত এই যে, দুইটি পবমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্ব্যণুক হয়, তিনটি পবমাণু মিলিয়া ত্র্যণুক হয়, চারিটিতে চতুৰণুক হয়। পবমাণুর পবিমাণের নাম পবিমণ্ডল। দ্ব্যণুকের পবিমাণের নাম দ্বখ। যদিও পবমাণু এবং দ্ব্যণুক হইতে চতুৰণুর উৎপত্তি হয়, তথাপি পবমাণুর গুণ—পবিমণ্ডল—অথবা দ্ব্যণুকের গুণ—দ্বখ চতুৰণুতে থাকে না, মহৎ, দীর্ঘ প্রভৃতি চতুৰণুর অপব গুণ উৎপন্ন হয়। এইভাবে যদি বৈশেষিক স্বীকার করেন যে, কাবণের গুণ হইতে তিন গুণ কায্যে আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে বৈদ্যাস্তিকের মতে এই দোষ তিনি দিতে পারেন না যে, চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? পবিমণ্ডল-পবিমাণ-পবমাণু এবং দ্বখ-পবিমাণ দ্ব্যণুক হইতে যদি মহৎ ও দীর্ঘপবিমাণ চতুৰণুর উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তিও সম্ভব বলিতে পারা যায়।

বামানুজভাষ্য : হ্রস্বপরিমাণ দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডলপরিমাণ পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণ চতুৰণু প্রভৃতির উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। বৈশেষিক দর্শনের অপব মতগুলিও এইপ্রকার যুক্তিহীন।

উভয়থা অপি ন কৰ্ম্ম অতঃ উদভাবঃ (২।২।১২)

উভয়থা অপি (উভয় প্রকাষেই) ন কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম থাকিতে পারে না) অতঃ (অতএব) তদভাবঃ (সৃষ্টি এবং প্রলয়েব সংঘটন - যুক্তিযুক্ত হয় না।)

প্রলয়েব সময় পদমাণ্ডলি নিভ্রিয় থাকে। সৃষ্টির সময় পদমাণ্ডলি সক্রিয় হয়, তখন জগত্তেব বচনা হয়। পদমাণ্ডলি কি কারণে সক্রিয় হয়? যদি বলা হয় যে, জীবের কৰ্ম্ম অথবা অনৃষ্টহেতু পদমাণ্ডলি সক্রিয় হয়, তাহা হইলে পুনরায় প্রশ্ন হইবে, এই অনৃষ্ট কাহাকে আশ্রয় কবিয়া থাকে,—জীবকে অথবা পদমাণ্ডকে? জীবকে আশ্রয় কবিয়া থাকিলে, পদমাণ্ডেব কিরূপে গতি উৎপন্ন হইবে? যদি কোন-রূপে গতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে গতির কখনও বিবাম হইবে না, বৃত্তবাৎ প্রলয়ও হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈশেষিক দর্শনে সৃষ্টি এবং প্রলয়েব হেতু প্রদর্শন করা যায় না।

সমবায়াক্স্যপগম্মাচ্চ সাম্যাদনবস্থিত্তেঃ (২।২।১৩)

সমবায়াক্স্যপগম্মাৎ চ (সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার কবিত্তে হয় বলিয়া) সাম্যাত্ (সাদৃশ্য হেতু) অনবস্থিত্তেঃ (অনবস্থানোব হয়।)

বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে, দুইটি পদমাণ্ড মিলিয়া একটি দ্ব্যণ্ডকেব উৎপত্তি হয়। সমবায় নামক একটি সম্বন্ধ তাঁহাবা স্বীকার কবেন,* এই সমবায় নামক সম্বন্ধেব দ্বাবা দ্ব্যণ্ডটি পদমাণ্ড

* অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে বৈশেষিক দর্শনে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। অবয়ব,—যথা হস্তপদাদি। অবয়বী,—যথা নহুগদেহ।

দুইটিব মধ্যে অবস্থান কবে। এই প্রশ্নে বৈশেষিককে প্রশ্ন করা যায়, সমবায় নামক সম্বন্ধটি বিরূপে দ্ব্যণুকে অবস্থান কবে? ইহাব জন্ত অন্য একটি সমবায় সম্বন্ধের বল্লনা করা প্রয়োজন। এই নূতন সমবায় সম্বন্ধটিই বা বিরূপে দ্ব্যণুকে অবস্থান করিবে? তাহার জন্ত আব একটি সমবায় সম্বন্ধের বল্লনা করা প্রয়োজন। এই ভাবে অনন্তসংখ্যক সমবায় সম্বন্ধের বল্লনা করা প্রয়োজন। ইহাব নাম অনবস্থা-দোষ।

নিত্যম্ এব চ ভাবাৎ (২।২।১৪)

বৈশেষিককে প্রশ্ন করা হইতেছে, পবমাণুব স্বভাব বিরূপ? প্রবৃত্তি কি উহাব স্বভাব? অথবা নিবৃত্তি কি উহাব স্বভাব? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই কি উহাব স্বভাব? অথবা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি কোনটিই উহাব স্বভাব নহ? যদি উক্তব দেখা যায় যে, প্রবৃত্তিই ইহাব স্বভাব, তাহা হইলে প্রশ্ন করা যায় যে, যদি প্রবৃত্তিই ইহাব স্বভাব, তাহা হইলে পবমাণু সৰ্বদাই জিহ্মাশীল থাকিবে, তাহা হইলে প্রলগ বিনপে সংঘটন হইবে? যদি বৈশেষিক বলেন যে, নিবৃত্তি ইহাব স্বভাব, তাহা হইলে তিজ্ঞাসা করা যাইবে, যে, পবমাণু সৰ্বদাই নিজ্জিম থাকিবে, তাহা হইলে সৃষ্টি কি প্রকায়ে সংঘটন হইবে? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই পবমাণুব স্বভাব হইতে পারে না। কারণ, এই দুইটি ওণ পবম্পব-বিবোধী। যদি বলা যায় যে, পবমাণুব স্বভাব প্রবৃত্তি নহে, নিবৃত্তিও নহে, অদৃষ্ট নামক অন্য

কোনও কাবণ হেতু কখনও প্রযুক্তি হয়, কখনও নিবৃত্তি হয়,—তাহা হইলে যে গৌরব হয়, তাহা পূর্বে (২।২।১২ শ্লোকে) দেখান হইয়াছে।

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যায়ো দর্শনাৎ (২।২।১৫)

“রূপাদিমত্বাৎ” অর্থাৎ পবমানু সবলেষু রূপ প্রকৃতি আছে বলিয়া “বিপর্যায়ঃ” অর্থাৎ নিত্যত্বের বিপর্যায় হয় ; “দর্শনাৎ” এইরূপ দেখা যায়।

বৈশেষিক মতে স্মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় পবমানুব গন্ধ, রস প্রভৃতি গুণ আছে। দেখা যায় যে, যে সকল বস্তুব রূপ প্রকৃতি গুণ আছে, সে সকলই অনিত্য এবং অল্প পুরুত্বের বস্তু হইতে উৎপন্ন। অতর্থাৎ স্বীকার করিতে হইবে যে, পবমানু সকল অনিত্য এবং স্থূল। কিন্তু বৈশেষিক বলেন যে, পবমানু সকল নিত্য এবং স্থূল।

উভয়মথা চ দোষাৎ (২।৪।১৬)

বৈশেষিক-দর্শনে চারি প্রকার পবমানু স্বীকার করা হইয়াছে : ক্রিতি, অণু, তেজঃ ও মকৎ। পবমানুগুলির গুণ সম্বন্ধে দুই প্রকার কল্পনা করা যাউতে পারে। একপ বলি যায় যে, ক্রিতি পবমানুব ‘স্পর্শ’, রূপ, রস, গন্ধ, এই চারিটি গুণ আছে ; অণু পবমানুব তিনটি গুণ আছে—‘স্পর্শ’, রূপ ও রস, তেজঃ পবমানুব দুইটি গুণ—‘স্পর্শ’ এবং রূপ ; মকৎ পবমানুব কেবল একটি গুণ—‘স্পর্শ’। দ্বিতীয়

একপ বলা যায় যে, ক্রিতি পবমাণুব কেবল গরু এই গুণ আছে, অপ্ পবমাণুব কেবল বস, ভেজেব কেবল রূপ এবং বায়ুব কেবল স্পর্শ। যে প্রকাব বল্লনাহ কবা হইক, এই মত দোষযুক্ত হইবে। প্রথম বল্লনা গ্রহণ কবিলে স্বীকার কবিতে হইবে যে, ক্রিতি পবমাণু অপেক্ষা জলেব পবমাণু সূক্ষ্ম। কিন্তু বৈশেষিক মতে সবল পবমাণুই সূক্ষ্মতম,—কোনও পবমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বস্তু হইতে পারে না। দ্বিতীয় বল্লনায দোষ এই যে, সূক্তিকায স্পর্শ, রূপ ও বস আছে, ইহা এইরূপ বল্লনাতে স্বীকার কবা হয় না, যদিও ইহা সুবিদিত যে, সূক্তিকার এই সকল গুণ আছে।

অপবিগ্রহাৎ চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা (২।২।১৭

অপবিগ্রহাৎ (বেদন্ত ঋষিগণ বৈশেষিক মত গ্রহণ কবেন নাই বলিয়া) অত্যন্তম্ অনপেক্ষা (এই মত একেবাবেই গ্রহণীয় নহে)।

সাংখ্যদর্শনেব কোনও কোনও মত বেদন্ত ঋষি কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যথা—মহর্ষি মহু সাংখ্যেব এই মত গ্রহণ কবিয়াছেন যে, প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগতেব সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক-দর্শনেব কোনও মত কোনও বেদন্ত ঋষি গ্রহণ কবেন নাই। এজন্য বৈশেষিক-দর্শনেব মতগুলি শঙ্কেয় নহে।

সমুদায়ে উভয়হেতুকে অপি তদপ্রাপ্তিঃ (২।২।১৮

অতঃপর বৌদ্ধদর্শনের মত বর্ণিত হইবে। বৌদ্ধদর্শনে জগৎকে সকল বস্তুকে অণুহায়ী বলা হয়। বৌদ্ধদর্শনে বয়েকটি বিভিন্ন শাখা আছে। এক শাখার মতে বাহ্য বস্তু অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ এক শাখার বাহ্য বস্তু অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না, বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের যে সকল ধারণা (Idea) হয়, কেবল তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় (এই মত পাশ্চাত্য দর্শনে Berkeley's Idealism নামে পরিচিত)। অর্থাৎ শাখার বাহ্য বস্তু অস্তিত্বও স্বীকার করা হয় না, বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ধারণাও অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এই মতকে সর্বশূন্যবাদ বলে। প্রথম শাখার মতটি অগ্রে বর্ণন করা হইতেছে। এই মতে বলা হয় যে, ভূতিকা, জল, অগ্নি ও বায়ু পদমাণ্ডলি পদার্থের মিলিত হইয়া জগৎ বচনা করে। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া রূপ ও রস প্রভৃতি জ্ঞান হয়, তাহাকে রূপরস বলা হয়। 'অহং' 'অহং' এইরূপ একটা চিন্তার প্রবাহ হয়, তাহাকে বিজ্ঞানরস বলা হয়। স্থানাদি অহত্বকে বেদনারস বলা হয়। গৌ, অর্থাৎ এই প্রকার নামবিশিষ্ট প্রত্যয়কে সংজ্ঞারস বলা হয়। বাগ্‌ ঘের প্রকৃতি ভাবকে সংজ্ঞারস বলা হয়। অণুগুলির সমুদয় (অর্থাৎ মিলন) এবং স্বকৃতিগুলির সমুদয় হেতু জগৎকে ব্যাখ্যা সকল নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে এই দুই প্রকার সমুদয়ই হইতে পারে না। কারণ, পদমাণ্ডল এবং স্বকৃতি অচেতন কোনও চেতন বস্তু ধরা চালিত না হইলে তাহাদের সংঘর্ষ মিলন কিরূপে সংঘটিত হইবে?

উৎপন্ন হইবার পর কিছুকাল অস্তিত্ব থাকিলে মিলন হওয়া

সম্ভব । যদি উৎপত্তির পবেব ক্ষণেই ধ্বংস হয়, তাহা হইলে মিলিত হইবার অবসর থাকে না । বামাত্মজ বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু ক্ষণিক, তাহাদের পবম্পব সম্মিলন হওয়া অসম্ভব ।

ইতরেতবপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ন, উৎপত্তিমাাত্রনিমিত্ত-
ত্বাৎ (২।২।১৯)

বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়, অবিজ্ঞা, সংস্কার, নাম, রূপ, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, জবা, যবণ, শোক প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য আছে, একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হয় এবং এইভাবে লোকযাত্রা নির্বাহ হয় । কিন্তু এই মত সমীচীন নহে । এই সকল সকল দ্রব্য একটি হইতে আর একটির উৎপত্তি হয়—ইহা স্বীকার করিলেও এই দ্রব্যগুলির পবম্পব মিলনের কোনও হেতু দেখা যায় না, এই মত অমুসাবে লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে না ।

উক্তবোৎপাদে চ পূর্বনিবোধাৎ (২।২।২০)

বৌদ্ধদর্শন অমুসাবে পববর্তী “কণ” যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ববর্তী “কণ” বিনষ্ট হয় ; অথচ ইহাও বলা হয় যে, পূর্বকণই পরকণের হেতু । কিন্তু এই মত সমীচীন নহে । পূর্বকণ উৎপন্ন হইয়াই ত ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা পরকণ উৎপাদন করিবার অবসর পাইবে কোথায় ?

অসতি প্রতিজ্ঞোপবোধো যৌগপত্তম্ অত্থথা (২।২।২১)

‘অসতি’ (যদি বলা হয় যে পরকণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন

পূর্বকণ ‘অসৎ’ অর্থাৎ থাকে না, তাহা হইলে) ‘প্রতিজ্ঞাপবোধঃ’ (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়)। পূর্বকণ পবকণেব হেতু এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা বলা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ হইল না, কাবণ, পবকণ বধন উৎপন্ন হয়, তখন যদি পূর্বকণ না থাকে, তাহা হইলে পবকণকে পূর্বকণেব হেতু বলা যায় না। ‘অজ্ঞাধা যোগপদ্ধতম’ (‘অজ্ঞাধা’ অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, পবকণ বধন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্বকণ থাকে, তাহা হইলে ‘যোগপদ্ধতম’ হয়, অর্থাৎ পূর্বকণ এবং পবকণ একই সময়ে অবস্থান করে—তাহা হইলে তাহাদ্বিগকে পূর্বকণ এবং পবকণ বলা যুক্তিসূক্ত হয় না)।

প্রতিসংখ্যা-অপ্রতিসংখ্যানিবোধাপ্রাপ্তিবিচ্ছেদাৎ (২।২।২২)

বৌদ্ধদর্শন অনুসারে জগতেব যাবতীয় জব্য কণবালেব ভক্ত উৎপন্ন হয়, পবকণেই বিনষ্ট হয়। কেবল তিনটি দ্রব্যটি জব্য এরূপ নহে,— ইহাণেন নাম প্রতিসংখ্যানিবোধ, অপ্রতিসংখ্যানিবোধ এবং আকাশ। (ইচ্ছাপূর্বক কোনও বস্তকে ধ্বংস কবাব নাম প্রতিসংখ্যানিবোধ, বধা— লঙভ আঘাতে ষট্ ডাঙ্গিয়া ফেলা। অন্তরূপে বস্তব ধ্বংস হইলে তাহাকে অপ্রতিসংখ্যানিবোধ বলা হয়।) এই তিনটি জব্যকে বৌদ্ধদর্শনে উৎপত্তি ও বিনাশহীন বলা হয়। ইহাও বলা হয় যে, ইহাবা অবস্ত অথবা অভাব মাত্র। প্রতিসংখ্যানিবোধ এবং অপ্রতিসংখ্যানিবোধেব দ্বন্দ্বনা ব্রাহ্মপূর্ণ। ‘অবিচ্ছেদাৎ’ অর্থাৎ কোনও বস্তর কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। ২।২।২৫ শ্লোকে দেখান হইয়াছে, বস্তব

উৎপত্তি ও বিনাশ এই দুইটি শব্দের অর্থ কেবল অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। যাহা পূর্বে ছিল না, তাহাব উৎপত্তি হইতে পাবে না; যাহা আছে, তাহা কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—নাগতো বিদ্বতেহভাবো নাভাবো বিদ্বতেহসতঃ;” গীতা ২।১৬

উত্তরখাচ দোবাং (২।২।২৩)

শব্দবভাষ্য : বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানেব নিবোধ হইলে নির্বাণ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে,—অজ্ঞানেব নিবোধ কি জ্ঞান হেতু হয়, না, আপনা হইতেই হয়? জ্ঞান হেতু অজ্ঞানেব নিবোধ হয়, ইহা বলিতে পার না। কারণ তোমাব মতে অজ্ঞানেব নিবোধ অহেতুক। আবার অহেতুক বলিতে এই দোষ হয় যে, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্মে নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন? অজ্ঞানেব নিবোধ ত আপনা হইতেই হইবে।

বামাহুজভাষ্য : বৌদ্ধদর্শন অহুসায়ে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে, পবক্ষণেই ধ্বংস হইতেছে, আবার উৎপন্ন হইতেছে, আবার ধ্বংস হইতেছে। ধ্বংস হবার পব যে জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। কিন্তু শূন্য হইতে কোন বস্তু উৎপত্তি হইলে সে বস্তুও শূন্যময় হইবে, কারণ যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তদগুরুণ স্বভাব হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু জগৎ ত গুরুময় নহে।

আকাশে চ অবিশেষ্য (২।২।২৪)

আবাসকে একটা বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে বৌদ্ধ-দর্শনে যে বলা হইয়াছে, আবাস বস্তু নহে, অভাবমাত্র, তাহা সার্থক নহে । 'অবিশেষ্য' অপর সকল বস্তুই যে প্রকার বস্তুই আছে, আবাসেরও সেরূপ আছে । আকাশ যে একটা বস্তু, —ইহা যে অভাবমাত্র নহে, তাহার প্রমাণ (১) বেদে আছে 'আগ্নয়নঃ আকাশঃ সযুতঃ,—ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল, (২) আবাসের গুণ শব্দ । শব্দ যখন প্রত্যক্ষ হয়, তখন শব্দ বাহ্যিক গুণ, এমন বস্তুই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । (৩) তুমি যে বল আবরণের অভাবই আবাস, তাহা ভুল । একটি পাখী যখন ডানা মেলিয়া নামিয়া আসে, তখন আবরণের ত অভাব হয় না, স্তম্ভবাং তখন আবাস নাই, ইহা বলিতে হইবে, তাহা হইলে অন্য পাখী উড়িয়া উঠিতে পাবিবে না । যদি বল, 'যেখানে আবরণের অভাব নাই, সেখানে দ্বিতীয় পক্ষীটি উড়িবার অবকাশ পাইবে,' তাহা হইলে বলিব, 'ঐ যে বলিতেছে, 'যেখানে' উহাই ত আকাশ । (৪) বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—'বাসু কাঠকে আশ্রয় করিয়া থাকে ।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাসু আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে ।' স্তম্ভবাং বৌদ্ধ দর্শনে ইহা বলা ঠিক হয় নাই যে, আকাশ বলিয়া কোনও বস্তু নাই, ইহা বস্তুই অভাবমাত্র ।

বস্তু হইতে হয় না, তখন ধৃষ্টিতে হইবে যে, অল্প উৎপন্ন হইবার পূর্বে বীজ ধ্বংস হইয়া যায় না। বাস্তবিকপক্ষে বীজের অংশগুলি বিভিন্নরূপে সজ্জিত হইয়া অল্পে গম্ভীর হইবে। অসং বস্তু (যথা শশবিমাণ) হইতে কখনও কোনও বস্তু উৎপত্তি হইতে হইতে পারে না।

বামাশ্রয়ের মতে এখানে বৌদ্ধদর্শনের অল্প একটি মত খণ্ডিত হইয়াছে। সে মতটি এই যে, একটি বস্তু দেখিয়া যখন আমাদের তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততকণ্ঠে সে বস্তুটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে— কাবণ বস্তুমাঝেই ক্ষণস্থায়ী। এই মতটি ভুল। অসং, অর্থাৎ যে বস্তু নাই, তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অনৃষ্টদ্বাং, এক্ষণ দেখা যায় না যে, কেহ অসং বস্তু লক্ষ্যে জ্ঞানলাভ করিয়াছে।

উদাসীনানাম্ অপি চ এবম্ সিদ্ধিঃ (২।২।২৭)

“উদাসীনানাম্ অপি” অর্থাৎ যাহা বা নিশ্চেষ্ট, কাহাঙ্গের “এবম্” এইভাবে, “সিদ্ধিঃ” ইচ্ছাক্রম স্রব্যালাভ হইতে পারে। যদি অসং বস্তু হইতে কোনও বস্তু উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে লোক কোনও যত্ন না করিয়াও ইচ্ছাক্রম স্রব্য লাভ করিতে পারিত। কিন্তু কেবল কষ্ট করিয়া ভূমি করণ করিবার প্রয়োজন হইত না, তদ্বাচ্যের বয়ন করিবার প্রয়োজন হইত না। শূন্য হইতেই শত, বস্তু প্রভৃতি উৎপন্ন হইত।

নাস্তাব উপলব্ধেঃ (২।২।২৭)

ন অভাবঃ (বাহ্যবস্তুর অভাব হইতে পারে না) উপলব্ধিঃ (কাষণ, বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি হয়) ।

বৌদ্ধদর্শনে বিজ্ঞানবাদ নামে একটি মত আছে । বিজ্ঞানবাদটি এইরূপ : আমাদের সম্মুখে যখন একটি ফুল থাকে, তখন তাহার রূপ, গন্ধ প্রভৃতি অসুভব করি, এই সবল অসুভব অথবা মনের কতকগুলি ধারণা ব্যতীত ফুল বলিয়া অল্প কোনও বাহ্যবস্তু নাই ; অতএব বাহ্য জগত্তেব অস্তিত্ব নাই, আমাদের মনের কতকগুলি ধারণাকেই আমরা বাহ্য জগৎ বলিয়া ভ্রম করি । বৌদ্ধদর্শনের এই বিজ্ঞানবাদই পাশ্চাত্য-দর্শনে *Berkeley's Idealism* নামে পুৰিচিত । বর্তমান যুগে বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হইতেছে । আমাদের মনের কতকগুলি ধারণাকে আমরা বাহ্যবস্তু বলিয়া কল্পনা করি না । আমাদের মনের ধারণা ব্যতীত বাহ্যবস্তু আছে । স্তম্ভ, প্রাচীর প্রভি বাহ্যবস্তুরেই আমরা অসুভব করি ; উপলব্ধিকে অসুভব করি না ।

বৈধর্ম্যাং চ ন স্বপ্নাদিবং (২।২।২৯)

“স্বপ্নাদিবং,” স্বপ্নেব সময় যে সকল বস্তু দর্শন করা যায়, সে সকল বস্তুব যেমন অস্তিত্ব থাকে না, মনে হইতে পারে যে, ঠিক সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বস্তু দর্শন করি, সে সকল বস্তুবও কোনও অস্তিত্ব নাই । ‘ন,’ না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না । “বৈধর্ম্যাং,” বৈধর্ম্য্য হেতু । স্বপ্নদর্শন এবং জাগ্রত অবস্থায় দর্শন উভয়ের ধর্ম্য বিভিন্ন । স্বপ্নেব সময় যাহা দেখা যায়, জাগ্রত হইলে

সে সকল বস্তু আব দেখা যায় না, তখন বুঝিতে পারা যায় যে স্বপ্নের সময়েও সে সকল বস্তু ছিল না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বস্তু দেখা যায়, সে সকল বস্তু যে বাস্তবিকই ছিল না, এরূপ বোধ কখনও হয় না।

ন ভাবঃ অমূলকঃ (২।২।৩০)

শঙ্করভাষ্য : বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী বলেন, বাহ্যবস্তু না থাকিলেও আমাদের বিচিত্র বাসনা অহুসাবে বিচিত্র জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা হইতে পাবে না। “ন ভাবঃ” বাসনার উদ্ভব হইতে পাবে না, “অমূলকঃ” কারণ (ভোমাব মতে) বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি হয় না।

রামানুজভাষ্য : “ন ভাবঃ” বাহ্যবস্তু না থাকিলে, জ্ঞানও থাকিতে পাবে না। “অমূলকঃ” যে জ্ঞানের আশ্রয়রূপ বোনিও বাহ্যবস্তু নাই সেরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না।

কণিকদ্বাং চ (২।২।৩১)

বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, বাহ্যবস্তু নাই, “আলয়-বিজ্ঞান” নামক একটি তত্ত্ব আছে, তাহাই বাসনার আশ্রয়। কিন্তু এই কল্পিত আলয়বিজ্ঞান বাসনার আশ্রয় হইতে পাবে না, “কণিকদ্বাং” কারণ, এই আলয়বিজ্ঞান অপরোক্ষ। যাহা উৎপত্তিব পৰ-মুহুর্ত্তে বিনশিত হয়, কিছু কাল অবস্থান কবে না, তাহা কখনও বাসনার আশ্রয় হইতে পাবে না।

সর্বথা অনুপপত্তেচ্চ (২।২।৩২)

দুইটি বৌদ্ধমত পূর্বে খণ্ডন করা হইয়াছে, একটি মতে বাহ্যবস্তু অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, আর একটি মতে বাহ্যবস্তু অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই, বিজ্ঞানেব (অর্থাৎ বস্তু সম্বন্ধে ধারণার) অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই দুইটি ব্যতীত আর একটি তৃতীয় মত আছে, তাহার নাম শূন্যবাদ, তাহাতে বাহ্যবস্তু অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই, বিজ্ঞানেব অস্তিত্বও স্বীকার করা হয় নাই। এই মত একবারেই গ্রহণীয় নহে। “সর্বথা অনুপপত্তেঃ” কাবণ সকল প্রকারেই এই মত যুক্তিহীন। বুদ্ধদেব ক্রিহীন এবং পরম্পর বিবোধী এই তিনটি মত প্রচার কবিয়া জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিলেন।

ন একস্মিন্ অসম্ভবাৎ (২।২।৩৩)

অতঃপব জৈনমত খণ্ডিত হইতেছে। এইমতে পদার্থ সাত প্রকার যথা : জীব (ভোক্তা), অজীব (ভোগ্য), আত্মব (বিষয়-ভোগের প্রবৃত্তি), সংবব (নিবৃত্তি), নির্জব (যাহাতে পাপ ক্রম করে), বন্ধ (বন্ধনের হেতু অর্থাৎ কর্ম), ও মোক্ষ। সকল পদার্থের সম্বন্ধেই ইহা বলা যেন যে, সকল বস্তুই সম্ভাব এই প্রকার,—হয় আছে, হয় নাই, হয় আছে এবং নাই, হয় অবস্তব্য, হয় আছে এবং অবস্তব্য, হয় নাই এবং অবস্তব্য, হয় আছে এবং নাই এবং অবস্তব্য। কিন্তু এই মত অশ্রদ্ধেয়। “একস্মিন্ অসম্ভবাৎ”, একই পদার্থে এইসকল পরম্পর-বিবোধী ধর্ম থাকিতে পারে না।

এবং চ আত্মা অকাংক্ষ্যম্ (২।২।৩৪)

সেই নতে আত্মার পরিমাণ দেহের সমান।^১ কিন্তু এই নতে বহু আপত্তি উঠিতে পারে। কৈশোর, যৌবন ও জবাতে দেহের পরিমাণ বিভিন্ন হয়, সেই সময় আত্মার পরিমাণ বিরূপে বিভিন্ন হইবে? যদি বলা যায় যে, দেহের পরিমাণ অসূচাবে আত্মারও দ্বাগৃহি হয়, তাহার উত্তর পদবর্তী হইতে দেওয়া হইতেছে।

ন চ পর্য্যায়ান অপি অবিবোধঃ বিকাবাদিত্যঃ (২।৩।৩৫)

আত্মা পর্য্যায়ক্রমে সূত্র এবং বৃহৎ হয়, ইহা বলিলেও পূর্বোক্ত বিবোধের পরিহার হয় না। “বিকাবাদিত্যঃ” কাবণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মা বিকাবশীল এবং অনিত্য। অল্প আপত্তিও হয়। যথা,—আত্মার অবয়বগুলি কোথা হইতে আসে, কোথায় বিলীন হয়? পঞ্চভূত হইতে এই অবয়বগুলির উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে পারে না। কাবণ আত্মা ভৌতিক বস্তু নহে।

অন্ত্যাবস্থিতেঃ চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষঃ (২।২।৩৬)

“অন্ত্যাবস্থিতেঃ”—অন্ত অর্থাৎ শেষ অবস্থায় (মোক্ষান্তের পর)
 “উভয়নিত্যত্বাৎ”—আত্মা যেভাবে অবস্থান করে, “উভয়নিত্যত্বাৎ”—সে সময় আত্মা এবং আত্মার পরিমাণ এই উভয় পদার্থের নিত্যত্বহেতু,
 “অবিশেষঃ”—মোক্ষের পূর্বের আত্মার পরিমাণে কোনও পার্থক্য হইতে পাবে না। মোক্ষের পর আত্মার যে পরিমান থাকে, তাহাই আত্মার প্রকৃত পরিমাণ। সুতরাং মোক্ষের পূর্বে দেহ অসূচাবে আত্মার দ্বাগৃহি হইতে পারে না।

পত্ন্যঃ অসামঞ্জস্যঃ (২।২।৩৭)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তের মত এই যে, ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকাৰণ এবং উপাদানকাৰণ উভয়ই (১।৪।২৩)। অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের কর্তা, আবার ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, অন্য উপাদান হইতে জগৎ সৃষ্টি হয় নাই। বেদান্তবিবোধী বিবিধ মতে ঈশ্বরের যে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা সামঞ্জস্যহীন,— ইহাই বর্তমান সূত্রেব উদ্দেশ্য। সাংখ্য এবং যোগমত অবলম্বন কবিয়া কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই, প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ঈশ্বর হইতেছেন প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা। এই প্রকারের অল্প দার্শনিক মতও আছে। সেই সকল মত শুনন কবিয়া এখানে বলা হইতেছে যে, ঈশ্বর জগতের “পতি” অর্থাৎ প্রভু মাত্র, কিন্তু তিনি উপাদানকাৰণ নহেন, এই মত সমীচীন নহে। কাৰণ তাহা হইলে কতগুলি অসামঞ্জস্য হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ সৃষ্টী, কেহ ধ্বংসী। ঈশ্বর এইরূপ বৈষম্য করিয়াছেন কেন? তিনি কি জীবের ন্যায় বাগধেরের অধীন,—যাহার প্রতি অহুরাগ আছে, তাহাকে সৃষ্টী করেন, যাহার প্রতি বিদ্বেষ আছে, তাহাকে ধ্বংসী করেন? তাহা হইলে ও তাহার মহিমা খর্ব হইবে। বেদান্ত মতে ঈশ্বর ভিন্ন যখন জীব বলিয়া অস্ত্র কিছু নাই, তখন প্রকৃতিপক্ষে জীবের স্বৰ্গ এবং ধ্বংস হইতে পারে না, উহা মনের স্রব মাত্র। শব্দ এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সামান্য বলিয়াছেন যে, একটি অবৈদিক পাতপত মত আছে, এখানে সেই মত শব্দ কবা হইয়াছে। এই মতে পতপতি জগতের নিমিত্তকাবণ মাত্র, উপাদানকাবণ নহেন। এই মতাকল্যাণ নবকপাল-পাত্রে ভোজন করে, শব্দ দেখে ভয় ভয় করে, উহা সর্কাদে লেপন করে, মচকুস্ত স্থাপন কবিয়া তাহার পূজা কবে। ইহাদের মতে যে কোনও জাতিব মানব দীক্ষা গ্রহণ কবিলেই জ্ঞান হইয়া যায়। এই মত লাভ। কাবণ, ইহা বেদবিবোধী। বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পবত্রক নাবাযগই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকাবণ; তাহাকে জানিলেই মোক্ষলাভ কবা যায়; বেদবিহিত বর্ণাশ্রমসম্বন্ধী যজ্ঞাদি কৰ্মই মানবের কর্তব্য।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ (২।২।৩৮)

“সম্বন্ধেব উপপত্তিঃ হয় না।” সাংখ্যযোগাদি মতে ঈশ্বর হইতেছেন প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভু। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ না থাকিলে কিরূপে ঈশ্বর তাহার প্রভুত্ব স্থাপন কবিলেন? সাংখ্য ও যোগমতে ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতি ও পুরুষের বোঁদরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কাবণ প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর সবলেই সর্বব্যাপী। নিববয়ব।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ (২।২।৩৯)

(শঙ্কর) ঈশ্বর যদি নিমিত্তকাবণ হইতেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কুস্তকান বেক্রপে স্তম্ভিকাতে অধিষ্ঠিত হইয়া কুস্ত প্রকৃতি নির্মাণ কবে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ বচনা কবেন।

কিন্তু প্রকৃতি রূপাদিহীন এবং অপ্রত্যক্ষ। তাহাতে ঈশ্বরের "অধিষ্ঠান" হয় না,—অর্থাৎ এইরূপ অধিষ্ঠান মুক্তিযুক্ত নহে।

বামানুজ বলেন যে, পাপপত মতে ঈশ্বরের যে কল্পনা বা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান কবিয়া জগৎ বচনা কবিতে পারিবেন না। কাবণ, তাহাদের পবিকল্পিত ঈশ্বরের দেহ নাই, দেহ না থাকিলে কিরূপে অধিষ্ঠান কবিবেন?

কবণবৎ চেৎ ন ভোগাদিভ্যঃ (২।২।৪০)

(শব্দ) চক্ষুবাণি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি পুরুষ ইন্দ্রিয় সবলে অধিষ্ঠান কবে। তাহা হইলে ঈশ্বর কেন অপ্রত্যক্ষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান কবিতে পারিবেন না?—ইহাৰ উত্তর এই যে, ঈশ্বর যদি পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠান কবেন, তাহা হইলে ঈশ্বরকেও পুরুষের দ্বারা অধঃস্থ ভোগ কবিতে হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব।

বামানুজমতে পূর্বকৃত পাপ ও পুণ্য হেতু পুরুষ শরীরহীন হইয়াও ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে পাপ ও পুণ্যের কল ভোগ কবিতে হয় না। অতবাং ঈশ্বর পুরুষের দ্বারা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না।

অন্যথাত্বং অসর্বজ্ঞতা বা (১।২।৪১)

সাংখ্য-মতে প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সবলেই অনন্ত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বর কি প্রকৃতি, পুরুষ এবং নিজকে সম্পূর্ণভাবে জানেন? যদি জানেন, তাহা হইলে প্রকৃতি, পুরুষ এবং ঈশ্বর অনন্ত হইতে পারেন না। কাবণ, ইহা না ঈশ্বরের জ্ঞানের দ্বারা

পরিচ্ছিন্ন হইবেন। যদি না জানেন, তাহা হইলে ঈশ্বর সর্গজ্ঞ হইতে পাবেন না। যে পক্ষই গ্রহণ করা যাইবে, ঈশ্বরকে হয় অস্বপ্নান, নচেৎ অসর্গজ্ঞ বলিতে হইবে।

উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ (২।২।৪২)

শঙ্করভাষ্য : অতঃপর ভাগবত-মত খণ্ডিত হইতেছে। এই মতে ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বর চানিত্বে অবস্থান করেন,—বাসুদেব, সর্গর্ষণ, প্রহ্লাদ এবং অনিরুদ্ধ। পরমাত্মারই নাম বাসুদেব। সর্গর্ষণ হইতেছেন জীব। প্রহ্লাদ অর্থাৎ মন। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কার। জীব, মন, অহঙ্কার,—ইহারা বাসুদেব বা ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত। 'উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ'—কারণ, জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। জীবের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে জীবকে অনিত্য বলিতে হয়। তাহা অসম্ভব।

বাসুদেব বলিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি পূর্বগত,—অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উক্তি। সৃষ্টিকারের সিদ্ধান্ত এই যে, ভাগবতমত সত্য। তাহা পাবে যগা হইবে। পরব্রাহ্ম নামক গ্রন্থে ভাগবত-মত স্থাপিত হইয়াছে। এই মতে বাসুদেব (ঈশ্বর) হইতে সর্গর্ষণ (জীবের) উৎপত্তি হয়, সর্গর্ষণ হইতে প্রহ্লাদ (মন), প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার)। মনে হইতে পারে যে, এই মত ভ্রান্ত। কারণ, স্রুতি বলিয়াছেন, জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে,—“ন জায়তে ত্রিযুক্তে বা বদাচিৎ” (কঠোপনিষৎ)—জীবের জন্ম এবং মৃত্যু নাই।

ন চ কর্তুঃ কবণম্ (২।২।৪৩)

শঙ্কবভাষ্য : এই মতেব আব একটি দোষ এই যে, এই মত অনুসারে জীব (সম্বর্ষণ) হইতে মনোব (প্রহ্মায়ের) উৎপত্তি হয়। জীব হইতেছেন কর্তা, মন হইতেছে তাঁহার করণ (যাহাব সাহায্যে জীব কর্ম করে)। বর্ত্তা হইতে কবণের উৎপত্তি হইতে পাবে না। মহুচ্চ (কর্তা) হইতে কুঠাবেব (করণেব) উৎপত্তি কোথাও দেখা যায় না।

রাধাহুজের মতে এই শ্রুতিও পূৰ্ণপক্ষ, সিদ্ধান্ত নহে।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎ অপ্রতিমেধঃ (২।২।৪৪)

শঙ্কবভাষ্য : ভাগবত-মতাবলম্বী বলিতে পাবেন, সম্বর্ষণ, প্রহ্মায় ও অনিচ্ছাকে বাস্তবিক জীব, মন এবং অহঙ্কাররূপে বিবেচনা করা অজ্ঞান। ইহারা প্রকৃতপক্ষে দৈববই। দৈববোচিত ঐশ্বর্য, শক্তি, ভেজ প্রভৃতি ইহাসেব সকলেবই আছে। তথাপি আপত্তি নিরস্ত হয় না। সম্বর্ষণ প্রভৃতি যদি দৈববই হইবেন, তাহা হইলে বাস্তবেব হইতে ইহাসেব উৎপত্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়? অবিকল্প এক দৈববেব স্বামে চাবি দৈবব কল্পনা কবা হয়। দৈববেব চাবিটি রূপ কল্পনা কবিয়া বিবত হইলেন কেন? ব্রহ্মাদিতত্ত্বপর্য্যন্ত সকলকেই দৈববেব রূপ বলা উচিত।

রাধাহুজ বলেন যে, এই শ্রুতি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, শ্রুতের “বা” শব্দ ইহাই নির্দেশ করিতেছে। সে সিদ্ধান্ত এহ মে

পঞ্চরাত্র-প্রতিপাদিত ভাগবত মত শ্রুতি অমুগামী, অতএব অদ্রাস্ত । “বিজ্ঞানাদি” শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, কাবণ ব্রহ্ম হইতেছেন বিজ্ঞানঃ (জ্ঞানময়) চ আদি চ (জগতের কাবণ) । সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি শব্দে বাস্তবিক জীব প্রভৃতিকে লক্ষ্য করা হয় নাই । জীব, মন এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা দেবরকেই সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ এবং অনিরুদ্ধ বলা হইয়াছে । তত্বেব প্রতি অমুকম্পা-বশতঃ ঈশ্বরই বহুবিধরূপে জগৎপ্রদান করেন—শ্রুতিতেই ইহা উক্ত হইয়াছে,—“অজায়মানো বহুধা বিজায়তে”—যদিও তাঁহার জন্ম নাই, তথাপি তিনি বহুরূপে জগৎপ্রদান করেন ।

বিপ্রতিষোধনঃ চ (২।২।৪৫)

শব্দব্যাখ্যা : এই মতে আবণ্ড দোষ আছে । ণ্ড ও ণীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে । বস, বীৰ্যা, ভেজ—এসকল ণ্ড । কিন্তু ইহাদিগকে বাহ্মদেবেব সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে । ইহাতে বেদেব নিন্দাও আছে । কাবণ, বলা হইয়াছে যে, শান্তিল্য চাবি বেদেব মধ্যে পবম শ্রেয় দর্শন মা কবিয়া এই শাস্ত্র লাভ কবিয়াছিলেন ।

বামাহুজতায়্য : জীবের যে উৎপত্তি নাই, পঞ্চবাতে ইহা উক্ত হইয়াছে । সুতবাং বাহ্মদেব হইতে সঙ্কর্ষণেব উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাব অর্থ একরূপ হইতে পারে না যে জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন । ইহাতে বেদের কোনও নিন্দা নাই : বেদেব অর্থ অভিশয় দ্রুত । এ জন্য জীবের প্রতি অমুকম্পাবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ পঞ্চবাৎ শাস্ত্র

প্রকাশ কবিয়া জীবেব সহজে উদ্ধাবলাভেব উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্যাসদেব মহাভাবতে পঞ্চবাঐব প্রশংসা কবিয়াছেন (শান্তিপর্ব ৩৩৬।১—৩৩৬।৩২)। সেই ব্যাসদেবই যে ব্রহ্মসূত্রে পঞ্চবাঐব নিন্দা কবিবেন, ইহা সম্ভব নহে। মহাভাবতে সাংখ্য, যোগ, পাতঞ্জল সৰ্বল মতেবই শ্রদ্ধাপূৰ্বক উল্লেখ আছে সত্য (শান্তিপর্ব ৩৫০।১২), কিন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাংখ্য, যোগ, পাতঞ্জল এই সৰ্বল মত মানব-প্রণীত, অতএব এই সব মতে ভ্রম প্রমাদেব সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বেদ অপৌকষেব এবং পঞ্চবাত্ত স্বয়ং নাবায়ণ প্রণীত, অতএব বেদ ও পঞ্চবাঐে ভ্রম-প্রমাদেব সম্ভাবনা নাই। নাবায়ণ এবং পবব্রহ্ম যে অভিন্ন, তাহা বেদ চইতে জানিতে পাবা যায়। উপনিষদে আছে, “সৰ্বং খলু ইদং ব্রহ্ম”—এই সকলই ব্রহ্ম, আবার ইহাও আছে, “বিষং নাবায়ণঃ”—নিখিল বিষই নাবায়ণ।

ব্রহ্মসূত্রে যেৰূপ বৌদ্ধ ও জৈন মত সমগ্রভাবে খণ্ডন কৰা হইয়াছে, সেইৰূপ সাংখ্য, যোগ ও পাতঞ্জল-মত সমগ্রভাবে খণ্ডিত হয় নাই। সাংখ্য, যোগ ও পাতঞ্জল মতেব যে অংশ বেদ বিবোধী সেই অংশই খণ্ডন কৰা হইয়াছে, যে অংশ বেদ-বিবোধী নহে সে অংশ খণ্ডন কৰা হয় নাই। সাংখ্যে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্ম চইতে স্বতন্ত্র, ইহা বেদ-বিবোধী, এজন্য ইহা খণ্ডিত হইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যোক্ত চতুৰ্বিংশতি ভব খণ্ডিত হয় নাই। যোগ এবং পাতঞ্জল মতে বলা হইয়াছে ঈশ্বর অগতেব নিমিত্ত কারণ মাত্র,

উপাদান-কাৰণ নহে। এই মত বেদ-বিবোধী এবং সেৱন্ত খণ্ডিত
হইয়াছে। নচেৎ যোগপদ্ধতি, পুণ্ডপতিৰ স্বৰূপ, এ সদল খণ্ডিত
হয় নাই। পুণ্ডপত মতে বেদ-বিবোধী বক্তব্যগুলি আচাৰ বিহিত
আছে তাহাও খণ্ডিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

ছতীশ পাঠ

ন বিয়ন্ অশ্রুতঃ (২।৩।১)

ন বিয়ন্ (আকাশেব উৎপত্তি হয় মাই), অশ্রুতঃ (কাবণ, অতিতে আকাশেব উৎপত্তি উল্লিখিত হয় নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সৃষ্টিব বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে—“সৎ এব সোম্য ইদম্ অত্র আসীৎ, একম্ এব অবিভীয়ম্” (৩।২।১)। হে সোম্য, এই জগৎ পূর্বে সৎ (ব্রহ্ম) নামে ছিল, সেই একমাত্র সৎ বস্তুই ছিলেন, আর কিছুই ছিলেন না; “তৎ ঐক্যত” (৩।২।৩) সেট ব্রহ্ম সৃষ্টি কবিরেব নামে কবিলেন; “তৎ তেজঃ অসৃজত” (৩।২।৩) তিনি অগ্নি সৃষ্টি কবিলেন। এখানে প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাব পূর্বে আকাশেব সৃষ্টিব উল্লেখ নাই (পবেও নাই)। অতএব আকাশেব সৃষ্টি হয় নাই। এই স্রষ্টাটি পূর্বপক্ষ।

অস্তি তু (২।৩।২)

ছান্দোগ্যে আকাশেব সৃষ্টিব কথা নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে (অস্তি তু)। ঐ উপনিষদে দেখা যায়—“সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম” (২।১।১)। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত।

তাহার পব আছে “ভস্মাৎ বা এতস্মাৎ আয়ানঃ আকাশঃ সমুতঃ,” অর্থাৎ সেই আগ্নেয়রূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশেব উৎপত্তি হইল।

গৌণী অসম্ভবাৎ (২।৩।৩)

তৈত্তিরীযতে যে আকাশেব সৃষ্টি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা “গৌণী”, প্রকৃত নহে, গৌণ,—“অসম্ভবাৎ” কারণ, আকাশেব সৃষ্টি কখনও সম্ভব হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে আকাশেব কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না, বোন্ বস্তু হইতে আকাশেব উৎপত্তি হইবে? আকাশেব স্বজাতীয় অন্ত কোনও দ্রব্য নাই—যাহা হইতে আকাশেব উৎপত্তি হইতে পাবে। অতএব লোকে যেমন গৌণভাবে বলে “স্থান কব” (make room), সেই-রূপ বৈদ্য গৌণভাবে বলিয়াছেন যে, আকাশেব উৎপত্তি হইল। এই শ্রুতিও পূর্বপক্ষ।

শকাৎ চ (২।৩।৪)

শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতেও জানা যায় যে, আকাশ “অজ” বা জন্মহীন, সুতরাং আকাশেব যে উৎপত্তিব উল্লেখ আছে, তাহা গৌণভাবেই বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেব আছে : “বায়ুশ্চ অন্তরিকং চ এতৎ অবৃত্তং।” যাহা অবৃত্ত, তাহা অবশ্যই অজ। ইহাও পূর্বপক্ষ।

স্মাৎ চ এবশ্চ ব্রহ্মশব্দবৎ (২।৩।৫)

পূর্বে তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে “আকাশঃ সত্ত্বতঃ” অর্থাৎ আকাশেব উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাব পবেই আছে “আকাশঃ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ব্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধিঃ” ইত্যাদি, (তৈঃ উঃ ২।১।১) অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু সত্ত্বত বা উৎপন্ন হইয়াছে, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সন্তান ইত্যাদি। এই সকল স্থলে “সত্ত্বতঃ” শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হয় নাই। আকাশ সৎক্ষে সত্ত্বত শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ হইল এবং তাহার পবেই বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির সৎক্ষে মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইল, ইহা সন্দেহ কি না সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এক স্থলেই এক শব্দের গৌণ ও মুখ্য উভয় ভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। সুওক উপনিষদে প্রথম খণ্ডে অষ্টম শ্লোকে আছে—“তপসা চীযতে ব্রহ্ম” ইত্যাদি, অর্থাৎ “ব্রহ্ম সংব্রহ্ম দ্বাৰা নষ্টি বহ্নিৰ্যাব ইচ্ছা করিলেন”, এখানে “ব্রহ্ম” শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ পবব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। তাহাব পরেব শ্লোকে আছে।

“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদু যন্ত জ্ঞানবন্তঃ তপঃ

তস্মাৎ এতৎ ব্রহ্ম নামরূপম্ অন্নং চ জায়তে ॥”

অনুবাদ : যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ এবং সৰ্ব্ববিদু, জ্ঞানই যাহাব তপস্তা তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম, নাম, রূপ এবং অন্নের উৎপত্তি হয়।

এখানে ব্রহ্ম শব্দ পবব্রহ্মকে লক্ষ্য কবিত্তে পারে না, হ্রিণ্যগৰ্ভ বা চতুর্শুখ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য বন্যা হইয়াছে। সুতবাং এখানে ব্রহ্ম শব্দ

মুখ্যভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এক স্থলেই ব্রহ্মবাক্ত মুখ্য এবং গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই প্রকারে তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এক স্থলে “সমুত” শব্দ মুখ্য ও গৌণভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। এই স্থলও পূর্বপক্ষ।

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ অব্যতিবেকাৎ শব্দভাঃ (২।৩।৬)

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ—(প্রতিজ্ঞা অহানি হয় না), অব্যতিবেকাৎ—(যদি ব্যতিবেক না হয়) শব্দভাঃ (প্রতিভেদ ইহা আছে)।

এই স্থলে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইতেছে। সে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়। এক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে অগতঃ সকল বস্তু জানিতে পাবা যায়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা বেদান্তে বহুস্থলে দেখা যায়। যথা ছান্দোগ্যে,—“যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং” (৬।১।৩), অর্থাৎ, বাঁহাব দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অচিন্তিত বস্তু চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বস্তু বিজ্ঞাত হয়। বৃহদারণ্যকে আছে—“আত্মনি হু অবে দৃষ্টে শ্রুতে যতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্বং বিদিতং” (৮।৪।৬), অর্থাৎ, আত্মাকে দর্শন করিলে, শ্রবণ করিলে, জানিতে পারিলে এই সবই জানা যায়। যুগ্মক উপনিষদে আছে “কস্মিন্ হু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি” (১।১।৩), অর্থাৎ, যে ভগবান্, কাহাকে জানিলে এই সব বিজ্ঞাত হয়। এই প্রতিজ্ঞার “অহানিঃ” অর্থাৎ হানি হয় না। “অব্যতিবেকাৎ” অর্থাৎ যদি ব্রহ্মব্যতিবিক্ত কোনও বস্তু না থাকে।

বেদে বলা হইয়াছে—এই সবই ব্রহ্ম । সুতবাং বৃত্তিতে হইবে যে, অগ্নিব উৎপত্তি যেরূপ যথার্থ, আবাসের উৎপত্তিও সেইরূপ যথার্থ । তৈত্তিরীয়ে যখন আকাশের সৃষ্টির স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তখন ছান্দোগ্যে আকাশের সৃষ্টির উল্লেখ নাই বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আকাশের সৃষ্টি হয় নাই ।

যাবদবিকারং তু বিভাগো লোকবৎ (২।৩।৭)

যে সকল স্থলে একটি বস্তুই সহিত আর একটা বস্তুর বিভাগ বা প্রভেদ দেখা যায়, সেই স্থলে ইহাও দেখা যায় যে, বস্তুগুলি অপূৰ্ণ বস্তুই বিকাস । বিকাস না হইলে বিভাগ হইতে পারে না । আকাশকে যখন পৃথিবী, জল প্রভৃতি হইতে বিভক্ত দেখা যায়, তখন আকাশও অল্প বস্তুই বিকাস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে, এরূপ তর্ক করা যায় না যে, আগ্নী হইতে যখন আকাশকে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়, তখন আগ্নীও অল্প বস্তুই বিকাস । কারণ, স্রুতিতে আগ্নীই পূর্ণ এবং কোনও বস্তুই উল্লেখ নাই । আগ্নীকে যদি বিকাস বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে আগ্নী (এবং আকাশাদি সকল বস্তু) শূন্য হইতে উৎপন্ন । ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদ । অতএব ইহা অশ্রদ্ধেয় । আগ্নীই অস্তিত্ব বিহীন হইতেই অস্বীকার করা যায় না । যে অস্বীকার করিবে, তাহাকেই আগ্নীই স্বরূপ বলিতে পারা যাইবে । আকাশাদি সকল বস্তু প্রমাণেই ঘাটাই সিদ্ধ হয় । আগ্নী কোনও প্রমাণেই ঘাটাই সিদ্ধ হয় না, আগ্নী স্বয়ংসিদ্ধ । আগ্নী সকল

প্রমাণের আশ্রয়। সুতরাং কোনও রূপ প্রমাণ প্রয়োগ কবিবার পূর্বেই আগ্রাব অবস্থি সিদ্ধ হয়। তাহা অস্বীকার কব' যায় না। আকাশ দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া আকাশকে অমৃত বলা হইয়াছে।

এতেন মাতরিষা ব্যাখ্যাতঃ (২।৩।৮)

এতেন—(ইহাব দ্বাবা), মাতরিষা—(বায়ু), ব্যাখ্যাতঃ—(ব্যাখ্যা হইল)। যে ভাবে অকাশের উৎপত্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, সেই ভাবে এই সিদ্ধান্তও স্থাপিত হইবে যে, বায়ুও উৎপত্তি হইয়াছে।

অসম্ভবন্ত সতঃ অনুপপত্তেঃ (২।৩।৯)

সতঃ—(ব্রহ্মেণ—উৎপত্তি), অসম্ভবঃ—(সম্ভব নহে) অনুপপত্তেঃ (কাবণ, ইহা বুদ্ধিযুক্ত নহে)।

(শব্দ) ব্রহ্ম সংমাত্র। তাঁহার উৎপত্তি হইতে পারে কোথা হইতে ? যাহা সং-মাত্র, তাহা হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না ? কাবণ, যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, এবং যাহা উৎপন্ন হয় উভয়েই মধ্যে প্রভেদ থাকা প্রয়োজন। উভয়েই সং-মাত্র হইলে প্রভেদ হইবে কিরূপে ? সং-বিশেষ হইতে সং-মাত্রের উৎপত্তি হইতে পারে না। কাবণ সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি হয়। অসং হইতেও সং-মাত্র ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। অসং (যাহা নাই), তাহা হইতে সং-এর উৎপত্তি অসম্ভব। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“কথন্ অসতঃ সৎ জায়েত”—অসৎ হইতে কিরূপে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ?

(বামানুজ) তু (কিন্তু) সতঃ (ব্রহ্মেব) অসম্ভবঃ (অসংপত্তি) ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তুই উৎপত্তি হয়,—কোনও বস্তুই উৎপত্তি হয় না বলিলে অযৌক্তিক হয় (অসম্পত্তেঃ)।

তেজঃ অতঃ তথাহি আহ (২।৩।১০)

তেজঃ—(অগ্নি), অতঃ (বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) তথা হি আহ (বেদ ইহা বলিয়াছেন) ।—

অগ্নি বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা সন্দেহ হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে—“তৎ তেজঃ অশ্রুতঃ” অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে ব্রহ্ম স্বতন্ত্রভাবে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বায়ু হইতে অগ্নি সৃষ্টি করেন নাই ; তবে যে তৈত্তিরীয়কে বলা হইয়াছে ‘বায়োঃ অগ্নিঃ’, তাহাব অর্থ এই যে বায়ুই পব অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। প্রথমে বলা হইয়াছে, “আগ্নয়নঃ আকাশঃ সদ্ভূতঃ” অর্থাৎ আগ্না হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে “আগ্নয়নঃ” এই শব্দে অপাঙ্গানে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পবে বলা হইয়াছে, “পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ,” পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন ইত্যাদি। এ সকল স্থানেই অপাঙ্গানে পঞ্চমী। অতএব মধ্যস্থলে “বায়োঃ অগ্নিঃ,” বায়ু হইতে অগ্নি, এখানেও অপাঙ্গানে পঞ্চমী। ব্রহ্মই বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাহা হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আপঃ (২।৩।১১)

ত্রু অধিক্রুপে পবিণত হইয়া অগ্নি হইতে জল স্টি
ববিয়াছিলেন।

পৃথিবী অধিকাবকপশকাস্তবেভ্যঃ (২।৩।১২)

(শব্দ) ছান্দোগ্য আছে, “তা আনঃ ঐশ্বস্ত বহ্মাঃ শ্রামঃ প্রজায়েমহি
ইতি তা অন্নম্ অশ্বজন্ত” (৬।২।১৫) অর্থাৎ সেই জল আলোচনা
করিল, “বহু হইব, জন্মগ্রহণ ববিব,” তাহা বা “অন্ন” স্টি কবিল।
সন্দেহ হয়, এখানে অন্ন শব্দের অর্থ বব নয় প্রকৃতি খাণ্ডব্রব্য, না
পৃথিবী? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে এখানে অন্ন শব্দের অর্থ পৃথিবী
“অধিকাবকপশকাস্তবেভ্যঃ”, অর্থাৎ অধিকাব, ক্রুপ এবং অন্ন শ্রুতি
বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত ববা প্রযোজন। “অধিকাব” এইরূপ :-
পূর্কোদ্ধৃত বাক্যেব পূর্কো অগ্নি এবং জলের স্টি উল্লিখিত হইয়াছে।
সুতরাং এখানে মহাভূত সকলের স্টিব প্রসঙ্গ হইতেছে। সেই
প্রসঙ্গে “অন্নোব” উৎপত্তি যখন উক্ত হইয়াছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে,
অন্ন শব্দের দ্বা বা একটি মহাভূতকে লক্ষ্য করা হইতেছে,
খাণ্ডব্রব্যকে নহে। “ক্লপ”—পূর্কোদ্ধৃত বাক্যেব পবে বলা হইয়াছে,
“যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্ত” অর্থাৎ জগতে যে কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়,
তাহা “অন্নোব”। কিন্তু ব্রীহি বব প্রকৃতিব বর্ণ কৃষ্ণ নহে। পৃথিবী
বর্ণ কোনও কোনও স্থলে খেত বা লোহিত হইলেও অধিকাংশ
স্থলেই কৃষ্ণ। “শকাস্তবেভ্যঃ,” অন্ন শ্রুতিবাক্যেও দেখা যায় যে,
জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তৈত্তিরীয়কে আছে—
“অহ্মাঃ পৃথিবী” অর্থাৎ জল হইতে পৃথিবী উৎপত্তি হইয়াছে।
বৃহদারণ্যকে আছে, “তৎ যৎ অপাঃ শব আপৌঃ তৎ সমহতত সা

পৃথিবী অভবৎ—সেই জলের যে শব ছিল, তাহা কঠিন হইয়া পৃথিবী হইল। এই সকল কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে অম শব্দেব অর্থ পৃথিবী।

বামাহুজ এই সূত্র ভাদিয়া দুইটি সূত্র কবির। সেন “পৃথিবী” একটি সূত্র, “অধিকাবরূপ শব্দান্তবেভ্যঃ” আর একটি সূত্র। এই পদেব সূত্রেব ভাঙে তিনি এই উপনিষদ বাক্য উদ্ধৃত কবিযাছেন “এতন্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেশ্চিয়াগিচ” (শ্ৰ: উ: ২।১।৩) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনও ইচ্ছিতসকল উৎপন্ন হইযাছে। বামাহুজ বলিয়াছেন এক প্রাণ রূপ ধাবণ কবিযা তাহা হইতে মন সৃষ্টি করিয়াছেন, মনরূপ ধাবণ কবিযা তাহা হইতে ইচ্ছিত সকল সৃষ্টি কবিযাছেন।

তৎ-অভিধানাৎ এব তু তৎ-লিঙ্গাৎ সঃ (২।৩।১৩)

(শব্দ) পূর্বে বলা হইযাছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে সন্দেহ হয়—আকাশ, বায়ু, প্রভৃতি কি নিজ হইতেই এই সকল বস্তু উৎপাদন করে? অথবা, ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতিরূপে অবস্থান কবিযা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি সৃষ্টি করেন? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতি-রূপে অবস্থান কবিযা বায়ু প্রভৃতি সৃষ্টি কবিযাছেন। “তৎ-অভিধানাৎ” অর্থাৎ ব্রহ্মেব সৎকল্প হইতেই এই সকল সৃষ্টি হয়। “৮২ লিঙ্গাৎ” সেই প্রকাব চিহ্ন বেদে দেখা যায়,—যথা বৃহদাবগ্যাকে “মঃ পৃথিব্যাং ভিষ্টন্ পৃথিব্যা অম্বতঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শবীব”, মঃ পৃথিবীন্ অম্ববো যমযতি” (৫।৭।৩), অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে থাকেন, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শবীব, যিনি অম্ববে থাকিয়া

পৃথিবীকে সংযত করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম বস্তুকে অবিচ্ছিন্ন হইয়াই অচেতন বস্তু প্রকৃতিযুক্ত হয়। তৈত্তিরীয়াশ্রুতি আছে, “সঃ অকাময়ত বহু জ্ঞাং প্রজায়েব” (২৩১), অর্থাৎ, তিনি বায়না কবিলেন, বহু হইব, জন্মগ্রহণ কবিব। “সং চ ত্যাং চ অভবৎ” অর্থাৎ (ব্রহ্মই) প্রত্যক্ষ (সং) এবং পর্বোক্ষ সকল প্রকার (অসং) বস্তুরূপে পবিণত হইলেন।

বামাহুজ এখানে মহৎ, অহঙ্কার, প্রকৃতির সৃষ্টি উপদেশ করিয়াছেন।

বিপর্যায়েন তু ক্রমঃ অতঃ উপপত্ততে (২৩১৪)

“বিপর্যায়েন তু ক্রমঃ” (ইহাব বিপরীত ক্রম) উপপত্ততে (ইহা উপপন্ন হয়)।

(শঙ্কর) যে ক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রমে প্রলয় হয়। প্রলয়ের উপক্রম হইলে পৃথিবী জলে পবিণত হয়, জল অগ্নিতে পবিণত হয়, অগ্নি বায়ুতে পবিণত হয়, বায়ু আকাশে পবিণত হয়, আকাশ ব্রহ্মে পবিণত হয়। “উপপত্ততে চ” যে ক্রমে সৃষ্টি হয়, তাহার বিপরীতক্রমে প্রলয় হয়, ইহাই নুক্তিযুক্ত। নৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, ঘট ভাঙ্গিলে নৃত্তিকায় পবিণত হয়।

বামাহুজ বলিয়াছেন “এতদ্বাৎ জায়’ত প্রাপ্যো মনঃ সবেন্দ্রিয়াণি চ” এখানে মনে হয় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের উপপত্তি কইয়াছে। তাহা হইলে পূর্বে যে সকল বস্তু হইয়াছে (আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি) সেই ক্রমেই বিপরীত হয়। কিন্তু যদি বস্তু যায় যে ব্রহ্মই প্রাণ, মন প্রকৃতিকণ ধারণ কবিতা অবস্থান করেন তাহা হইলে উভয় প্রকার সৃষ্টি প্রণালীর মধ্যে বিরোধ হয় না।

অস্তুবা বিজ্ঞানমনসী ব্রহ্মণ তল্লিঙ্গাৎ

ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ (২৩১৫)

“অস্ববা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ”—উৎপত্তিৰ যে ক্রম বলা হটল, তাহাব মধ্যে বুদ্ধি এবং মনৈৰ উৎপত্তি হয়, “ইতি চেৎ”—যদি ইহা বলা যায় “ন”—না, তাহা হয় না, “অবিশেষাৎ”—এইরূপ সিদ্ধান্ত কনবার কোনও কাৰণ নাই।

(শঙ্কৰ) পূৰ্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতৈৰ উৎপত্তি হয়। মনে হইতে পাবে যে, আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতৈৰ উৎপত্তিৰ পূৰ্বেই (ব্রহ্ম হইতেই) বুদ্ধি ও মনৈৰ উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। পঞ্চভূত হইতেই বুদ্ধি ও মনৈৰ উৎপত্তি হইয়াছে। কাৰণ ঋতি বলিয়াছেন—“অগ্নমযং হি সৌম্য মনঃ” হে সৌম্য, মন অগ্নিময, “আপোমযঃ প্রাণঃ” প্রাণ জলময “তেজোমযী বাক্” বাক্ অগ্নিময। সুতবাং পঞ্চভূতৈৰ উৎপত্তিৰ পৰে বুদ্ধি ও মনৈৰ উৎপত্তি হইয়াছে।

স্বামাছুজৈব মতে ব্রহ্ম (বা ব্রহ্মেন প্রকৃতি) হইতে মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহান্ হইতে অহঙ্কাৰ, তাহা হইতে পঞ্চভূতৈৰ উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন যে, বৰ্ত্তমান সূত্রে নিম্নলিখিত ক্রতিবাক্যেৰ অর্থ বিচাব কৰা হইয়াছে :

“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্কৈজ্জিয়াণি চ।

খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥”

(মুণ্ডক ২।১।৩)

অনুবাদ : এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই সব উৎপন্ন হইয়াছে।

মনে হইতে পাবে যে, এই বাক্যে ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুৰ উৎপত্তি উক্ত হয় নাই, কি ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই বলা

হইয়াছে। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। এখানে কি ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। সকল বস্তুই উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হইয়াছে, হহাই বলিবার উদ্দেশ্য; কাবণ, “এতদ্ব্যং জায়তে,” অর্থাৎ ইহা হইতে উৎপন্ন হয়, এই বাক্য “অবিশেষে” সকল বস্তুই সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

চবাচরব্যাপাশ্রয়ন্তু স্তাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাস্কঃ

তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (২।৩।১৬)

“তদ্ব্যপদেশঃ” জন্ম ও মরণের উল্লেখ “চবাচরব্যাপাশ্রয়ঃ তু স্তাৎ” স্থাবর ও গুরুত্ব দেখকে আশ্রয় কথিয়া বলা হইবে, “ভাস্কঃ” গৌণ, “তদ্ভাবভাবিত্বাৎ” দেহের প্রাকৃত্যের ও তিবোভাব হইলে জন্ম ও মরণ শব্দ প্রযুক্ত হয়।

অমুক ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যু হইলে এইরূপ উক্তি সাধাবণতঃ প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। দেহের সহিত জীবের সংযোগ হইলে বলা হয় যে, জীবের জন্ম হইল। বিয়োগ হইলে বলা হয় মৃত্যু হইল। জীবের বাস্তবিক জন্ম ও মৃত্যু হয় না, জন্ম ও মৃত্যু গৌণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

ন আত্মা অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎ চ তাত্ত্বাৎ (২।৩।১৭)

“ন আত্মা”—জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। “অশ্রুতেঃ”—শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হয় নাই। “তাত্ত্বাৎ”—ঐ ক্ষতিবাক্য হইতে, “নিত্যত্বাৎ চ”—জীবের নিত্যত্ব জানা যায়।

ঋতিতে কোনও কোনও বাব্য হইতে মনে হইতে, পাবে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা, “যথা প্রদীপ্তাঃ পাবকাঃ বিস্কুলিদ্ধাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সৰূপাঃ, তথা অক্ষবাঃ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্ন চৈবাপি বন্তি” (মুক্তক ২।১।১), অর্থাৎ, যেরূপ হুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানজাতীয় বিস্কুলিদ্ধ উৎপন্ন হয় সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় এবং অক্ষবেই তাহারা বিলীন হয়। এখানে সমানজাতীয় বস্তু উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, এ জন্ত মনে হইতে পারে যে, জীবের উৎপত্তি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই চৈতন্য আছে, এ জন্ত উভয়কে সমানজাতীয় বলা যায়। কিন্তু ঋতিতে বহু স্থলে যখন সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, তখন এই বাক্য হইতে অসম্মানেব সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না যে, জীবের উৎপত্তি আছে। স্মৃতিতে হইবে যে, এই বাক্যে “ভাব” শব্দে জীবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, অল্প পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাদেব সহিত ব্রহ্মেব কোনও সাদৃশ্য আছে বলিয়া “সরূপা” বলা চইয়াছে। সাদৃশ্য এইরূপ,—ব্রহ্মেব সত্তা আছে, এই সকল পদার্থেও সত্তা আছে। নিম্নোক্ত ঋতিবাক্যগুলিতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই : ন জীবো জ্মিয়তে (ছান্দোগ্য ৬।১) জীবের নৃত্য নাই ; ন জায়তে জ্মিয়তে বা বিপশ্চিৎ (কঠ ২।২৮) বিঘানের ভিন্ন ও নৃত্য নাই ; অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুৰাণঃ (কঠ ২।২৮) জীবের ভিন্ন নাই, জীব নিত্য ও চিরস্থায়ী। প্রশ্ন হইতে পাবে, জীব যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হয়,

তাহা হইলে ব্রহ্মকে জানিলে সকল পদার্থ কিরূপে জানা হইবে ? ইহাও উত্তর এই যে (শব্দেব মতে), জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ।

; এই স্বয়ং বানাহুজ ভিন্ন প্রকারেব ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন । তাঁহাব মতে জীব ব্রহ্ম হইতে উপন্ন হয় না বটে, কিন্তু জীব ব্রহ্মেব বিকাশ । প্রলয়েব সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে এবং জীব প্রফেব সহিত এক হইয়া থাকে । প্রত্যেক জীবের একটা বিশিষ্ট নাম ও রূপ আছে সেই নাম এবং রূপের দ্বারা প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে নির্দেশ করা যায় । কিন্তু প্রলয়েব সময় নাম ও রূপ ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ কৰিবাব কোনও কারণ থাকে না । এ জন্য শ্রুতি বলেন যে, প্রলয়েব সময় জীব ব্রহ্মেব সহিত এক হইয়া থাকে । স্বষ্টিব সময় জীবের জ্ঞান-বিকাশ হয়,—কৰ্মফল ভোগ কৰিবাব জ্ঞান যতটুকু জ্ঞানেব বিকাশ প্রয়োজন ততটুকু বিকাশ হয় । এই ভাবে জীবকে ব্রহ্মেব বিকাশ বলা যায়, এবং এ জ্ঞান ইহাও বলা যায় যে, ব্রহ্মকে জানিলে সবই জানা যায়, "সৰ্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি" । জীব ও জগৎ ব্রহ্মেব শব্দেব, ব্রহ্ম তাহাদেব আয়া । অচেতন জগতেব বিকাশ এবং সচেতন জীবের বিকাশ, উভয়েব মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে । প্রলয়েব সময় আকাশ প্রভৃতি অচেতন পদার্থ একেবারেই থাকে না, স্বষ্টিব সময় সেই সকল পদার্থেব আবিৰ্ভাব হয় । কিন্তু জীবের সেরূপ উৎপত্তি হয় না । প্রলয়েব সময় জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে, স্বষ্টিব সময় সেই জ্ঞান কিছু প্রকাশ, এই পর্য্যন্ত । জগৎ— অচেতন এবং ভোগ্য ; জীব—চেতন এবং (স্বয়ং-স্বার্থেব) ভোক্তা ;

ব্রহ্ম—চেতন, কিন্তু সুখ-দুঃখভোক্তা নহেন, তিনি জীব ও জগত্তেব নিযুক্ত। তাঁহার স্বরূপে কখনও পদবর্তন হয় না। কিন্তু তাঁহার শরীর (জীব ও জগৎ) সৃষ্টির সময় একরূপ অবস্থায় থাকে, প্রলয়েব সময় তাহার অবস্থা ভিন্ন হয়। প্রলয়েব সময় জীব ও জগৎ সূক্ষ্মদশা প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে না, এ ক্ষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিবার যোগ্যতা থাকে না। সৃষ্টির সময় জীব ও জগৎ সূক্ষ্মদশা প্রাপ্ত হয়, নাম ও রূপ থাকে তখন তাহাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ইহাই বিশিষ্টাভৈতবাদেব সিদ্ধান্ত।

জঃ অন্তএব (২।৩।১৮)

(শব্দবতাস্ত) জঃ (জীবাত্মা নিত্য চৈতন্ত্যস্বরূপ), অন্তএব (এই কাৰণেই)।

(শব্দ) বৈশেষিক মতে জীবাত্মাব কখনও চৈতন্ত্য থাকে, আবার কখনও চৈতন্ত্য থাকে না। সাংখ্যমতে জীবাত্মাব (পুরুষের) সৰ্বদাই চৈতন্ত্য থাকে। কোন্ মত যথার্থ? সাংখ্যের মতই যথার্থ। জীবাত্মাব সৰ্বদাই চৈতন্ত্য থাকে,—ইহা চৈতন্ত্যস্বরূপ। কাংগ, ব্রহ্মই দেহেব মধ্যে জীবভাবে প্রবেশ করেন এবং চৈতন্ত্য হইতেছে ব্রহ্মেব স্বরূপ। চৈতন্ত্য যে ব্রহ্মেব স্বরূপ, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতি বাক্যে উক্ত হইবাছে :

বিজ্ঞানন্ আনন্দং ব্রহ্ম (বৃহদাবগ্যক ৩।৩।২৮), অর্থাৎ, ব্রহ্ম চৈতন্ত্যস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম (তৈ: ২।১।১)

অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত ।

“অনন্তবঃ অবায়ঃ স্বংস্র প্রজ্ঞানঘন এব” (বৃ ৪।৫।১৩), অর্থাৎ, ব্রহ্মের অনন্ত বাহির ভেদ নাই, তিনি কেবল চৈতন্ত্যরূপ ।

জীবাত্মা সঘন্থে ক্রটিতে উক্ত হইয়াছে, “অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতিঃ ভবতি” (বৃহদারণ্যক ৪।৩।২), অর্থাৎ, জীব নিজ নিজ জ্যোতিতেই (চৈতন্ত্যেই) প্রকাশ পায় । “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-বিপবিলোপা বিদ্যাতে” (৪।৩।৫০), অর্থাৎ, জ্ঞাতা জীবের জ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না ।

আপত্তি হইতে পাখে ডে, জীবের জ্ঞানই স্বরূপ, ইহা কিরূপে বলা যায় ? কারণ, কোনও ব্যক্তির নিকটে পুন্শ আনিবার পৰ তাহার অগন্ধের জ্ঞান হয়, পূর্বে সে জ্ঞান থাকে না । ইতার উত্তর এই যে, সাধারণভাবে জ্ঞান পূর্বেও ছিল, একটি বিশেষ জ্ঞান পুন্শটি নিকটে আনিলে উৎপন্ন হয় । অধুণের সময় বিষয়ের অভাব হেতু ধাত্ত অবস্থার জ্ঞান বিশেষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু সাধারণ রূপের জ্ঞান তখনও থাকে । এ বিষয়ে ক্রটি বলিয়াছেন—“যৎ বৈ তৎ ন পশ্যতি পশন্তু বৈ ন পশ্যতি, ন হি ব্রহ্মঃ দৃষ্টে: বিপবিলোপা: বিদ্যাতে, অবিনাশিত্বং, ন তু তৎ দ্বিতীয়ং অস্তি তত: অন্তঃ বিভক্তং যৎ পশ্যৎ” (বৃহ ৪।৩।২০), অর্থাৎ “অধুণের সময় জীব কে

দেখিতে পাষ না, তখন দেখিয়াও দেখে না। কাবল, স্রষ্টাব দৃষ্টির বিলোপ হয় না। দৃষ্টি (জ্ঞান) অবিনাশী। তখন তাহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না—যাহা দেখিতে পাইবে।” সুতবাং যখন স্নানে হয় চৈতন্য নাই, তখন বিষয়েব অভাব হেতু সেইরূপ বোধ হয়, চৈতন্তের অভাব হেতু সেরূপ বোধ হয় না।

রাধামুগ্ধভাষ্য : বৈশেষিক বলেন যে, জীবাত্মার চৈতন্য কখনও থাকে, কখনও থাকে না। সাংখ্য বলেন যে, চৈতন্য বা কেবলমাত্র জ্ঞানই জীবের স্বরূপ। সংশয় হইতেছে, ইহাষেব মত কি সত্য ? না। ইহাষেব কাহাবও মত সত্য নহে। জীবের স্বরূপ “জ্ঞ” অর্থাৎ জ্ঞাতা। জীব আগন্তুক চৈতন্তবৃদ্ধ বস্ত্র নহে; প্রত্যুত নির্বিশেষে জ্ঞান বা চৈতন্তই জীবের স্বরূপ নহে। জ্ঞাত্বই জীবের স্বরূপ। “অতএব” অর্থাৎ শ্রুতি হইতেই ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—“অথ যো বেদ ইদং জিহ্বাণি ইতি ন আত্মা,” অর্থাৎ, “যিনি জানেন, ইহা আত্মাণ কবিত্তেহি, তিনিই আত্মা।” “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” [ছান্দোগ্য উপনিষদ (৮।৭।১)] মুক্ত জীব যাহা ইচ্ছা কবেন, যাহা কল্পনা কবেন, তাহাই সত্য। “বিজ্ঞাতাবম্ অবৈ কেন বিজ্ঞানীষাৎ” (বৃহঃ ৬।৫।১৫) অর্থাৎ যে জীব বিজ্ঞাতা, তাহাকে কাহাব সাহায্যে জানিতে পাবিবে ? “এষ হি স্রষ্টা শ্রোতা স্রাতা বসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” (শ্রল্লোপনিষদ ৪।২), অর্থাৎ এই জীব স্রষ্টা, শ্রোতা, স্রাতা, বসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা ও বিজ্ঞানাত্মা। যে সকল স্থানে

জ্ঞানকে জীবাশ্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সদল
স্থানের উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞান জীবাশ্মার অসাধারণ গুণ।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ (১০।১৯)

জীবাশ্মার পরিমাণ কিরূপ? উহা অনন্ত (infinite) পৰিচ্ছিন্ন, (finite), অথবা অণু (infinitesimal)? বেদে
জীবের 'উৎক্রান্তি' 'গতি' এবং 'আগতি' শোনা যায়। "উৎক্রান্তি"
যথা—"স যদা অশ্বাৎ শবীষাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্কৈঃ
উৎক্রামতি" (কৌষিভকী ৩।৪), অর্থাৎ, সে (জীব) যখন দেহত্যাগ
করিয়া গমন করে তখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রকৃতির সহিতই গমন করে।
"গতি" যথা, "যে বৈ কে চ অশ্বাৎ লোকাৎ প্রবন্তি চক্ষমসম্ এব তে
সর্কৈ গচ্ছন্তি" (কৌষিভকী ১।২), অর্থাৎ, যাহারা এই পৃথিবী
হইতে গমন করে, তাহারা সকলে চক্ষলোকেই গমন করে।
"আগতি" অর্থাৎ আগমন যথা—"তশ্বাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অশ্বৈ
লোকায কৰ্ম্মণে" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬), অর্থাৎ পরলোকে হইতে
পুনরায় এই পৃথিবীতে কৰ্ম্ম ববিবাব স্বস্ত আসে। জীবের যখন
উৎক্রান্তি গতি ও আগতির কথা বলা হইয়াছে তখন বুদ্ধিতে
হইবে যে জীব অনন্ত নহে। কারণ যাহা অনন্ত তাহাব
উৎক্রামণ, গতি ও আগতি হইতে পারে না। সুতরাং জীব হয় পৰিচ্ছিন্ন
(finite) অথবা অণুপরিমাণ। জীব পৰিচ্ছিন্ন হইলে দোহেব
পরিমাণ হইত, কিন্তু জৈনমত-আলোচনা করিবার সময় দেখান

হইয়াছে যে, জীবের পরিমাণ বেহের সমান একরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব জীব অণুপরিমাণ ইহাই সিদ্ধান্ত।

স্বাক্ষর চ উত্তরযোঃ (২৩।২০)

জীবের উৎক্রান্তি গতি এবং আগতির কথা বেদে পাওয়া যায়। উৎক্রান্তিবাচক শ্রুতি মুখ্যভাবে গ্রহণ না করিয়া গৌণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব। কোনও গ্রামের স্বামীর যদি স্বামিত্ব চলিয়া যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তি কোথাও না যাইলেও কবির ভাষায় বলা হইতে পারে “গ্রামস্বামী চলিয়া গেলেন।” কিন্তু “উত্তরযোঃ” অর্থাৎ পূর্ববর্তী ছুইটি ব্যাপার গতি এবং আগতিবাচক শ্রুতিব্যক্তি গৌণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নহে; ‘স্বাক্ষর’ অর্থাৎ জীবাত্মা সত্য সত্যই গমনাগমন না করিলে এই শ্রুতিব্যক্তিগুলি সার্থক হয় না। সুতরাং জীবের অবশ্যই গমনাগমন হয়। অতএব জীব নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ হইবে।

ন অণুঃ অভ্যাক্রতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারঃ (২৩।২১)

ন অণুঃ (আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারে না) অভ্যাক্রতেঃ (আত্মা অণু নহে, বৃহৎ, এইরূপ শ্রুতিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়) ইতি চেৎ (কেহ যদি ইহা বলেন) ন। (না ইতরাধিকারঃ যেখানে আত্মাকে বৃহৎ বলা হইয়াছে সেখানে অন্য আত্মা অর্থাৎ

পবনাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে জীবাত্তাকে নহে) । বৃহদাবগ্যক উপনিষদে আছে, “স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অযন্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” (৪।৪।২২) অর্থাৎ “প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা আছে, তিনি মহান্ এবং চন্দ্রবহিত” । “আকাশবৎ সর্কগতঃ চ নিত্যঃ” অর্থাৎ আত্মা আকাশের ন্যায় সর্কগত এবং নিত্য । “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম” অর্থাৎ আত্মা সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত । এই সকল স্থানে পবনাত্মা বা ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । “প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়” এখানে জীবাত্তাকে লক্ষ্য করা হইতেছে সত্য, কিন্তু বাসদেবের যে রূপ ব্রহ্মদর্শন হইয়াছিল, সেইরূপ জীবাত্তাকে ব্রহ্ম বলিয়া অসুভব হইয়াছিল ।

বাসানুজের মতে “প্রাণের মধ্যে যে বিজ্ঞানময় আত্মা” এই মর্শের যে প্রতিবাক্য উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, এই প্রতিবাক্যে পবনাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । “যোহবৎ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” (বৃঃ ৪।৩।৭) এই বলিয়া এখানে জীবাত্তার প্রত্যাব আবৃত্ত করা হইয়াছে সত্য । কিন্তু মধ্যস্থলে “সত্ত্ব অহবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধঃ আত্মা” (বৃঃ ৪।৪।১৩) অর্থাৎ প্রতিবুদ্ধ আত্মা,—নিত্যবোধসম্পন্ন আত্মা (পবনাত্মা) বাস্তব অহবিত্ত (অর্থাৎ জ্ঞাত) হইয়াছে, এই বলিয়া মধ্যস্থলে পবনাত্মার প্রসঙ্গ উপাধন করা হইয়াছে, তাহার পর বলা হইয়াছে, “স বা এষ মহান্ অজঃ আত্মা” (বৃঃ ৪।৪।২৫) অর্থাৎ সেই আত্মা মহান্ এবং চন্দ্রবহিত । সুতরাং যেখানে মহান্ আত্মা বলা হইয়াছে, সেখানে পবনাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । জীবাত্তাকে লক্ষ্য করা হয় নাই ।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ (২।৩।২২)

জীবাত্মা মে অগ্নু, তাহা “স্বশব্দে” অর্থাৎ বেদে উক্ত হইয়াছে,
 “এষ অগ্নুঃ আত্মা চেতসা যেদিতব্যঃ যন্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ”
 (বৃহত ৩।১।২)।

অর্থাৎ এই অগ্নুপরিমাণ আত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে,
 যে আত্মাতে প্রাণবায়ু পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া সংবিষ্ট হইয়াছে।
 “উন্মান” অর্থাৎ জীবাত্মার যে মাপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও জীব
 যে অগ্নুপরিমাণ, তাহা বুঝিতে পারা যায়, যথা :

“বাল্যপ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” (খেতাশ্বতর ৫।২)

অনুবাদ : কেশ্যপ্র শতভাগে ভাগ কবিয়া, তাহার প্রত্যেক ভাগ
 আবার শতভাগে বিভাগ কবিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই জীবের
 পরিমাণ বলিয়া জানিবে।

অবিবোধঃ চন্দনবৎ (২।৩।২২)

আপত্তি হইতে পূর্বে যে আত্মা যদি অগ্নুপরিমাণ হয়, তাহা
 হইলে সকল দেহ ব্যাপ্ত কবিয়া কিরূপে অহুত্ব হইবে ? “অবিবোধঃ”
 আত্মার অগ্নুপরিমাণ এবং সকলদেহগত অহুত্ব উভয়ের মধ্যে
 বিবোধ নাই। “চন্দনবৎ” যেমন এক বিন্দু হবিচন্দন দেখেব এক

স্থানে লয় হইলে সকল দেখে তৃপ্তিব অনুভব হয়। আত্মার সহিত
অন্যের সংস্পর্শ আছে এবং তৎ সকল দেখে ব্যাপ্ত কবে, এ জন্য সকল
দেখে অনুভব হয়।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ন অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি

(২।৩।২৪)

আপত্তি হইতে পাবে, “অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ”—হবিচন্দনবিন্দু
দেখিব এক স্থানে অবস্থিত থাকে, আত্মা নেকরূপ দেখিব এক স্থানে
অবস্থিত নহে। “ইতি চেৎ ন”—এইরূপ আপত্তি কবিলে বলা
যায়—না, “অভ্যুপগমাৎ হৃদি হি” আত্মা হৃদয়ে অবস্থান কবে,
ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রয়োজনবশত আছে—“হৃদি হি এক
আত্মা” (৩।৬) অর্থাৎ এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান কবে। ছান্দোগ্য
উপনিষদে আছে—“স বা এষ আত্মা হৃদি” (৮।৩।৩) অর্থাৎ এই
আত্মা হৃদয়ে অবস্থান কবে।

গুণাৎ বালোকবৎ (২।৩।২৫)

পুনরায় আপত্তি হইতে পাবে যে, হবিচন্দনের স্বচ্ছ অংশগুলি
সকল দেখে পৰিব্যাপ্ত হইয়া আলোদ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আত্মার তা
কোনও স্ফুল্ল অংশ নাই। ইহাও উত্তর এই যে, “গুণাৎ বা” আত্মার গুণ,
চৈতন্য, সকল দেখে ব্যাপ্ত থাকে, এজন্য আত্মা সকল দেখে স্বৰ্ণ-হংস অনুভব

করে। “আলোকবৎ” যেমন প্রদীপেব আলোক গৃহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া সকল স্থান আলোকিত কবে, সেইরূপ।

রামানুজভাষ্য : আল্লা জ্ঞাতা, তাহার গুণ জ্ঞান। এই গুণ সকল দেখ ব্যাণ্ড করে। আত্মার সহিত প্রদীপেব তুলনা হইয়াছে। জ্ঞানেব সহিত আলোকেব তুলনা হইয়াছে।

ব্যতিবেকো গন্ধবৎ (২।৩।২৬)

আপত্তি হইতে পাবে যে, গুণকে আশ্রয় না কবিয়া গুণ থাকিতে পারে না। যথা বস্ত্ৰেব গুণ—স্বেতবর্ণ, বস্ত্ৰকে আশ্রয় কবিয়া থাকে, যে স্থানে বস্ত্র নাই, সে স্থলে স্বেতবর্ণেব অনুভব হইতে পাবে না। অতএব যে স্থলে আল্লা নাই, সে স্থলে আত্মাব গুণ—চৈতন্য বা জ্ঞানেব অনুভব হইতে পাবে না। আল্লা যখন সকল দেখ ব্যাণ্ড কবিয়া অবস্থিত নহে, তখন সকল দেখে জ্ঞানেব উপলব্ধি হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাব উত্তর এই যে “ব্যতিবেকঃ” —যে স্থলে গুণী থাকে না, সে স্থলেও গুণ থাকিতে পাবে। “গন্ধবৎ”—যে স্থলে পুষ্প নাই, সে স্থলেও গন্ধেব অনুভব হইয়া থাকে।

তথা চ দর্শয়তি (২।৩।২৭)

‘ “শ্রুতিভেদে ইহা দেখান হইয়াছে”। কৃতি বলিয়াছেন যে আত্মা অণু-পরিমাণ এবং হৃদয়েই তাহার আশ্রয়। তাহার পর

বলিয়াছেন যে, আত্মাৰ গুণ—চৈতন্ত—সমস্ত শবীৰ ব্যাপ্ত কৰিয়া থাকে :

“আলোমত্য আনবাত্ৰৈভ্যঃ” (ছান্দোগ্য ৮।৮।১)—লোম এবং নম পর্য্যন্ত ।

বামাহুজ পূৰ্বেৰ দুইটি শ্লোক একত্ৰ কৰিবা একটি মাত্ৰ শ্লোক কৰিয়া লইয়াছেন, “ব্যতিবেকো গন্ধবৎ তথা চ দৰ্শযতি” এবং ইহাৰ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন, “যেৰূপ পৃথিবীৰ গুণ,—গন্ধ,—পৃথিবী ব্যতিবিক্ত অন্তৰ্ভুক্ত অহুভব হয়, সেইৰূপ জ্ঞাতৃস্বৰূপ আত্মাৰ গুণ—জ্ঞান—আত্মাব্যতিবিক্ত অন্তৰ্ভুক্ত (সকল মেহে) উপলব্ধি হয়। “তথা চ দৰ্শযতি” অৰ্থাৎ স্পৃশি ইহা দেখাইয়াছেন। কানন, স্পৃশি বলিয়াছেন, “জানাতি এক অয়ং পুরুষঃ” অৰ্থাৎ এই পুরুষ জানে। স্মৃতবাং পুরুষ এবং জ্ঞান এক বস্তু নহে। জ্ঞান পুরুষেৰ গুণ।

পৃথক্ উপদেশাৎ (২।৩।২৮)

আত্মা এবং জ্ঞানেৰ পৃথক উপদেশ আছে, অভাব বৃদ্ধিতে হইবে আত্মাৰ গুণ—চৈতন্ত—স্বাৰা শবীৰ ব্যাপ্ত হয়। কোষিতকী উপনিষদে আছে,, “ব্রহ্মজ্ঞা শবীৰং সমাক্ষয়” (৩৬) অৰ্থাৎ জীবাশ্মা ব্রহ্মজ্ঞা বা জ্ঞানেৰ স্বাৰা শবীৰে সমাক্ষয় আনোহন কৰে, অথবা অধিষ্ঠিত হয়। এখানে জীবাশ্মা কৰ্তা, জ্ঞান কৰণ, স্মৃতবাং উভয়ে বিভিন্ন।

তদগুণসাবহাৎ তু তদব্যপদেশঃ প্রাক্কবৎ (২।৩।২৯)

শব্দবল্যন্ত : পূৰ্বে যে বলা হইয়াছে, জীব অণুপৰিমাণ, তাহা

যথার্থ নহে। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্মের যাহা পরিমাণ, জীবেরও তাহা পরিমাণ। ব্রহ্ম অনন্ত, অতএব জীবও অনন্ত। ব্রহ্ম বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব বলিয়া বোধ হয়। “তদুপসামান্যং তু তদ্ব্যবপদেশঃ”—“তদুপসামান্য” অর্থাৎ সেই বুদ্ধি যেরূপ সফল গুণ (যথা ইচ্ছা, ঘেষ, স্পর্শ, শ্রুতি ইত্যাদি), ব্রহ্ম বা আত্মা সমান হইলে বুদ্ধির এই গুণগুলি সাব বলিয়া বোধ হয়, এই জন্য “তদ্ব্যবপদেশঃ”—“তৎ” অর্থাৎ সেই বুদ্ধির পরিমাণ অনুসারে, আত্মার পরিমাণ “ব্যবপদেশঃ” অর্থাৎ উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐতিহ্যে বর্ণিত আছে, “বাসাগ্রন্থতত্ত্বাগত শতধাকল্পিতস্ত চ, ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় বল্লভে” (শ্বেতাশ্বতর ৫।৩)। অর্থাৎ “কেশব অগ্রভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, আবার সেই একটি ভাগ যদি শতভাগে ভাগ করা হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ হয়, তাহাই জীবের পরিমাণ, কিন্তু যোগ্যলাভ করিলে তাহাই অনন্ত হইয়া যায়।” যাহা প্রকৃতই অণুপরিমাণ, তাহা কখনও অনন্ত হইতে পারে না। জীবের প্রকৃত পরিমাণ অনন্ত। বুদ্ধিরূপ উপাধির পরিমাণ অনুসারে তাহাকে অণুপরিমাণ বলা হইতেছে। সেইরূপ যুক্ত উপনিষদে যে আছে “এষ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।” (৩।১।৯) অণুপরিমাণ এই জীবাত্মাকে চিত্ত দ্বারা জানিতে হইবে—ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, জীবের পরিমাণ অণু। জীবাত্মাকে উপলব্ধি করা দ্বারা বলিয়া অণু বলা হইয়াছে, অথবা বুদ্ধিরূপ উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া অণু বলা হইয়াছে। পূর্বস্থলে যে ঐতিহ্য উদ্ধৃত হইয়াছে

“প্রজ্ঞয়া শবীরং সমাক্রম্য,” তাহার অর্থ বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারা বুদ্ধি উপাধিযুক্ত আত্মা (অর্থাৎ জীব) শবীরে অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। যেখানে জীবের গতি উক্ত হইয়াছে সেখানেও বুদ্ধিরূপ উপাধিকে অবলম্বন অবিরা বলা হইয়াছে। “প্রাজ্ঞবৎ” যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মাকে কোন কোনও স্থলে অনু বলা হইয়াছে। যথা “অগ্নীমানু দ্বীকৈর্বা যবাদ্ বা” (ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩) অর্থাৎ, (ব্রহ্ম) দ্বীহি এবং যব অপেক্ষাও অনু। উপাসনার জন্য উপাধির গুণ অনুসারে পরমাত্মাকে এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। সেইরূপ পরমাত্মাকে উপাধির গুণ অনুসারে বলা হইয়াছে “ননোময়ঃ প্রাণশবীরঃ,” তিনি ননোময়, প্রাণই তাহার শবীর।

রামানুজভাষ্য : “তদুত্তপসাবদ্ব্যং,” এখানে ‘তৎ’ শব্দের অর্থ জীব। জীবের সাধ (শ্রেষ্ঠ) গুণ হইতেছে জ্ঞান। এজন্য কোনও কোনও স্থলে জীবকে জ্ঞান বা বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। যথা ‘বিজ্ঞানং যজ্ঞং তদ্বতে’ অর্থাৎ জীব যজ্ঞ কৰে। “প্রাজ্ঞবৎ” প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ গুণ আনন্দ, এ জন্ত কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মাকে আনন্দ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা “আনন্দো ব্রহ্ম ইতি বাচ্ছানাৎ” বৈঃ উঃ ৩।৬ অর্থাৎ ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিল। আবার কোনও কোনও স্থলে পরমাত্মাকে জ্ঞান শব্দের দ্বারাও নির্দেশ করা হইয়াছে যথা “গত্যঃ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম”, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ এবং আনন্দ-

স্বরূপ। এই সকল প্রতিবাদ্য হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানও ব্রহ্মের সারভূত ঙ্গ।

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ ন দোষঃ তদ্বর্শনাৎ (২।৩।৩০)

শব্দবভাষ্যঃ যদি ব্রহ্ম এবং বুদ্ধির সংযোগেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে উভ্যেব বিয়োগ হইলে জীব বিরূপে থাকিতে পাবিবে? ইহাব উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে, “ন দোষঃ”, এই দোষ নাই, “যাবদাত্মভাবিত্বাৎ”—যতদূর জীব থাকে ততদূর (ব্রহ্ম ও বুদ্ধি) সংযোগ থাকে। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া যায়, জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন জীবই ব্রহ্ম হইয়া যায়, জীব আর থাকে না। “তদ্বর্শনাৎ”—যেখানে শব্দ তাহা দেখাইয়াছে। “দোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেহু হৃদয়ঃ জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুলকবতি ধ্যায়তি ইব লেলাযতি ইব” অর্থাৎ প্রাণ এবং হৃদয়েব মধ্যে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ দেখা যায়, সে সমানভাবে ইহলোক এবং পরলোকে সঞ্চরণ করে, তখন মনে হয় যেন ধ্যান করিতেছে, চলিতেছে। বুদ্ধি যখন ধ্যান করে, তখন মনে হয় যে জীব ধ্যান করিতেছে। বুদ্ধি যখন চলে, তখন মনে হয় যে জীব চলিতেছে।

বামানুজভাষ্যঃ—“যাবদাত্মভাবিত্বাৎ” অর্থাৎ, যতদূর আত্মা (জীব) থাকে, ততদূর জ্ঞানও থাকে। “ন দোষঃ”, জ্ঞানশব্দ দ্বারা আত্মাকে নির্দেশ করা দোষ হয় নাই। “তদ্বর্শনাৎ”, দেখা যায় যে, অনেক

সময় যতক্ষণও গো শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, কাবণ' যও যতক্ষণ থাকে, গোত্রও ততক্ষণ থাকে।

পুংস্তাদিবং তু অস্ত্র মতোহভিব্যক্তির্যোগাৎ (২১৩৩১)

শব্দবভাষ্য : পূর্বের বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধির সহিত সঙ্কল্প থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, অসুস্থির সময় বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে না, সকলই প্রাণে বিনীন হইয়া যায়? তাহান উত্তরে এই শ্রুতি বলা হইয়াছে—“পুংস্তাদিবং”—বালকের পুংষ থাকিলেও যেনন অভিব্যক্তি হয় না, যৌবনে অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ অসুস্থির সময় বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না, পুনরায় জাগ্রত হইলে তাহাব অভিব্যক্তি হয়।

বানাহুজভাষ্য : পূর্বের শ্রুতি বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ জীব থাকে, ততক্ষণ জ্ঞানও থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে অসুস্থির সময় জ্ঞান থাকে কিনা। এই শ্রুতি সেই সন্দেহ নিবৃত্ত হইতেছে,— বাল্যকালে যেক্রপ পুংষের (শুক্র) অস্তিত্ব থাকিলেও উপলব্ধি হয় না, যৌবনে উপলব্ধি হয়, সেইরূপ অসুস্থির সময় জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না (কিন্তু জ্ঞান থাকে), জাগ্রত হইলে উপলব্ধি হয়। মুক্ত অবস্থাতেও জ্ঞান থাকে, কেবল দুঃসংসার অসুখাবী জন্মমরণাদি বোধ থাকে না।

নিত্যোপলব্ধি-অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ অন্ততরনিয়মো বা অন্তথা

(২১৩৩২)

শব্দরূপাঃ : অজ্ঞা। (বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে) নিত্যোপলব্ধি
 অহুপলব্ধি প্রসঙ্গঃ (সর্বদাই উপলব্ধি হইবে, অথবা সর্বদাই
 অহুপলব্ধি হইবে,—এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে) অন্ততঃনিয়মঃ বা
 (অথবা অন্ততঃ বস্তুব শক্তি প্রতিবন্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিতে
 হইবে)। আমবা কখনও একটি বস্তু উপলব্ধি করি, কখনও বা
 বস্তুটি সন্মুখে থাকিলে ও উপলব্ধি করি। আত্মা ইন্দ্রিয় এবং
 বিষয় (বাহ্যবস্তু) ব্যতীত অপর একটি বস্তু (বুদ্ধি বা মন) না
 স্বীকার করিলে ইহার কাবণ নির্দেশ করিতে পারা যায় না, কেন
 আমবা সন্মুখের বস্তু কখনও উপলব্ধি করি, কখনও উপলব্ধি করি না।
 আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, তাহা যদি
 উপলব্ধি পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে সর্বদাই উপলব্ধি হইত,
 যদি যথেষ্ট না হইত, তাহা হইলে কখনও বিষয় উপলব্ধি
 হইত না। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভিন্ন নিশ্চয় অপর একটি বস্তু
 আছে, ইহার নাম অন্তঃকরণ,—ইহাকেই বুদ্ধিভেদে অহুসাবে মন ও
 বুদ্ধি নাম দেওয়া হয়,—যখন সংশয়াক্রমক বুদ্ধি হয়, তখন ইহার নাম
 হয় মন, যখন নিশ্চয়াক্রমক বুদ্ধি থাকে, তখন ইহার নাম বুদ্ধি।
 যখন অন্তঃকরণ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আমবা বিষয়
 উপলব্ধি করি, যখন বিষয়ের সহিত সংযোগ থাকে না, তখন আমবা
 বিষয় উপলব্ধি করি না। এ বিষয়ে স্রুতি বলিবাছেন—“অন্তঃকমনা
 অভুবং ন অর্শং অন্যত্রমনা অভুবং ন অশ্রৌষম্ মনসা হি এব পশ্যতি
 মনসা হি এব শৃণোতি” (বৃহদারণ্যক ১।৫।৩১)—অর্থাৎ, আমার মন
 অন্যত্র ছিল, এ মন্য দেখি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল, এজন্য

তিনি নাই, মনেব দ্বারা এই ধর্শন করে, মনেব দ্বারা এই প্রবণ করে।

বামানুজভাষ্য : যদি আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং বিত্ব (বগত) হয় তাহা হইলে এক ব্যক্তিব দ্বারা উপলব্ধি হইবে, সকল ব্যক্তিরও তাহা উপলব্ধি হইবে, কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিব আত্মা সকল ব্যক্তিব ইন্দ্রিয়ের সহিত সমানভাবে সংযুক্ত থাকিত। বিভিন্ন ব্যক্তির অদৃষ্টে বিভিন্ন বনিয়া উপলব্ধিও বিভিন্ন হয়,—এ প্রকারেও সমস্তার সমাধান হয় না, কারণ প্রত্যেক আত্মা যদি সর্বব্যাপক হয়, তাহা হইলে একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত একটি আত্মার সমস্ত স্থাপন করিবার কোনও হেতু থাকে না।

কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (২।৩।৩৩)

শঙ্করভাষ্য : “কর্তা,” জীবের কর্তৃত্ব আছে, “শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ” যেহেতু শাস্ত্রবাক্য অর্থবান হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন— “যজ্ঞেত” অর্থাৎ যজ্ঞ করিবে, “জুহুয়াৎ” অর্থাৎ আহুতি দিবে। যদি জীব কর্তা না হন, তাহা হইলে এই সকল শাস্ত্রবাক্য সার্থক হইবে না।

প্রবর্তনকে বুঝিই কর্তা। বুঝি আত্মার স্রষ্টা ঙ্গ। এমনকি আত্মাকে কর্তা বলা হয়।

বামানুজভাষ্য : কর্তৃত্ব আত্মারই ঙ্গ। ইহা যথার্থ নহে যে, কর্তৃত্ব বুঝিই ঙ্গ, ইহাকে আত্মার ঙ্গ বলিয়া লম্ব হয়। গীতায় বলা হইয়াছে বটে যে, প্রকৃতিই কর্তা, লম্ব হেতু আত্মাকে কর্তা

বলিয়া মনে হয়, * কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক কৰ্ম্ম কবিবাব সময় আত্মা সন্ত, বজঃ বা তমঃ গুণেব নিকট হইতে প্রেবণা লাভ কবে। “শান্ত্র” শব্দেব অর্থ “যাহা শাসন কবে”। যদি জীব কৰ্ত্তা না হইত, তাহা হইলে কিৰূপে শাসন কবা হইত ?

বিহারোপদেশাৎ (২।৩।৩৪)

জীব যে কৰ্ত্তা তাহাব আব একটি কাবণ এই যে, নিদ্রাব সময় জীব সেহেব মধ্যে “বিহার” বা ভ্রমণ কবে, ইহা শান্ত্রে “উপদেশ” দেওয়া হইয়াছে। বৃহদাবগ্যক উপনিষদে আছে, “যে শরীবে বধাক্রমং পবিবৰ্ত্ততে” (২।১।১৮) অৰ্থাৎ, নিজেব শরীবে যথেষ্টভাবে পবিবৰ্ত্তন কবে।

উপাদানাত্ (২।৩।৩৫)

জীব যে কৰ্ত্তা, তাহাব আব একটি কাবণ এই যে উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে জীব ইন্দ্রিয়গুলি “উপাদান” বা গ্রহণ কবে। যথা, “প্রাণান্ গ্রহীত্বা” (বৃহদাবগ্যক ২।১।১৮) অৰ্থাৎ, ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ কবিয়া।

ব্যপদেশাৎ ॥ ক্রিয়াযাং ন চেৎ নিৰ্দেশবিধ্যমঃ (২।৩।৩৬)

* প্রবৃত্তেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ বৰ্ণ্মাণি সৰ্গমঃ।

অহঙ্কাববিশৃচাত্মা কৰ্ত্তাহম্ ইতি মন্ততে ॥ গীতা ৩।২৭

“প্রকৃতিব গুণ দ্বারা বৰ্ম্ম অহুঠিত হয়। অহঙ্কাব হেতু যাহার জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, সে মনে কবে “আমিই কৰ্ত্তা”।”

“ক্রিয়াযাং” অৰ্থাৎ কৰ্ম্মে, “ব্যপদেশাৎ” কৰ্ত্তৃৰূপে উল্লেখ আছে (অন্তএব জীবই কৰ্ত্তা)। যথা “বিজ্ঞানঃ যজ্ঞঃ তম্বতে” (তৈত্তিরীয়,

উপনিষদ ১।৫।১) অর্থাৎ জীব যজ্ঞ কবে। আপত্তি হইতে পারে যে, এখানে “বিজ্ঞান” শব্দ জীবকে বুঝায় না, বুদ্ধিকে বুঝায়। তাহা হইতে পারে না। এখানে বিজ্ঞান শব্দ জীবকেই বোঝায়। “মতেৎ” যদি জীবকে না বুঝাইত, “নির্দেশবিপর্যায়ঃ” তাহা হইলে নির্দেশের বিপর্যয় হইত, অর্থাৎ বিজ্ঞান শব্দে যদি বুদ্ধিকে বুঝাইত, তাহা হইলে “বিজ্ঞানেন যজ্ঞঃ সমুত্তে” এইরূপ বলা হইত। “বুদ্ধি দ্বাৰা যজ্ঞ কবে” ইহা বলাই সমীচীন, “বুদ্ধি যজ্ঞ কবে” ইহা বলা সমীচীন নহে।

উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ (২।৩।৩৭)

শব্দভাণ্ড্য : আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি কর্তা হইত, তাহা হইলে সৰ্বদা নিজের হিতকর কার্য্য করিত, কিন্তু দেখা যায় যে, জীব কখনও কখনও নিজের অহিতকর কার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাব উত্তর এই যে—“উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ।” জীব উপলব্ধি বা জ্ঞানের কর্তা। তথাপি সৰ্বদা যে সুখকর জ্ঞান হয়, তাহা নহে, কখনও সুখকর, কখনও অসুখকর জ্ঞান হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, সৰ্বদাই সুখকর জ্ঞানই হইবে, (“অনিয়মঃ”)। সেরূপ এরূপ কোনও নিয়ম নাই যে জীব সৰ্বদা হিতকর কার্য্যই করিবে। প্রতিকূল বস্তু নিকটে থাকিলে অসুখকর জ্ঞান হয়। সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে (যথা, কুসঙ্গ) জীব অহিতকর কার্য্য করে। তথাপি জীবকে যেমন জ্ঞাতা বলা হয়, সেইরূপ জীবকে কর্তাও বলিতে হইবে।

বানামুজভাষ্য : যদি জীব কর্তা না হইয়া প্রকৃতিই কর্তা হইত, তাহা হইলে সকল কর্মের ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইত, কিন্তু দেখা যায় যে, জীব নিজের কর্মের ফলই ভোগ করে, অন্যের কর্মের ফল ভোগ করে না। প্রকৃতি এক। সকল জীবের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ সমান। প্রকৃতিই যদি সকল কর্মের কর্তা হয়, তাহা হইলে সকল কর্মের সহিত সকল জীবের সম্বন্ধ সমান হইত।

শক্তিবিপর্য্যায় (২।৩।৩৮)

শব্দবভাষ্য : যদি বুদ্ধি কর্তা হইত, জীব যদি কর্তা না হইত, তাহা হইলে শক্তিবিপর্য্যায় হইত, বুদ্ধির কবণশক্তি থাকিত না, কর্তৃশক্তি থাকিত। কিন্তু বুদ্ধির কবণশক্তি আছে, ইহা সুবিদিত।

বানামুজভাষ্য : যে কর্তা, সেই ভোক্তা হইবে, ইহা যুক্তি সঙ্গত। বুদ্ধি যদি কর্তা হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি ভোক্তা হইত, অর্থাৎ বুদ্ধির ভোক্তৃশক্তি থাকিত। ইহা শক্তিবিপর্য্যায়। কারণ ভোক্তৃশক্তি জীবেরই আছে। বস্তুতঃ ইহাই জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ। “গুরুত্বা অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ” (সাংখ্যসূত্রিকা ২৭) অর্থাৎ জীব আছে, কারণ, ভোক্তৃভাব আছে।

সমাধ্যভাবাৎ চ (২।৩।৩৯)

শব্দবভাষ্য : যদি জীব কর্তা না হইত, তাহা হইলে “সমাধি” হইতে পারিত না। কিন্তু উপনিষদে সমাধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

“আত্মা বা অরে জড়ব্যাঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (বৃহদারণ্যক ২।৪।৫) অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন কবিতো হইবে, শ্রবণ কবিতো হইবে, আত্মাতে সমাধি অবলম্বন কবিতো হইবে।

জ্ঞানাত্মজ্ঞাত্ব : “আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন” এইরূপ প্রত্যয়ই সমাধির অবলম্বন। বুদ্ধি প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং বুদ্ধির একটি প্রত্যয় হইতে পারে না যে, সে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সুতরাং বুদ্ধি সমাধি-ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে না। বুদ্ধি যদি সকল বর্ণের কর্তা হয়, তাহা হইলে সমাধি কাহাবও হইতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিকে সকল ক্রিয়ার কর্তা বলা যায় না।

যথা চ তথা উভযথা (২।৩।৪০)

তস্যার (সুদ্রধবেব) ন্যায়, উভয় প্রকাষেই (জীব অবস্থান কবে)।

শব্দবভাষ্য : জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি প্রকৃতি উপাধির সংসর্গে জীবের কর্তৃত্ব হয়। জীবের কর্তৃত্ব যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে জীবের কর্তৃত্ব কখনও অপগত হইত না—যেমন অগ্নির স্বাভাবিক উষ্ণতা কখনও অগ্নিকে ত্যাগ কবে না।। জীবের কর্তৃত্ব অপগত না হইলে জীবের মোক্ষ হইতে পারে না। সুদ্রধবের হস্তে যখন যন্ত্র থাকে, সে তখন কর্তা ও দ্বন্দ্বী হয়, সে যখন গৃহে কিংবা যন্ত্র ত্যাগ কবিয়া অবস্থান কবে, তখন স্তবী হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলের সংসর্গে আত্মা কর্তা ও দ্বন্দ্বী হয়, আবার ইন্দ্রিয়ের

সহিত সম্পর্ক ত্যাগ কবিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মা অকর্তা ও মুখী হয় ।

বামাহুজভাষ্য : শ্রুত্বদ যখন, ইচ্ছা হয় তখন কার্য কবে, যখন ইচ্ছা হয় না তখন করে না । যদি অচেতন বুদ্ধি কর্তা হইত, তাহ হইলে সর্বদাই কার্য্য কবিত । কারণ, বুদ্ধি অচেতন, তাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা হইতে পারে না ।

পৰা৭ তু তচ্ছ্রুতে: (২।৩।৪১)

পৰা৭ (পরমেশ্বর হইতে, জীবের কর্তৃত্ব হয়), তৎশ্রুতে: (কারণ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় জীব কার্য্য কবে, এইরূপ শ্রুতি আছে) ।

বেদ বলিয়াছেন—“এষ হি এব সাধু কৰ্ম্ম কাব্যতি তং বম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধু কৰ্ম্ম কাব্যতি তং বম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে” (কোষীতকি ৩৮) অর্থাৎ, ইনিই (ঈশ্বর) বাহ্যকে উপবে তুলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাব দ্বাৰা সাধু কৰ্ম্ম কবান, এবং বাহ্যকে নীচে নামাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাব দ্বাৰা অসাধু কৰ্ম্ম কবান । পুনশ্চ, “ব আত্মানম্ অন্তরো যনয়তি স তে আত্মা অন্তর্যামী অবৃতঃ” (বৃ: উ: শাখ্যন্দিন শাখা ৫।৭।২২) অর্থাৎ যিনি আত্মাব মধ্যে অবস্থান কবিয়া আত্মাকে সংযত করেন, তিনি তোমাব আত্মা, তিনি অন্তর্যামী ও অবৃত । গীতাতেও ভগবান্ এ ই কথা বলিয়াছেন :

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষু ন ভিত্তিঃ ।

তায়স্মৈ সর্বভূতানি যত্রাক্রান্তানি মায়ায়া ॥ গীতা ১৮।৬১

অনুবাদ : ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, এবং যত্রাক্রান্ত জীবসকলকে মায়া দ্বারা স্রবণ করান ।

কুংস্প্রপয়ত্বাপেক্ষতঃ বিহিতপ্রতিবিদ্ধ-অবৈষম্যাদিত্যঃ (২।৩।৪২)

“কুংস্প্রপয়ত্বাপেক্ষতঃ”—ঈশ্বর জীবের “হৃদয়ে” (মুদুর) “এবম্” (চেষ্ঠা) “অপেক্ষা” কবিতা (চেষ্ঠার অনুরূপ) জীবকে কর্তৃক করান । “বিহিতপ্রতিবিদ্ধ অবৈষম্যাদিত্যঃ”, শাস্ত্রে যে সকল কার্য “বিহিত” আছে, এবং যাহা “প্রতিবিদ্ধ” আছে, তাহারা বাহ্যতে ব্যর্থ না হয় (“অবৈষম্যঃ”) তজ্জন্ত একরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন । শাস্ত্রে আছে—“স্বর্গকামো যদ্বৈতঃ”, যিনি স্বর্গ-কামনা করেন, তিনি যজ্ঞ কবিবেন । যিনি স্বর্গ-কামনা কবিতা যজ্ঞ কবিবাব চেষ্ঠা করিবেন ঈশ্বর তাহাব দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করান, এবং যজ্ঞ করিবাব ফলে তিনি স্বর্গলাভ করেন, এই ভাবে শাস্ত্রবাক্য সার্থক হয় । জীবের চেষ্ঠা অনুসারে যদি ঈশ্বর তাহাব দ্বারা কার্য না করান, তাহা হইলে জীবের পুরুষকার ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না ।

ঈশ্বরের অন্তর্ধ্যামিত্য এবং সর্বশক্তিমত্তাব সঙ্গিত এইভাবে জীবের পুরুষকারের সামঞ্জস্য স্থাপন করা হইয়াছে ।

১. রাবানুজ্ঞাতাঃ : যাহাব মেরুপ বিষয়ে ঈশ্বর, ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপ বিষয়ে প্রবৃত্তিও অনুমতি প্রদান করেন, ঈশ্বরের অনুমতি

হইলে জীবের প্রবৃত্তি হয়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, “বন্তঃ সর্গঃ প্রবর্ততে” (১০।৮) অর্থাৎ আনিই সকলকে প্রবৃত্তি প্রদান করি; “নামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মান উপযাস্তি তে” (১০।১১), অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বুদ্ধির সহিত আমি তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া দিই (যাহাযা সৰ্বদা প্রীতিপূৰ্ব্বক আমাকে ভজনা করে)।

অংশো নানাব্যাপদেশাং অস্তথা চ অপি দাশকিতবাদিহম্

অধীযত একে (২।৩।৪৩)

অংশঃ (জীব ঈশ্বরের অংশ), নানাব্যাপদেশাং (কারণ, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে “নানা” অর্থাৎ প্রভেদের “ব্যপদেশ” অর্থাৎ উল্লেখ আছে), “অস্তথা চ অপি” প্রভেদ ভিন্ন অঙ্গরূপ, অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহাবও উল্লেখ আছে, দাশকিতাদিহম্ (দাশ অর্থাৎ কৈবর্ত, কিতব অর্থাৎ দূতকারী, ব্রহ্মকেই দাশ ও কিতব বলা হইয়াছে) ‘একে অধীযতে’ (এক শাখায় এইরূপ কথা আছে)।

যেহে কোনও স্থানে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের উল্লেখ আছে, আবার কোন স্থানে অভেদের উল্লেখ আছে। ভেদের উল্লেখ,— “সঃ অশ্বেষ্য. সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” অর্থাৎ তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) অন্বেষণ করা উচিত, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন (জীব) এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন (ব্রহ্ম) উভয়ে অবশ্য বিভিন্ন। সত্ত্বাৎ এখানে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ-

আছে, ইহাই বলা হইল। আবার অধরূপে ব্রহ্মসূক্তে আছে—“ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্ম এব ইমে কিতবঃ” ব্রহ্মই দাশ (কৈবর্ত), ব্রহ্মই দাস (ভূত্য), ব্রহ্মই এই সকল কিতব (শূৰ্ত্ত বা ছাত্তকীড়াদারী)। সকল মানবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যখন ভেদ আছে, অভেদও আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ। কাবণ, অংশ ও অঙ্গীত্ব মধ্যে ভেদও আছে, অভেদও আছে।

বামানুজভাষ্যঃ জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২, “অধিকং তু ভেদনির্দেশাতঃ”)। সেই সিদ্ধান্তই এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের সংঘর্ষ কিরূপ, এ বিষয়ে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত আছে। একটি মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান (দ্বৈতবাদ), আর এক মত এই যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অবিভা বা অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্ম নিজকে জীব বলিয়া ভ্রম করেন (অদ্বৈতবাদ)। আর একটি মত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ)। শেষের এই মতটিই যথার্থ। অন্ত মতগুলি যথার্থ নহে। কাবণ, ক্ষণতে কোনও স্থলে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে, আবার অন্য স্থলে বলা হইয়াছে যে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইলে এই দুই প্রকার ক্ষতিবাক্যই যথার্থ হয়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত। যাহারা বলেন, জীব ও ব্রহ্ম একান্ত ভিন্ন, তাহারা বলেন যে, যে ক্ষতিবাক্যে উভয়কে এক বলা হইয়াছে, তাহাও মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিয়া

গৌণ অৰ্থ গ্রহণ কৰিতে হইবে (অৰ্থাৎ ঐক্লপ স্ৰুতিবাক্যের অৰ্থ এই যে, জীব ব্রহ্মেণ জায় আনন্ময)। যাহারা বলেন যে, ব্রহ্ম অবিজ্ঞাহেতু নিজকে জীব মনে করেন, তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদবাচক স্ৰুতিবাক্য অবিজ্ঞাকল্পিত এবং লোক-প্রসিদ্ধ ভেদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ-সকল যত সন্দোষজনক নহে,—কারণ, সকল স্ৰুতিবাক্যের মৰ্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। কেবল বিশিষ্টাধৈতবাদে সকল স্ৰুতিবাক্যের মৰ্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে। উপাধি-সংযোগে বন্ধই জীব হন, এ যতও ঠিক নহে। জ্ঞানী এবং শক্তিমান কোনও ব্যক্তি গৃহ প্রভৃতি উপাধি সংযোগে জ্ঞানহীন ও শক্তিহীন হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম উপাধি-সংযোগে জীব হইতে পারেন না।

মন্তব্যৰ্ণাং ৬ (২।৩।৪৪)

শব্দবভাষ্য : বেদেব যত্রাংশ হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মেণ অংশ। পুরুষব্রহ্মে আছে :

‘পাদোহস্ত বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্তানুতং দিবি।’

অনুবাদ : সৰ্ব্বভূত ব্রহ্মেণ একটি পাদ বা অংশ, ইহাব আর তিন অংশ অনুতত্ত্বরূপ এবং স্বৰ্গলোকস্থিত। এখানে “বিধাভূতানি” এই শব্দে চবাচব বিশ্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যাহাব মধ্যে জীবই প্রধান।

রামানুজভাষ্য : “ভূতানি” এই বহুবচন হইতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মা বহুসংখ্যক। যদিও সকল আত্মাই জ্ঞানবরূপ অতএব

একরূপ, তথাপি বিভিন্ন আত্মার যে সকল বিভিন্ন আকাব আছে, তাহা আমন্ত্র ব্যক্তিগণ স্বীকৃতি পাবেন। জীবের সংখ্যা যে বহু, তাহা নিম্নেব প্রতিদাক্য হইতেও জানা যায় :

“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহুনাং যে।

বিদবাতি কামান্” । কঠ উঃ ২।২।১৩

অর্থাৎ বহু নিত্য ও চেতন জীবের মধ্যে এক নিত্য ও চেতন ব্রহ্ম আছেন। সেই এক ব্রহ্ম বহু জীবের কাম সম্পাদন করেন।

অপি চ স্মর্যতে (২।৩।১৫)

“স্মৃতিভেদে এ কথা বল্য হইয়াছে।” মহাত্মাবক্তের অন্তর্গত নীত্যা স্মৃতি আদ্যেব মধ্যে একটি প্রধান গ্রন্থ। তাহাতে ভগবান বলিয়াছেন।

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবত্বতঃ সনাতনঃ” অর্থাৎ, জীব সকল নিত্য এবং আমাব অংশ। যদিও জীব ব্রহ্মের অংশ তথাপি জীব ত্বত্ব এবং ব্রহ্ম স্বামী, ইহাতে কোনও দোষ হয় না।

প্রকাশাদিবং ন এক পদ্ব (২।৩।৪।৬)

শব্দবভাষ্য : আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয়, তাহা হইলে জীবের দুঃখ হইলে ব্রহ্মেরও দুঃখ হইবে, যেমন কোনও ব্যক্তির দেহের অংশ (হস্তপদাদি) আহত হইলে সেই

ব্যস্তি'ব কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় না। “ন এবং পরঃ”, জীব যেমন
 দুঃখী হয়, ত্রুণ সেরূপ হন না। “প্রকাশাদিবৎ”, সূর্য্যেব আলোতে
 অশূলি ধবিয়া সেই অশূলি ঝাঁকাইলে সূর্য্যেব আলোও বক্র বলিয়া
 মনে হয়, কিন্তু সে বক্রতা সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। সেইরূপ
 জীবের দুঃখ ত্রুণকে স্পর্শ করে না। ত্রুণ আনন্দরূপ। জীব
 নিজকে 'দেহ' বলিয়া ভ্রম করে বলিয়াই তাহার দুঃখ হয়, নচেৎ
 জীব যদি নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার
 দুঃখ হয় না; ত্রুণেব কখনও দেহায়াবোধরূপ ভ্রম হইতে পারে না।
 এজন্ত ত্রুণের দুঃখ হইতে পারে না।

বামাহুজতাচ্ছ : “ন এবং পরঃ” অর্থাৎ পরমায়া বা ত্রুণ এইরূপ
 (জীবের ভ্রায় দোষযুক্ত) নহে। “প্রকাশাদিবৎ”, সূর্য্যেব প্রকাশ
 যে তাবে সূর্য্যেব অংশ, দেহ যেরূপ মহত্ত্বের অংশ, বিশেষণ যেরূপ
 বিশেষ্যের অংশ জীবও সেইরূপ ত্রুণেব অংশ।

উপনিষদে বলা হইয়াছে “তৎ ত্বম্ অসি”—এখানে তৎ শব্দের
 অর্থ ত্রুণ, ত্বম্ শব্দেরও অর্থ ত্রুণ,—জীব যাহার শরীর। “অয়ম্
 আত্মা ত্রুণ” এখানেও অয়ম্ ও আত্মা এই দুইটি শব্দও জীবযুক্ত
 ত্রুণেই বুঝাইতেছে।

স্বাস্তি চ (২১০৪৭)

শঙ্করভাষ্য : স্মৃতিতেও ইহা বলা হইয়াছে। ব্যাসদেব তাঁহার
 প্রণাত এম্বে বলিয়াছেন,—

“ন লিপ্যতে কৰ্ম্মফলৈঃ পদ্বপত্রম্ ইবাস্তথা”

অনুবাদ : ব্রহ্ম কর্মকালে লিপ্ত হন না। পদ্মপত্র যেরূপ জলেন
স্বাভা লিপ্ত হয় না।

উপনিষদেও ইহা আছে :

“ভবোঃ অস্তঃ পিঙ্গলঃ স্বাস্থ্য অতি

অনয়ন অস্তঃ অভিতাকশীতি”

অনুবাদ : ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে একজন (জীব) পক্ষ
কর্মকালে ভ্রমণ করে। অন্য (ব্রহ্ম) ভ্রমণ করেন না, কেবল
দর্শন করেন।

ব্রাহ্মজ্ঞাতাঃ প্রভা এবং প্রভায়ুক্ত বস্তুব মধ্যে যে সম্বন্ধ,
জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ, ইহা স্বতিগ্রহে উক্ত
হইয়াছে :

“একদেশস্থিতত্বাৎসৌখ্যোৎস্না বিস্তারিতী যথা।

পবন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিতথেন্দু অধিলং জগৎ ॥” (বিষ্ণুপুৰাণ)

অনুবাদ : অগ্নি এর স্থানে অবস্থান করিলে তাঁহার জ্যোতি
যেরূপ চাট্টিদিকে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ নিখিল বিশ্ব পবন্তজ্ঞেবই
শক্তি। উপনিষদেও আছে—“যস্ত আত্মা শবীবঃ” অর্থাৎ আত্মা
(জীব) স্বাক্ষর (ব্রহ্মের) শবীব।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ (২।৩।৪৮)

শব্দভাষ্য : অনুজ্ঞা—যথা পত্র সংজ্ঞপূর্যৎ (যজ্ঞে পত্রব্যবহার)
পরিহার—যথা “মা হিংস্তাৎ সর্বা ভূতানি” (কোন প্রাণিকে বা

কবিবে না)। এই সকল বিধি-নিষেধ “দেহ সম্বন্ধাৎ,” দেহের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্যবহৃত হয়। “জ্যোতিবাদিবৎ,” জ্যোতি বা অগ্নি এর হইলেও যেকোন পবিত্র অগ্নি আহবণ করা হয়, শ্মশানের অগ্নি পবিত্রাণ করা হয়, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও বিভিন্ন দেহের সহিত সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধিনিষেধ সম্ভব হয়।

বামাহুতভাষ্য : যদিও সকল আত্মাই ত্রৈলোক্য অংশ এবং জ্ঞাতাস্বরূপ, তথাপি ব্রাহ্মণ-কতিয়-বৈশ্ব-শূল্যাদি পবিত্র ■ অপবিত্র দেহের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধগুলির সার্থকতা আছে। বাহ্যিক দেহ পবিত্র তাহাকে কোনও পবিত্র বার্য্য করিতে বলা হইয়াছে, আবাব বাহ্যিক দেহ অপবিত্র তাহাকে সেই কার্য্য কবিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

অসম্বৃত্তেষ্চ অব্যতিকবঃ (২।৩।৪২)

শঙ্করভাষ্য : অসম্বৃত্তেঃ (একটি জীবাত্মার বিভিন্ন দেহের সহিত সম্বন্ধিত বা সম্বন্ধ নাষ্ট বলিয়া), অব্যতিকবঃ (ব্যতিকর বা কর্তৃফলের বিশ্রণ) হব না—এক জ্ঞানের কর্তৃফল অপব্যক ভোগ কবিতে হয় না।

বামাহুতভাষ্য : অদ্বৈতমতে যখন আত্মা এক, তখন সেই আত্মাকে সকল কর্তৃফল ভোগ করিতে চাইবে। কিন্তু বিশিষ্টা দ্বৈতমতে যখন জীবাত্মা বহু ■ বিভিন্ন তখন প্রত্যেক জীব নিজ নিজ কর্তৃফল ভোগ করিবে,—কাহাকেও সকলের কর্তৃফল ভোগ কবিতে হইবে না।

আভাস এব চ (২।৩।৫০)

শঙ্করভাষ্য : জলে যেমন সূর্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব পতিত

হয়, সেরূপ অবিদ্যার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয়—তাহাই জীবাত্মা। একটি জলানুবে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কাঁপিলে, অপর জলানুবে প্রতিবিম্ব কাঁপে না। সেইরূপ একটি জীবাত্মা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিলে, অপর জীব সেই কর্ম্মফল ভোগ করে না।

বামাহুজভাষ্য : অবৈতবাধী বলেন, ব্রহ্মই কল্পিত উপাধিভেদে বিভিন্ন জীব বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু এই মত প্রকৃত যুক্তিসহ নহে, যুক্তির অভাৱ আছে। কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপই প্রকাশ, সেই প্রকাশ যদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের স্বরূপই বিনষ্ট হইবে।

অদৃষ্টানিঃশ্রমাৎ (১।৩।৭১)

পবপক্ষে অদৃষ্টের নিষেধের হেতু দেখা যাব না।

শঙ্করভাষ্য : সাংখ্যমতে জীবাত্মা বহু এবং সর্গব্যাপক। তাহা হইলে প্রত্যেক দেহের সহিত সকল আত্মা সমভাবে সংবন্ধ। অতএব প্রত্যেক দেহ পাপপুণ্য হেতু যে অদৃষ্ট অর্জন করে, সেই অদৃষ্ট সকল আত্মার সহিত সমান ভাবে সংবন্ধ হইবে। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন অদৃষ্ট থাকিবে, এরূপ কোন নিষয় পাওয়া যায় না। বৈশেষিক মতেও এই দোষ হয়।

বামাহুজ বলেন যে, এই সূত্রে অবৈতমতেসকট দোষ দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন জীবের অদৃষ্ট ভিন্ন বলিয়া ভোগ ভিন্ন হইবে, অবৈত মতে ইহা বস্যা যায় না। কারণ, সকল অদৃষ্টই একবার

আত্মাতে (ব্রহ্মেই) আশ্রিত,—সুতরাং সকল অশুষ্ট আত্মাব সহিত সমভাবে সংবদ্ধ থাকিবে।

অভিসন্ধাদিষু অপি চ এবং (২।৩।৫)

শঙ্কবভাষ্য : সাংখ্যমতে ইহা বলা যায় না যে, বিভিন্ন আত্মাব অভিসন্ধ্যা অর্থাৎ সঙ্কল্প বিভিন্ন স্বত্ববাং ভোগও বিভিন্ন। কাবণ সবল আত্মাই যখন সর্বব্যাপক, তখন প্রত্যেক সংবল্ল সকল আত্মাব সহিত সমানভাবে সংবদ্ধ থাকিবে।

রামানুজভাষ্য : অবৈত মতে আত্মা যখন এক, তখন প্রত্যেক সঙ্কল্পেব ফল সকল জীবকে ভোগ করিতে হইবে।

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ ন অন্তর্ভাবাৎ (২।৩।৫৩)

শঙ্কবভাষ্য : সাংখ্যমতে ইহাও বলা যায় না যে প্রত্যেক দেহে আত্মাব যে প্রদেশ অবস্থিত, সেই প্রদেশ অহুসাবে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হইবে। কাবণ আত্মা সর্বব্যাপক হইলে সকল প্রদেশই তাহাব অন্তর্ভুক্ত হইবে (অন্তর্ভাবাৎ)।

রামানুজভাষ্য : সবল প্রদেশই যখন ব্রহ্মেব অন্তর্ভুক্ত, তখন বিভিন্ন প্রদেশ অহুসাবে বিভিন্ন জীবের সুখ দুঃখের ব্যবস্থা হইবে, ইহা অবৈতবাদী বলিতে পাবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ পাদ

(এই পাদে জীবের সূক্ষ্ম শরীর কিরূপ তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে, এবং এবিষয়ে সে সকল অভিধাক্য আছে, তাহাদেব মধ্যে যে সকল বাক্য আপাততঃ পৰস্পর-বিবোধী বলিয়া মনে হয়, সেই সকল বাক্যেব মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে) ।

তথা প্রাণাঃ (২।৪।১)

শব্দবভাষ্য : চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণ শব্দে অভিহিত করা হইতেছে। এই প্রাণগুলিব উৎপত্তি হয় অথবা ইহাবা অনাদি, ইহা সন্দেহ হইতে পারে। কারণ, উপনিষদে কোনও স্থলে ইহাদেব উৎপত্তিব উল্লেখ আছে, আবার কোনও স্থলে বলা হইয়াছে যে, ইহাদেব উৎপত্তি হয় না। “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্কেল্লিখাণি চ” (যুগ্মক উপনিষদে ২।১।১) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়; “স প্রাণন্ অশ্রজত” (প্রথম উপনিষদ ৬।৪) অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন; এই দুই বাক্যে প্রাণেব উৎপত্তি উল্লিখিত হইল। আবার একরূপ বাক্যও আছে যে, প্রাণেব উৎপত্তি হয় না; বধা, অসৎ বা ইদম্ অগ্র আসীৎ (সৃষ্টিব পূর্বে অসৎই ছিল) ...ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসৎ আসীৎ (ঋষিবাই সেই অসৎ) ...প্রাণা বাব ঋষয়ঃ

(প্রাণবায়ুশুদ্ধিই ঋষি)” (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।১)। এখানে সৃষ্টির পূর্বে প্রাণের অস্তিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। স্তবধাঃ মনে হয় যে প্রাণের উৎপত্তি হয় না। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই, “তথা প্রাণাঃ” অর্থাৎ যেমন ছুঃ ছুবঃ প্রভৃতি লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাণগুলিবও উৎপত্তি হইয়াছিল।

বামানুজভাষ্য : মনে হইতে পারে যে, জীবের যেরূপ উৎপত্তি নাই, সেইরূপ প্রাণসকলেরও উৎপত্তি নাই। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আকাশ প্রভৃতি ঋষি প্রাণসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের উপনিষদের পূর্বোক্ত বাক্যে সৃষ্টির পূর্বে ঋষিগণ ছিলেন বলা হইয়াছে,—সেখানে পৰমায়াকে লক্ষ্য করিয়া “ঋষয়ঃ” শব্দ এবং “প্রাণ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এচেতন প্রাণ বা ইন্দ্রিয়কে ঋষি বলা যায় না।

গৌণ্যসম্ভবাৎ (২।৪।২)

শঙ্করভাষ্য : গৌণী + অসম্ভবঃ = গৌণ্যসম্ভবঃ । যে প্রতিবাক্যে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা গৌণ হইতে পারে না — গৌণ হওয়া অসম্ভব। কাবণ, সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে নিখিল বিশ্ব জানা যায়। ব্রহ্ম হইতে যদি প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে এই উক্তি যথার্থ হয়। কিন্তু সত্যসত্যই যদি ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি না হয়,—অর্থাৎ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই কথা যদি “গৌণ” ভাবে বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা বলা যায় না যে, ব্রহ্মকে জানিলে নিখিল বিশ্ব জানা যায়।

তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ (২।৪।৩)

শব্দবভাস্য : তৎ (অন্বাচক শব্দ), প্রাক্ (পূর্বে) শ্রুতেঃ (শ্রুত হইয়াছে)। উপনিষদে আছে “এতন্নাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেল্লিয়ার্ণি চ, ষং বায়ুঃ জ্যোতির্বাণঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধাবিনী” (মুণ্ডক ২।১।৩), অর্থাৎ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল এবং বিশ্বের ধাবক পৃথিবী এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। একই অন্বাচক শব্দ আকাশ প্রভৃতি বস্তু সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে এবং প্রাণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। আকাশ প্রভৃতির উৎপত্তি সত্য। হুত্বাৎ প্রাণেব উৎপত্তি সত্য,—ইহা গৌণ হইতে পারে না।

বামানুজ পূর্বের দুইটি স্থল একত্র করিয়া একটি স্থল করিয়াছেন—“গৌণ্যসম্বন্ধাৎ তৎ প্রাক্শ্রুতেশ্চ”, এবং ইহাব এইরূপ অর্থ কবিয়াছেন : শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে ঋষিগণ ছিলেন, এবং প্রাণই ঋষি, “প্রাণা বাব ঋষয়ঃ”। এখানে ব্রহ্মকে লক্ষ্য কবিয়াই প্রাণসম্বন্ধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে “ঋষয়ঃ” এই বহুবচনান্ত শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে বহুবচনের প্রয়োগ “সৌমী”—অর্থাৎ বহু অর্থে বহুবচন প্রয়োগ হয় নাই, গৌণ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মেব বহুবচন “অনন্তব”। “তৎ” (সেই ব্রহ্মই) “প্রাক্” (সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন) “শ্রুতেঃ” (এইরূপ শ্রুতিবাক্য) আছে বলিয়া।

তৎপূর্বকহাৎ বাচঃ (২।৪।৪)

শব্দরত্নাণ্ডঃ “বাচ্” বা বাক্যেব সৃষ্ট “তৎপূর্বক” অর্থাৎ অগ্নি, জল ও পৃথিবী সৃষ্টিব পূর্ব হইয়াছিল। ঋতি বলিয়াছেন: “অগ্নয়ং হি সোম্য মনঃ আপোমঘঃ প্রাণঃ তেজোমযৌ বাক্” (ছান্দোগ্য ৬।৫।৪), অর্থাৎ অগ্নি মন কণে পবিণত হয়। জল প্রাণরূপে পবিণত হয়, অগ্নি বাক্যরূপে পবিণত হয়। আশ্র জল এবং অগ্নি যখন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন বাক্য মন ও প্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বামানুজভাষ্যঃ বাক্-ইন্দ্রিয সৃষ্টব পূর্বে আকাশাদিব সৃষ্ট হইয়াছিল, সুতবাং আকাশাদি সৃষ্টব পূর্বে যে প্রাণেবঅস্তিত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম বাতীত আব কিছু হইতে পাবে না।

সপ্ত গতেঃ বিশেষিতবাৎ চ (২।৪।৫)

শব্দরত্নাণ্ডঃ প্রাণগুলিব সংখ্যা কত? উপনিষদে কোথাও বলা হইয়াছে যে, প্রাণেব সংখ্যা সাত, আবাব কোথাও আট, নয়, দশ, এগাব, বাব্ব বা তেব পর্য্যন্ত সংখ্যারও উল্লেখ দেখা যায়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাণের সংখ্যা সাত। ঋতিবাক্য হইতে এই রূপ “গতি” বা অবগতি হয়। “বিশেষিতবাৎ” সাতটি প্রাণ বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে, “সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যঃ” মাধায় সাতটি প্রাণ আছে। যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী বলিয়া

নির্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে এক একটি ইন্দ্রিয়ের একাধিক বৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বামানুজভাষ্য : সাতটি প্রাণ এইরূপ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হৃদয়, মন ও বুদ্ধি। “গতেঃ” জীবের বধন গতি হয়, যখন জীবের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়,—তখন এই সাতটি প্রাণ জীবের সহিত বিভিন্ন লোকে গমন করে। “বিশেষিতত্বাৎ” এই সাতটি প্রাণের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে :

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ পঞ্চমাং গতিম্”

—কণ্ঠ ২।৫।১০

যখন পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, তাহাকে পঞ্চম গতি (মোক্ষার্ণ গমন) বলে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

হস্তাদয়ঃ তু স্থিতে অতঃ ন এবম্ (২।৪।৬)

হস্তাদয়ঃ তু (বিস্তৃত হস্ত প্রভৃতিও প্রাণ), স্থিতেঃ (প্রাণের সংখ্যা সাতের বেশী, ইহা নিশ্চিত হইলে) অতঃ ন এবম্ (অতএব এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, সাত এই সংখ্যা গ্রহণ করিলে যদি চলে, তাহা হইলে কেন বেশী সংখ্যা গ্রহণ করিবে) প্রাণের সংখ্যা এতদধিক। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও হৃদয়), পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পাদু উশন্থ) এবং মন। এই সূত্রে প্রাণের সংখ্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত কি, তাহা জানা যাইতেছে।

অণবশ্চ (২৪১৭)

প্রাণগুলি অণুপরিমাণ। এখানে অণুপরিমাণেব অর্থ এই যে, প্রাণগুলি সূক্ষ্ম এবং পবিচ্ছিন্ন। প্রাণগুলি পবমান্বব তুঙ্গ্য হইতে পাবে না, কাবণ তাহা হইলে সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত কবিয়া তাহাবা কার্য্য কবিত্তে পাবিত্ত না। প্রাণগুলি সূক্ষ্ম বলিয়া যখন মৃত্যুব সময় দেহ হইতে নির্গত হয়, তখন তাহাদিগকে কেহ দেখিত্তে পায় না।

শ্রেষ্ঠশ্চ (২৪১৮)

প্রাণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্ত ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলেও বাঁচিয়া থাক্য সম্ভব, কিন্তু প্রাণ নষ্ট হইলে জীবনধাবণ সম্ভব নহে। অপব সকল ইন্দ্রিয় প্রাণেব সহিত দেহ ত্যাগ কবে।

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ (২৪১৯)

শব্দবত'ক্য় : প্রাণ বায়ু নহে, এবং ইন্দ্রিয়েব ক্রিয়া বা বৃত্তিও নহে। বায়ু ও ইন্দ্রিয়েব বৃত্তি হইতে পৃথকভাবে প্রাণেব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ সাধারণ বায়ু হইতে ভিন্ন, দেহেব অংশরূপে পরিণত বায়ু,—প্রাণ অপান ব্যান প্রভৃতি পঞ্চরূপে অবস্থিত হয় তাহাদেবই সাধারণ নাম প্রাণ। একক্স বেদে কোনও স্থলে প্রাণকে বায়ু হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে, আধাব কোন স্থলে ভিন্ন বলা হইয়াছে।

ব্রাহ্মহ্মজভাক্স : প্রাণ বায়ু নহে, বায়ু'ব ক্রিয়াও নহে। পঞ্চ মহাহূতেব অন্ততম বায়ু হইতেই প্রাণের উৎপত্তি।

চক্ষুরাদিবৎ তু তৎসহ শিষ্টাদিত্যঃ (২।৪।১০)

প্রাণ জীবের জ্ঞায় কর্তা নহে। “চক্ষুরাদিবৎ”, চক্ষুঃ প্রভৃতি যেনন জীবের অধীন এবং জীবের ভোগসম্পাদক, সেইরূপ প্রাণও জীবের অধীন এবং জীবের ভোগসম্পাদক। “তৎসহ শিষ্টাদিত্যঃ”, চক্ষুর সহিত প্রাণের ‘শাসন’ দেখা যায়। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, প্রাণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার জ্ঞায় জীবের অধীন।

অকরণত্বাৎ চ ন দোষঃ তথাহি দর্শয়তি (ছা.০।১১)

চক্ষু যেনন রূপ গ্রহণ করে, কর্ণ যেনন শব্দ গ্রহণ করে, প্রাণ সেরূপ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না (অকরণত্বাৎ), তাহাতে কোনও দোষ হয় না (ন দোষঃ)। প্রাণ কোনও বিষয় গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণ নিষ্ক্রিয় নহে, শরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল ধারণ করা, জীবের স্থিতি এবং উৎক্রান্তি, এই সকল প্রাণের কাজ,—শক্তি তাহা বলিয়াছেন (তথাহি দর্শয়তি)।

পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্রুতে (২।৪।১২)

মনের যেরূপ বিবিধ বৃত্তি আছে, প্রাণেরও সেইরূপ পাঁচটি বৃত্তি আছে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আত্মদান, আত্মাণ ইত্যাদি মনের বৃত্তি। প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি এই প্রকার,—নিশ্বাস গ্রহণ, (প্রাণ), নিশ্বাস ত্যাগ (অপান), নিশ্বাস বন্ধ কথিয়া শ্রমসাধ্য

কর্ম কবা (ব্যান), উর্গ' গমন (উদান), ভুক্তদ্রব্য পবিপাক (সমান)।

অণুশ্চ (২।৪।১০)

প্রাণ অণু-পরিবাহ, অর্থাৎ সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রাণের আকার পবমানুব্ধ শ্রায় ক্ষুদ্র নহে। প্রাণ যে সূক্ষ্ম, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রাণ দেহ হইতে যখন নিজ্জাত হয়, তখন তাহা দেখা যায় না। প্রাণ পরিচ্ছিন্ন (বিভূ বা সর্বব্যাপক নহে)। কাবণ প্রাণের গমনাগমনের উল্লেখ আছে।

জ্যোতিবাত্তাধিষ্ঠানং তু তদামননাং (২।৪।১৪)

(জ্যোতিবাত্তাধিষ্ঠানং) অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। (তদামননাং) ইহা প্রতিভা উক্ত হইয়াছে। যথা—বায়ুঃ প্রাণো ভূহা নাসিকে প্রাবিশৎ (ঐতরেয় উপনিষদ ২।৪), অর্থাৎ বায়ু দেবতা প্রাণরূপে পরিণত হইয়া নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রাণবতা শব্দাৎ (২।৪।১৫)

যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, তথাপি প্রাণযুক্ত জীবের সহিত (প্রাণবতা) প্রাণের সম্বন্ধ থাকে,—অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত সম্বন্ধ থাকে না। অর্থাৎ প্রাণের বৃত্তির দ্বারা জীবের ভোগ সম্পন্ন হয়, দেবতার ভোগ সম্পন্ন হয় না “শব্দাৎ”,—প্রতিভা ইহা উক্ত হইয়াছে।

বানাহুজ পূর্বোক্ত হুজ দুইটি একত্র কবিয়া একটি সূত্র কবিয়াছেন : “জ্যোতিবাহুধিষ্ঠানং তু তদামননাং প্রাপবতা শব্দাং” —(প্রাপবতা) প্রাপযুক্ত জীবের সহিত (জ্যোতিবাহুধিষ্ঠানং) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ যে প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা “তদামননাং” উৎ (পবনাত্ম্যাব) আমনন অর্থাৎ সংকল্প হেতু হইয়া থাকে। “শব্দাং”—শ্রুতিতে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। “যঃ অগ্নিম্ অন্তবে। সমযতি” অর্থাৎ যিনি (পবনাত্ম্যাব) অগ্নির মধ্যে থাকিয়া অগ্নির সকল কার্য্য সংযমিত করেন। অন্তএব অগ্নি যে বায়ুপ্রিয়ৈ অধিষ্ঠিত হন, তাহা পরমাত্ম্যাব ইচ্ছানুসারেই হয়।

তস্মা চ নিত্যত্বাৎ (২৪।১৬)

শব্দবভাষ্য : তস্মা (জীবের) নিত্যত্বাৎ (পাপপুণ্যের সহিত সম্বন্ধ নিত্য)। যদিও দেবগণ ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠিত থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়হীন কর্ণেব কস তীহাবিগকে ভোগ করিতে হয় না, জীব ভোগ করে।

বানাহুজভাষ্য : পরমাত্ম্যাব সকল বস্তুতে সর্বদা অধিষ্ঠিত। পবনাত্ম্যাব অধিষ্ঠান নিত্য।

তে ইন্দ্রিয়ানি তদ্যপদেশাৎ অজ্ঞত শ্রেষ্ঠাৎ (২৪।১৭)

শব্দবভাষ্য : “তে” (প্রাণ সকল) এবং “ইন্দ্রিয়ানি” (ইন্দ্রিয়-সকল—বিভিন্ন বস্তু)। “তদ্যপদেশাৎ” (ইন্দ্রিয়-সকলের উদ্দেশ্য)

“অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ” (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রাণ ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় অর্থাৎ
 ঋতিতে প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয়গুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়)।
 যে হেতু প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের স্বভাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,
 সে হেতু প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় এক বস্তু নহে।

বামাহুজভাষ্যঃ : শ্রেষ্ঠ প্রাণ ব্যতীত অন্য প্রাণগুলি (চক্ষু, কর্ণ,
 শ্রোত্র, ঘ্রক, জিহ্বা, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন) ঈন্দ্রিয়।
 শ্রেষ্ঠ প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে।

ভেদত্রফতেঃ (২।৪।১৮)

বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণেব ঐভেদে ঋতিতে দেখা যায়।
 বেদে এই সকল ইন্দ্রিয় এবং প্রাণকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা
 হইয়াছে।

বৈলক্ষণ্যাৎ চ (২।৪।১৯)

প্রাণেব বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়েব বৃত্তিব মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়।
 নিদ্রার সময় চক্ষুবাণি ইন্দ্রিয় কোনও ক্রিয়া করে না, কিন্তু প্রাণেব
 ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। চক্ষুবাণি ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করে, কিন্তু
 প্রাণ বিষয় ভোগ করে না।

সংস্কার্মুর্তিক্২প্তিস্ত ত্রিৎকৃত উপদেশাৎ (২।৪।২০)

সংস্কার্মুর্তিক্২প্তিঃ (জগৎকে বিভিন্ন বস্তুব নামকরণ এবং
 রূপকরণ) ত্রিৎকৃত (যিনি ত্রিৎ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা)

নিম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্বারা নিম্পন্ন হইয়াছে)।
উপদেশাৎ (কাবণ শ্রুতিতে ইহাবও উল্লেখ আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে : সা ইয়ং দেবতা ঐক্যত (সেই দেবতা অর্থাৎ পবনাদ্বা সত্ত্ব কবিলেন হস্ত অহম্ ইমাঃ তিনঃ দেবতাঃ (আমি এই তিনটি দেবতা,—অগ্নি, বায়ু ও জলের মধ্যে) অনেক জীবের আত্মনা অল্পপ্রবিষ্ট (জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে ব্যাকববাণি ইতি (নাম ও রূপ সৃষ্টি করিব) তাঙ্গা জিবৃতং জিবৃতং ঐক্যকং কববাণি (অগ্নি বায়ু জলের প্রত্যেকটি) জিবুৎ কবিব—বেশী পবনাদ্বা হৃদয় অগ্নিব সহিত কমপবনাদ্বা হৃদয় বায়ু ও হৃদয় জল মিশিয়া স্থূল অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই ভাবে স্থূল বায়ু এবং স্থূল জল উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি পদার্থই থাকে। ইহাকে জিবুৎকবণ বলে)। এখানে নাম ও রূপ সৃষ্টি উল্লেখ আছে। সেই নাম ও রূপ সৃষ্টি জীব কর্তৃক সম্পাদিত হয় না, পবনাদ্বা কর্তৃক সম্পাদিত হয়। যে পবনাদ্বা “জিবুৎকবণ” প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই নাম ও রূপ সৃষ্টি করেন।

বামানুজ বলিয়াছেন যে, চতুর্থ ব্রহ্মাব অভ্যন্তরে অন্তর্যামি-রূপে অবস্থিত পরমেশ্বরই জগতের বিভিন্ন বস্তুর নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

নাংসাদি ভৌমং যথাক্রমে ইতরয়োচ্চ (২।৪।২১)

অর্থাৎ মাংস প্রভৃতি ছনি হইতেই উৎপন্ন হয়। বেদে যেক্রপ উক্ত হইয়াছে সেইরূপ “ইতরয়োচ্চ”, বস্তু এবং অস্থিও এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

জল হইতে বস্তু উৎপন্ন হয় অগ্নি হইতে অস্থি উৎপন্ন হয়। ছানোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “অন্নম্ অশিতং জেধা বিধীয়তে, তস্মৈ যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ স পুনীয” ভবতি, যো মধ্যমঃ তৎ মাংসং যঃ অগিষ্ঠঃ তৎ মনঃ” (৬।৫।১), অর্থাৎ অন্ন যখন ভুক্ত হয়, তখন ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূল অংশ বিষ্ঠারূপে পবিণত হয়, মধ্যম অংশ মাংস হয়, সূক্ষ্ম অংশ মন হয়। সেইরূপ জলপান করিলে, জলের স্থূল অংশ মূত্র, মধ্যম অংশ বস্তু ও সূক্ষ্ম অংশ প্রাণ হয়। অগ্নির স্থূল অংশ অস্থি, মধ্যম অংশ মজ্জা এবং সূক্ষ্ম অংশ বাক্যরূপে পবিণত হয়।

বামানুজ বলিয়াছেন যে, অগ্নি ত্রিবৃৎকণ হইয়াছিল, পরে জগতের বিবিধ বস্তু এবং তাহাদের নাম ও রূপ সৃষ্ট হইয়াছিল। ত্রিবৃৎকণের পূর্বে সৃষ্ট হুত সকল জীবের ভোগের উপযুক্ত হয় না।

বৈশেষ্ট্যং তু তদবাদঃ তদ্বাদঃ (২।৪।২২)

পৃথিবী মধ্যে পৃথিবী, জল ও অগ্নি তিনটি বস্তুই আছে। কারণ, ত্রিবৃৎকণ হইয়াছে। জলের মধ্যেও এই তিনটি বস্তু আছে। অগ্নির মধ্যেও আছে। তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে, পৃথিবীর মধ্যে জল ও অগ্নির অংশ কম, পৃথিবীর অংশ বেশী। “বৈশেষ্ট্যং” অর্থাৎ পৃথিবীর আধিক্য হেতু “তদ্বাদঃ” পৃথিবী এই নাম। দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে শেষ হইল বলিয়া তদ্বাদ শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত, দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথম পাদ

মহাব্রহ্মাণ্ড : এই পাদে জীবের পরলোকগমনাগমনের প্রাণী উক্ত
হইরাছে ; উদ্দেশ্য—বৈবাগ্য উৎপাদন।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্প্রসিক্তঃ প্রশ্ননিকপণাভ্যাম্
(৩।১।১)

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ (পরবর্তী লেহপ্রাপ্তির সময়), রংহতি (জীব
গমন কবে), সম্প্রসিক্তঃ (পরবর্তী লেহেব উপাধানীভূত সূক্ষ্মভূত
ধাবা পবিবেষ্টিত চট্টা) প্রশ্ননিকপণাভ্যাম্ (ছান্দোগ্য উপনিষদে
এ প্রশ্ন ও যে উত্তর দেখা যায়, তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা
প্রয়োজন) ।

প্রশ্নটী এইরূপ : বেধ যথা পঞ্চম্যাম্ আহৃতৌ আগঃ পুরুষবচসো
ভবন্তি (ছান্দোগ্য—৩।৩) । বাজা প্রবাহণ বেতকেতুকে প্রশ্ন
কবিত্তেছেন,—পঞ্চম আহৃতিতে জল কিরূপে পুরুষরূপে পরিণত
হব তাহা জাম কি ? বেতকেতু ইহা জানিতেন না । তিনি তাঁহাব
পিতাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, পিতাও জানিতেন না । বেতকেতুর
পিতা এই জ্ঞান লাভ করিবাব জন্য প্রবাহণের নিকট উপস্থিত
হইলেন । প্রবাহণ পঞ্চায়ি বিদ্যার উপদেশ দিলেন । তাহা
এইরূপ : ইহলোকে মানব শ্রদ্ধাব সহিত বে অগ্নিহোতাদি কর্তৃ

কবে, সেই শ্রদ্ধা স্বর্গরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে পতিত হয় এবং দিব্য-
দেহরূপে পবিণত হয়। মানব মৃত্যুর পর সেই দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়।
সেই হইতেছে দ্বিতীয় অগ্নি। যখন স্বর্গবাস শেষ হয়, তখন স্বর্গেব
দিব্যদেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা বৃষ্টিতে
পবিণত হয়। পৃথিবী হইতেছে তৃতীয় অগ্নি। বৃষ্টিপাতরূপ আহুতি
তাহাতে প্রদত্ত হয়। তাহা অগ্নিরূপে পবিণত হয়। পুরুষ চতুর্থ
অগ্নি, তাহাতে অগ্নি আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়, তাহা শুষ্ক পবিণত
হয়। ঋমণী পঞ্চম অগ্নি, তাহাতে শুষ্ক আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়,
তাহা গর্ভে পবিণত হয়। এই ভাবে পঞ্চম আহুতি পুরুষরূপে
পরিণত হয়। ইহা হইতে বৃষ্টিতে পানী নাম যে, মৃত্যুর পর জীবাত্মার
সহিত কেবল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি পরলোকে গমন কবে না,
ভবিষ্যৎ দেহের উপাদান যে সূক্ষ্মভূত, তাহাবাও মৃত্যুর পর জীবাত্মাকে
বেষ্টিত করিয়া পরলোকগমন কবে।

বামানুজও সূত্রটি এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপক্রমে
তিনি বলিয়াছেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম লাভ করিবাব
উপায় নির্দেশ করা হইয়াছে। সে উপায় হইতেছে উপাসনা।
উপাসনার জন্ত ব্রহ্ম ব্যতিবিক্ত জন্ত বিষয়ে বৈবাগ্য প্রয়োজন। সেই
বৈবাগ্য উপাসনাব জন্ত জীবের ইহলোক পরলোকগমনের কথা
এখানে বলা হইতেছে।

ত্র্যাম্বকস্তোত্ৰং তুয়স্তাং (৩।১।২)

ত্র্যাম্বকস্তাং (জলের মধ্যে ক্রিতি, অর্থাৎ ত্রেস তিনটি বস্তুই আছে),
তুয়স্তাং (জলের বাহুল্য আছে)।

১. পূর্কোদ্ধৃত স্রুতিবাক্যে অপ্ বা জল জীবাত্মার সহিত পবলোকে গমন কবে, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু উপাদান কেবলমাত্র জল নহে। ক্রিতি, অপ ও তেজ, এই তিনটি বস্তু যেহেতু উপাদান। যদি ভবিষ্যৎ যেহেতু উপাদান জীবাত্মার সহিত গমন করে, তাহা হইলে কেবলমাত্র জলের উল্লেখ আছে কেন? 'জ্যোত্মকত্বাৎ'—জলের মধ্যে ক্রিতি, অপ ও তেজ তিনটি অব্যাহি, আছে, এজন্য কেবলমাত্র জলের উল্লেখ করা হইলেও ক্রিতি ও তেজের অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে। 'ভূবত্বাৎ'—মানবদেহের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশী, এজন্য জলেবই উল্লেখ আছে।

প্রাণগতেশ্চ (৩।১।৩)

যেহেতু প্রাণের গতি হয়, এজন্য বেদে উক্ত হইয়াছে এবং যে হেতু আশ্রয় ব্যতীত প্রাণ গমন করিতে পাবে না, সে হেতু প্রাণের আশ্রয় সূক্ষ্মভূত জীবের সহিত পবলোকগমন কবে। "তন্ উৎক্রামস্তঃ প্রাণ অনুৎক্রামতি"—(বৃহদাবগ্যক ৪।৪।২), অর্থাৎ, সে (জীব) যখন সেহ ভ্যাগ করিয়া গমন কবে, তখন প্রাণ তাহার অঙ্গগমন কবে।

অগ্ন্যাঙ্গিগতিশ্চতেরিতি চেৎ ন ভাস্কৃত্বাৎ (৩।১।৪)

অগ্নি-আদি-গতি-শ্রুতেঃ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অগ্নি প্রভৃতি দেবতাব মধ্যে প্রবেশ কবে, এইরূপ স্রুতিবাক্য হইতে মনে হইতে পাবে যে, ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মের পব জীবের সহিত পবলোকগমন কবে না), ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়), ন (তাহা স্বার্থ নহে,

ভাক্তৱ্যং (সত্যই বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নিদেবতার নিকট গমন করে না, বাক্ ইন্দ্রিষেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন অগ্নি, তিনি মৃত্যুর পর বাক্ ইন্দ্রিয়কে গণিচালিত করেন না, এজন্য ভাক্ত বা গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নিদেবতার নিকট যায়।) এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে মৃতব্যক্তির লোম ও কেশ ও বধি ও বনশ্চাতির নিকট গমন করে। কিন্তু সত্যই কিছু লোম ও কেশকে গমন করিতে দেখা যায় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, লোম ও কেশ ও বধি ও বনশ্চাতিকে প্রাপ্ত হয়। সেইরূপে ইহাও গৌণভাবে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ দেবতাদেব নিকটে যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'যত্র অস্ত্র পুরুষস্ত মৃতস্ত্র অগ্নিম্ বাক্ অপ্যোতি বাতঃ প্রাণঃ' (৩.২.১৩), অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় মৃত ব্যক্তির বাক্ ইন্দ্রিয় অগ্নির নিকট গমন করে, প্রাণ গমন করে বাত্ দেবতার নিকট। মৃত্যুর পর ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, এজন্যই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ দেবতার নিকটে চলিয়া যায়।

প্রথমে অশ্রবণাং ইতি চেৎ ন তা এব হি উপপত্তে: (৩.১.৫)

প্রথমে অশ্রবণাং (প্রথমে অশ্র বা জলের উল্লেখ ক্ষতিতে নাই), ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায়), ন (না), তা এব (প্রথমে যে শ্রবণ উল্লেখ ক্ষতিতে আছে, সেই শ্রবণশব্দ জলকেই বুঝাইতেছে), উপপত্তে: (এইরূপ অর্থ দ্বাই যুক্তিসম্মত)।

এইরূপ আগন্তি কবা যাইতে পারে, যে পক্ষম আহতিতে জলই পুরুষরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা বলা উচিত হব না। কারণ, প্রথম আহতিতে তন্মৈ উল্লেখ নাই। প্রথম আহতির এষ্ট প্রকার বর্ণনা আছে :
 বর্গলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহতি দেওয়া হয়। সূতবাং এখানে জল আহতি দেওয়া হইতেছে না, শ্রদ্ধা আহতি দেওয়া হইতেছে। এই আগন্তিব উক্তবে এই সূত্রে বলা চইতেছে যে, এখানে শ্রদ্ধাশব্দে জলকেই বুঝিতে হইবে; কারণ হোমোংগ্য উপনিষদে এই স্থানে প্রথমে এবং শেষে বলা হইয়াছে যে জলই পক্ষম আহতিতে পুরুষ হয়; শ্রদ্ধাশব্দে জল বুঝাইলেই বাক্যটির পূর্ণাঙ্গের সামঞ্জস্য হয়। দ্বিতীয়তঃ, শ্রদ্ধা প্রথম আহতির পর সোম (অগ্নির দেবতা) হয়, দ্বিতীয় আহতির পর বৃষ্টি হয়। সোম ও বৃষ্টিতে প্রচুর জল আছে। শ্রদ্ধা জল না হইলে সোম ও বৃষ্টিতে কিরূপ জলের আধিষ্ঠান হইবে? তাহার পর, শ্রদ্ধা একটি গুণ বা ধর্ম; গুণ বা ধর্মকে আহতি কল্পনা যায় না, যে বস্তুতে সেই গুণ বা ধর্ম থাকে, সেট বস্তুকে আহতি কল্পনা করা যায়। বৈদিক কর্ত্তে শ্রদ্ধা পূর্বক যে জল ব্যবহার কবা যায়, তাহা শ্রদ্ধার আধার বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা ঘাণা নির্দেশ কবা হইয়াছে। বেদে আছে, “শ্রদ্ধা বা আপঃ” অর্থাৎ শ্রদ্ধাই জল। জল শ্রদ্ধার দ্বায় সূক্ষ্ম হইয়া ভবিষ্যৎ বেহেব উপাদান হয়। জল হইতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় (যথা স্থান করিলে শ্রদ্ধা হয়) এতদন্ত জলকে শ্রদ্ধা শব্দে নির্দেশ করা যায়।

অশ্রুতহাং ইতি চেৎ ন ইষ্টাদিবাক্রিণাং প্রতীতে: (৩।১।৬)

অশ্রুতত্বাৎ (জীব যে জন প্রকৃতি পঞ্চভূত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পবলোক গমনাগমন কবে, এক্রূপ বেনবাক্য শোনা যায় না), ইতি চেৎ (যদি কেহ ইহা বলেন), ন (এই আপত্তি যথার্থ নহে), ইষ্টাদিকাবিণাং প্রতীভে: (সাঁহাবা যজ্ঞাদি কবেন, তাঁহাদের “প্রতীতি” হয়, অর্থাৎ তাঁহাবা যে পবলোকগমন কবেন, এইরূপ বুদ্ধিতে পাবা যায়)।

৩।১।১ শূদ্রে বলা হইয়াছে যে, জীব ভবিষ্যৎ দেহের উপাদানভূত পঞ্চভূত দ্বারা পবিবেষ্টিত হইয়া পবলোক গমন কবে। কিন্তু যে সকল ঋতিবাক্য উদ্ধৃত হইল তাহাতে দেখা যায় যে, আহতিব জলই পবলোক গমন কবে, সেই জলের সহিত জীবও যে পবলোকগমন কবে, এক্রূপ কথা পূর্বোক্ত ঋতিবাক্যে দেখা যায় না। এজন্য মনে হইতে পারে যে, জলের সহিত জীবও যে পবলোকে যায়, ইহা যথার্থ নহে। এই আপত্তিব মীমাংসা এই শূদ্রে পাওয়া যাইতেছে। ঋতিতে আছে, “অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্বে দত্তম্ ইতি উপাসতে তে ধুমম্ অভিসম্ভবন্তি” ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৫।১০.৩) অর্থাৎ, “সাঁহাবা গ্রামে বাস কবে এবং যজ্ঞ কূপ বা পুকুরিণী প্রতিষ্ঠা, এবং দান কবে, তাহাবা মৃত্যুব পব ধূমের সহিত গমন কবে।” তাহাব পবে উক্ত হইয়াছে “আকাশাৎ চন্দ্রমসং এষঃ সোমঃ বাজা,” অর্থাৎ, “আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন কবে, সেখানে উজ্জল দেহ প্রাপ্তি হয়।” পঞ্চ আহতিব প্রথম আহতি হইতেও “সোমবাজা” উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে। উভয় স্থলেই “সোমবাজা”র উল্লেখ হইতে বুদ্ধিতে পাবা যায় যে

উভয় স্বরে একটি বিষয়ই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞ-সম্পাদনকারী (জীব) যখন গমন করে, তাহাব গহিত ভল (ভবিষ্যৎ দেখেন উপাদান) ও গমন করে।

ভাস্কং বা ভনাম্মহিষ্মাং তথা হি দর্শয়তি (৩।১।৭)

ভাস্কং (গৌণভাবে), বলা হইয়াছে, অনাম্মহিষ্মাং (বেহেতু তাহাব। অাম্মহিদ্ নহে) তথা হি দর্শয়তি (এইরূপ প্রাপ্তিতে দেখা যায়)।

আপত্তি হইতে পাবে যে এখানে জীবের গতিষ উদ্দেশ্য নাই, কাবণ, এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই “সোম বাজা” দেবগণের অন্ন, দেবগণ ইহাকে ভক্ষণ করেন। জীবকে ভক্ষণ করা সম্ভব নহে, সুতরাং এখানে জীবের প্রসঙ্গ নাই, অচেতন বস্তুব প্রসঙ্গই আছে। এই আপত্তিব উত্তরে বলা হইতেছে যে, এই ভক্ষণ “ভাস্ক” অর্থাৎ গৌণভাবে বলা হইয়াছে, মুখ্যভাবে বলা হয় নাই। অন্ন ভোগ করা যায় বলিয়া বাহা কিছু ভোগ করা যায়, তাহাকেই (গৌণভাবে) অন্ন বলা যায়, যথা “প্রজাগণ বাজাব অন্ন”। এইভাবে পবলোকগামী জীবকে দেবতাব অন্ন বলা যুক্তিযুক্ত। দেবগণ কিছু চর্কণ করিয়া গলাধঃকরণ করেন না। “ন বৈ দেবা অশ্রুতি ন শিবন্তি এতৎ এব অমৃতং দৃষ্টা তৃপ্যন্তি” (ছান্দোগ্য ৩।৬।১০), অর্থাৎ, দেবগণ ভোজন করেন না, গান করেন না, এই অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন। বাহারা আশ্রুজ নহেন তাহারা দেবগণের

ভোগেব সামগ্রী হন এবং তাঁহাবা নিজেও দেবগণেব আদিষ্ট ভোগ লাভ কবেন।

কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্টশ্রুতিভ্যাং

যথা ইতন্ অনেবং চ (৩।১।৮)

কৃত অর্থাৎ কর্ম । “কৃতাত্যয়ে” অর্থাৎ স্বর্গে উপভোগেব দ্বাবা কন্মেব শেষ হইলে । “অনুশয়বান্” অর্থাৎ কিকিৎ অবশিষ্ট কন্মের সহিত স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন কবে । “দৃষ্টশ্রুতিভ্যাং” বেদ এবং শ্রুতি হইতে ইহা বুঝিতে পানা যায় । ‘যথা ইতং’, যে পথে স্বর্গে গমন কবে সেই পথে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন কবে, “অনেবং চ”, কিছু প্রভেদও আছে : যে পথে পৃথিবী হইতে গমন কবে এবং যে পথে প্রত্যাবর্তন কবে দুইটি পথ সম্পূর্ণ এক নহে । যে কন্মের ফল স্বর্গভোগ, সে কর্ম স্বর্গে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়, স্বর্গ হইতে অবতরণেব সময় তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে না । তদ্ব্যতিবিক্ত অপব যে কর্ম জীব কবিয়া থাকে, স্বর্গ হইতে অববোধেব সময় তাহা জীবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে । এই কর্ম শুভ বা অশুভ উভয়রূপই হইতে পারে । শুভ হইলে ব্রাহ্মণাদি যোনি প্রাপ্ত হয় । অশুভ হইলে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয় । প্রায়শ্চিত্ত না কবিলে অশুভ কর্মের ফল কখনও না কখনও ভোগ করিতে হইবে । এক ভয়ে যে কর্ম করা হয়, তাহার ফল অনেক দেহে ভোগ করা প্রয়োজন হইতে পারে,—কতক ফল স্বর্গে দিব্য দেহে, কতক বহুদেহ বা পতদেহে ।

বামানুজভাষ্য : অমুশয় = কৃষ্ণাবশিষ্ট কর্তৃক । পৃথিবী হইতে স্বর্গ
যাইবার পথ এইরূপ : ধূম, বাত্মি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক,
আকাশ, চন্দ্র । স্বর্গ হইতে অবতরণের পথ এইরূপ : চন্দ্র, আকাশ,
বায়ু, ধূম, অস্ত্র, মেঘ, বৃষ্টি, পৃথিবী ।

চরণাদিতি চেৎ উপলক্ষণার্থী ইতি কার্যাজিনিঃ (৩।১।৯)

চরণাৎ (বেদে চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কৰ্ম্মের উল্লেখ নাই),
ইতি চেৎ (যদি কেহ আপত্তি করেন), উপলক্ষণার্থী (বর্ষকে
উপলক্ষণ করিয়া চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে), ইতি কার্যাজিনিঃ
(ইহা আচার্য্য কার্যাজিনিব মত) ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বর্গভোগের পথ যে বর্ষ অবশিষ্ট
থাকে, সেই কৰ্ম্ম দ্বারা পববর্ত্তী জন্ম নির্দিষ্ট হয় । এ বিষয়ে বেদে
নিম্নলিখিত বাক্য দেখা যায়—“বর্ষীয়চরণাঃ বর্ষীয়্যাং যোনিম্
আপণ্ণেবন্ ব্রাহ্মণ্যোনিং বা ক্ষত্রিয়্যোনিং বা বৈশ্য্যোনিং বা ।
কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপণ্ণেবন্ ঋযোনিং বা শূকব্যাণি
বা চণ্ডাল্যোনিং বা” (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।১০।৭) অর্থাৎ, যাহাদের
উৎকৃষ্ট আচরণ, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য্যোনি প্রাপ্ত হয় ।
যাহাদের আচরণ নিন্দনীয়, তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল্যোনি
প্রাপ্ত হয় । “চরণ” শব্দের অর্থ আচরণ । ইহা কৰ্ম্ম হইতে ভিন্ন ।
এজন্য কেহ মনে করিতে পারেন যে, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভ্রুতিসম্মত
নহে । এই আপত্তির উত্তরে আচার্য্য কার্যাজিনি বলিয়াছেন

যে, এখানে “কর্ম্ম” এই অর্থে “চরণ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনর্থক্যম্ ইতি চেৎ ন তদপেক্ষিতত্বাৎ (৩।১।১০)

অনর্থক্যম্ (তাহা হইলে আচরণ অনর্থক), ইতি চেৎ যদি এই আপত্তি বলা হয়), ন (না), তদপেক্ষিতত্বাৎ (আচরণেব অপেক্ষা আছে)।

যদি “চরণ” শব্দের অর্থ হয় কর্ম্ম, যদি শীল বা আচরণেয় দ্বারা জন্ম নির্দিষ্ট না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে সদাচারেব প্রশংসা আছে বেন? ইহাও উত্তর এই যে, সদাচারী ব্যক্তিতে কেহ বৈদিক কর্ম্মে অধিকারী নহে। অধিকন্তু বৈদিক যজ্ঞাদির স্বরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তখন যাহাব আচার যত উৎকৃষ্ট, তাগাব ফল তত উৎকৃষ্ট হয়।

স্বকৃত-দ্রুত-এব ইতি তু বাদরিঃ (৩।১।১১)

আচার্য্য বাদবিব মত এই যে, চরণ শব্দের অর্থ স্বকৃত ও দ্রুত (পুণ্য ও পাপ)।

অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি চ শ্রুতম্ (৩।১।১২)

অনিষ্টাদিকারিণাম্ (যাহাবা যজ্ঞ প্রকৃতি কর্ম্ম করে না), অপি চ (তাহাদেবও চন্দ্রমণ্ডলে গমন হয়), শ্রুতম্ (এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে)। “যে বৈ চ অশ্বাং লোকাং প্রযন্তি চন্দ্রমসন্ এব তে সর্কে গচ্ছন্তি” (কৌষীতকি উপনিষদ ১।২), অর্থাৎ, যাহাবাই পৃথিবী হইতে গমন করে, সন্দেশেই চন্দ্রলোকে যায়। এজন্য মনে হইতে পারে

পুণ্যকর্ম করুক বা না করুক, সবসময়ই চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিবে। —এ
মত পূর্বপক্ষ।

সংযমনে তু অহুভূয ইতরেবাং আরোহাবরোহৌ তদগতি-
দর্শনাং (৩।১।১৩)

সংযমনে (যমলোকে যমহৃত যাতনা), অহুভূয (অহুভব কবিয়া)
ইতরেবাং (যাহাবা পাপী), আরোহাবরোহৌ (যমলোকে গমন এবং
যমলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন), তদগতিদর্শনাং (পাপীষ এইরূপ
গতিব উল্লেখ বেদে দেখা যায়) ।

“অযং লোকঃ নাস্তি পব ইতি জানী পুনঃ পুনঃ বশম্ আপচ্ছতে
মে” (বঠৌপনিষদ্ ১।২।৬), অর্থাৎ, পাপীষা মনে কনে, ইহলোকই
মত, পবলোক নাই, তাহারা পুনঃ পুনঃ আশ্রয় বশীভূত হইয়া কষ্ট
ভোগ করে। এই প্রকারেব বেদবাক্য হইতে পাপীর যমালয়ে গমন
জানি যায় ।

শ্রবস্তি চ (৩।১।১৪)

শ্রুতিতেও পাপীর নবকে গমন উল্লেখ আছে ।

অপিচ সপ্ত (৩।১।১৫)

শ্রুতিতে রৌবষ প্রভৃতি সাতটি নবকের উল্লেখ আছে ।

তত্রাপি চ তদব্যাপাবাদ অবিরোধঃ (৩।১।১৬)

বৌবষ প্রভৃতি নবকে চিত্তগুণ প্রভৃতির কর্তৃত্ব আছে এরূপ উল্লেখ
দেখা যায় । তাহারা যথেষ্ট কর্তব্যবান ।

বিদ্বাক্ষ্মণোঃ ইতি তু প্রকৃতদ্বাং (৩।১।১৭)

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, যাহাবা ত্র্যক্ষৈব উপাসনা কবে, তাহাবা দেবদানপথে চন্দ্রলোকগমন কবে, তাহাদেব আব পুনর্জন্ম হয় না, যাহাবা যজ্ঞ করে, তাহারা পিতৃদানপথে চন্দ্রলোকগমন করে, সেখানে নির্দিষ্টকাল ধরিয়া স্বর্গস্থ ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবে। তাহাব পব বলা হইয়াছে—“বেথ যথা অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে” ছাঃ উঃ ৫।৩।৩, অর্থাৎ, তুমি কি জান, কিরূপে চন্দ্রলোক জীবসমূহ দাবা পবিপূর্ণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে, “অথ এতয়োঃ পথোঃ ন কতবেণ চ ন তানি ইমানি জুস্তানি অসক্লং আবর্ত্তানি ভূতানি ভবন্তি, জাযথ ত্রিযথ ইতি এতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেন অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে।” ৫।১২।৮, অর্থাৎ এই যে দুইটি পথ, পিতৃদান ও দেবদান ইহাব একটি পথেও যায় না, সেই সকল বারদ্বাব জন্মগ্রহণকাৰী প্রাণী,—“জন্মগ্রহণ কব, মবিয়া যাও”, ইহাই তৃতীয় পথ, এই জন্তই চন্দ্রলোক পবিপূর্ণ হয় না।” অতএব বুঝিতে পাবা যাইতেছে যে, যাহাবা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম কবে না, তাহাবা চন্দ্রলোক গমন কবে না। ৩।১।১২ প্রোকে যে পূর্বপক্ষ কবা হইয়াছিল যে যাহাবা যজ্ঞ কবে না তাহাবাও স্বর্গে যায়, তাহা এখানে পরিহাব কবা হইল। কৌষীতকি উপনিষদেব যে বাক্য ৩।১।১২ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে বাক্যেব প্রকৃত অর্থ এই যে যাহাদের স্বর্গে যাইবাব অধিকার আছে তাহারা সকলে স্বর্গে যায়। এ বিষয়ে অন্য শাখায় এইরূপ পাঠ আছে—“যে বৈ কেচিৎ অধিকৃত্যঃ অস্মাং লোকাং প্রযন্তি চন্দ্রমসন্ এব তে সর্বে

গচ্ছতি,” অর্থাৎ, পুণ্যকর্ম কবিতা যাহাদেব চন্দ্রলোকগমনের অধিকার হইয়াছে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোক গমন কবে।

বামাহুজভাষ্য : “বিদ্যাকর্মণোঃ”—বিদ্যা ও কর্মের ফল ভোগ কবিবাব জন্ত যথাক্রমে দেবদান ও পিতৃদান পথে গমন কবিতো হয়। “প্রকৃতদ্যে”—দেবদান পথের সহিত বিদ্যার উল্লেখ, পিতৃদান পথের সহিত কর্মের উল্লেখ আছে, উপনিষদ্ হইতে পুরোঁদ্ধৃত বাক্যে, পুণ্যাহুর্ভান-কর্তা ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা সকলে: চন্দ্রলোকে গমন কবে।

ন তৃতীয়ে তথা উপলক্ষে: (৩।১।১৮)

“ন তৃতীয়ে”, এই যে তৃতীয় পথের উল্লেখ হইল, এই পথে পুনর্জন্মের জন্ত পাঁচটি আহুতিব প্রয়োজন হয় না। “তথা উপলক্ষে:” সেইরূপ বুলিতে পাওয়া যায়। যাহাদেব সম্বন্ধে “জায়ন্ত স্রিযৎ” বলা হইয়াছে, তাহাদেব পাঁচটি আহুতি হইতে পাবে না। পাঁচটি আহুতি না হইলে যে মনুষ্য দেহ হইতে পাবে না, ইহা বলা হয় নাই।

স্বর্ঘ্যাতে অপি চ লোকে (৩।১।১৯)

স্বর্গিতে দেখা যায় (যে পাঁচটি আহুতি না হইলেও মানবদেহ হইতে পাবে)। জ্বোনের জন্মের পূর্বে দ্রৌরূপ অগ্নিতে আহুতি হয় নাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা, দ্রৌপদী,—ইহাদেব জন্মের পূর্বে দ্রী ও পুরুষ রূপ দুইটি অগ্নিতে আহুতি হয় নাট, অথচ ইহারা অবশ্য পুণ্যকর্ম কবিয়াছিলেন। অতএব সকল ক্ষেত্রে পাঁচটি আহুতিব প্রয়োজন নাই।

দর্শনাচ্চ (৩।১।২০)

দেখা যায় যে, স্বেদজ ও উদ্ভিদ প্রাণী জীপুষ্কবের সংযোগ ব্যতীত জন্মলাভ হবে।

তৃতীয়শব্দাববোধঃ সংশোধকস্ত (৩।১।২১)

শ্রুতিতে তিন প্রকার জীবের উল্লেখ আছে, “আণ্ডজঃ, জীবজন্ম উদ্ভিজ্জঃ” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।৩।১) এখানে চতুর্থ শ্রেণী স্বেদজের উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহাও তৃতীয় শ্রেণী “উদ্ভিজ্জের” অন্তর্গত।

সাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্তেঃ (৩।১।২২)

“সাভাব্য-আপত্তিঃ” অর্থাৎ সমানভাবে প্রাপ্তি হয়। “উপপত্তেঃ”, কাবণ, তাহাই যুক্তিযুক্ত।”

জীব চক্রমণ্ডলে স্বধভোগ কবিয়া যখন অববোহণ করে, সেই অবস্থার বর্ণনাতে আছে—“অথ এতন্ম্ এষ অধ্বানং পুনঃ নিবর্তন্তে, যথা ইতং, আকাশন্, আকাশাং বায়ুং, বায়ুং ভূষা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূষা অত্রং ভবতি অত্রং ভূষা মেঘো ভবতি মেঘো ভূষা প্রবৰ্ষতি” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১।১৬)—“অনন্তর পুনর্বার সেই পথে কিবিয়া আসে যে পথে গিয়াছিল। আকাশ (হয়), আকাশ হইতে বায়ু (হয়) বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অত্র হয়, অত্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়।” এস্থলে সন্দেহ হয় যে, জীব কি আকাশ বায়ু প্রভৃতির সহিত এক হইয়া যায়, না তাহাদেব অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এই সকল দ্রব্যের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চক্রমণ্ডলে ভোগেব জন্ত যে জন্মময় দেহ প্রাপ্ত হয়, ভোগ সমাপ্ত হইলে দেহ বিলীকমান হইয়া আকাশেব ত্রায় গুহ্ম

হয়, তাহাব পব বায়ুব বশে আসে, তাহাব পব ধূম প্রভৃতির সহিত সম্পর্ক হয়। জীব যে প্রকৃতই আকাশ বা বায়ু হইয়া যায়, এই কল্পনা যুক্তিস্কৃত নহে।

নাতিচিনেণ বিশেষাৎ (৩।১।২৩)

ন নাতিচিনেণ (বিলম্ব হয় না), বিশেষাৎ (প্রভেদ হেতু)। চল্লমণ্ডল হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে মেঘ, মেঘ বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্ত, এই সকল অবস্থা-পরিবর্তনে অধিক বিলম্ব হয় না কাবণ, শস্ত হইতে অপবেষ দেখে শুষ্করূপে সংক্রান্ত হইতে বিলম্ব হয়, ইহাব উল্লেখ আছে। “অতো বৈ ধনুঃ স্তম্ভিপ্রপতবৎ” (ছান্দোগ্য), অর্থাৎ এই শস্তভাব হইতে অগ্নি জীবের দেখে শুষ্কভাবে পরিণত হওয়া শুব কঠিন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, পূর্বপূর্ব অবস্থা-পরিবর্তন সহজে ও শীঘ্র হয়।

অগ্ন্যধিষ্ঠিতে পূর্ববৎ অভিলাপাৎ (৩।১।২৪)

“অগ্ন্যধিষ্ঠিতে,” অগ্নি জীব অবস্থান করে। “পূর্ববৎ,” শস্তের পূর্বে, মেঘ বায়ু প্রভৃতিতে যে ভাবে এই জীব সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ শস্ততেও সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। “অভিলাপাৎ,” শস্তের পূর্ববর্তী অবস্থা সম্বন্ধে যে রূপ উক্তি আছে, শস্ত অবস্থা সম্বন্ধেও সেইরূপ উক্তি আছে, অতএব উভয়টাই ভোগ হয় না। অগ্নি

জীব পূর্কহত বর্ষ্মফলে স্ত্র হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ কবে, চন্দ্রনওল হইতে অববোধনকাবী জীব কিছুকালের চত্রে সেই শস্ত্রে সংলিষ্ট থাকে না। যে বর্ষ্মেব ফলে স্বর্গভোগ হয়, সেই বর্ষ্মেব সমাপ্তি হইয়াছে। যে বর্ষ্মেব ফলে ব্রাহ্মণাদি জাতি লাভ হয়, সেই বর্ষ্মেব ফল তখনও আবস্ত হয় নাই। মধ্যবর্তী অবস্থায় আকাশ, শস্ত্র প্রভৃতিব সহিত স্পর্ক হয়। তখন কোন ভোগ হয় না।

অন্তঃকম্ ইতি চেৎ ন শকাৎ (৩।১।২৫)

‘অন্তঃকম্ ইতি চেৎ’—যদি বলা হয় যে, বৈদিক বর্ষ্ম অন্তঃক এ জন্ত বৈদিক বর্ষ্মেব ফলেই শস্ত্রপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। ‘ন’-শকাৎ, ‘না’, বৈদিক বর্ষ্ম অন্তঃক হইতে পাবে না। কাবণ, শস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতি বাহ্যকে বর্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছে, তাহা অন্তঃক হইতে পাবে না। কোন্ বর্ষ্ম ধর্ম, কোন্ বর্ষ্ম অধর্ম, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। যে বর্ষ্ম এক অবস্থায় অধর্ম, তাহাই অন্তঃক অবস্থায় ধর্ম হইতে পাবে। পশুবধ সাধাবণতঃ অধর্ম। কিন্তু যজ্ঞে পশুবধ ধর্ম। শাস্ত্র বলিয়াছেন ‘ন হিংসাং সর্কী ভূতানি’ অর্থাৎ কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না। ইহা সাধাবণ নিয়ম। আবার শাস্ত্রই বলিয়াছেন ‘অগ্নিষোমীযং পশুন আলভেত’ অর্থাৎ অগ্নিষোম যজ্ঞে পশুবধ কবিবে। ইহা বিশেষ নিয়ম। যেখানে বিশেষ নিয়ম নাই, সেখানে সাধাবণ নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। যেখানে বিশেষ নিয়ম আছে সেখানে সাধাবণ নিয়ম প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং শাস্ত্রে যেখানে পশুবধেব বিধান আছে, সেখানে পশুবধ সাধাবণ নহে।

রামানুজভাষ্য : বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞে যে পশুকে বধ করা হয়, সেই পশু স্বর্গে গমন করে, (যজুর্বেদ ২৩৩৮২) সেই পশু প্রথমে কষ্ট পাইলেও পরিশেষে অনেক বেশী সুখ পায়। সুতরাং যজ্ঞে পশুবধ পাপজনক হইতে পারে না। ইহা চিকিৎসক কর্তৃক যোগীক অদ্বৈতেন্দ্রিয় ক্রিয় উত্তম কর্ম।

বেতঃসিক্যোগঃ অন্তঃ (৩।১।১৬)

শস্ত্র হইবার পাবে যে প্রাণী সেই শস্ত্র ভোজন করিয়া শুদ্ধ ত্যাগ করে, চন্দ্র হইতে প্রত্যাবর্তনকারী জীব সেই প্রাণীর সহিত যোগ “বেতঃ-সিক্যোগ” প্রাপ্ত হয়। এখানেও সেই প্রাণীর সহিত সম্পর্ক হয় মাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে। সে প্রাণীর সহিত ঐক্য হইতে পারে না। সেইরূপ শস্ত্রের সহিত সম্পর্ক হয় মাত্র। ঐক্য হয় না।

যোনেঃ শরীরম্ (৩।১।২৭)

যে প্রাণী রেতঃপাত করে, তাহার শরীর হইতে স্ত্রীর যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং যোনি হইতে নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। পূর্নকৃত কর্ম অল্পমানে বিভিন্নপ্রকার শরীর প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন স্বধ-দ্ব্যধভোগ করে। এইভাবে শরীর প্রাপ্ত হইবার পূর্বে আকাশ বায়ু প্রভৃতির সহিত যোগ হয় মাত্র, সে সময় স্বধ দ্ব্যধ প্রাপ্তি হয় না।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পাদ

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীব ইহলোক ও পরলোকে যাভাঘাত কবে এবং কুঃখ ভোগ করে। ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্য সাধকের জন্যে বৈবাগ্যের উল্লেখ করা। অতঃপর স্বপ্নাবস্থার আলোচনা করা হইতেছে।

সদ্যো সৃষ্টিঃ নাহি হি (৩২।১)

সদ্যো (নিদ্রাব সময়), সৃষ্টিঃ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি হয়), নাহি হি (বেদ তাহা বলিয়াছেন)।

শঙ্করভাষ্য : বেদে আছে, 'ন তত্র বখা ন বখযোগা ন পশ্বানঃ ভবন্তি, অথ বপান বখযোগান্ পথং সৃজতে' (বৃহদাবগ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১০), অর্থাৎ, (নিদ্রাব সময়) বথ, বথের উপযোগী দ্রব্য, পথ থাকে না, পথে বথ, বথের উপযোগী দ্রব্য এবং পথের সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতই সৃষ্টি হয়। এই সূত্র পূর্বপক্ষ।

বামানুজভাষ্য : প্রথমে মনে হইতে পারে যে, জীবই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেন, পরমাত্মা করেন না।

নির্মাাতারং চ একে গুত্রাদয়ঃ চ (৩২।২)

নির্মাাতারং চ (দেখরকে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর নির্মাতা), একে (এক

সাধায় বলা হইয়াছে) পুত্রাণ্যঃ চ (পুত্র প্রভৃতি কামনীয় দ্রব্যেরও নির্মাতা ঈশ্বর এরূপ উল্লেখ আছে)।

শঙ্করভাষ্য : “য এবং সুপ্তেযু জাগতি কামঃ কামঃ পুরুষো নির্মিমাণঃ” (কঠোপনিষৎ ৫।৮), অর্থাৎ, সকলে যখন নিদ্রিত থাকে, তখন ঈশ্বর জাগ্রত থাকেন এবং নিদ্রিত ব্যক্তিদের কামনীয় বস্তু নির্মাণ করেন,। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, আমরা জাগ্রত অবস্থায় যে সকল বস্তু দর্শন করি, যে সকল বস্তু যেকোন ঈশ্বর মত সত্যই সৃষ্টি করেন, নিদ্রিত অবস্থায় যে সকল বস্তু দর্শন করি, সে সকল বস্তুও ঈশ্বর সত্যই সৃষ্টি করেন।

রামানুজভাষ্য : উপরে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে ইন্দ্রিয় সকল সুপ্ত হইলেও জীব জাগ্রত থাকে এবং কামন্যাব বিধয় সকল সৃষ্টি করে অতএব জীবকেই শ্রুতি বলা হইয়াছে, এইরূপ মনে হইতে পারে।

মাযামাত্রাং তু কাং'শ্চেন অনভিব্যক্তধরূপত্বাৎ (৩।২।৩)

শঙ্করভাষ্য : মাযামাত্রাং তু (স্বপ্নে বাহ্য দেখা যায়, তাহা মাত্রা মাত্র), কাং'শ্চেন (সমুদয় পৰমার্থ ধর্মের দ্বারা), অনভিব্যক্তধরূপত্বাৎ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ হয় না)।

সত্যবাব বস্তুর এই সকল ধর্ম বিদ্যমান থাকে—বেশ কাল নিমিত্ত এবং বাবাব অভাব। এই সকল ধর্ম স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে থাকে না। স্বপ্নে বস্তু থাকিতে পারে না। বাজে স্বপ্ন দেখিতেছে যেন, দিবস হইয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে যে, বিবিধ বস্তু দর্শন করিতেছে অথচ

চক্ষু মুদ্রিত। স্বপ্নে বস দেখিল, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে দেখিল, কিছুই নাই। এই সব কারণে সিদ্ধান্ত কৰা উচিত যে, স্বপ্নে যে সকল বস্তু দেখা যায়, সে সকল সত্য নহে,—যাযা নাজ।

বামাহুজভাষ্য : স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জীব কৰ্ত্তৃক সৃষ্ট হয় না, ঈশ্বর কৰ্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। সেই সৃষ্টি মায়াবশত অৰ্থাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কাবণ স্বপ্নদৃষ্টা ব্যক্তিই সেই সকল বস্তু দেখিতে পায়, অথচ কেহ দেখিতে পায় না। এবং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে ততক্ষণ সেই বস্তু বিদ্যমান থাকে, স্বপ্ন শেষ হইলে সেই বস্তুগুলি বিদ্যমান থাকে না। এই প্রকার আশ্চর্য্য সৃষ্টি জীব কৰিতে পারে না, “অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ” কাবণ, জীবের স্বরূপ সাধাবণতঃ প্রকাশিত থাকে না। জীবের স্বরূপ সত্যসংকল্পতঃ। কিন্তু যতক্ষণ জীব নিজ স্বরূপ উপলব্ধি কবে না,—অৰ্থাৎ মোক্ষ হওয়া পর্য্যন্ত ইচ্ছামত সৃষ্টি কৰিতে পারে না।

সূচকঃ চ হি ত্রুতঃ আচকতে চ তদ্বিদঃ (৩।২।৪)

সূচকঃ (স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ভবিষ্যৎ তদাভূত সূচনা কবে), ত্রুতঃ (বেদে এইরূপ উল্লেখ আছে)। তদ্বিদঃ (যাহাবা স্বপ্নতত্ত্ববিদ তাহাবা) আচকতে চ (এই কথা বলিয়া থাকে যে, স্বপ্ন সকল ভবিষ্যৎ ভাগ্য সূচক কবে)।

“যদা বর্ষস্ব কাম্যেষ্ণু স্নিগ্ধং স্বপ্নে পশ্যতি।

সমুদ্ভিং তজ জানীয়াৎ তন্নিম্ন স্বপ্ননিদর্শনে ॥”

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।২।৮)

অনুবাদ : কোনও কাম্য বর্ষের সময় যদি স্বপ্নে স্নীমুত্তি দেখা

যায়, তাহা হইলে সন্তুষ্টিলাভ হইবে। অগ্রে যে স্ত্রীমুক্তি দেখা যায়, তাহা মিথ্যা। কিন্তু যে সন্তুষ্টিলাভ হয়, তাহা সত্য। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, অগ্নিকে মাযামাত্র বলা হইয়াছে, ইহা হইতে মনে করা উচিত নহে যে জগৎ সত্য। জগৎও মাযামাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মদর্শন না হয়, ততক্ষণ জগৎবোধ হয়।

রামানুজভাষ্যে এই শ্রুতিটি নাই।

পর্যাপ্তিধ্যানং তু তিরোহিতং ততো হি অস্ত্র

বন্ধবিপর্যায়ো (৩।২।৫)

শঙ্করভাষ্যঃ : পর্যাপ্তিধ্যানং (পৰমেশ্বরের ধ্যান হইতে জীবের ঐশ্বর্যলাভ হয়), তিরোহিতং (অজ্ঞানহেতু জীবের ঐশ্বর্য তিরোহিত হয়)। ততঃ (দৈশ্বব হইতেই), অস্ত্র (জীবের), বন্ধবিপর্যায়ো (বন্ধ ও মুক্তি হয়)।

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যখন দৈশ্ববের অংশ, তখন জীবেরও দৈশ্ববের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য থাকি উচিত, সুতরাং জীবই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যস্তি করিতে পারে। ইহাব উত্তর এই যে, যদিও জীব দৈশ্ববেরই অংশ, তথাপি অজ্ঞান হেতু জীবের ঐশ্বর্য তিরোহিত হয়। দৈশ্ববের ধ্যান করিয়া সে ঐশ্বর্য ও মুক্তি লাভ করিতে পারে।

রামানুজভাষ্যঃ : পর্যাপ্তিধ্যানং (দৈশ্ববের ইচ্ছা হেতু), অস্ত্র (জীবের), তিরোহিতং (নিম্পাপ শুদ্ধরূপ তিরোহিত হয়)। ততঃ (দৈশ্ববের ইচ্ছাভেই), অস্ত্র (জীবের), বন্ধবিপর্যায়ো (বন্ধ ও মোক্ষ হয়)।

দেহযোগাৎ বা সোহপি (২।২।৬)

শব্দবভাষ্য : দেহযোগাৎ বা (জীব দেহের সচিৎ যুক্ত হয় বলিয়া), সঃ (সেই তিরোভাব—জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের তিরোভাব, হয়) ।

জীব ঈশ্বরের অংশ । ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য আছে । জীবেরও জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য থাকা উচিত । কেন তিরোভাব হয় ? তিরোভাবের কারণ এই যে, অবিবেক হেতু জীব, নিজকে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় বলিয়া ভ্রম করে, এ জন্ত জীব মনে করে যে, তাহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য নাই ।

বামানুজ বলেন, এই তিরোভাব হইতেছে নিজের স্বাভাবিক স্তর নিপ্পাপ স্বরূপের তিরোভাব । দেহযোগেই তাহা হয় । এ জন্ত জীব স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি স্রষ্টি করিতে পারে না । ঈশ্বরই সেই সব স্রষ্টি করেন । জীবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ ঈশ্বর সুখদুঃখময় স্বপ্ন স্রষ্টি করেন ।

তদভাবো নাভীষু তচ্ছতেঃ আত্মনি চ (৩।২।৭)

তদভাবঃ (স্বপ্নদর্শনের অভাব), নাভীষু (জীবাত্মা যখন নাভীতে থাকে), তচ্ছতেঃ (বেদে ইহা বলা হইয়াছে), আত্মনি চ (আত্মাতেও থাকে) ।

উপনিষদে কোনও বাক্যে বলা হইয়াছে যে, স্রষ্টৃপ্তিব সময়ে জীব নাভীতে থাকে (হৃদয় হইতে ৭২ হাজার নাভা শরীরের সর্বত্র পবিব্যাপ্ত হইয়াছে), অত্র উপনিষদবাক্যে বলা হইয়াছে

যে, স্রষ্টৃশ্রিত্ব সময় জীব পুৰীতঃ-এ থাকে (সদস্যবেষ্টনকবৌ চর্মেব নাম পুৰীতঃ); কোথাও বলা হইয়াছে যে, তখন সদস্যকাশে থাকে, অথবা ব্রহ্মে থাকে। এ বিষয়ে মীমাংসা এই যে, তখন জীব নাড়ী দ্বারা স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের নিকট উপনীত হয় এবং ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। জাগ্রত বা স্বপ্ন অবস্থায় জীবের মন বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি থাকে, সেই উপাধির জন্ত জীব নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে। স্রষ্টৃশ্রিত্ব সময় উপাধির লয় হইয়া যায়। তখন ব্রহ্ম হহতে জীবের পার্থক্যের কোনও হেতু থাকে না। তখন জীব ও ব্রহ্ম এক হইয়া যায়। এখানে নাড়ী, পুৰীতঃ এবং ব্রহ্মকে প্রাসাদ খট্টা এবং পর্যাব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যায়।

বামাহুজের মতে এখানে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে স্রষ্টৃশ্রিত্ব সময় জীব ব্রহ্মে বিলীন হয়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা এখানে কিছু নাই।

অতঃ প্রবোধঃ অস্মাৎ (৩।২।৮)

অতঃ (অতএব), অস্মাৎ (ব্রহ্ম হইতেই), প্রবোধঃ (স্রষ্টৃশ্রিত্ব পব আগমন হয়)। স্রষ্টৃশ্রিত্ব সময় জীব ইন্দ্রিয়গণের সহিত ব্রহ্মে বিলীন হয়, স্রষ্টৃশ্রিত্ব পব বধন জাগ্রত হয়, তখন ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত হয়।

স এব তু বর্ষানুস্মৃতিশব্দবিধিত্যঃ (৩।২।৯)

স এব (যে জীব স্রষ্টৃশ্রিত্ব সময় ব্রহ্মে বিলীন হয়, সেই জীবই

প্রবোধের সময় উদ্ভিত হয়), “কৰ্ম্মানুশ্ৰুতিশব্দবিধিত্যঃ” কৰ্ম্ম, অনুশ্ৰুতি, শব্দ এবং বিধি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

অনুশ্ৰুতি পূর্বে কোনও ব্যক্তি যে কৰ্ম্ম অৰ্দ্ধসমাপ্ত বাধিয়াছিল, অনুশ্ৰুতি পৰ তাহাবে সেই কৰ্ম্ম শেষ করিতে দেখা যায়। যদি তাহাব দেখে অল্প জীবের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে একুপ হইত না। অনুশ্ৰুতি পূর্বে বাহা দেখা যায়, অনুশ্ৰুতি পরে তাহা শ্রুতিপথে উদ্ভিত হয়। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে, অল্প জীবের আবির্ভাব হয় না। ‘শব্দ’ অর্থাৎ বেদেও ইহাব উল্লেখ আছে যে, ভিন্ন জীবের আবির্ভাব হয় না। ‘বিধি’ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি হইতেও এইরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। জীব স্বকৃত কৰ্ম্মকল ভোগ কবে বলিয়াই শাস্ত্রবিধির সার্থকতা। যদি অনুশ্ৰুতি পৰ অল্প জীবের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবিধান অনর্থক।

বানানুজ :— “কৰ্ম্ম” শব্দের উদ্দেশ্য এইরূপ,—অনুশ্ৰুতি পূর্বে জীব যে কৰ্ম্ম কবে, অনুশ্ৰুতি পৰও তাহাব ফল ভোগ কবে দেখা যায়। “বিধি” শব্দের অর্থে তিনি বলিয়াছেন যে, অনুশ্ৰুতি হইলেই যদি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া মোক্ষলাভ হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-লাভের জন্য শাস্ত্রে এত বিধি নির্দেশ করা প্রয়োজন হইত না।

মুক্তে অৰ্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ (৩।২।১০)

মুক্তে (অজ্ঞান অবস্থায়), অৰ্দ্ধসম্পত্তিঃ (ইন্দ্রিয়সকল আংশিক ভাবে বিলীন হয়), পরিশেষাৎ (জাগ্রত, স্বপ্ন, অনুশ্ৰুতি ও মৃত্যু এই সকল অবস্থা হইতে অজ্ঞান অবস্থায় পার্থক্য দেখা যায়)।

অস্ত্রান অবস্থায় কতকটা সুস্থিতি সহিত সাদৃশ্য আছে, কতক মৃত্যুর সহিত ।

ন স্থানতোহপি পরস্ত উভয়লিঙ্গং হি (৩।২।২১)

শব্দরভাস্যঃ শব্দ (ব্রহ্মেব), ন উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় লক্ষণ হইতে পাবে না), স্থানতোহপি (উপাধিবো-
গেও হয় না), সর্কজ হি (উপনিষদে সর্কজ যেখানে ব্রহ্মেব স্বরূপ
নির্দেশ করা হইয়াছে, সেখানে নির্বিশেষরূপেই ব্রহ্মেব স্বরূপ নির্দেশ
করা হইয়াছে) । অতএব ব্রহ্মেব স্বরূপ নির্বিশেষ ।

উপনিষদে কোনও স্থলে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে ; যথা :
“সর্ককর্মা সর্ককামঃ সর্কগন্ধঃ সর্কবসঃ” (ছান্দোগ্য ২।১০।২), অর্থাৎ তিনি
সকল কর্ম্য করেন, তাঁহাব সকল কামনা পবিপূর্ণ, তিনি সকল গন্ধ-
বুজ, সকল রসযুক্ত । আবার অন্তত তাঁহাকে নির্বিশেষ বলা হইয়াছে,
যথা : “অস্থূলম্ অনগু অদ্রবম্ অদীর্ঘম্” (বৃহদাবগ্য ৩।৮।৮), অর্থাৎ
তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, দ্রবও নহেন, দীর্ঘও নহেন । এক
বস্তুর বিপরীত স্বভাব হইতে পাবে না । উপাধিবো-গেও স্বভাবের
পরিবর্তন হইতে পাবে না, বড় জোর ক্রম বস্তুতঃ মনে হইতে পারে
যে, পবিবর্তন হইয়াছে । এ জন্য পঞ্চব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,
নির্বিশেষতাই ব্রহ্মেব স্বরূপ, উপাধিবো-গে তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া
বস হয় ।

বামানুজ অস্ত্র প্রকাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন । প্রথমে তিনি বলিয়া-
ছেন যে, ॥ পর্য্যস্ত বৈরাগ্য উপাধি করিবার জন্য জাগ্রত ব্রহ্ম

শ্রুতি, মুছ' প্রভৃতি অবস্থাব দোষ দেখান হইল। অতঃপর ব্রহ্ম-
লাভেব আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে, যে ব্রহ্মেব
কোনও দোষ নাই। একরূপ মনে হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন জীবের
শরীরে সর্বদাই অবস্থান করেন, তখন স্বপ্ন মুছ' প্রভৃতি অবস্থায়
জীবের যে দুঃখ বা দোষ হয়, তাহা ব্রহ্মকেও স্পর্শ করিতে পারে।
এই আশঙ্ক্যাব উত্তরে বলা হইতেছে,—পবস্ত্র ন (এই সকল দোষ
ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না), স্থানতঃ অপি (যদিও ব্রহ্ম জীবের সহিত
এক দেহেই অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন), উভবলিদ্বঃ সর্বত্র হি
(সর্বত্র অর্থাৎ ভূমি ও স্থতিতে ব্রহ্মকে উভয়লিঙ্গযুক্ত বলা হইয়াছে,
একটি লিঙ্গ হইতেছে এই বে, তাঁহাব কোন দোষ নাই, আব একটি
লিঙ্গ হইতেছে এই যে, তিনি সকল কল্যাণগুণের আধার)। ঐতি
বলিয়াছেন “অপহতপাপ্মা বিজবঃ বিনৃত্যঃ বিশোবঃ বিজিঘিৎসঃ
অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” (ছান্দোগ্য ৮।১।৫), অর্থাৎ, তাঁহাব
পাপ নাই, ভাব নাই, শোক নাই, ক্রোধ নাই, পিপাসা
নাই, (এপৰ্য্যন্ত বলা হইল যে, তাঁহাব দোষ নাই), তাঁহাব সকল
কামনা সত্য হয়, সকল সঙ্কল্প সত্য হয় (এখানে বলা হইল
যে, তিনি সকল গুণের আধার)। বামাহম্য বিষ্ণুপূৰ্বাণ হইতে
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মেব কোনও দোষ
নাই এবং “সমস্তকল্যাণগুণাশ্রকোহসৌ” অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত
কল্যাণগুণাস্বক।

ন ভেদাৎ ইতি চেৎ ন প্রত্যেকম্ অন্তর্দ্বচনাৎ (৩।২।২২)

শব্দবভাষ্য : ন (ব্রহ্ম নির্বিশেষ এই সিদ্ধান্ত স্বার্থ নহে), ভেদাৎ (উপনিষদে ব্রহ্মে রূপভেদ উপদেশ করা হইয়াছে, কোনও স্থানে বলা হইয়াছে তিনি চতুঃপাদ, কোথাও বলা হইয়াছে তিনি ষোড়শ-দশাযুক্ত ইত্যাদি), ইতি চেৎ ন (কেহ যদি এই আপত্তি করেন, তাহাব উত্তবে বলা হইতেছে, না, তাহা নহে), প্রত্যেকম্ অন্তর্দৃষ্টাৎ (প্রতি উপাধিভেদের মধ্যে সেই এক ব্রহ্মই অবস্থান করেন, এই-ঋতিবাক্য আছে। অতএব উপাসনাব লক্ষ্য ভেদেব উপদেশ। স্বরূপতঃ ভেদ নাই। স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এক এবং নির্বিশেষ)।

বামাহুজ এই সূত্রটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন :

ভেদাৎ ইতি চেৎ ন প্রত্যেকম্ অন্তর্দৃষ্টাৎ

ভেদাৎ (দেব, মনুষ্য প্রভৃতি শরীরভেদ অনুসাবে ব্রহ্মও সুখ দুঃখ ভোগ করিবেন, কাৰণ তিনি অন্তর্যামিরূপে সকলের মধ্যেই অবস্থিত), ইতি চেৎ (যদি কেহ ইহা বলেন) ন, (না, এই সিদ্ধান্ত ঠিক নহে), প্রত্যেকম্ অন্তর্দৃষ্টাৎ (প্রতি শরীরেব মধ্যে অন্তর্যামী ব্রহ্ম অনুভবরূপে অবস্থান করেন,—সুতরাং দুঃখেব স্পর্শ হইতে পাবে না,—এইরূপ ঋতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়)। এই প্রশ্নে বামাহুজ বলিয়াছেন যে, কোনও বস্তুই স্থানাত্মক বা স্থানা-ত্মক নহে, এক বস্তুই এক ব্যক্তিকে সুখ প্রদান করিয়া অন্য ব্যক্তিকে দুঃখ প্রদান করিতে পাবে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত—বনশীব রূপ তাহাব স্বামীকে সুখী কবে, কিন্তু সপত্নীকে দুঃখী কবে। কার্শ্বেক ফল অনুসাবে জীব কোন বস্তব সংস্পর্শে সুখ বা দুঃখ পায়। ব্রহ্ম

কর্মফলের অধীন মনেন ; সুতরাং কোনও বস্তু তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না ।

অপি চ এবম্ একে (৩১।১৩)

শব্দবভাষ্য : একে (বেদের এক শাখাবলম্বী) এবম্ (এইরূপ প্রতিবাদ্য পাঠ কবিতা থাকে—যে ভেদদর্শন নিন্দনীয়, অভেদদর্শনই সত্য) । যথা :

“নেহ নামা অস্তি দিঞ্চন,

মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানা ইব পশুতি”

(কঠোপনিষৎ ৪১১)

অনুবাদ : জগতে নামা বস্তু নাই। যে নানা বস্তু দেখে, সে বাবদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।

বামাহুজভাষ্য : বেদের এক শাখায় উল্লেখ আছে যে, যদিও একই দেহে জীব ও ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করেন, তথাপি জীব সুখ দুঃখ ভোগ করে, ব্রহ্ম সুখদুঃখ ভোগ করেন না,—নিজ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত থাকেন ।

“হা হৃপর্ণা সমুজ্জা সমায়া সমানং বৃক্ষং পবিত্রব্রজাতে ।

তয়োঃ একঃ পিঙ্গলং স্বাদু অস্তি অনন্নম্ অন্নঃ অভিচাক্ষীতি ।”

মুক্তকোপনিষৎ (৩১।১)

অনুবাদ : দুইটি স্তম্ভের পক্ষযুক্ত পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) একটি বৃক্ষকে, অবলম্বন কবিতা থাকে। তাহাদেব মধ্যে একটি পক্ষী

(জীব) খাদ্য ফল (কর্ষকগ) ভোজন কবে, অত্র পক্ষী (ত্রক) ভোজন কবে না, দেবগ সাক্ষিক্রমে অবস্থান কবে।

অরূপবৎ এবহি তৎ প্রধানহাৎ (৩২।১৪)

শব্দঃ—অরূপবৎ (ত্রক রূপহীন), এব হি (ইহাই নিশ্চয়, তৎ. প্রধানহাৎ (যে সকল বাক্য ত্রককে অরূপ বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্য একেব বরূপ প্রতিপাদন করাই প্রধান উদ্দেশ্য)।

অতুলম্ অনপু অতুলম্ অর্থঃ (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮)

অর্থঃ, "ত্রক তুল্য নহে সুত নহে, ত্রব নহে, বীৰ্য নহে।"

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্ (কঠোপনিষৎ ৩।১৫)

অর্থঃ, "ত্রক্কেব শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, পবিত্বর্জন নাই।"

দিব্যো হি অমূর্তঃ পুরুষঃ (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।২)

অর্থঃ "ত্রক অলৌকিক পুরুষ, তাঁহার মূর্তি নাই।"

এই সকল বাক্যেব প্রধান উদ্দেশ্য ত্রক্কেব বরূপ প্রতিপাদন করা। যে সকল বাক্যে ত্রক্কেব সবিশেষ বলা হইয়াছে, সে সকল বাক্যেব প্রধান উদ্দেশ্য ত্রক্কেব কিরূপে উপাসনা করা উচিত, তাহা প্রতিপাদন করা। ত্রক্কেব বরূপ প্রতিপাদন করা সে সকল বাক্যেব উদ্দেশ্য নহে। যে সকল বাক্যেব উদ্দেশ্য ত্রক্কেব উপাসনা কবিবার প্রণালী প্রদর্শন করা, সেই সকল বাক্য হইতে বরূপ গ্রহণ না করিবা যে সকল বাক্যেব উদ্দেশ্য ত্রক্কেব বরূপ প্রদর্শন করা, সেই সকল বাক্য হইতে গ্রহণ করাই সঙ্গীচীন।

ব্রাহ্মজ্ঞানভাষ্য : ব্রহ্ম ‘অরূপ-বৎ’ অর্থাৎ রূপহীনেব তুল্য। রূপযুক্ত জীব যেক্রপ স্বঃ স্বঃ ভোগ কবে, ব্রহ্ম সেইরূপ স্বঃ স্বঃ ভোগ কবেন না। অতএব ব্রহ্ম রূপহীনের স্তায়। ‘তৎপ্রধানতত্বাৎ’, কাবণ, ব্রহ্ম “নাম ও রূপ” সৃষ্টি করেন, সূতবাং তিনি প্রধানভাবে অবস্থান করেন, নামরূপ অপ্রধানভাবে অবস্থান কবে। নাম ও রূপ লইয়াই জগৎ। নাম ও রূপ বাদ দিলে ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু অবস্থান করে না। সূতবাং জগৎসৃষ্টিব অর্থ নাম ও রূপসৃষ্টি।

প্রকাশবৎ অবৈয়র্থ্যম্ (৩।১।১৫)

শঙ্করভাষ্য : প্রকাশবৎ (সূর্য্যের আলোক বদিও সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান কবে, তথাপি যখন অঙ্গুলি অবলম্বন করিয়া অবস্থান কবে, তখন অঙ্গুলি ঋজু বা বক্র হইলে আলোকও ঋজু বা বক্র বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী হইলেও পৃথিবী প্রভৃতি উপাধিযোগে সেইরূপ আকাবদুক্ত বলিয়া প্রতীত হন), অবৈয়র্থ্যম্ (যে সকল বেদবাক্যে ব্রহ্মের রূপের বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলি বার্থ্য নহে, কাবণ সেই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের উপাসনাবিধি প্রধান করা)।

(ব্রাহ্মজ্ঞান) প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যম্

অবৈয়র্থ্যম্ (বেদবাক্য বার্থ্য হইতে পাবে না, এছাড়া) প্রকাশবৎ (‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম’—তৈত্তিরীয় উপনিষদ—আনন্দবল্লী ১।১—এই বেদবাক্য হইতে বেক্রপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ব্রহ্ম প্রকাশবৎ,—সেই প্রকার যে সকল বেদবাক্যে বলা হইয়াছে যে,

ব্রহ্ম সত্যসংকল্প, সৰ্বস্ব, জগৎতের কারণ, সৰ্বস্বায়ক, সকলদোষবর্জিত,
—সেই সকল বেদবাক্য যখন বার্থ হইতে পারে না, অতএব সিদ্ধান্ত
করা উচিত যে, ব্রহ্মের উভয় লক্ষণ আছে,—(১) তাঁহান কোনও
দোষ নাই, এবং (২) তিনি সকল গুণের আকর) ।

আহ চ তন্মাত্রাম্ (৩।২।১৭)

শঙ্করভাষ্য : আহ চ (বেদ বলিয়াছেন), তন্মাত্রাম্ (ব্রহ্ম হইতেছেন
চৈতন্ত্যমাত্র) । *স যথা সৈদ্ধবচনঃ অনন্তঃ অবাহঃ কৃৎস্নঃ ব্রহ্মঘন
এব, এবং অব্যে অয়ন্ আত্মা অনন্তঃ অবাহঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব,
(বৃহদাবগ্যাকোপনিষদ্, ৪।৫।১৩), অর্থাৎ, একবৃত্ত সৈদ্ধব্রহ্মবর্ণ যেমন
ভেদহীন, বাহ্যহীন, সমগ্র, ঘনীভূত লবণবসম্বন্ধ, সেইরূপ ব্রহ্মও
ভেদহীন, বাহ্যহীন, সমগ্র ঘনীভূত চৈতন্ত্যমাত্র ।

রাশানুজভাষ্য : বেদ বলিয়াছে, “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম”
(তৈত্তিরীযোপনিষদ্, আনন্দবল্লী ১।১) অর্থাৎ ব্রহ্ম বে প্রকাশ-
স্বরূপ, ইহাই বলিয়াছেন, অতএব বেদই বে ব্রহ্মের সত্যসংকল্প
প্রকৃতি গুণেব উল্লেখ কবিয়াছেন, সে সকল গুণেব এখানে
নিষেধ কবা হয় নাই । অতএব ব্রহ্ম অনন্ত কল্যাণগুণেব
আকর ।

দর্শয়তি চ অপি স্বর্ধ্যতে (৩।২।১৭)

দর্শয়তি (শ্রুতি দেখাইয়াছেন), অথ অপি স্বর্ঘ্যতে (স্মৃতিগ্রন্থেও ইহা স্বরণ করা হইয়াছে , অর্থাৎ বলা হইয়াছে) ।

শব্দবভাষ্য : শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় গ্রন্থেই দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তাঁহার কোনও রূপ গুণ নাই । “অথ অতঃ আদেশঃ নেতি নেতি” (বৃহদাবণ্যক ২।৩।৬) অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ বা উপদেশ, তিনি একরূপ নহেন, তিনি এইরূপ নহেন, তাঁহাকে কোনরূপে বর্ণনা করা যায় না) “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সঃ” (তৈত্তিরীয় ২।৪।১), অর্থাৎ তাঁহাকে না পাইয়া বাবা মনের সীমিত ফিবিয়া আসে । গীতাতেও বলা হইয়াছে “অনাদিঃ পশং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসৎ উচ্যতে”, অর্থাৎ ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহাকে সৎ (স্থূলরূপযুক্ত) বা অসৎ [সূক্ষ্মরূপযুক্ত] বলা যায় না ।

বামানুজভাষ্য : শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের অনন্তবল্যাণত্ব আছে এবং তিনি সকল দোষহীন ।

শ্রুতি বলিয়াছেন :

“তম ইদং গাং পবমং মহেশ্বরং” (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।৭।৮)

অর্থাৎ, তিনি ইন্দ্রবের পবম ইন্দ্র ।

“পবাস্ত শক্তিঃ বিবিধা এব শ্রদ্ধতে” (জৈ)

অর্থাৎ, ইন্দ্রবের বিবিধ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে, তাঁহা শোনা যায় ।

“যঃ সর্কস্কঃ সর্কবিদ্” (হুণ্ডবোপনিষৎ ১।১।২)

অর্থাৎ, তিনি সর্কস্ক সর্কবেত্তা ইত্যাদি :

• স্মৃতিতে এইরূপ আছে : “যো মান্ অজন্ম অনাদিক বেত্তি লোকমশ্বেবন্ ।” (গীতা ১৫।২)

অর্থাৎ, “যে আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্বলোকেস্ব নহেহর বলিয়া জানে (১৫।২)”

• “উত্তমঃ পুরুষঃ কু-অহঃ পবমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ ।

• “যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভক্ত্যব্যয় দৈববঃ” । (গীতা ১৫।১১)

অহুবাদ : যিনি উত্তম পুরুষ, তিনি পবমাত্মা এই নামে উক্ত হন । তিনি জিহুবন ব্যাধ করিয়া থাকেন এবং ধারণ করিয়া থাকেন । তিনি ঈশ্বর ।

সর্বজ্ঞঃ সর্বকৃতঃ সর্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ । (বিষ্ণুপূর্বোক্ত ৫।১।৪৭)
অর্থাৎ, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা, তাঁহাব সকল শক্তি, জ্ঞান, বল এবং ঋদ্ধি আছে ।

অতএব এক যদিও সর্বজ্ঞ অবস্থান করেন, তথাপি সেই সকল স্থানেব দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কারণ, শ্রুতি বা স্মৃতি বলিয়াছেন যে, তাঁহাব গুণ অনন্ত এবং দোষ বিদ্যুৎসদৃশ নাই ।

অতএব চ উপমা সূর্য্যকাদিবৎ (৩।২।১৮)

এই জন্তই “সূর্য্যাক্রপকাদিবৎ, “অর্থাৎ সূর্য্যেব প্রতিনিধের সহিত তাঁহাব তুলনা করা হইয়াছে ।

শব্দবভাষ্য : বিভিন্ন জলাশয়ে সূর্য্যেব যে সকল প্রতিনিধ পতিত হয়, তাহাশেব মধ্যে ভেদেব কাবণ এই যে, উপাধি সকল বিভিন্ন, কিন্তু সূর্য্য একই । সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন উপাধি অমুদারে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয় ।

বামানুজভাষ্য : সূর্য্যেব প্রতিবিম্ব জল, দর্পণ প্রভৃতিতে পড়িলেও জলাশয় প্রভৃতির দোষ দ্বারা সূর্য্য স্পৃষ্ট হন না। সেইরূপ ব্রহ্ম সর্বত্র অবস্থিত হইলেও সেই সকল স্থানের দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ কবে না।

অনুবদ অগ্রহণাৎ তু ন তথাহম্ (৩।২।১৯)

শঙ্করভাষ্য : “ন তথাহম্” জলে সূর্য্যেব প্রতিবিম্বের সহিত বুদ্ধিতে ব্রহ্মেব প্রতিবিম্বের তুলনা কবা উচিত হয় না, উভয় স্থলে একরূপ নহে। “অনুবদ অগ্রহণাৎ,” জলের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। সূর্য্য ও জল ভিন্ন দেশে অবস্থিত, এজন্য সূর্য্যেব প্রতিবিম্ব জলের উপর পড়িতে পাবে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, স্তব্ধতাং তাঁহার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পড়িতে পাবে না।

বামানুজভাষ্য : সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে জলের মধ্যে অবস্থান করে না, স্তব্ধতাং জলের দোষ সূর্য্যকে স্পর্শ কবে না। কিন্তু ব্রহ্ম প্রত্যেক দেহের মধ্যে অবস্থান করেন। স্তব্ধতাং দেহের দোষ ব্রহ্মকে স্পর্শ কবা উচিত। এই সূত্র পূর্বপক্ষ।

বুদ্ধিহ্রাসভাক্তম্ অন্তর্ভাবাৎ উভয়সামঞ্জস্যাৎ এবং (৩।২।১৯)

শঙ্করভাষ্য : বুদ্ধিহ্রাসভাক্তম্ (বুদ্ধি এবং হ্রাস হয়), অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থান কবে বলিয়া), উভয়সামঞ্জস্যাৎ (উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য)।

জলের বুদ্ধি বা হ্রাস হইলে জনগত প্রতিবিম্বের বুদ্ধি ও হ্রাস হয়, এল কল্পিত হইলে বিম্ব কল্পিত হয়, বাস্তবিক সূর্য্যেব বুদ্ধি হ্রাস বা কল্পন হয় না। জলের ধর্ম্মগুলি সূর্য্যেব আদির্ভাব হওয়ার

এইরূপ ভ্রম হয়। সেইরূপ উপাধির ধর্মগুলি ব্রহ্মে আবর্তিত হয়, এইরূপ ভ্রম হয়। দৃষ্টান্তের সহিত এই ভাবে সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রয়োজন নাই।

দর্শনাৎ চ (৩।২।২১)

শঙ্করভাষ্য : ঐতি দেখাইরাছে যে, ব্রহ্ম দেখাধি উপাধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। অতএব সূর্য্যের প্রতিবিম্বের সহিত তুলনা করা সঙ্গত হয়। ঐতি ইহাও দেখাইরাছেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্কিংশেষ। তিনি সবিশেষ ও নির্কিংশেষ উভয় লিঙ্গযুক্ত হইতে পাবেন না।

বামাহুজ পূর্কের দুইটি শ্রুতি মিলাইয়া একটি শ্রুতি কবিয়াছেন। তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন : বাস্তবত্ব্য তাঁহাব স্মৃতিগ্রন্থে দুইটি উপমা দিয়াছেন : (১) আকাশ বিভিন্ন বস্তুতে মধ্যে থাকিলেও আকাশের বুদ্ধি ও হ্রাস হয় না, (২) সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলে পতিত হইলেও জলের দোষগুণ সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। এই দুইটি উপমার সামঞ্জস্যবিধান কবিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হব যে, ব্রহ্ম সকল দেহের মধ্যে অবস্থান কবিলেও তাঁহার বুদ্ধি বা হ্রাস হয় না, এবং দেহের মধ্যে অবস্থান কবিলেও তাঁহার বুদ্ধি বা হ্রাস হয় না, এবং দেহগত সূক্ষ্মদ্রব্যাদি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। 'দর্শনাৎ, ইহা দেখা যায় যে, উভয় বস্তুতে মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেই উভয় বস্তুকে তুলনা করা যায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, এই মানবটি একটি সিংহের স্তায়।

প্রকৃতৈতাব্যঃ হি প্রতিবেদতি ততো বরীতি ॥ ভূয় (৩।২।২২) ।

শব্দভাণ্ডারঃ প্রকৃতিভাবস্বঃ হি (ব্রহ্মের যে রূপ প্রকৃত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বে বলা হইয়াছে), প্রতিষেধতি (তাহাব প্রতিষেধ করা হইয়াছে), ততো ব্রবীতি ত ভূষঃ (এই জন্য পুনরায় বলা হইয়াছে যে তিনি আছেন)।

উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন, “যে যাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তং চ এব অমূর্তং চ, স্থিতং চ যৎ চ, সৎ চ তৎ চ” (বৃহদাবল্যক ২।৩।১), অর্থাৎ, ব্রহ্মের দুইটি রূপ একটি মূর্ত (যাহা দেখা যায়), একটি অমূর্ত (যাহা দেখা যায় না), একটি স্থিৎ, একটি গতিশীল, একটি স্থূল, একটি সূক্ষ্ম। তাহার পর বলিয়াছেন, “অধাত আপেশো নেতি নেতি, ন হি এতন্মাৎ ঠতি ন ইতি অন্তং পবন্ অস্তি” (বৃহদাবল্যক ২।৩।৬), অর্থাৎ, এইরূপই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে- ‘ইহা নয়’ ‘ইহা নয়’। এখানে ‘ইহা নয়’ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্মের রূপ দুইটি সত্য নহে, ‘অন্তং পবন্’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্মই সত্য।

সামাহুতভাণ্ডারঃ উপনিষদ্ প্রথমে বলিলেন যে ব্রহ্মের দুই রূপ, স্থূলজগৎ একটি রূপ, সূক্ষ্মজগৎ একটি রূপ। অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মের অংশ বা বিশেষণ। তাহার পর নেতি নেতি বলিবার এইরূপ উদ্দেশ্য হইতে পারে না যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ নহে। কারণ তাহা হইলে পূর্ববর্তী বাক্য ও পরবর্তী বাক্যের মধ্যে বিরোধ হয়, সুতরাং নেতি নেতি বলিবার উদ্দেশ্য এইরূপঃ স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলা হইয়াছে, সেজন্য মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্মের ইয়ত্তা বা সীমা আছে। মনে হইতে পারে যে,

অর্থাৎ যতখানি, ব্রহ্ম ততখানি। 'নৈতি' 'নৈতি' বসিযা ব্রহ্মের
সেই 'ইয়ত্তা' বা সীমা প্রতিবেদন করা 'হইয়াছে', 'প্রকৃতিতাবহুঃ
হি প্রতিবেদতি'। অর্থাৎ ব্রহ্মের ইয়ত্তা কবো' বোঝে না। ব্রহ্মের
তত্ত্ব আছে, ইহা প্রতিবেদন করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে
না। কারণ, এই বাক্যের পবে ব্রহ্মের গুণের উল্লেখ জীবান করা
হইয়াছে। - "অধ নামধেয়ঃ সত্যস্ত সত্যম্। প্রাণা ইব সত্যম্
তেষাম্ এষ সত্যম্" (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬), অর্থাৎ, "এজন্ত ব্রহ্মের
নাম সত্যের সত্য। প্রাণ সকল সত্য, ব্রহ্ম প্রাণ সকল হইতেও
সত্য।" এখান প্রাণশব্দ দ্বারা জীবকে নির্দেশ করা হইয়াছে।
প্রাণের সময় আকাশ প্রকৃতি অচেতন বস্তু বিভিন্ন রূপে পরিণত
হয়, জীবের সেইরূপ প্রবিণাম হয় না, এজন্ত আকাশ প্রকৃতি মিথ্যা, জীব
সত্য। বিশ্ব বর্ণ অনুরূপে জীবের জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়, ব্রহ্মের
জ্ঞান কখনও সঙ্কোচ হয় না। এজন্ত ব্রহ্ম জীব অপেক্ষাও সত্য।
সুত্রে যে বলা হইয়াছে, 'ন এতদ্যাৎ পদম্' ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নাই।

তৎ অব্যক্তম্ আহ হি (৩।২।২৩)

৩৭ (সেই ব্রহ্ম), অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে), আহ হি (শ্রুতি
ও স্মৃতি ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলিয়াছেন)।

"ন চক্ষুরা গৃহ্যতে নাপি বাচা" (মুণ্ডক ৩।২।৮), ব্রহ্মকে চক্ষু
দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, বাক্যের দ্বারা গ্রহণ যায় না। "ন এষ
ন ইতি ন ইতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" (বৃহদারণ্যক ৩।১।২৬),

অর্থাৎ, সেই আত্মা 'এইরূপ নহে' এইভাবে বর্ণনা করিতে হয়, তাঁহাকে কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, 'অব্যক্তোহয়ম্ অচিন্ত্যোহয়ম্', অর্থাৎ আত্মা অব্যক্ত ও অচিন্ত্য।

অপি সংবোধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ (৩।২।২৪)

অপি সংবোধনে (ধ্যানের সময় ব্রহ্মকে দর্শন করা যায়), প্রত্যক্ষানুমানাত্যাম্ (প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ক্রটি, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি—উভয়েই এইরূপ বলিয়া থাকেন)।

(শঙ্কর) "কশ্চিৎ দীর্ঘঃ প্রত্যগায়ানম্ ঐক্যং আবৃত্তচক্ৰঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন" (কঠোপনিষৎ ৩।১), অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ কবিত্বা মোক্ষলাভ আকাঙ্ক্ষা কবিত্বা, ব্রহ্মকে দর্শন কবিত্তে পাবেন।

(বামাহুজ) "যম্ এব এব বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্ত এব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (যুগুৎ ৩।২।৩), অর্থাৎ ব্রহ্ম যাগীকে বরণ কবেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ কবিত্তে পাবে, তাহার নিকট ব্রহ্ম নিজ স্বরূপ প্রকাশ কবেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা স্বনস্তয়া শক্যঃ অহম্ এবং-বিদোহর্জুন। জাহুং ব্রহ্ম চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পবন্তপ ॥" (১।১।২৪), অর্থাৎ, হে অর্জুন, অনন্ত ভক্তিব দ্বারা আমাকে এই প্রকাব জানা যায়, দেখা যায়, প্রবেশ করা যায়।

প্রকাশাদিবং চ অবৈশেষ্যম্, প্রকাশঃ চ কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ (৩।২।২৫)

শব্দবতায় : আলোকেব কোনও রূপ নাই। কিন্তু আলোকে যে বস্তু রাখা যায়, আলোক সেই বস্তুব রূপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

সেই প্রকাব ব্রহ্মের সহিত জীবের কোনও পার্থক্য না থাকিলেও উপাসনাব সময় জীব ব্রহ্মকে রূপযুক্ত ভানে ধর্শন করিতে পারে।

বামানুজভাষ্য : বামদেব প্রভৃতি লিঙ্গ পুঙ্খবগণ যখন ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মের "প্রকাশ" (অর্থাৎ জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ) যে ভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন (প্রকাশাদিবৎ), সেইরূপ অবিশেষে (অবিশেষ্যাত্) ব্রহ্মের মূর্ত এবং অমূর্ত রূপও সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, এছত্ত বামদেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিস্বার পব অহুভব বরিসাছিলেন, "অহং মহঃ অভবঃ সূর্য্যশ্চ" (বৃহদারণ্যক ৩।৩।১১), অর্থাৎ, আমি মহু হইয়াছিলাম, এবং সূর্য্য হইয়াছিলাম। মহু ও সূর্য্য ব্রহ্মেবই রূপ। তাই যখন বামদেব ব্রহ্মেব সহিত নিজের ঐক্য উপলব্ধি কবিলেন, সেই সময় ইহাও উপলব্ধি কবিলেন যে, তিনি মহু এবং সূর্য্য হইয়াছিলেন। 'প্রকাশঃ কৰ্ম্মণি অভ্যাসাৎ' উপাসনারূপ বর্শ অভ্যাস কাবে ব্রহ্মেব প্রকাশ উপলব্ধি হয়।

অতঃ অনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ (৩।২।২৬)

শঙ্করভাষ্য : অতঃ (অতএব, যেহেতু জীব ও ব্রহ্মেব মধ্যে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই), অনন্তেন (এই অস্ত্র যোদ্ধ লাভ কবিলে জীব অনন্ত ব্রহ্মেব সহিত এক হইবা যায়), তথাহি লিঙ্গম্ (এইরূপ চিহ্ন উপনিবদে দেবা যায়)।

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি" (মুণ্ডক ৩।২।১), অর্থাৎ, ব্রহ্মকে

জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যায়। “ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম আপ্রোতি” (বৃহদাব্যাক্য ৪।৫।৬), অর্থাৎ, ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করে।

বামানুজভাষ্য : অতঃ (এই জন্ত), অনন্তেন (অনন্ত কল্যাণের সহিত ব্রহ্মের সংযোগ আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত কবিত্তে হয়), তথাহি লিঙ্গম্ [ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গ আছে, (১) তাঁহার কোনও সোব নাই এবং (২) তাঁহার অখিলগুণ আছে]।

উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুলবৎ (৩।২।২৭)

শঙ্করভাষ্য : উভয়ব্যপদেশাৎ (বেদে দুই প্রকার কথাই উল্লেখ আছে : কোথাও উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই—‘তৎ সন্ অসি,’ তুমিই ব্রহ্ম ‘অহং ব্রহ্ম অসি,’ আমিই ব্রহ্ম। আবার কোথাও উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ আছে ‘পদাৎ পদম্ পুরুষম্ উপৈতি দিব্যম্,’ (জীব সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়), অহিকুলবৎ (সর্পের কোনও অংশ বনয়াকার, কোনও অংশ উগ্ৰত ফণাবিশিষ্ট, কিন্তু সকল অংশই সর্প, সেইরূপ ব্রহ্মের কোনও অংশ জীবের সহিত অভিন্ন, কোনও অংশ ভিন্ন)। এই ব্রহ্ম পূর্বপক্ষ।

বামানুজভাষ্য : উভয়ব্যপদেশাৎ [কোথাও বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, যথা ‘ব্রহ্ম এব ইহং সর্বম্’ (বৃহদাব্যাক্য ৪।৫।১), অর্থাৎ, এই সবই ব্রহ্ম, আবার কোথাও বলা হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ‘হস্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন আয়না অশ্রুশ্রবিশ্চ নামরূপে ব্যাকরবাণি’ (ছান্দোগ্য ৬।৩।২), ব্রহ্ম বলিতেছেন ‘আমি

পৃথিবী জগৎ অধির মধ্যে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ সৃষ্টি করিব”] অহিনুত্তলবৎ (সর্প যেমন কখনও বলয় আকারে অবস্থান করে, কখনও ঋজু আকারে, ব্রহ্মও সেইরূপ কখনও জগৎরূপে অবস্থান করেন, কখনও জগৎ হইতে ভিন্নরূপে অবস্থান করেন) । ইহা পূর্বপক্ষ ।

প্রকাশাপ্রযবৎ বা তেজস্ব্যং (৩২।২৮)

শব্দভাষ্য : অথবা সূর্য্যের প্রকাশ এবং প্রকাশের আশ্রয় (সূর্য্য) উভয়ের মধ্যে যেকল সম্বন্ধ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ । ‘তেজস্ব্যং’, উভয়ই তেজোরূপ বস্তু ।

রামানুজভাষ্য : প্রকাশ এবং প্রকাশের আশ্রয় উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম এবং জগৎের মধ্যে সেই সম্বন্ধ ।

পূর্ববৎ বা (৩২।২৯)

শব্দভাষ্য : পূর্বে ৩২।২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে “প্রকাশবৎ” ; প্রকাশ বা আলোকেব কোনও বিশেষ রূপ নাই, যে বস্তুব উপর আলোক পড়ে, সেই বস্তুর রূপ আলোকেব রূপ বলিয়া মনে হয় । সেই প্রকার ব্রহ্ম যদিও নিক্লিশেষে, তথাপি তিনি বুদ্ধিরূপ উপাধির সান্নিধ্য হেতু সর্ববিশেষ জীব বলিয়া প্রতীত হন ।

রামানুজভাষ্য : ২৩।৪২ এবং ২৩।৪৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, সেইরূপ এখানেও বুলিতে হইবে যে, জগৎ ব্রহ্মের অংশ । ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন বলিলে ব্রহ্মের অচেতনস্বরূপ দোষ উপস্থিত হয় । এজন্য একরূপ শিক্ষান্ত করা উচিত যে, শরীরের

সহিত জীবের যেকোন সঙ্কল্প, জগৎকে সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ সঙ্কল্প। যেখানে জগৎ আছে, সেখানে ব্রহ্মও আছে। বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ বলা হয়। উভয়ের স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া ভেদেব উল্লেখ সেখানে যায়। এইভাবে ব্রহ্মের নির্দোষত্ব বর্ণিত হয়।

প্রতিষেধাৎ চ (৩২।৩০)

শব্দবভাষ্য : ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও জীব নাই—এইরূপ প্রতিষেধ করা হইয়াছে, এজন্য বৃষ্টিতে হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। “নাচোহতোহন্তি স্রষ্টা নাচোহতোহন্তি শ্রোতা”, ব্রহ্ম ব্যতীত কেহ স্রষ্টা বা শ্রোতা নাই।

বামানুজভাষ্য : অচৈতন্য বস্তু যে ধর্ম, তাহা ব্রহ্মেব নাই বলিয়া প্রতিষেধ করা হইয়াছে। এজন্য বৃষ্টিতে হইবে যে বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে যে সঙ্কল্প (যেমন দেহ ও আত্মা), জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সেইরূপ সঙ্কল্প।

পরম্ অতঃ সেতু-উন্নয়ন-সম্বন্ধ ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ (৩২।৩১)

পদম্ (শ্রোত) অতঃ (ব্রহ্ম হইতে) সেতুন্নয়ন-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যাপদেশেভ্যঃ (কাবণ ব্রহ্মেব সেতু বলা হইয়াছে, ব্রহ্মেব পরিমাণ উল্লেখ আছে, ব্রহ্মেব সহিত সম্বন্ধেব উল্লেখ আছে, ব্রহ্ম হইতে ভেদেব উল্লেখও আছে।)

এহ স্বত্র পূর্বপক্ষ। পবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইবে যে ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। উপনিষদের কোনও কোনও বাক্য হইতে

মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। “অথ য
আত্মা স সেতুঃ বিশ্বতিঃ” (ছান্দোগ্য ৮।৪।১), অর্থাৎ, এই আত্মা
(ব্রহ্ম) সেতুরূপে জগৎ ধাবণ করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে
হইতে পারে যে, সেতুব অপবপানে যেমন অস্ত্র ভীষ আছে, সেইরূপ
ব্রহ্মের পরেও অস্ত্র কোনও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। “তৎ এতৎ ব্রহ্ম
চতুষ্পাদু”, এই ব্রহ্মের চারি অঙ্গ। “শারীর আত্মা প্রাক্ষেন
আত্মনা সম্পরিষক্তঃ”, জীবাত্মা পঞ্চমাত্ম্য সহিত এক হইয়াছিল।
এই সব বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী নহেন
—তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সর্বব্যাপী বস্তু আছে।

সামান্যত্ব তু (৩।২।৩২)

ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে এই জন্য যে, সেতু যেমন জনকে
ধাবণ করিয়া বাধে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগৎকে ধাবণ করিয়া থাকেন।
ধাবণরূপ সাদৃশ্য বা “সামান্য” হেতু সেতু বলা হইয়াছে। সেতু
বলা হইয়াছে বলিয়া এক্ষণ সিদ্ধান্ত করা উচিত হয় না যে, সেতুব
পব যেমন অস্ত্র ভীষ আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের পরেও অস্ত্র কিছু বস্তু
আছে। কারণ, তাহা হইলে এক্ষণও সিদ্ধান্ত করা যায় যে,
সেতু যেক্ষণ প্রস্তর বা কাষ্ঠ দ্বারা নিষ্পত্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ প্রস্তর বা
কাষ্ঠনিষ্পত্ত হওয়া উচিত। ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়,
অতএব ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠতম। শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
কোনও তত্ত্বের উল্লেখ নাই।

বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ (৩।২।৩২)

ব্রহ্মকে চতুঃপাদ, ষোড়শকলাযুক্ত প্রভৃতি “পাদবৎ” অর্থাৎ অশযুক্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, “বুদ্ধ্যর্থঃ” অর্থাৎ উপাসনাব্যবস্থার জন্ত। নির্বিকার, অনন্ত ব্রহ্মে সকলে মন স্থির করিতে পারেন না। ব্রহ্মে সাহায্যে মন স্থির করিতে পারা যায় এজন্য ব্রহ্মকে আকারযুক্ত বলিয়া কোথাও কোথাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ (৩।২।৩৪)

শঙ্করভাষ্য : উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ আছে . উভয়ের মধ্যে প্রভেদের উল্লেখও উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ, “স্থানবিশেষ”,—একই চৈতন্য বুদ্ধিরূপ উপাধিব্যোগে জীব বলিয়া বোধ হয়, সেই উপাধি অপগত হইলে বলা হয় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়।

বাসাযুক্তভাষ্য : ব্রহ্ম যে উপাধিতে প্রকাশিত হন, সেই উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মকে পবিত্রিত বলা হইয়াছে।

উপপত্তেচ্চ (৩।২।৩৫)

শঙ্করভাষ্য : উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তির দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত করা উচিত। ঋতি বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির সময় জীব “বন্ অঙ্গীতো ভবতি”, অর্থাৎ নিজেকে প্রাপ্ত হয়। সূতবাং ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। জীবের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাব উপাধিবৃত্ত। ব্রহ্মের সহিত কোনও বস্তুভেদ হইতে পারে না। কারণ, বহু প্রতিব্যাক্যে ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্বময়, সূতবাং ব্রহ্মও সর্বময়।

বানাহুজভাষ্যঃ ব্রহ্মকে গেহু বলা হইয়াছে, এজন্য ইহা ।
সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু আছে এবং
তাঁহাকে পাইবার উপায় হইতেছেন ব্রহ্ম । কারণ, প্রতিবাক্য
হইতে বৃদ্ধিতে পাবা যায় যে, ব্রহ্মকে পাইবার উপায় ব্রহ্ম,—
অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা না হইলে তাঁহাকে "পাওয়া যায় না । সুওকোপ-
নিবৎ (৩২২৩) এই কথা বলিয়াছেন :

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহন্য ঐত্তেন

যন্ এব এযঃ বৃগুতে তেন লভ্যত্বাৎ এব আত্মা বিবৃগুতে তন্ম্ বাম্ ॥"

অনুবাস : ব্রহ্মকে বিদ্যা, বুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় না । ব্রহ্ম
যাহাকে স্বপা কবেন, তাঁহাব নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ কবেন ।

তথা অস্ত প্রতিষেধাৎ (৩২২৩৬)

সুততে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অস্ত কিছু
নাই । সুতরাং ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পারে না ।

"ব্রহ্ম এষ ইদং সৰ্ব্বং, নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন,"

অর্থাৎ, এই সবই ব্রহ্ম ; এখানে নানা বস্তু নাই ।

"যদ্যৎ পরং নাপবম্ অস্তি কিঞ্চিৎ,"

অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা কোন বস্তু নাই ।

"অপূৰ্ণম্ অনপবম্ অনন্তরম্ অবাহম্,"

অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও কারণ নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন অস্ত বস্তু নাই, ব্রহ্মের
হিত সে বা বাহিরে অস্ত বস্তু নাই ।

অনেন সৰ্বগতবম্ আশাম-শব্দাদিভাঃ (৩২২৩৭)

শঙ্করভাষ্য : অনেন (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুব প্রতিষেধ দ্বারা), সর্গগতত্বম্ (ব্রহ্মের, সর্গগতত্ব সিদ্ধ হয), আযামশবাদিভ্যঃ (ব্যক্তিবাচক শব্দ প্রভৃতি হেতু)।

যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতিবিক্ত কোনও বস্তু নাই, সকল বস্তুই ব্রহ্মের অন্তর্গত, অতএব ব্রহ্ম সর্গগত। ব্রহ্ম যে সর্বত্র অবস্থান করেন, তাহা ব্যাপিত্ববাচক শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। “আকাশবৎ সর্গগতশ্চ নিত্যঃ”, অর্থাৎ, ব্রহ্ম আকাশের স্থায় সর্গগত ও নিত্য। “নিত্যঃ সর্গগতঃ স্থানুঃ”, অর্থাৎ, ব্রহ্ম নিত্য, সর্গগত এবং স্থিৎ।

রামানুজভাষ্য : আযামশবাদিভ্যঃ (ব্যক্তিবাচক শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম সর্গগত), অনেন সর্গগতত্বম্ (ব্রহ্ম বখন সর্গগত, তখন তাঁহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু থাকিতে পাবে না)।

ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ (৩।২।৩৮)

অতঃ (ব্রহ্ম হইতে), ফলম্ (কর্মফল প্রাপ্ত হওয়া যায়), উপপত্তেঃ (যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায়)।

জীব যে পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে, কে তাহাকে সেই ফলদান করে? ঈশ্বর প্রত্যেক জীবকে কর্ম অমুরূপ ফলদান করেন, হইয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, কোন জীব বখন কি কর্ম করিয়াছে, সর্গজ্ঞ ঈশ্বরই তাহা জানেন। এবং যিনি অগতঃই সৃষ্টি স্থিতি প্রদায় করিতে সমর্থ, সেই সর্গশক্তিমান ঈশ্বরেরই ক্ষমতা আছে প্রত্যেক জীবকে প্রত্যেক কর্মের ফল প্রদান করিতে। ৩.চেতন

এবং কান্দাবী কৰ্ম্মেৰ এমন শক্তি থাকিতে পাবে না যে, সে নিজ হইতে ফসলান কৰিবে।

বামাণ্ডজ এই প্ৰসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জীব যাহাতে ঈশ্বৰেৰ উপাসনা কৰে, এই উদ্দেশ্যে ইতিপূৰ্বে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্ন সুস্থিতি প্ৰভৃতি সকল অবস্থায় জীব দোষযুক্ত, কিন্তু ঈশ্বৰ কখনই দোষযুক্ত হন না, তিনি অনন্ত কল্যাণকৰেৰ আকৰ এবং সকল বস্তু অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে যে, যন্ত দান হোম প্ৰভৃতি সকল কৰ্ম্মেৰ ফল (ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগ এবং মোক্ষলাভ) ঈশ্বৰেৰ কৃপাতেই হইয়া থাকে।

শ্রুতহাং চ (৩২।৩৯)

শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে, যে ঈশ্বৰ কৰ্ম্মকৰ প্ৰদান কৰেন। “নব বা এব যহান্ অজ আয়্না অম্মাদো বহুদানঃ” (বৃহদাৰণ্যক ৬।৪।২৪), অৰ্থাৎ, সেই ঈশ্বৰ প্ৰাণীদিগকে অন্নদান কৰেন এবং ধন দান কৰেন। “এব হি এব আনন্দযাতি” (তৈত্তিৰীযক উপ, আনন্দবৰ্ণ ৭।৪), অৰ্থাৎ, এই ঈশ্বৰই আনন্দিত কৰেন।

ধৰ্ম্মঃ জৈমিনিঃ অত এব (৩২।৩০)

জৈমিনি কবি বলেন, ধৰ্ম্মই কৰ্ম্মকলেৰ দাতা। সুক্তি এবং শ্রুতিবাক্য হইতেই তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত কৰিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, “বৰ্গকাযো বজ্জতঃ,” অৰ্থাৎ, বিনি বৰ্গ কামনা কৰেন তিনি যজ্ঞ কৰিবেন। অতএব যজ্ঞ হইতে বৰ্গ ফল আবিৰ্ভাব হওয়া

উচিত। ঈশ্বর ফলদান করেন এইরূপ বজনা কবিবাব প্রযোজন নাই।

পূর্ববং তু বাদবায়ণঃ হেতুব্যাপদেশাৎ (৩২।৪১)

বাদবায়ণ আচার্য্যের মত এই যে, কর্ম নিজ হইতে ফল দান করে না, পূর্বোক্ত ঈশ্বরই ফল দান করেন। ‘হেতুব্যাপদেশাৎ, বায়ণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরই কর্মের হেতু। “এষ হি সাধু কর্ম কাব্যতি তং যন্ এভ্য লোকেভ্যঃ উপ্রিনীষতে, এষ হি এক্স অসাধু কর্ম কাব্যতি তং যন্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে,” অর্থাৎ ঈশ্বরই সাধু কর্ম কবান, তাহাব দ্বাবা, বাহাকে পৃথিবী অপেক্ষা উর্ধ্বলোকে উত্তোলন করিতে চাহেন। তিনি অসাধু কর্ম করান, তাহাব দ্বারা, বাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে চাহেন।

যে ধরূপ কর্ম কবে, তাহাকে সেইরূপ প্রভৃতি দেন, এবং প্রভৃতি অনুসারে কর্ম করিয়া সে তদধরূপ ফলভোগ কবে। সবল উপনিষদে ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টিকর্তা বলা হইয়াছে, জগৎ স্রষ্টি করার অর্থ—প্রত্যেক জীবকে পূর্বকৃত কর্মফলভোগ করিবার ব্যবস্থা করা।

বামাহুতভাণ্ড্য : স্বভূবেদ (২।১।১) বলিয়াছেন যে, বায়ুকে বজ্র দ্বাবা পূজা করিলে বায়ুর নিকট উপস্থিত হওয়া যায় এবং বায়ু তাহাকে ঈশ্বর্য্য প্রদান করেন। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, বজ্র নিজ হইতে ফল দান করে। বৃহদারণ্যক (৫।৭।৭) প্রভৃতি বাক্য উল্লেখ আছে যে, ঈশ্বরই বায়ু প্রভৃতি দেবতার অন্বর্য্যামী রূপে

অবস্থান করেন ; স্বভাবঃ ঈশ্বরই ফলদান করেন । গীতাতেও
এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে । “অহং হি সর্বকৰ্মাণাং ভোক্তা
চ প্রভুবেব চ,” (গীতা ৯।১) ঈশ্বর বলিতেছেন, আমিই সকল
কর্মের পালক এবং প্রভু । প্রভু অর্থাৎ কর্তৃকলদাতা ।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয় পাদ

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাত্তবিশেষাৎ (৩৩১)

এবই নামের উপাসনা বা বিদ্যা বিভিন্ন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য সংশয় হয়, এগুলি একই উপাসনা, না বিভিন্ন উপাসনা? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, এইগুলি এক-ই উপাসনা। 'সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং', সকল বেদান্তে এক নামে যে সকল উপাসনার প্রত্যয় বা প্রতীতি হয় তাহা বা একই উপাসনা। 'চোদনা আদি-অবিশেষাৎ,' চোদনা অর্থাৎ উপাসনা কবিরাজ যে বিধান দেওয়া হইয়াছে, সে বিধান সকল উপনিষদে 'অবিশেষ' অর্থাৎ ভেদহীন। একটি কোনও উপাসনার ফল প্রভৃতিও সর্বত্র একরূপই প্রতীতি হয়। এজন্য বিভিন্ন উপনিষদে এক নামেও যে সকল উপাসনার উল্লেখ আছে, সে সকল একই উপাসনা। বিভিন্ন উপাসনা নহে।

ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ন একত্বাম্ অপি (৩৩২)

ভেদাৎ ন ইতি চেৎ (একই উপাসনা সত্ত্বে বিভিন্ন উপনিষদে কিছু ভেদ দেখা যায়, এজন্য যদি কেহ বলেন যে, এক উপাসনা হইতে পারে না), ন (ইহা স্বার্থ নহে)। একত্বাম্ অপি (এক উপাসনাতেই সেই সকল বিভিন্ন লক্ষণ সন্নিবিষ্ট থাকিতে পারে)।

বিভিন্ন উপনিষদে একই উপাসনার যে সকল বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলি বিভিন্ন হইলেও পবম্পদ-বিরোধী নহে। সে জন্য একত্র সমাবেশ করিতে পারা যায়।

স্বাধ্যায়স্ত তথাহেন হি সমাচারে অধিকাৰাং চ

সববৎ তন্নিয়মঃ (৩৩৩)

মুণ্ডক উপনিষদে আছে, বাহারা শিবোত্তম পালন করিবে, তাহাদিগকে এই ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিবে, নচেৎ নহে। এ জন্য মনে হইতে পারে যে, মুণ্ডক উপনিষদের ব্রহ্মবিজ্ঞা অন্য উপনিষদের ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহা নহে। শিবোত্তম পালন কৰা 'স্বাধ্যায়স্ত' অর্থাৎ মুণ্ডক উপনিষৎ পাঠেই ধর্ম, ব্রহ্মবিজ্ঞার ধর্ম নহে। 'তথাহেন হি সমাচারে' অর্থাৎ সমাচারে আছে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, শিবোত্তম পালন করিয়া এই বেদপাঠ কৰা উচিত। 'অধিকাৰাং চ', মুণ্ডক উপনিষদে আছে শিবোত্তম পালন না করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। "সববৎ চ তন্নিয়মঃ", সব নামক হোন যেমন একাধি যজ্ঞেই প্রযোজ্য, ত্রেতাধি যজ্ঞে প্রযোজ্য নহে, সেইরূপ শিবোত্তম অবরোপনিষৎ পাঠেই প্রযোজ্য, ব্রহ্মবিজ্ঞার প্রতি প্রযোজ্য নহে।

দর্শয়তি চ (৩৩৪)

এক উপনিষদে যে উপাসনার বিধান আছে, অন্য উপনিষদেও তাহা গ্রহণ করা হইবে, ইহা উপনিষদেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপসংহাৰঃ অর্থাভেদাং বিধিশেষবৎ সমানে চ (৩৩৫)

“সমানেন” অর্থাৎ একটি কোনও বিজ্ঞাব (যথা পঞ্চাধিবিজ্ঞাব) একটি উপনিষদে যে সকল গুণ দেখা যায়, ভিন্ন উপনিষদে যদি সেই বিজ্ঞাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেখানেও সেই গুণগুলি “উপসংহাব” অর্থাৎ গ্রহণ কবিতে হইবে, অর্থাভেদাৎ” বিভিন্ন উপনিষদে একটি বিজ্ঞাব অর্থ বা প্রয়োজনে কোনও ভেদ নাই, “বিধিশেষবৎ” অর্থাৎ কোনও যজ্ঞের সম্বন্ধে বিভিন্ন বেদে যে সকল বিধি উল্লেখ আছে, সে সকল বিধি একত্র গ্রহণ কবা যেমন উচিত, সেইকপ বিভিন্ন উপনিষদে একই বিদ্যা বা উপাসনাব সম্বন্ধে যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায়, সে সকল গুণের একত্র সমাহাব কবা প্রয়োজন।

অনুযায়ং শকাৎ ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ (৩৩৬)

বৃহদাব্যাক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ ‘উদগীথ’ (বেদের অংশবিশেষ) পাঠ কবিয়া অহুবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার অভিপ্রায় কবিয়াছিলেন; এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা প্রথমে ‘বাক্’ দেবতাকে উদগীথ পাঠ কবিতে বলিয়াছেন, অহুবগণ বাক্ দেবতাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল। তখন দেবগণ ‘প্রাণ’ দেবতাকে উদগীথ পাঠ কবিতে বলিলেন, অহুবগণ তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। এই ভাবে অস্ত্র দেবগণ দ্বারা উদগীথ পাঠের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশেষে ‘প্রাণ’ দেবতাকে বলা হইল। অহুবগণ ‘প্রাণ’ দেবতাকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ কবিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইল এবং নিজেরাই ধ্বংস হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই প্রকার কাহিনী আছে।

দিক্ত সামান্য প্রভেদেও দেখা যায়। ‘শব্দাৎ’ উভয় উপনিষদে দিচ্চু পার্থক্যেব উপলব্ধি হয় বলিয়া ‘অন্তর্ধাতুঃ ইতি চেৎ’ উভয় উপনিষদের প্রাণ বিজ্ঞা বিভিন্ন। এই মনে হইতে পারে। ‘ন’ না, উভয় উপনিষদের প্রাণবিজ্ঞা একই। ‘অবিশেষাৎ’ প্রবৃত্তপক্ষে উভয় উপনিষদের কাহিনীতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহা পূর্ণপক্ষ।

“ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোববীয়ত্বাদিবৎ” (৩।৩।৭)

এইস্থলে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে।

ন বা (ছান্দোগ্যে প্রাণবিজ্ঞা এক বৃহদাবগ্যকেব প্রাণবিজ্ঞা এক নহে) প্রকরণভেদাৎ [উভয়েব প্রকরণ বিভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উকীথনামক স্ববেব একটি যাত্র অক্ষরেন (ওঁকারেব) উপাসনা বিহিত হইয়াছে।] পরোববীয়ত্বাদিবৎ (উপনিষদে একস্থলে পরোববীয়ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব গুণযুক্ত উকীথ উপাসনার উল্লেখ আছে, অন্তর্য স্বর্গময় বেশ মথ প্রভৃতি যুক্ত উকীথ উপাসনায় উল্লেখ আছে, উভয়েব মধ্যে যেকোন প্রভেদ, উভয় প্রাণবিজ্ঞাব মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ)।

সংস্কারতঃ চেৎ তদুক্তম্ অস্তি তু তৎ অপি (৩।৩।৮)

“সংস্কার” অর্থাৎ নাম। উভয় বিজ্ঞাব নাম এক, উকীথ বিজ্ঞা। “অতঃ চেৎ”, যদি এজন্ত মনে করা যায় যে, উভয় বিজ্ঞাব মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই, “তৎ উক্তম্” পূর্বেই ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, যদিও নাম এক, তথাপি যখন প্রকরণ বিভিন্ন তখন বিজ্ঞাও

ভিন্ন। “অস্তি তু”, অস্তিত্বও একরূপ দেখা যায় যে, নাম এক হইলেও প্রভেদ আছে, পশু এই নাম এক হইলেও পশুর মধ্যে বিভিন্ন জাতিব প্রভেদ দেখা যায়। “তৎ অপি”, সেইরূপ এখানেও নাম এক হইলেও বিস্তার প্রভেদ থাকিতে পারে।

ব্যাখ্যেঃ চ সমগ্রসম্ (৩।৩।৯)

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিষ্ঠাছেন, “ওন্ ইতি এতৎ অক্ষবন্ উদগীথম্ উপাসীত” (১।১।১), অর্থাৎ ওন্ এই “অক্ষব উদগীথকে” উপাসনা করিবে। উদগীথ একটি বেদের স্বর। তাহাতে “ওন্” এই অক্ষব আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই কথাটির অর্থ কি? উহার উদ্দেশ্য কি ওঙ্কারকে উদগীথ মনে করিতে হইবে, অথবা উদগীথকে ওঙ্কার মনে করিতে হইবে? অথবা একরূপ মনে করিতে হইবে যে, ওঙ্কার ও উদগীথে কোনও প্রভেদ নাই? অথবা উদগীথের অন্তর্গত ওঙ্কারকে উপাসনা করিতে হইবে? “ব্যাখ্যেঃ” যেহেতু ওঙ্কার বেদের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব উদগীথের অন্তর্গত ওঙ্কারের উপাসনা করিতে হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্তই “সমগ্রসম্” অর্থাৎ নির্দেশ।

সর্বপ্রভেদাৎ অস্ত্য ইমে (৩।৩।১০)

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, বাক্ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, এবং বাক্ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের যে সকল গুণ আছে, সেই সকল গুণ প্রাণেরও আছে। কৌণীতকি উপনিষদে ইহা

বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকল অণেকা প্রাণ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা বলা হয় নাই যে, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের যে সকল গুণ আছে, প্রাণেরও সেই সকল গুণ আছে। “সর্ক্সাভেদাৎ”, সর্ক্সত্র ভেদের হেতু, যে প্রাণের কথা ছান্দোগ্যে আছে, সেই প্রাণের কথা কৌশীতকি উপনিষদেও আছে, “অক্সত্র” কৌশীতকি প্রভৃতি অক্স উপনিষদেও “ইমে” যে সকল গুণ ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত (৩৩।১১)

আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ প্রভৃতি গুণ) প্রধানস্ত (প্রধান অর্থাৎ ব্রহ্মেব)। বেদে যে সকল স্থানে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, যে সকল স্থানে ব্রহ্মের বিবিধ ধর্মের উল্লেখ আছে। কোনও স্থানে বলা হইয়াছে যে, তিনি আনন্দস্বরূপ, কোথাও বলা হইয়াছে যে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কোথাও বলা হইয়াছে যে তিনি সর্ক্সত্র অবাস্তব ইত্যাদি। সংশয় হইতে পারে যে যেখানে ব্রহ্মের কতকগুলি গুণের উল্লেখ নাই, সেখানে সেই সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে কি না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, একস্থানে যে গুণের উল্লেখ আছে অক্সত্র সে গুণের উল্লেখ না থাকিলেও উহা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রিয়শিরস্ত্রাপ্রাপ্তিঃ উপচর্যাপচর্যৌ হি ভেদে (৩৩।১২)

শব্দরভাস্য : “প্রিয়শিবাদি-অপ্রাপ্তিঃ” (প্রিয়শিরস্ত্র প্রভৃতি

গুণের যেখানে উল্লেখ নাই, সেখানে গ্রহণ করিতে হইবে না), উপচবাচর্যো (এই সকল গুণ থাকিলে হ্রাস ও বৃদ্ধি অনিবার্য), হি ভেদে (ভেদ হইলেই হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে)।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ, তাহার মধ্যে মনোময় কোষ, তাহার মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষের উল্লেখ করিয়া সকলেব শেষে আনন্দময় আত্মার উল্লেখ আছে, এবং সেই আনন্দময় আত্মার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে “ভক্ত প্রিয়ম্ এব শিবঃ, মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৫।১), অর্থাৎ প্রিয়বস্ত তাঁহার শিব, মোদ (আহ্লাদ) তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ (পাখা), প্রমোদ (প্রহুষ্ঠ-আহ্লাদ, বা প্রিয়বস্ত উপভোগ) তাঁহার অন্তঃপক্ষ, আনন্দ তাঁহার আত্মা, ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা। এই যে সকল ব্রহ্মের গুণের উল্লেখ আছে, এগুলি অন্তঃ (যেখানে এই গুণগুলির উল্লেখ নাই) সেখানে গ্রহণ করিতে হইবে না, বাবণ, এগুলি ব্রহ্মের বহ্নপক্ষে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই।

বামাহুজভাষ্য : পূর্বস্থানে বলা হইয়াছে যে, আনন্দ প্রভৃতি এক্ষের গুণ সর্বত্র (অর্থাৎ যে সকল স্থলে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে, সে সকল স্থলে) গ্রহণ করিতে হইবে। এই স্থানে বলা হইতেছে যে, প্রিয়নিবস্ত প্রভৃতি গুণ সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে না, কাবণ ইহাবা ব্রহ্মের গুণ নহে, ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার একটি রূপ নির্দেশ করিতেছে মাত্র। যদি এগুলিকে ব্রহ্মের গুণ বলা হয়, তাহা হইলে

শিব পদ পুচ্ছ প্রভৃতি ব্রহ্মের অবয়বভেদ স্বীকার করিতে হইবে, এবং “ভেদে (মতি)”, অর্থাৎ অবয়বভেদ হইলে “উপচযাণচযৌ” ব্রহ্মের দ্বাস ও বুদ্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পাবে না, কাশ্য, ব্রহ্ম অনন্ত। যাহা অনন্ত, তাহার দ্বাস ও বুদ্ধি হইতে পাবে না, “সত্যং জ্ঞানম অনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২.৩।১)।

ইতরে তু অর্থসামান্য (৩।৩।১৩)

ইতবে (অপর গুণগুলি—আনন্দ প্রভৃতি—সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে), অর্থসামান্য (ব্রহ্ম প্রতিপাদনরূপ অর্থ সর্বত্র সমান বলিয়া)।

আধ্যানায় প্রয়োজনাত্বাৎ (৩।৩।১৪)

শব্দবাক্য : কঠোপনিষদে (১।৩।১০) পাওয়া যায় , “ইল্লিয়েভ্যঃ পবাহর্য্যঃ অর্বেভ্যঃ চ পবঃ মনঃ”—অর্থাৎ ইল্লিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ বক্তৃকগুলি বস্তু উল্লেখ কথিত্য পবিশেষে বলা হইয়াছে— “পুরুষাৎ ন পবঃ কিচ্ছিৎ সা কাষ্ঠা সা পবা গতিঃ” (কঠ ১।৩।১১), অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ গতি। এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি? ইল্লিয়, বিষয়, মন প্রভৃতি যে সকল বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু কহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন কবা কি এই বাক্যের তাৎপর্য্য? অথবা কেবলমাত্র পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন কবাই এই বাক্যের

তাৎপর্য্য? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য। “প্রয়োজনাতাবাৎ”, অপব বস্তব মধ্যে কে কাহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রতিপাদন করিবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মকে এভাবে ধ্যান করিয়া মোক্ষলাভ করা হইবে, “আধ্যানায়”।

বাহ্যভাষ্য : যদি প্রিয়শিরস্ব প্রকৃতি ব্রহ্মের গুণ না হয়, তাহা হইলে কেন তাহাদিগকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,—কেন বলা হইয়াছে যে, সেই আনন্দময় বস্তব একটি শিব আছে, প্রিয় তাহাব শিব, ইত্যাদি? “আধ্যানায়” অর্থাৎ উপাসনাব সুবিধাব জন্য এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। “প্রয়োজনাতাবাৎ” অর্থাৎ অল্প প্রয়োজনের অভাব হেতু,— উপাসনা ব্যতীত অল্প প্রয়োজন দেখা যায় না, অতএব উপাসনাই বর্ণনাব প্রয়োজন।

আত্মশব্দাৎ চ (৩৩।১৫)

শব্দভাষ্য : পূর্বোক্ত কঠোপনিষদ্-বাক্যে পুরুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ-রূপে নির্দেশ করিয়া সেই পুরুষকে “আত্মা” এই শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব সেই পুরুষ হইতেছেন ব্রহ্ম এবং তাঁহার ধ্যান এবং তাঁহার উপলব্ধি প্রয়োজন।

বাহ্যভাষ্য : পূর্বোক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাক্যে যে আনন্দময় বস্তুর উল্লেখ আছে, তাহাকে “আত্মা” বলা হইয়াছে।

আত্মার মত সত্যই শির, শব্দ, পুঙ্খ প্রকৃতি থাকে না। অতএব
উপাসনার সুবিধার জন্যই ইহাধেব উল্লেখ করা হইয়াছে।

• আত্মগৃহাতিঃ ইত্যবৎ উক্তম্ (৩৩।১৬)

শব্দভাষ্য : ঐতরেয় উপনিষদে (১।১।২) এই বাক্য
পাওয়া যায়, "আত্মা বা ইদম্ এক এব অথ অসীৎ, ন অন্তঃ
কিঞ্চ নিবৎ, ন দৈকত'নোকান্ হু স্বভা ইতি", অর্থাৎ পূর্বে কেবলমাত্র
আত্মাই ছিলেন, অত গতিযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না, তিনি ইচ্ছা
কবিলেন বিবিধ লোক সৃষ্টি করিব। তাহার পর স্বর্গ, অশ্বরীক্ষ,
পৃথিবী এবং পাতাল-লোক সৃষ্ট হইল। এখানে "আত্ম-
গৃহাতিঃ" অর্থাৎ আত্মা শব্দে ব্রহ্মকে গ্রহণ কবিতো হইবে,
দ্বিবাংগর্ভ প্রজাপতি ব্রহ্মা বা অস্ত কোনও দেবতা নহে।
"ইত্যবৎ" অস্তম যেখানে জগৎসৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেখানেই
ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা এরূপ উল্লেখ আছে। অতএব এখানেও ব্রহ্মই
জগতের স্রষ্টা। "উক্তম্" অর্থাৎ আত্মা শব্দের পরে বলা হইয়াছে
যে, এই আত্মা জগৎ সৃষ্টি কবির ইচ্ছা কবির ছিলেন, অতএব
এই আত্মা ব্রহ্মই।

বায়ুগুণভাষ্য : তৈত্তিরীর উপনিষদে যে বাক্য ৩৩।১২ হইতে
উদ্ধৃত হইয়াছে, 'ঐহাতে অশ্বময কোষ, প্রাণময কোষ, মনোময
কোষ ও বিজ্ঞানময কোষ, প্রত্যেক কোষকে আত্মা শব্দের দ্বারা
নির্দেশ কবির পাবিশেষে আনন্দময বস্তুকেও আত্মা বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে, ঐহাৎ সংশয় হইতে পারে যে, 'এই সকল' স্থানেই

পবনাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আগ্না শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। “আগ্নগৃহীতিঃ”, এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই আগ্নশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। “ইতবৎ”, উপনিষদে অন্ততঃ পবনাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া আগ্না শব্দ যেমন প্রয়োগ করা হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ। “উক্তবাৎ”, কাবণ পবনগণী বাক্যে এই আনন্দময় আগ্নাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, সঃ অকামমত বহু স্তাং প্রজাযেৎ” (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৩।২), অর্থাৎ তিনি বাসনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, এই আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মই। কাবণ, ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

অথবাৎ ইতি চেৎ স্ত্যাৎ অবধারণাৎ (৩।৩।১৭)

শব্দবভাষ্য : ‘অথবাৎ ইতি চেৎ’ যনে হইতে পাবে যে, বাক্যের অর্থ অসুসঙ্গ করিলে দেখা যায় যে, এখানে আগ্না শব্দে কোনও দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কিন্তু হহা যথার্থ নহে, “স্তাৎ” আগ্না শব্দে এখানে ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে, “অবধারণাৎ” বাহ্য নিষ্করূপে জানা যায় তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন। শ্রুতি বলিতেছেন, সৃষ্টির পূর্বে আগ্না একা ছিলেন, সুতরাং এই আগ্না ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না।

রাবাহুজভাষ্য : আনন্দময় বস্তুতে যেসকল আগ্নশব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার পূর্বে অনন্য, প্রাণময় প্রকৃতি বস্তুতেও সেইরূপ আগ্নশব্দের প্রয়োগ আছে, সেই সকল স্থানে আগ্নশব্দের অর্থ

ত্রস্ত হইতে পাবে না। “অনন্দময়” অর্থাৎ তাহার অহংস্বৰূপ বলা হইয়াছে বলিয়া অনন্দময় বস্তু যত্নে ব্যবহৃত আত্মা শব্দেও ত্রস্তকে বুঝাইতে পারে না, “ইতি চেৎ” যদি কেহ ইহা বলেন, “শ্রুৎ” অনন্দময় আত্মা ত্রস্তকেই বুঝাইবে। “অবধাবণাৎ” পূর্বে যে অনন্দময় প্রভৃতি বস্তুতে আত্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে সেখানেও ত্রস্তবুদ্ধি উৎপাদন করাই উদ্দেশ্য। প্রথমে বলা হইল অনন্দময় কোষকে ত্রস্ত বলিয়া ভাবিবে, তাহার পর বলা হইল, তাহার অন্তর্কর্তা মনোময় কোষকে ত্রস্ত বলিয়া ভাবিবে, এইভাবে সর্বশেষে অনন্দময় বস্তুকে ত্রস্ত বলিয়া ভাবিতে বলা হইয়াছে। তাহার পরে অত্র কোনও বস্তুকে ত্রস্ত বলিয়া ভাবিতে হইবে একরূপ বলা হয় নাই, প্রত্যুত বলা হইয়াছে যে, সেই অনন্দময় বস্তুই “সৃষ্টি কবিবা” এইরূপ সংকল্প কবিতা জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং প্রথমে অনান্নবস্তুতে আত্মা শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও পরিশেষে অনন্দময় বস্তুতে যে আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা যে ত্রস্তকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কার্য্যাত্মানাৎ অপূর্ব্বম্ (৩৩।১৮)

ছান্দোগ্য এবং বৃহদাব্যাক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের বাবতীয় প্রাণী যাহা কিছু ভোজন করে, তাহারই প্রাণের অন্ন এবং মনই প্রাণের বস্তু। তাহার পর বলা হইয়াছে যে, এই জন্তই ভোজন করিবার পূর্বে এবং পরে আচমন করা হয়, সেই আচমনের ক্ষমাই প্রাণের বস্তুরূপ। এখানে উপনিষদের অভিপ্রায় কি ?

আচমন কবিবাব বিধান দেওয়া বি শ্রুতির অভিপ্রায়, অথবা জনকে প্রাণেব বস্ত্র বলিয়া চিন্তা করা উচিত, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র জনকে প্রাণেব বস্ত্ররূপে চিন্তা কবিবাব বিধান দেওয়াই শ্রুতিব অভিপ্রায়। ইহা “অপূৰ্ণ” অর্থাৎ কোনও স্থানে একরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই। “কার্য্যাম্যানাৎ” স্মৃতিতে দেহেব শুদ্ধিৰুপ আচমন কবিবাব ব্যবস্থা দেওয়া আছে, সেই “কার্য্যেব” এখানে “আখ্যান” বা উল্লেখ মাত্র আছে তাহাব ব্যবস্থা দেওয়া এই শ্রুতিবাক্যগুলিৰ উদ্দেশ্য নহে। (এখানে দেখা বাইতেছে, যে, স্মৃতিব ব্যবস্থা শ্রুতিও মাত্র কবিয়াছেন।)

সমানৈ এবং ■ অভেদাৎ (৩৩।১৯)

সমানৈ (এব পাঠাতে), এবং চ (বিভিন্ন স্থানে এক উপাসনার উল্লেখ থাকিলে, এক স্থানে যে সকল গুণেব উল্লেখ আছে, অপন স্থানে সে সকল গুণ গ্রহণ কবিতো হইবে), অভেদাৎ (কারণ, উভয় স্থলে এক বস্তুই উপাসনা করা হইতেছে)।

বাজসনেয়ি শাখাতে শাণ্ডিল্য বিচার উল্লেখ আছে—“স আত্মানন্ উপাসীত মনোমহঃ প্রাণশরীরং ভারুগং,” অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, যে আত্মা ইচ্ছাময়, সৰ্ব্বশক্তিমান এবং জ্যোতির্ময় রূপবিশিষ্ট। পুনরায় সেই বাজসনেয়ি শাখাবই অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৩।১) দেখিতে পাওয়া যায়, “মনোমদোহঃ পুরুষঃ ভাঃ সত্যঃ তন্মিন অমৃতঃ প্রাণে বধা ব্রীহঃ বা ববো বা, স প্রথম সৰ্ব্বত্র চৈশানঃ সৰ্ব্বত্র অধিপতিঃ সৰ্ব্বন্ ইদন্ প্রসাবি বৎ ইদং কিক”, অর্থাৎ

তিনি ইচ্ছাময়, জ্যোতির্মায এবং সত্য, তিনি জ্ঞানময় মধ্যে ব্রীহি বা যাবৎ জ্ঞান স্বাক্ষরূপে বিবাজ করেন, জগতে সাহা কিছু আছে, তিনি সকলের প্রভু, সকলের অধিপতি। উভয় স্থলেই এক ব্রহ্মই উপাস্তরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং শেযোক্ত স্থানে যে সকল অতিবিস্তৃত গুণের উল্লেখ আছে, প্রথমোক্ত স্থানেও সে সকল গ্রহণ করিতে হইবে।

সম্বন্ধাৎ এবম্ অস্তত্র অপি (৩৩২০)

বৃহদাব্যাক্ত উপনিষদে যদ্য হইয়াছে “সত্যং ব্রহ্ম” (৫।৪।১)। তাহার পর বলা হইয়াছে “তৎযৎ সত্যং, অর্গো স আদিত্যঃ য এব তন্মিন্ মণ্ডলে পুৰুষঃ, যঃ ॥ অযং দক্ষিণে অক্ষন্ পুৰুষঃ” (বৃহদাব্যাক্ত ৫।৫।২), অর্থাৎ এই যে সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম, ইনিই সেই সূর্য্য, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী পুৰুষ, দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুৰুষ বিবাজ করেন ইনিও সেই। সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুৰুষ হইতেছেন ব্রহ্মের অদিদৈব রূপ, অর্থাৎ দেবতার মধ্যে তিনি এইরূপে বিবাজমান। দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ পুৰুষ হইতেছেন ব্রহ্মের অধ্যাত্ম রূপ, অর্থাৎ বেহেব মধ্যে তিনি এইরূপে বিবাজ করেন। এখানে মনে হইতে পারে যে, যখন এক ব্রহ্মেই উপাসনা উভয়স্থানে বিহিত হইয়াছে, তখন এক স্থানে উল্লিখিত গুণ অস্তত্র গ্রহণ করিতে হইবে। “এবম্ অস্তত্র অপি”, পূর্বে সূত্রে যেমন একই বিস্তার বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ থাকিলে একস্থলে উল্লিখিত গুণ অস্তত্র গ্রহণ করা যায়, “অস্তত্র” ও অধ্যাত্ম ও অদিদৈব

* যোগপ্রভাবে ব্রহ্মের দক্ষিণ চক্ষুঃ মধ্যে পুৰুষরূপে দেখা যায়।

উপাসনাতেও “সম্বন্ধাৎ”, যখন একই ব্রহ্মেব উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন এক স্থানে উল্লিখিত গুণ অল্পতমও গ্রহণ করা যায়। এই স্বত্র পূর্বপক্ষ। পবের স্বত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে।

ন বা বিশেষ্যাৎ (৩৩২১)

বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে বলিয়া এক স্থানে উক্ত গুণ অল্প স্থলে গ্রহণ করা উচিত হইবে ন। উভয়ত্র একই ব্রহ্ম, ইহা সত্য। কিন্তু ব্রহ্মকে সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী রূপে বঙ্গনা করিলে যে ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, সেহেন মধ্যে (দক্ষিণ চক্রে) অবস্থিত বলিয়া বঙ্গনা করিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভাবে উপাসনা করিতে হইবে।

দর্শয়তি ■ (৩৩২২)

ঋতি স্বয়ং দেখাইয়াছেন যে, এক উপাসনার ধর্ম্ম অল্প উপাসনায় গ্রহণ করা হইবে না। কারণ, ঋতি বলিয়াছেন “তন্ম এতন্ম তদৃ এব রূপং”, বদৃ অমুচ্য রূপং, বৌ অমুচ্য গেকৌ তৌ গেকৌ যৎ নাম তৎ নাম” (ছান্দোগ্য ১।৭।৫) অর্থাৎ সেই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষেব যাহা রূপ অক্ষিযধ্যস্থ পুরুষেতৎ সেই রূপ, তাঁহাও পদদ্বয় যেরূপ, ইহার পদদ্বয়ও সেইরূপ, তাঁহাও যাহা নাম, ইহারও তাহা নাম। এখানে ঋতি যখন বলিলেন যে, উভয়েব নাম ও রূপ এক, তখন বুঝিতে হইবে যে, অল্প গুণ এক নহে। যদি উভয়েব সকল গুণই সমান হইত, তাহা হইলে এরূপ উল্লেখ থাকিত না যে, কেবল নাম ও রূপই সমান।

সম্ভৃতিদ্ব্যবাপ্তি আপচ অতঃ (৩৩২৩) ।

কথয়চ্ছূৰ্বেদে এই বাক্য পাওয়া যায় :

“ব্রহ্মজ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্ম অগ্রে জ্যোষ্ঠং দিবম্ আততান
ব্রহ্ম তৃতানাং প্রথমোত অস্তে তেনাইতি ব্রহ্মণা স্পর্ধিতুং কঃ ।”

অহবান : জগৎপ্রভৃতি প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বীৰ্য্য বা শক্তি
ব্রহ্মেই সম্ভূত অর্থাৎ সঞ্চিত থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম আকাশকে
ব্যাপ্ত কবিয়াছিলেন। ব্রহ্মই সর্বপ্রাণীর অগ্রে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মেব
সহিত কে স্পর্ধা করিতে পারে ?

এখানে ব্রহ্মের সম্ভৃতি, দ্ব্যবাপ্তি প্রভৃতি গুণেব উল্লেখ আছে।
“সম্ভৃতি” অর্থাৎ অলৌকিক শক্তির ধাবণা, “দ্ব্যবাপ্তি” অর্থাৎ
আকাশ ব্যাপ্ত কবিয়া অবস্থান করা। যে সকল স্থানে ব্রহ্মেব
উপাসনার উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থানেই যে এই সকল “সম্ভৃতি”
“দ্ব্যবাপ্তি” প্রভৃতি গুণ গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা
ঠিক হইবে না। যথা—শান্তিগ্যাবিষ্ঠা, দহববিষ্ঠা, প্রভৃতি বিষ্ঠাতে
ব্রহ্মকে হনয়ের মধ্যে অবস্থিত যনে কবিয়া উপাসনা কবিবার বিধান
আছে। এই সকল উপাসনাতে “ব্রহ্ম আকাশ ব্যাপ্ত কবিয়া
অবস্থিত আছেন” এইরূপ চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। ব্রহ্ম
এক হইলেও তাঁহার বিভিন্ন বিভূতি অঙ্গাবে বিভিন্নরূপে উপাসনা
করা হয়।

পুরুষনিষ্ঠায়াম্ ইব চ ইতরেষাম্ অনাম্নানাতঃ (৩৩২৪)

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এবং তৈত্তিরীয়ক উপনিষদ্ উভয় গ্রন্থে

পুরুষবিজ্ঞাব উল্লেখ আছে। কিন্তু একটি উপনিষদে পুরুষবিজ্ঞাব যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, অত্র উপনিষদে সেই সকল গুণ সংগ্রহ করা উচিত হইবে না। ছান্দোগ্যে পুরুষবেই যন্তরূপে বঙ্গনা করা হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে সেকণ করা হয় নাই। ছান্দোগ্যে পুরুষবিজ্ঞাব ফল দীর্ঘ আয়ু লাভ। তৈত্তিরীয়কে ফল ব্রহ্মেব মহিমা লাভ। 'ইত্তবেষান্' (একই উল্লিখিত গুণসকলের অস্তিত্ব), 'অনান্যানাং' (উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া)।

বেদাদি-অর্থভেদাৎ [৩৩২৫]

প্রত্যেক উপনিষদ্ পাঠেব পূর্বে বসে একটি মন্ত্র পাঠ করিবার নিয়ম আছে। অথর্ববেদীয় উপনিষদ্ পাঠেব পূর্বে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, "সর্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য," ইত্যাদি। অর্থাৎ শত্রুকে সকল দেহ ভেদ কর (অথবা কবিয়া) হৃদয় ভেদ কর (অথবা কবিয়া)। কঠ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদেব প্রাসঙ্গে এই মন্ত্র পাঠ করা হয়, "শং নো নিজো শং বরুণঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজ ও বরুণদেব আমাদের মঙ্গল করুন। ঐ সকল উপনিষদে যে বিজ্ঞাব উপদেশ আছে, সেই বিজ্ঞাব অঙ্গরূপে এই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে না। "অর্থভেদাৎ" কাবণ, এই সকল মন্ত্রের অর্থ বিজ্ঞাব অর্থ হইতে ভিন্ন। এই সকল মন্ত্র বেদপাঠেব অঙ্গ, বিজ্ঞাব অঙ্গ নহে।

হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাৎ ছন্দঃস্তুত্বাপগানবৎ তদ্বক্তং
(৩৩২৬)

দীর্ঘ বর্ণন ব্রহ্মান পবে নোক্তান্তেব পথে গমন কবে সেই সময়ের

এইরূপ বর্ণনা আছে : “অথ ইব বোয়ানি বিবৃথ পাপং, চন্দ্র ইব
 রাহোমুখাৎ প্রমুচা, বুদ্বা শবীবম অকৃতং কৃতাজা প্রকলোকন্
 অভিসম্ভবামি” [ছান্দোগ্য ৮।৩।১], অর্থাৎ অথ যে রূপ বোয়সকল
 পবিত্র্যাগ করে, সেইরূপ জীব পাপসকল ত্যাগ করে, চন্দ্র যেরূপ
 বাহব গ্রাণ হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ জীব তাহাব স্বল্প শবীব ত্যাগ
 করে, এবং ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়। পুনরায় উক্ত হইয়াছে,
 “তৎস্বকৃত-দ্রুত-বিবৃথ-ভেদে, তন্ত্ৰ প্রিয়া জাতয় মুকুতম্ উপযন্তি
 অপ্ৰিয়া দ্রুতম্” (কৌষীভকি উপনিষদ্ ২।৪), অর্থাৎ, এই জীব
 পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করে, প্রিয় জ্ঞাতিগণ তাহাব পুণ্য গ্রহণ করে
 অপ্ৰিয় জ্ঞাতিগণ পাপ গ্রহণ করে। উপনিষদে অত্র স্থানেও এইরূপ
 উল্লেখ আছে। কতকগুলি স্থলে দুইটি কথাবই উল্লেখ আছে :
 (১) মুমুকু ব্যক্তি তাহাব পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, (২) প্রিয় ও অপ্ৰিয়
 জ্ঞাতি সেই পাপ ও পুণ্য গ্রহণ করেন। আবার কোমও স্থলে
 কেবল ইহাব উল্লেখ আছে যে তিনি পাপ ও পুণ্য ত্যাগ করেন
 জ্ঞাতিগণ যে পাপ ও পুণ্য গ্রহণ করেন, ইহাব উল্লেখ নাই। “হানো,”
 যে স্থলে কেবল পাপ-পুণ্য ত্যাগের কথা আছে, গ্রহণের কথা নাই
 “উপাচন-শকশেবদ্যাৎ” সে স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, সেই পবিত্র্যন্ত
 পাপ পুণ্য জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করে। কারণ এই গ্রহণের কথা
 কৌষীভকি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। “কুশাৎ হনঃস্বহ্যপানধৎ”—
 এক স্থানে কেবল বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কুশের উল্লেখ আছে, কোন্
 বৃক্ষ তাহাব উল্লেখ নাই, কিন্তু অত্র স্থলে উদ্ভব বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত
 কুশের উল্লেখ আছে, অতএব যেখানে বৃক্ষের নাম উল্লেখ নাই,

সেখানেও উদ্ভব বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে। ছন্দঃ, স্ততি, উপগান সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রসিদ্ধ। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক তত্ত্বাবধান তথাহি অস্ত্রে (৩৩২৭)

যিনি যোদ্ধাগণ কবিরেন, তিনি মৃত্যুর পর যে পথে গমন করেন, কৌশলীতবি উপনিষদে তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি দেবদান পথ ধরিয়া অগ্নিলোকে গমন করেন, তাহার পব বিবজা নদীর তীরে উপস্থিত হন, মনের দ্বারা তিনি ঐ নদী উত্তীর্ণ হন, সেই সময় তিনি পাপ পুণ্য পবিত্রতাগ করেন। এখানে সংশয় হয় যে, এই প্রকারেব সুসুকু বান্ধি মৃত্যুর সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন,—অথবা, মৃত্যুর অনেক পবে বিবজা নদী পার হইবার সময় ত্যাগ করেন? অথবা মৃত্যুর সময় কিছু ত্যাগ করেন, বিবজা নদী পার হইবার সময় কিছু ত্যাগ করেন? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, “সাম্প্রদায়িক” অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন, “তত্ত্বাবধান,” মৃত্যুর পবে ইচ্ছা বা স্বেচ্ছা ভোগ করেন না, স্তবধা মৃত্যুর পবে কিছুকাল পাপ-পুণ্য বহন করিবার প্রয়োজন কি? “তথাহি অস্ত্রে” অর্থাৎ কোনও কোনও উপনিষদে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়। (অথবা কোনও কোনও উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, তিনি যোদ্ধাগণের পথে গমন করেন তাহাকে মৃত্যুর পব স্বপ্ন-ভোগ করিতে হয় না।)

ছন্দঃ উভয়াবিরোধঃ [৩৩২৮]

শঙ্করভাষ্য : পাপকর্ম করিবার হেতু বন, নিয়ম, বিজ্ঞানভ্যাস প্রভৃতি সাধনা। মৃত্যুর পূর্বেই “ছন্দতঃ” অর্থাৎ ইচ্ছামত এই সাধনা অভ্যাস করা যায়, মৃত্যুর পূর্ব বায় না। এই অল্প মৃত্যুর সময় পাপ পুণ্য ত্যাগ কবাই যুক্তিযুক্ত হয়, মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে পাপ-পুণ্য ত্যাগ যুক্তিযুক্ত হয় না। “উভয়াবিরোধাৎ”, তাত্ত্বিশাখা ও শাট্যায়নি শাখা উভয় শাখাতে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুর সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়, এই দুই শাখান সহিত বাহাতে বিরোধ না হয়, এ অল্প এইরূপ মীমাংসা করা কর্তব্য।

রামানুজভাষ্য : কোষীতকী উপনিষদে বর্ণিত বিবচা নদী, উত্তীর্ণ হইবার সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগের উল্লেখ আছে, তথ্যনি বৃত্তিতে হইবে যে, এই পাপ-পুণ্য ত্যাগ, পূর্বেই (মৃত্যুর সময়েই) হইয়া থাকে।

গতেরর্থবন্ধু উভয়থা অস্বথ্য হি বিরোধঃ [তা৩১২৯]

শঙ্করভাষ্য : যখন পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয়, তাহাব পূর্ব দেবদান পথে গমন করিতে হইবে, এরূপ কোনও নিশ্চয়তা আছে কি না? “গতেঃ”, দেবদান পথেব “অর্থবন্ধু” অর্থাৎ “উভয়থা”. থাকিতে পাবে, না থাকিতেও পারে। “অস্বথ্য হি বিরোধঃ”, নতঃ বিরোধ হয়। “পুণ্যপাপে বিশ্ব নিবন্ধনঃ পরমং সাম্যম্ উৎপত্তি (মুক্তক উপনিষদ ৩১১০), অর্থাৎ পাপ-পুণ্য ত্যাগ করিয়া নির্দোষ হইয়া পরম সাম্য (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়। এখানে পাপ-পুণ্য ত্যাগ করিয়াই মোক্ষলাভ কবে, ইহা বলা হইল। অতএব সকলেই যে দেবদান

পথে গমন কবিয়া মোক্ষ লাভ কবিতে হইবে, তাহাব নিশ্চয়তা নাই। সাধনাব তাবতম্য অনুসাবে কেহ বৃত্তান্তাই মোক্ষ লাভ কবে, কেহ বৃত্ত্যব পবে দেবদান পথে গমন কবিয়া বিলম্বে মোক্ষ লাভ কবে।

বামানুজভাষ্য : এই সূত্র পূৰ্ণপক্ষ। ইহাব অর্থ এইরূপ : “উভয়থা” যদি বৃত্ত্যব সময় কিছু পাপ পুণ্য ত্যাগ হয়, এবং পবে বিবজা নদী ঐতিক্রম কবিদাব সময় কিছু পাপপুণ্য ত্যাগ হয় তাহা হইলেই “গতে: অৰ্ধবহুদম্” দেবদান পব দাবা গমন অৰ্ধদান “অন্তথা হি বি-বাধঃ”, যদি বৃত্ত্যবে সময় সকল পাপ পুণ্য ত্যাগ কবা হয়, তাহা হইলে তখন সূক্ষ্ম শবাবণ্ড বিনষ্ট হইবে, তখন কেবল আত্মা কিরূপে গমন কবিবে ?

উপপন্ন: তন্নক্ষণার্থোপলব্ধে: লোকবৎ (৩৩৩০)

শঙ্করভাষ্য : “উপপন্ন:”, কেহ বৃত্ত্যবে সময় মোক্ষ লাভ কবে, কেহ বৃত্ত্যব পবে দেবদান পথে গমন কবিয়া বিলম্বে মোক্ষ লাভ কবে, ইহাই উপপন্ন অর্থ ২ যুক্তিযুক্ত। “তন্নক্ষণার্থোপলব্ধে:” যেহেতু, গতিব লক্ষাবাচক অর্থ উপলব্ধি হয়। সগুণ ব্রহ্মেব উপাসনায় বলা হইয়াছে যে, পর্যাক্ষেব উপব আনোহণ কবিতে হয়, সেখানে ব্রহ্ম উপবিষ্ট থাকেন, তাহাব সহিত ব্যক্তিলাপ হয়, ইত্যাদি। যে সাধক এইরূপ বিদ্যাব উপাসনা করে, সে বৃত্ত্যব পবে দেবদান পথে গমন কবিয়া সগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে ইহাই

যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যে সাধক ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্ব-জগতে অল্প কোনও বস্তু দর্শন করে না, সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করে,—তাহার দেবদান পথে গমনের প্রয়োজন কি? সে, বৃত্তান্তই। মোক্ষ লাভ করিবে। "লোক২৭", যে ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামে গাইতে ইচ্ছা করে, সে নির্দিষ্ট পথ দিয়া গমন করে, যে আবোগ্য লাভ ইচ্ছা করে, সে কোনও পথ দিয়া গমন করে না। সেইরূপ যে ব্যক্তি সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাসনা করে, সে দেবদান পথে গমন করিবে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর ব্রহ্ম উপাসনা করে, তাহার দেবদান পথে গমন করিবার প্রয়োজন নাই।

বামানুজভাষ্য : পূর্বস্থলে যে সংশয় উত্থিত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার গীর্ঘাঙ্গা হইতেছে। "উপপন্নঃ", বৃত্তান্ত সময় সময় পাপ-পুণ্য পবিত্র্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। "তন্নগ্ণার্থোপলব্ধেঃ", পাপ-পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলেও দেহের সহিত আত্মার 'সম্বন্ধ থাকে, ইহা জানিতে পাবা যায়। কারণ ক্রতি রলিয়াছেনঃ "পবং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য যেন যপেন অভিনিপাত্তে" (ছান্দোগ্য ৮.১২.২২), অর্থাৎ পবন জ্যোতিঃ (ইন্দ্রকে) প্রাপ্ত হন, স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন। "নঃ স্বাট্ ভবতি তত্ত্ব সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" [ছান্দোগ্য ৭.২৫.২], তিনি স্বাট্ হন, সকল লোকে তিনি ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ করিতে পারেন। কেহ যদি আপত্তি করেন যে, পাপ-পুণ্য রূপ কল্পই সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, যখন পাপপুণ্য নষ্ট হয়, তখন সূক্ষ্ম শরীর কিরূপে অবস্থান করিতে পারে? তাহার উত্তর এই,—বিচার সাহায্যে ইহা সম্ভব হয়, বিচার প্রভাবে জীব এমন সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হয়, সাহার

ফলে সে দেবদান পথে গমন কবিত্তা ব্রহ্মকে লাভ কবিত্তে পাবে। “লোকবৎ”, একরূপ দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি শস্ত্রের জন্ত পুষ্কবিলী নির্মাণ কবিত্ত, পবে শস্ত্রের জন্ত পুষ্কবিলী জলেব তাহাব প্রয়োজন থাকে না, তখনও সে পুষ্কবিলী নষ্ট কবে না, তাহা হইতে পানীব জল সংগ্রহ করে।

অনিয়মঃ সর্বাসাম্ অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ (৩৩৩১)

শব্দবভাগ্য : যাহাবা নিষ্ঠ'ণ ব্রহ্মেব উপাসনা কবেন, তাঁহাবা বৃত্তাব পবক্ষণেই মোক্ষ লাভ কবেন। যাহারা সত্তা ব্রহ্মেব উপাসনা কবেন, তাঁহাদের সকলেই বৃত্তার পব দেবদান পথে গমন কবেন, অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবদান পথে গমন কবেন বা কবেন না, একরূপ সংশয় হইতে পারে। মনে হইতে পাবে যে, যে সকল সত্তণ ব্রহ্মেব উপাসনা প্রসঙ্গে উপনিষদে দেবদান মার্গেব উল্লেখ আছে, কেবল সেই সকল উপাসকই দেবদান পথে গমন কবেন, এবং সে সকল সত্তণ উপাসনা প্রসঙ্গে দেবদান পথেব উল্লেখ নাই, তাঁহারা গমন করেন না। কিন্তু তাহা যথার্থ মছে। “অনিয়মেন” অর্থাৎ একরূপ নিয়ম কবা যায় না যে, যে বিচা মথদে দেবদান পথেব উল্লেখ আছে, কেবল সেই বিচার উপাসক দেবদান পথে গমন কবেন। “সর্বাসাম্”, বথার্থ সিদ্ধান্ত এই যে সত্তণ ব্রহ্মেব উপাসক সকলেই দেবদান পথে গমন করেন। “অবি-রোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্”, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে শব্দ অর্থাৎ ক্রতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্বভিত্তি সহিত বিরোধ হয় না।

শ্রুতি বলিয়াছেন, “অথ য এতৌ পৃথানৌ ন বিদ্বঃ যে কীটঃ পতঙ্গা
যং ইদং দন্দশুকম্” (বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫), অর্থাৎ বাহারা যজ্ঞের
দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অজ্ঞ দেবতাব উপাসনা কবে, তাহারা পিতৃযান পথে
গমন কবে, বাহাবা সত্ত্ব ব্রহ্মেব উপাসনা কবে, তাহারা দেবযান
পথে গমন করে, অজ্ঞ সকলে কীট পতঙ্গ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—
“তন্নরকং গতী হেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে” (গীতা ৮।২৬), অর্থাৎ
জগতে তন্নর (দেবযান) এবং নরক (পিতৃযান) এই দুইটি পথ
চিরকাল প্রসিদ্ধ।

বামাহুজভাষ্য : ব্রহ্মেব উপাসক সকলেই দেবযান পথে গমন
করেন। বাহারা সত্ত্ব ব্রহ্মেব উপাসনা কবেন তাঁহাবাও দেবযান
পথে গমন কবেন, বাহাবা নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মেব উপাসনা করেন, তাঁহাবাও
দেবযান পথে গমন কবেন। নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মেব উপাসক মৃত্যুব পরক্ষণেই
মোক লাভ কবেন, ইহা স্বার্থ নহে। “যে অসী অরণ্যে প্রচ্ছাৎ সত্য
উপাসতে তে অর্চিসম্ এব অভিসংবিশন্তি” (বৃহদারণ্যক ৮।২।১৫),
অর্থাৎ বাহারা অরণ্যে প্রচ্ছা ও সত্যকে উপাসনা কবেন, তাঁহাবা
অর্চিঃ-লোকে গমন করেন। এখানে সত্ত্ব ব্রহ্মেব ঈর্ষ ব্রহ্ম।
দেবযান পথের প্রথম স্থান বহীতেছে অর্চিঃ-লোক। সুতবাং
ব্রহ্ম-উপাসকসকলেই দেবযান পথে গমন কবেন।

যাবদু অধিকারম অবস্থিতিঃ আধিকারিকানাম্ (তা৩।৩২)

শব্দবভাষ্য : পুরাণ, ব্রাহ্মসূত্র, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত
হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবিয়াও কোন কোন ঋষি পুনরায়

জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। অপরাস্তবতমাঃ নামক বেদাচার্য্য বেদব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ পূর্বজন্মে ব্রহ্মাব পুত্র ছিলেন, নিমিষ শাপে তাঁহার দেহ নষ্ট হয়, তিনি পুনরায় মিত্র ঋকৃণেব ঔবসে উর্বশীৰ গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। ভৃগু, সনৎকুমার, দক্ষ, নাবদ প্রভৃতিব এইরূপ পুনর্জন্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেব সকলেবই সমগ্র বেদেব অর্থ লাভ হইয়াছিল, ইহাও স্মৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এ জন্ত সন্দেহ হইতে পারে যে জ্ঞান লাভ হইলেই যে অবশ্য মোক্ষলাভ চইবে, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ইহারা "আধিকারিক" অর্থাৎ জগতেব কল্যাণেব জন্ত বেদপ্রচার প্রভৃতি কার্য্যেব অধিকার লাভ কবিয়াছিলেন। ইহাদেব "যাবন্ অধিকারন্ অবস্থিতিঃ" অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাৰ্য্য সম্পাদনেব জন্ত ষড়কণ প্রয়োজন হয়, ততদণ পৃথিবীতে অবস্থান কবিত্তে হয়। পূর্বজন্মত কোনও কোনও কর্ম্মেব ফলভোগ আরম্ভ হইবার পৰ তাঁহাবা সম্যক জ্ঞানলাভ কবেন। এজন্য প্রত্যেক কর্ম্মেব সম্পূর্ণ ফলভোগেব জন্ত তাঁহাদিগকে পুনরায় জন্মগ্রহণ কাৰ্য্যে হইয়াছিল। পুনর্জন্মগ্রহণেব সময় তাঁহাদেব পূর্বস্মৃতি নষ্ট হয় নাই। মানব যেমন ঘচ্ছন্দে এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে গমন কবে, তাঁহাবাও সেইরূপ ঘচ্ছন্দে এক দেহ হইতে ভিন্ন দেহ ধারণ কবিয়াছিলেন। সুতবাঃ তদ্বজ্ঞান লাভ হইলে অবশ্যই মোক্ষ হইবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রামানুজভাষ্য : পূর্বেব স্মৃত্তে বলা হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ কবেন, তিনি সত্যেব পৰ অক্ষিবাণি মাৰ্গে গমন কবিয়া

পবিশেষে মোক্ষলাভ কবেন। এ বিষয়ে সন্বেহ হইতে পারে ; কাবণ, বশিষ্ঠ, অপাস্তবতম্বাঃ প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিয়া মৃত্যুব পব অর্চিবাদি মার্গে গমন কবেন নাই, প্রত্যা ত পুনবায় জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁ হাবা একুগ কৰ্ম্ম কবিয়াছিলেন, বাহাব কলে একটা বিশেষ আধকাব প্রাপ্ত হইবাছিলেন। সেই অধিকাব এবাধিক জন্ম ব্যাপিবা অবস্থান করে, এই জন্ত তাঁহাবা একাধিক জন্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন, সেই অধিকাব শেষ হইলে তাঁহাবা অর্চিবাদি মার্গে গমন করিবাছিলেন।

অক্ষরধিয়াং তু অবরোধ. সামান্যতস্তাবাভ্যাম্

ঔপসদবৎ তৎউক্তম্ (৩।৩।৩৩)

শব্দবভাষ্যঃ উপনিষদে নানাস্থলে অক্ষর-ব্রহ্মেব উল্লেখ আছে। “এতৎ বৈ তৎ অক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অনুলন্ অনণু অহবম্ অনীৰ্য্” (বৃহদাবণ্যক ৩।৮।৮), অর্থাৎ হে গার্গি, ইনিই সেই অক্ষর-ব্রহ্ম, বাহার সবন্ধে ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন যে তিনি হুল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীঘ নহেন। পুনবায়, “অথ পবা যবা তৎ অক্ষরম্ অধিগম্যতে যৎ তৎ অস্ত্রেতম্ অগ্রাহম্ অগোত্রম্ অবর্ণন” (মুক্তকোপনিষদ্ ১।১।৬) অর্থাৎ অপরা বিজ্ঞান পব পবা বিজ্ঞা, বাহার দ্বারা অক্ষরকে লাভ কবা যায়, যে অক্ষরকে দর্শন কবা যায় না, গ্রহণ কবা যায় না, বাহার গোত্র নাই, বর্ণ নাই। প্রথম বাক্যে অক্ষবেব সবন্ধে কযেকটি গুণ প্রতিবেদ করা হইল। দ্বিতীয় বাক্যে অক্ষবেব অন্ত্র কযেকটি গুণ প্রতিবেদ কবা

হইল। এক স্থলে যে গুণগুলি প্রতিবেদ্য কবা হইয়াছে, সকল স্থলে তাহা গ্রহণ কবা যাইবে। “অক্ষবধিয়াং তু অববোধঃ,” অক্ষব্যাচক বাক্য-গুলি সৰ্বত্রই গ্রহণ করা যায়। “সামান্যভাবাবাভ্যাম্”, সকল প্রকার বিশেষ লক্ষণ নিবেদ্য কবিয়া নির্কিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন কবিবার প্রণালী এই সকল বাক্যেই “সমান,” যে বস্তু প্রতিপাদন কবা হইতেছে, সেই বস্তু (ব্রহ্ম) সৰ্বত্রই এক। “ঔৎসদবৎ তৎ উক্তম্,” পুৰোডাশ প্রদানে মত উৎপাতাব সম্বন্ধে উক্ত হইলেও অক্ষর্যাসেব সম্বন্ধেও গ্রহণ কবা হয়।

রামানুজও মোটামুটি এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ কবিয়াছেন। তবে ব্রহ্ম যে সৰ্ব-বিশেষরহিত, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মেব যে বিশেষ গুণগুলি ঋতি নিবেদ্য কবিয়াছেন, কেবল সেই গুণগুলি ব্রহ্মেব নাই। সেগুলি মল গুণ। মল গুণ ব্রহ্মেব কিছু নাই। কিন্তু ব্রহ্মের অসংখ্য সদৃশ গুণ আছে,—তিনি সকল সদৃশ্যের আধার। ঋতি প্রথমে বলিলেন যে, ব্রহ্ম সৎ-চিত্ত-আনন্দ। কিন্তু জীবও সৎ-চিত্ত-আনন্দ। এ জন্ত জীব ও ব্রহ্মেব পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। তাই ঋতি বলিলেন যে, ব্রহ্ম স্থল নছেন, ইত্যাদি। স্থল, স্থল প্রভৃতি অচেতনের ধর্ম। জীবেরও যদিও এই সকল ধর্ম নাই, তথাপি এই সকল ধর্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইয়া থাকে ব্রহ্মেব হয় না।

ইয়দামনন্যং (৩৩৩৪)

শব্দরত্নাঃ : মুণ্ডক উপনিষদের অঃ ১ শ্লোক এইরূপ :

“দ্বা সুপর্ণা সমুচ্ছা সমায়া
সমানং বুদ্ধং পবিত্রজাতো ।
“ভবোঃ অন্তঃ পিঙ্গলং স্বাহু অতি
অনল্পনু অতো অতিচাক্ষীতি ।”

অনুবাদ : দুইটি পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) বহুরূপে একটি বুদ্ধে
থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি পক্ষী স্বাহু ফল (কর্মফল)
ভোজন করে, অন্যটি ভোজন করে না, কেবল দর্শন করে।

ইহাই আবার খেতাবেতর উপনিষদের ৪৬ শ্লোক। কঠোপনিষদের
১৩৩১ শ্লোক এই প্রকার :

“বভ পিবন্তৌ ব্রহ্মতত্ত্ব লোকে
শুহাং প্রবিশ্টৌ পবসে পবার্হে
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চায়মো মে চ ত্রিণাটিকৈভাঃ ।”

অনুবাদ : বর্ষফলভোজনকারী দুই জন (জীব ও ব্রহ্ম) দ্বন্দ্ব-শুহান
মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। যাহারা পঞ্চায়ত্রিণা উপাসনা করেন, এবং
তিনবার নাটিকের অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মবিদ
উহাদিগকে ছায়া এবং আলোকরূপ বলিয়া থাকেন।

এই দুই শ্লোকে একই বিষয়ের উল্লেখ আছে, ভিন্ন ভিন্ন
নামে। কারণ “ইয়দাননাত্”, ইয়ং বা ইয়ন্তাব উল্লেখ আছে।
উভয় শ্লোকেই জীব ও ব্রহ্ম এই দুইটি বস্তুই উল্লেখ আছে।
ব্রহ্ম যদিও কর্মফল ভোগ করেন না, তথাপি বর্ষফলভোগকারী
জীবের সহচররূপে অবস্থান করেন, এইজন্য জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের

বিশেষরূপে “ঋতং পিবন্তৌ” (বর্ষকলভোগকাবী) এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বামানুজভাষ্য : আমননাৎ (ব্রহ্মবিষয়ক চিন্তাহেতু), ইযৎ (এই গুণ সকল) সর্বত্র অমুসন্ধান কবিত্তে হইবে : ব্রহ্ম সকল-সৌন্দর্যজিত (অবুলম্ অননু) এবং সত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় : ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ। যেখানে ব্রহ্মের প্রসঙ্গ আছে সেখানে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মকে চিন্তা কবিত্তে হইবে। ব্রহ্ম সৰ্ব্বত্র অস্ত্র যেকাল গুণের উপস্থিতি আছে, যথা—“সর্ববস্মা সর্বসন্ধঃ সর্ববসঃ” অর্থাৎ তিনি সকল কবেন, সকল গন্ধযুক্ত, সবলবসযুক্ত—এই সবল গুণ যেখানে উপদেশ করা হইয়াছে সেইখানেই চিন্তা কবিত্তে হইবে, যেখানে উপদেশ বলা হয় নাই সেখানে চিন্তা কবিত্তে হইবে না।

অন্তবা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ (৩৩৩৫)

“যৎ সাক্ষাৎ অপয়োক্তাৎ ব্রহ্ম, য আত্মা সর্বাস্তবঃ” (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৪।১) অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম যে আত্মা সকলের মধ্যে থাকেন তিনি কে ? এই প্রশ্নটি দ্রুইবার করা হইয়াছে এবং দ্রুই বকম ভাবে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এজন্য মনে হইতে পারে যে দ্রুইটি বিজ্ঞাপ (জীবাত্মা ও পবমানাত্মা) উপদেশ আছে। কিন্তু তাহা নহে। একটি বিজ্ঞাবই (পবমানাত্মাবই) উপদেশ আছে। সকলের অন্তর্কর্ত্তী (অন্তবা) আত্মা (স্বাত্মনঃ) এক ভিন্ন দ্রুই হইতে পারেন না।

“ভূতগ্রামবৎ”—“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুচ্ছঃ”—এখানে যেমন সকল “ভূতগ্রামের” মধ্যে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পূর্বোক্ত বাক্যও সেইরূপ।

বামানুজভাষ্য : পূর্বের দুইটি শ্লোকে উপনিষদের যে বাক্য বিচার করা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাবই আলোচনা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ “যৎ সাক্ষাৎ অপবোক্ষাৎ ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্য। প্রথমে উভয় প্রশ্ন কবিবাহিলেন, “সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি?” ‘তাহার উত্তরে বলা হইল, “যিনি প্রাণ অপান প্রভৃতি ক্রিয়াব কৰ্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম”। পরে বহোল প্রশ্ন কবিতেন, “সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি?” তাহার উত্তর হইল, “যিনি ক্ষুধা পিপাসার অতীত, তিনিই ব্রহ্ম”। ব্রহ্মকেই প্রাণ অপান প্রভৃতিব কৰ্ত্তা, এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাব অতীত, এই উভয় প্রকার চিন্তা কবিত্তে হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্ম যে জীব হইতে পৃথক তাহা উপলব্ধি হইবে।

স। এব হি সত্যাদয়ঃ (তাং ৫৮)

শঙ্করভাষ্য : “তৎ যৎ সত্যম্ অদৌ স অদিত্যঃ য এব এতদ্বিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যঃ চ অয়ং দক্ষিণে অগ্নি পুরুষঃ” বৃহদারণ্যক ৫।৫।২ অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাই (স্বর্য়), স্বর্য়মণ্ডলে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনি তাহাই, এবং দক্ষিণ চক্রে যে পুরুষ অবস্থান করেন তিনিও তাহাই। স্বর্য়মণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ, এবং চক্রে মধ্যবর্তী পুরুষ—দুইটি ভিন্ন বিজ্ঞা নহে। এক ব্রহ্মকেই উভয় প্রকারে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বামানুজভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে সত্যসংকল্প প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মের গুণ উপলিষ্ট হইয়াছে (সত্যাদয়ঃ), পরেও ব্রহ্ম সব্বদে যেখানে যেখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সর্বত্র সেই সকল গুণ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই প্রকার এখানেও উভয় ও বহোলের

প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন গুণের উল্লেখ থাকিলেও বিভিন্ন ভণ্ডাদি একত্র ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

কামাদি ইত্যরত্র তত্র চ আয়তনাদিত্যঃ (তা৩৩৯)

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ভাবে ব্রহ্মবিচার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে : “অথ যৎ ইদং অগ্নিন্ ব্রহ্মপুংসে মহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম মহনঃ অগ্নিন্ অহঃ আকাশঃ” (ছাঃ ৮।১।১২), অর্থাৎ এই জগতের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পদম আছে, তাহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তাহার পর বলা হইয়াছে, “এষ আত্মা অপহন্তপাণ্‌মা বিজবঃ বিমুক্ত্যঃ বিশোকঃ বিজিঘিংশঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” (ছাঃ ৮।১।১৫), অর্থাৎ ইনিই আত্মা, ইনি সকল পাপমুক্ত, জবাহীন, বৃত্তাহীন, শোকহীন, ক্রোধাহীন, ভয়াহীন, সত্যকাম, সত্যসংকল্প। বৃহদারণ্যকে উপনিষদে এই ভাবে উপদেশ আছে, “স বা এষ মহান্ অজ আত্মা যঃ স্মরং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু য এযঃ অহঃকল্প আকাশঃ ওগ্নিন্ শেতে সর্জত বসী” (বৃঃ ৪।৪।২২), অর্থাৎ সেই যে মহান্ অজহীন আত্মা, যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, জগতের মধ্যে যে আকাশ তাহার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, সকলের বশকর্তা। ছান্দোগ্যে জগদাকাশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইনি জগদবগহীন আত্মা। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে, জগদাকাশের মধ্যে আত্মা শয়ন করিয়া থাকেন। একজ্ঞ মনে হইতে পারে যে, এই দুইটি উপদেশ বিভিন্ন। কিন্তু তাহা নহে। দুইটি উপদেশই এক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকেই জগদাকাশ বলা হইয়াছে। “কামাদি” অর্থাৎ সত্যকাম প্রভৃতি যে সকল গুণ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, “ইত্যত্র”, অত্থানে বৃহদারণ্যকেও সেই সকল

গুণ গ্রহণ কবিতে হইবে, “আয়তনাদিত্যঃ”, উভয়ত্রই হৃদয়রূপ আশ্রয়েব মধ্যে ব্রহ্মকে উপাসনা কবিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে, উভয়ত্রই ব্রহ্মকে জগতেব ধারণকাবী সেতু বলা হইয়াছে। ইত্যাদি।

আদবাৎ অলোপঃ (৩৩৪০)

শব্দরভাণ্ড্যঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ভোজন করিবার পূর্বে “প্রাণায় স্বাহা” বলিয়া প্রাণায়ামিতে অন্ন আহুতি দিতে হইবে। যদি ভোজন করা না হয়, তাহা হইলেও জলের দ্বারা আহুতি দেওয়া উচিত। (আদবাৎ) আহুতিব প্রতি আদব প্রদর্শন করা হইয়াছে এতন্ত (অলোপঃ) আহুতি লোপ করা উচিত নহে। এই শূদ্র পূর্বপক্ষ।

বামাহুজভাণ্ড্যঃ পূর্বের শূদ্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সত্যকামত্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুণ আছে। এ বিষয়ে একরূপ সন্দেহ হইতে পারে : ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং জগৎ মিথ্যা, অতএব ব্রহ্মের বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে না, দুইটি ভিন্ন বস্তু থাকিলে একটি বস্তু অপরের বশীভূত হইতে পারে, যখন ব্রহ্ম ভিন্ন কোনও বস্তু নাই, তখন ব্রহ্ম কাহাকে বশীভূত রাখিতে পাবেন? এই সন্দেহের উত্তরে এই শূদ্রে বলা হইয়াছে, “আদবাৎ অলোপঃ” ব্রহ্মের সত্যকামত্ব, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুণ আছে, ইহা আদরপূর্বক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (আদবাৎ)। সুতরাং উপাসনাব সময় এই সকল গুণ চিন্তা কবিরায় উপাসনা কবিতে হইবে, এই সকল গুণের চিন্তা ত্যাগ কবিতে হইবে না (অলোপঃ)। উপনিষদে যে বলা হইয়াছে, “নেহ নানা অতি ক্ৰিঞ্চন” (বৃহদারণ্যক ৩।৪।১২), অর্থাৎ জগতে বিভিন্ন বস্তু নাই, তাহান অর্থ এই যে,

জগতের সকল বস্তু ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্মাঙ্গক নহে। “স এষ নেতি নেতি আত্মা”

বৃহদারণ্যক (৩।৪।২০) এখানে “ইতি” শব্দের অর্থ “যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য”, এবং এই বাক্যের অর্থ এই যে, জগতের অল্প সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তাঁহার ব্রহ্মণ জগতের অল্প সকল বস্তুর স্বরূপ হইতে বিভিন্ন। ইহা বলিয়া উপনিষদ্ আবার বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সত্যতাম্ প্রভৃতি গুণ আছে।

উপস্থিতে অতঃ তদ্বচনাৎ (৩।৩।৪১)

শব্দব্যাখ্যা : উপস্থিতে (ভোজন উপস্থিত হইলে), অতঃ (সেই ভোজনের প্রবৃত্তি হইতে প্রাণাগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে, ভোজন উপস্থিত না হইলে অল্প দ্রব্য দ্বারা একরূপ আহুতি দেওয়া প্রয়োজন নহে), তদ্বচনাৎ (উপনিষদের বাক্য সেইরূপ)। এই যুক্তি সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে।

বামাহুজভাষ্য : উপস্থিতে (জীব বধন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়, বধন যৌক্ত হয়), অতঃ (সেই বৌদ্ধপ্রাপ্তি হইতে, যাহা ইচ্ছা কবে তাহাই পাষ), তদ্বচনাৎ (সেইরূপ বাক্য বেদিতে পাওয়া যায়)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৩।৪) এইরূপ বাক্য বেদিতে পাওয়া যায় : “পবং জ্যোতিঃ উপসম্প্রাপ্ত (পবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া) খেন রূপেন অভিনিম্প্রাপ্তে (জীব নিজ রূপ প্রাপ্ত হয়) স উত্তমঃ পুরুষঃ (তিনিই উত্তম পুরুষ), স তত্র পদ্যেতি (তিনি সেখানে সর্বত্র গমন করেন), জহুং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ (ভোজন করেন, বা ক্রীড়া করেন, বা বসন করেন)

জ্ঞোতিঃ বা যানৈঃ বা জ্ঞাতীতিঃ বা (জ্ঞো বা যান বা জ্ঞাতীগণেব
সহিত), ন উপজনং শ্ববন্ ইদং শবীবং (আগ্রার সঙ্গীপবন্তী
এই দেহকে স্বরণ কবেন না), স শ্ববাট্ ভবতি (তিনি স্বাধীন
হন), তত্ত সর্কেষু লোকেষু কাশচাবো ভবতি (তিনি জগতের
সর্বত্র ইচ্ছাক্রমে ভ্রমণ কবেন) ।’

তন্নির্ধারণানিয়মঃ তদদৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ব্যাপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ (৩।৩।৪২)

শঙ্করভাষ্য : উপনিবেদে কোনও কোনও কর্ম সম্বন্ধে উপাসনা
অথবা জ্ঞানেব কথা আছে । সেই উপাসনা (বা জ্ঞান) কর্মের
অপরিহার্য অঙ্গ নহে (‘ওৎ-নির্জীবণ-অনিয়মঃ—অর্থাৎ অপরিহার্য
ভাবে নির্জীবণ কবিতে হইবে এরূপ নিয়ম নাই) । “তদ-দৃষ্টেঃ”
(এইরূপ বেদবাক্য দর্শন করা যায়—যে এই উপাসনাত্তি কর্মের
অঙ্গ নহে), “তেন উভৌ কুয়তঃ শ্চ এতদ্ এবং বেদ, শ্চ ন বেদ”
(ছান্দোগ্য ১।১।১০), অর্থাৎ যাহাবা কর্মের গুঢ় বহন্ত অবগত আছে,
তাহাবাও কর্ম করে, যাহাবা অবগত নহে, তাহাবাও কর্ম কবে ।
ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বহন্ত না জানিলেও কর্ম কবিবাব
অধিকার থাকে । “পৃথগ্‌ব্যাপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” (কর্মের ফল
এবং উপাসনার ফল পৃথক, কর্ম কবিয়া যে ফল লাভ করা যায়,
উপাসনার সহিত কর্ম করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়),
“যৎ এব বিদ্বদ্ভ্য কবোতি শ্রদ্ধয়া উপনিবদ্য তদেব বীর্য়বন্তবং
ভবতি” (ছান্দোগ্য ১।১।২০), অর্থাৎ যে কর্ম, বিজ্ঞা, শ্রদ্ধা এবং
রহস্য-জ্ঞানেব সহিত করা যায়, তাহাব শক্তি অধিক হয় । শুধু কর্ম
করিলেও ফল হয় । জ্ঞানের সহিত কর্ম কবিলে ফল বেশী হয় ।

রাসামুজ্ঞও এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কখনও কখনও কোনও কর্মের ফল পাওয়া যায় না, অথবা প্রবল কর্মফল দ্বারা অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু যদি জ্ঞানের সহিত কর্ম করা যায়, তাহা হইলে সে কর্মের ফল অবশ্য লাভ করা যায়, “অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” জ্ঞানের ফল এই যে, কর্মফল লাভ করিবার পক্ষে বাধা দূর করে।

প্রদানবৎ এব তৎ উক্তং (৩।৩।৪৩)

শঙ্করভাষ্যঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, বাহু, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ, কারণ, বাহু ইন্দ্রিয় না থাকিলেও যুক হইয়াও বাঁচিয়া থাকি যায়, চক্ষু না থাকিলেও অন্ধ হইয়াও বাঁচা যায়, কিন্তু প্রাণ না থাকিলে জীবন ধারণ করা যায় না (বৃহদারণ্যক ১।৫।১২ ইত্যাদি)। অর্থাৎ, বরং প্রভৃতি সেবতাব মধ্যেও বায়ুকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। উপনিষদে অল্পত্র বলা হইয়াছে যে, বাহু সেবতাই দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-রূপে অবস্থান করেন। এজন্য মনে হইতে পারে যে, প্রাণ ও বায়ুকে একভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা স্বার্থান্বিত। বায়ু এবং প্রাণকে পৃথকভাবে ধ্যান করিবার জন্য পৃথকভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। “প্রদানবৎ”, ত্রিপুরাবোডাশিনী নাথক যন্ত্রে যেমন এক ইন্দ্রকে বিভিন্ন গুণ অহুসাৰে চিন্তা করিবার বিভিন্ন আহুতি প্রদান করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ।

রাসামুজ্ঞভাষ্যঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১।৬) এইরূপ আছে : “তদু য ইহ আত্মানম্ অহুবিজ্ঞা ব্রজতি এতান্ধ সত্যান্ কামান্”, অর্থাৎ

যাহারা এই আত্মা (ব্রহ্মকে) এবং সত্যকাম প্রভৃতি গুণ সকল অবগত হইয়া প্রমাণ করেন (তাহারা জগতেব যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমণ কবিতে পাবেন)। এখানে ব্রহ্ম এবং তাহাব সত্যকাম, প্রভৃতি গুণেব উপাসনা উক্ত হইয়াছে। এখানে সন্দেহ হয় যে, ব্রহ্মেব সত্যকাম প্রভৃতি গুণেব যখন চিন্তা কবিতে হইবে, তখন কেবলমাত্র কি গুণেব চিন্তাই কবিতে হইবে? অথবা গুণযুক্ত ব্রহ্মেব চিন্তা কবিতে হইবে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও প্রথমে ব্রহ্মেব চিন্তা করা হইয়াছে তথাপি পবে গুণেব চিন্তা করিবাব সময় পুনরায় গুণযুক্ত ব্রহ্মেব চিন্তা কবিতে হইবে। ব্রহ্মেব স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা এবং গুণযুক্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা উভয়েব মধ্যে প্রভেদ আছে। “প্রদানবৎ”, যেমন ত্রিপুরোত্তাশিনী নামক যজ্ঞে বিভিন্ন গুণযুক্ত ইন্দ্রকে বিভিন্ন বাব চিন্তা কবিয়া বিভিন্ন আহুতি প্রদান কবিতে হয়, এখানেও সেইরূপ।

৬
৭ লিঙ্গভূয়স্তাৎ তৎ হি বলীয় : তৎ অপি (৩৩।৪৪)

শব্দবচ্য : বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে মনেব অসংখ্য বৃত্তিকে ইষ্টকল্পে কল্পনা কবিয়া তাহাদের দ্বারা নির্মিত বেদীতে মনোরূপ অগ্নি স্থাপনা করিয়া বজ্র করিবাব কথা আছে। এইভাবে বাক্য চতু প্রভৃতি দ্বারা অগ্নি চয়ন কবিবাব কথা আছে।* এখানে বাস্তবিক

* উপনিষদে এই বাক্যগুলির ভাব এইরূপ, আমরা যাহা চিন্তা কবি, যাহা দেখি, যে কথা বলি, সকলই যজ্ঞেব অঙ্গ, সকলের দ্বারা দেবকে পূজা করা যায়।

কোনও যন্তু করিতে হইবে, ইহা স্রুতিব অভিপ্রায় নহে। মনে মনে যন্তু চিন্তা করিতে হইবে মাত্র। “লিঙ্গদুয়ত্বাৎ”, এখানে যে কেবল চিন্তা করাই অভিপ্রেত, তাহান অনেক লিঙ্গ বা চিহ্ন আছে। যদিও কৰ্ণের প্রকরণ অর্থাৎ প্রসঙ্গে ইহা উক্ত হইয়াছে, তথাপি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গ বলবান, “তৎ হি বলীয়ঃ”।

বামাহুজভাষ্য : তৈত্তিরীয়া নাবায়ণ উপনিষদে এই বাক্য আছে :

“সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাণং বিশ্বগন্তব্যং

বিশ্বং নাবায়ণং দেবম্ অক্ষরং পবনং প্রভুম্।”

অনুবাদ : “তঁাহার সতস্র শিখ, তিনি, উজ্জলবর্ণ, সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, তিনি বিশ্বের কারণ, তিনিই জগৎরূপে অবস্থান করেন, তিনি নাবায়ণ, তিনি অক্ষর এবং পবনপ্রভু।” (এই বাক্যে প্রথমার্থে দ্বিতীয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে)। ইহার পূর্বেই দহব বিচার উল্লেখ আছে। কিন্তু সে অত্র ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দহব বিচার কি ভাবে উপাসনা করিতে হইবে পূর্বোক্ত বাক্যে তাহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক পূর্বোক্ত বাক্যে পবনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। “লিঙ্গদুয়ত্বাৎ” কারণ পবনকেই অনেকগুলি চিহ্ন এই বাক্যে পাওয়া যায়।

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্ত্রাৎ ত্রিগ্য়ানানসবৎ (৩৩৮৫)

শব্দভাষ্য : প্রকরণাৎ (যে হেতু এই বাক্য যজ্ঞের প্রকরণে উল্লেখ আছে), পূর্ববিকল্পঃ (অতএব পূর্বে যে যজ্ঞীয় অগ্নিব উল্লেখ আছে, এখানে সেই অগ্নিবই অত্রভাবে উল্লেখ), ত্রিগ্য়ানানসবৎ

স্তাং (দ্বাদশবাক্য যন্তে যেরূপ মানসক্রিয়াব উল্লেখ আছে, মনে মনেই সোম গ্রহণ কবিয়া আহতি দিতে হয়, মনে মনেই ভক্ষণ কবিতে হয় এখানেও সেইরূপ মনে মনেই বেদী-বচনা কবিয়া মনে মনেই অগ্নি চরন কবিতে হয়) । এই শ্লোক পূর্বপক্ষ ।

বামাহুজও এই শ্লোকে এই ভাবেই ব্যাখ্যা কবিয়াছেন । তাঁহার মতে বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ বিচার এই শ্লোক হইতে আবস্ত হইয়াছে, পূর্বের শ্লোকে নহে ।

অতিদেশাং চ (৩৩।৪৬)

পূর্বে উল্লিখিত অগ্নি এবং মন দ্বারা রচিত অগ্নি যে একই বস্তু, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন । এজন্তও বুঝিতে হইবে যে মনের দ্বারা অগ্নিব কল্পনা কবা কর্শ্ববই অস, ইহা সত্ত্ব বিদ্যা নহে ।

বিজ্ঞা এব তু নির্জাবণাং (৩৩।৪৭)

এই শ্লোকে সিদ্ধান্ত স্থাপন কবা হইয়াছে । মনের দ্বারা অগ্নি চরন কর্শ্ব বা যজ্ঞ নহে, ইহা “বিদ্যা” “নির্জাবণাং—”, শ্রুতিতেই ইহা বিদ্যা বলিয়া নির্দেশ কবা হইয়াছে ।

দর্শনাং চ (৩৩।৪৮)

এ শ্লোকে যে কর্শ্বের অস নহে, কিন্তু সত্ত্ব বিদ্যা, তাহার যথেষ্ট হেতু দেখা যায় (৩৩।৪৪ এবং শঙ্করভাষ্য দেখুন) ।

শ্রুত্যা দিবলীয়স্তাং চ ॥ বাধঃ (৩৩।৪৯)

প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতিবাক্য শ্রুতি বলীয়ান্ । শ্রুতিবাক্যে

বলা হইয়াছে যে, মনের বৃত্তি সকলকে বেদীৰ ইষ্টরূপে কল্পনা
করা একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। এ অল্প প্রকরণ দেখিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত
করা যায় না যে, ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা নহে, ইহা যজ্ঞেব অঙ্গ।

অনুবন্ধাদিত্যঃ চ প্রজ্ঞাস্তবপৃথক্‌ত্বং দৃষ্টম্‌ চ তদ্ব্যক্তং (৩।৩।৫০)

অনুবন্ধাৎ (অনুবন্ধ অর্থাৎ যজ্ঞেব অবয়ব)। মনের দ্বারা যজ্ঞেব
অবয়ব সকল সম্পাদন কবিবার কথা আছে, এ অল্প বৃত্তিতে হইবে
যে ইহা স্বতন্ত্র বিদ্যা, যজ্ঞেব অবয়ব নহে, ‘প্রজ্ঞাস্তবপৃথক্‌ত্বং’
(শান্তিল্য বিজ্ঞান স্বতন্ত্র অনুবন্ধ আছে, এ অল্প সেই বিদ্যাকে
যজ্ঞ হইতে এবং অল্প বিদ্যা হইতে পৃথকরূপে কল্পনা করিতে হয়,
এখানেও সেইরূপ), দৃষ্টঃ চ (অজ্ঞাতও দেখা যায়, যে প্রকরণ ত্যাগ
করা প্রয়োজন হয়, এখানেও সেইরূপ)।

ন সামান্যাত্‌ অপি উপলক্ষে মৃত্যাবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ (৩।৩।৫১)

ন সামান্যাত্‌ অপি (কিছু সামান্য আছে বলিয়াও সিদ্ধান্ত
করা যায় না যে, এই বিদ্যাটি যজ্ঞেব অঙ্গ), উপলক্ষেঃ (যজ্ঞ
ভিন্ন কেবল এই বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থ লাভ কবিতে পারা যায়
ইহা উপলক্ষি হয়), মৃত্যাবৎ (মৃত্যাবৎকে একস্থানে স্থায়ীকে এবং
অগ্নিকে মৃত্যু বলা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্যু এই
দুইটি দেবতা হইতে ভিন্ন), ন হি লোকাপত্তিঃ (ছান্দোগ্যে বলা
হইয়াছে যে,, এই আকাশ হইতে অগ্নি, স্থর্য্যই তাহার সমিধকার্ত্ত
তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, আকাশ মতাই অগ্নি হইয়া
যায়।)

পরেণ চ শব্দস্ত তাদ্বিধ্যং ভূয়স্বাং তু অনুবক্তঃ (৩৩।৫২)

পরেণ চ শব্দস্ত (পরে যে ক্রতিবাক্য আছে), তাদ্বিধ্যং (সেই ক্রতিবাক্য হইতে বৃদ্ধিতে পাবা যায় যে, ইহা স্বতন্ত্র বিজ্ঞা), ভূয়স্বাং তু অনুবক্তঃ (অগ্নিব অনেকগুলি অবয়ব এই বিজ্ঞায় আছে, এ জন্ত অগ্নিব সহিত তুলনা করা হইয়াছে।)

একে আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ (২।৩।৫৩)

শব্দবভাষ্য : একে (কতকগুলি ব্যক্তি), আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ শরীর থাকিলে আত্মা থাকে, শরীর না থাকিলে আত্মাকে অনুভব করা যায় না এজন্য চৈতন্যকে শরীরের ধর্ম বলিয়া মনে হবে)। ইহা পূর্বপক্ষ।

বামানুজভাষ্য : সাধকেব পক্ষে ব্রহ্মকে জানা যেমন প্রয়োজন, জীবকে জানাও সেইরূপ প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন এই যে, জীবকে কি কর্তা-ভোক্তা-রূপে জানিতে হইবে? অথবা মুক্ত জীবের যে স্বরূপ তাহা জানিতে হইবে? “একে” কেহ বেহ মনে করিতে পাবেন যে “আত্মনঃ” কর্তা-ভোক্তারূপেই জীবকে জানিতে হইবে, “শরীরে ভাবাৎ” কারণ, শরীরের মধ্যে কর্তা-ভোক্তা-রূপেই জীব বিদ্যমান থাকে। ইহা পূর্বপক্ষ।

ব্যতিরেকঃ তদ্ব্যাবাভাবিহাং ন তু উপলব্ধিবৎ (৩৩।৫০)

শব্দরচাষ্য : “ব্যতিরেকঃ” বোঝ হইতে জীব পৃথক, “তদ্ব্যাবাভাবিহাং” যে হেতু বোঝ থাকিলেও জীব না থাকিলে পারে,

“ন তু উপলক্ষিবৎ” জীব এবং উপলক্ষি এক প্রকার বস্তু নহে। অনেকে মনে করেন যে, চৈতন্য দেহেব ধর্ম, কাবণ, দেহ থাকিলেই চৈতন্য থাকে দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ দেহ থাকিলেও কখনও কখনও চৈতন্য থাকে না দেখা যায়। যাহা দেহেব ধর্ম তাঁহা যতক্ষণ দেহ থাকিলে ততক্ষণ থাকা উচিত। কিন্তু মৃত্যুব পূর্ব দেহ থাকিলেও চৈতন্য থাকে না। অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম হইতে পাবে না, দেহ ভিন্ন অন্য বস্তু,—জীবেব ধর্মই চৈতন্য। একটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে কথাটি আবণ্ড স্পষ্ট হইবে। রূপ দেহেব ধর্ম। দেহ যতক্ষণ থাকে, রূপ ততক্ষণ থাকে। দেহেব রূপ অল্প ব্যক্তি উপলক্ষি কবে। কিন্তু চৈতন্য দেহ থাকিলেও না থাকিতে পাবে, এবং এক দেহের চৈতন্য অল্প ব্যক্তি উপলক্ষি করিতে পাবে না। এ অল্প রূপ যে একাব দেহেব ধর্ম, চৈতন্যকে সে একাব দেহেব ধর্ম বলা যায় না। দেহে চৈতন্যেব উপলক্ষি হয় ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দেহ না থাকিলে চৈতন্য থাকিতে পাবে না। কাবণ, এরূপ অহমান করা যায় যে, একই চৈতন্য এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে অবস্থান করিতে পাবে। ঈড়বাদীকে পুনরায় এরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, এই চৈতন্য কি বস্তু? যদি বল, ক্ষিত্যপ্তোভ্য প্রকৃতি পঞ্চভূত-গঠিত “ভৌতিক” বস্তুর অহুহুতি নামেব ধর্মেব নাম চৈতন্য, তাহা হইলে কথাটি অযৌক্তিক হয়। কাবণ, চৈতন্য যদি ভৌতিক বস্তুর ধর্ম হয়, তাঁহা হইলে চৈতন্য ভৌতিক বস্তুকে অহুভব করিতে পাবে

না। কোনও বস্তুই ধর্ম্য তাহাও নিজের উপর ক্রিয়া কবিত্তে পাবে না। অগ্নির দাহশক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, তাহা অগ্নিকে পোড়াইতে পাবে না। সেইরূপ কোনও বস্তুই ধর্ম্ম সেই বস্তুকে দেখিতে পাবে না। বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন বস্তু। দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতেছে “বিষয়,” তাহাদের শব্দ স্পর্শ রূপ প্রভৃতি গুণ আছে। কিন্তু চৈতন্য দেহ প্রভৃতি বিষয়ের গুণ হইতে পাবে না। যদি চৈতন্য দেহের গুণ হইত, তাহা হইলে চৈতন্য দেহকে অসুভব কবিত্তে পারিত না। যেমন স্পর্শ রূপ প্রভৃতি দেহের গুণ দেহকে অসুভব কবিত্তে পাবে না। অতএব ভৌতিক বস্তু উপলব্ধি (চৈতন্য) ভৌতিক বস্তু হইতে ভিন্ন ইহা স্বীকার কবিত্তে হইবে। সুতরাং বাহ্যিক আত্মাকে উপলব্ধিরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার কবিত্তে হইবে। “আমি পূর্বে এইরূপ অসুভব কবিয়াছিলাম” আমাদের এইরূপ বোধ হয়। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উপলব্ধিরূপ ক্রিয়ায় কর্তা—আত্মা—পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, দেহের পরিবর্তন হইলেও তাহাও পরিবর্তন হয় না। সুতরাং আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। রাতে কোনও বস্তু উপলব্ধি কবিত্তে হইলে প্রদীপেও প্রয়োজন হয়, প্রদীপ থাকিলে উপলব্ধি হয়, প্রদীপ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া উপলব্ধিকে প্রদীপের ধর্ম্ম বলা যায় না। সেইরূপ দেহ থাকিলে উপলব্ধি হয়, দেহ না থাকিলে উপলব্ধি হয় না, এজন্য উপলব্ধিকে দেহের ধর্ম্ম বলা ভুল হইবে। স্বপ্নদর্শনের সময় দেহের চেষ্টা ব্যতীতও

উপলব্ধি হয়। একত্র উপলব্ধি দেখেই চোঁটার উপর নির্ভর করে ইহা বলা যায় না।

নামানুজভাষ্যঃ এই ক্ষেত্রে “তদ্বাবভাবিহাৎ” এর স্থলে রাখা-
মূল “তদ্বাবভাবিহাৎ” এইরূপ পাঠ করেন। তিনি এই ক্ষেত্রে
অর্থ এইরূপ করেন যে, সংসারী-আত্মা এবং মুক্ত-আত্মা, যে
প্রভেদ (“ব্যতিবেকঃ”), তাহাই চিন্তা করা প্রয়োজন। “তদ্বা-
বভাবিহাৎ” কারণ, আত্মাকে যে ভাবে চিন্তা করা হয়, সেই
ভাবে প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ বলিয়াছেন, “যথাক্রমঃ অশ্বিনু লোকে
পুরুষো ভবতি তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি” অর্থাৎ পুরুষ ইহলোকে
যে রূপ সংকল্প করে, মৃত্যুর পর সেইরূপ চাইয়া যায়। সংসারী
আত্মার চিন্তা করিলে মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ করিয়া সংসারী
হইতে হয়। মুক্ত-আত্মার চিন্তা করিলে মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ হয়।
জীবাত্মা হইতেছে ত্রয়ের শরীর। একত্র ত্রয়েই উপাসনায় সহিত
জীবাত্মার উপাসনাও ক্ষতিতে বিস্তৃত হইয়াছে। “উপলব্ধিঃ”
ত্রয়েই স্বরূপ উপলব্ধি করা যেমন প্রয়োজন, জীবের স্বরূপ উপলব্ধি
করাও সেইরূপ প্রয়োজন।

অদ্রাববদ্ধান্ত ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ (৩৩৫৫)

যেহেতু বিভিন্ন শাখায় উদ্ভীধবিজ্ঞান অঙ্গরূপ বিভিন্ন উপাসনায়
উল্লেখ আছে। একটি শাখাতে যে সকল উপাসনা আছে,
তাহাদিগকে সেই শাখার উদ্ভীধবিজ্ঞানেই নিবদ্ধ বাধিবাদ কোনও
প্রয়োজন নাই, অল্প সকল শাখার উদ্ভীধবিজ্ঞান অঙ্গ রূপেও তাহা-
দিগকে গ্রহণ করা যাইবে।

মস্ত্রাদিবদ বা অবিরোধঃ (৩৩৫৬)

(মস্ত্রাদিবদ) বেদেব একটি শাখায় যে মস্ত্র, কৰ্ম প্রভৃতির উল্লেখ থাকে, বেদেব অন্য শাখায় সেই মস্ত্র, কৰ্ম প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। সেইরূপ ঊদ্যোথবিদ্যার অদ্বীভূত যে উপাসনা একটি শাখায় দেখা যায়, অন্য শাখায় সেই উপাসনা গ্রহণ করা যায়। (অবিরোধঃ) বেদেব বিভিন্ন শাখায় মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ন্তঃ তথা হি দর্শযতি (৩৩৫৭)

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১১ অধ্যায়ে) বৈখানববিদ্যা নামক ব্রহ্মেব একপ্রকার উপাসনা উল্লেখ আছে। ত্রৈলোক্যকে ব্রহ্মেব শরীর মনে করিয়া ব্রহ্মেব উপাসনাকে বৈখানব বিদ্যা বলা হয়। প্রাচীনশাল, উদ্ভাসক প্রভৃতি ছয়টি ঋষি বিভিন্ন প্রকারে ব্রহ্মেব উপাসনা করিতেন। কেহ স্বর্গকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিতেন। কেহ সূর্যকে, কেহ বায়ুকে। তাঁহারা এই সকল উপাসনার তৃপ্তি লাভ করিতে পাবেন নাই। কেহয় বংশীয় অশ্বপতি নামক রাজা বৈখানব ব্রহ্মেব তত্ত্ব অবগত ছিলেন। এজন্য তাঁহার অশ্বপতি রাজার মিকট উপস্থিত হইলেন এবং বৈখানব উপাসনার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। অশ্বপতি বলিলেন, তোমরা আত্মা হইতে পৃথক-রূপে কল্পনা করিয়া ব্রহ্মেব বিভিন্ন অংশকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিতেছ। স্বর্গ ব্রহ্মেব মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার শ্রোণ, ইত্যাদি। (ভূম্নঃ) সমগ্র ব্রহ্মের উপাসনার (জ্যায়ন্তঃ) শ্রেষ্ঠত্ব (ক্রতুবদ) সমগ্র অঙ্গসহিত ব্রহ্মের বেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব সেইরূপ। (তথা হি দর্শযতি) বেদই তাহা দেখাইয়া গছেন।

নানা শব্দাদিভেদাঃ (৩৩৫৮)

শব্দবভাষ্য : বেদেব বিভিন্নস্থানে ব্রহ্মেব উপাসনা বিহিত হইয়াছে । সেই সকল উপাসনা এক, অথবা বিভিন্ন ? 'নানা, বিভিন্ন উপাসনাই অভিধ উদ্দেশ্য । 'শব্দাদিভেদাঃ,' শব্দ অর্থাৎ বেদ প্রকৃতিগ ভেদ হেতু । বেদ কোথাও তাঁহাকে হ্রস্বেব মধ্যে উপাসনা কবিত্তে বলিয়াছেন, কোথাও আকাশেব মধ্যে । সকল উপাসনা এক নহে । পূর্বেব স্থানে যে উপাসনাগুলি একত্র কবিত্তে বলা হইয়াছে সেগুলিকে একত্র কবিবাব কথা বেদেই আছে, এবং একত্র করিত্তে কোন বাধাও নাই । কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল বিভিন্ন উপাসনার কথা বেদে উল্লেখ আছে, সে গুলি একত্র করিবাব কথা বেদে নাই, এবং একত্র কবিত্তে বাধা আছে ।

বাগ্যাত্মভাষ্য : নামানুজ্জৈব ব্যাপ্যাত একই প্রকাব । বেদোক্ত উপাসনাব তিনি উপাহবণ দিয়াছেন, সপ্তবিদ্যা, ভূমাবিজ্ঞা, মহরবিজ্ঞা, উপকোসলবিজ্ঞা, শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা, বৈদ্বানববিদ্যা অনন্মমববিদ্যা, অক্ষববিজ্ঞা । এই সকল বিদ্যাতে ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে উপাসনা কবিবাব বিধান আছে । যে উপায়ে হউক এক উপায়ে তাঁহাকে উপাসনা কবিলেই মোক্ষলাভ কবা যায় ।

বিকল্পঃ অবিশিষ্টকল্যাণঃ (৩৩৫৯)

ব্রহ্মলাভেব জন্ত যে সকল বিভিন্ন উপাসনা উপনিষদে বিহিত হইয়াছে, তাহাদেব মধ্যে একটি কোনও উপাসনা গ্রহণ কবা প্রয়োজন (বিকল্পঃ) । (অবিশিষ্টকল্যাণঃ) কাবণ, সকল উপাসনাব ফল

“অবিশিষ্ট” অর্থাৎ অভিন্ন। যে কোনও উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়। এক সঙ্গে বিভিন্ন উপাসনা অভ্যাস করিলে চিত্তবিক্ষেপ হইতে পারে। যে কোনও উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ হউক, ব্রহ্মলাভ হইলেই অসীম আনন্দ পাওয়া যাইবে। অতএব ফল একই।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন ন বা

পূর্বহেতুভাবাৎ (৩৩৬০)

(কাম্যাস্তু) বিভিন্ন সকাম কৰ্মসকল, যথা স্বর্গলাভ করিবার জন্ত যজ্ঞ, (যথাকামং) যৎচ্ছতাবে, (সমুচ্চীয়েন্ন ন বা) সকলগুলি অমুষ্ঠান করা যায়, না করাও যায়, (পূর্বহেতুভাবাৎ) পূর্বে সূত্রে অভিন্ন ফলরূপ যে হেতুব উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভাব হেতু। স্বর্গলাভের জন্ত বেশে বিবিধ যজ্ঞের বিধান আছে। স্বর্গ নানাবিধ, স্বর্গে অল্প বা অধিক কাল বাস করা যায়। অনেকগুলি যজ্ঞ করিলে বিবিধ স্বর্গে দীর্ঘকাল বাস করা যায়। এ জন্ত অনেকগুলি বিবিধ সার্থকতা আছে। কিন্তু ব্রহ্মলাভ সম্বন্ধে কোনও ইতিবিশেষ হইতে পারে না, অতএব একটি কোনওরূপে ব্রহ্ম উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিলে, পুনরায় অন্তরূপে ব্রহ্ম উপাসনার প্রয়োজন হয় না।

অদ্বৈতমু যথাস্থ্যভাবঃ (৩৩৬১)

যজ্ঞের অদ্বৈত যে সকল উপাসনা আছে, সে সকল উপাসনা তাহাণের আশ্রয় স্তোত্রের সহিত জড়িত থাকে। যে সকল স্থানে স্তোত্র আছে, সেই সকল স্থানেই উপাসনা করিতে হইবে।

শিষ্টেচ্চ (৩৩৩২)

বেদে যেরূপ নিষ্টি অর্থায় উপদেশ আছে, সেইভাবে এই সকল উপাসনা করিতে হইবে ।

সমাহারাৎ (৩৩৩৩)

বেদেব এক স্থানে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, অস্ত্রতঃ তাহা সমাহার (গ্রহণ) করা হইয়াছে দেখা যায় ।

গুণসাধাব্যশ্রুতেশ্চ (৩৩৩৪)

উপাসনাব গুণ (ঠিকাব) সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে । সুতবাঃ উপাসনাও সর্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে ।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতঃ (৩৩৩৫)

(ন বা) পূর্বোক্ত মত বার্থ্য নহে । উপাসনাব আশ্রয়—স্বোক্ত,— থাকিলেই যে উপাসনা তাহাব সহিত থাকিবে (তৎসহভাবঃ) এরূপ শ্রুতিবাক্য নাই (অশ্রুতঃ) । সুতবাঃ এক স্থানে বিহিত উপাসনা অন্যস্থানে বিহিত না থাকিলে গ্রহণ করিতে হইবে না ।

শ্রুতেশ্চ (৩৩৩৬)

এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখা যায় যে, যাহাবা বজ্র কবেন, তাহাবা যজ্ঞেব সহিত উপাসনা না করিতেও পারেন । অতএব যজ্ঞেব সহিত উপাসনা করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই ।

তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

চতুর্থ পাদ

এই পাদে ব্রহ্মজ্ঞানের বহিঃস্বরূপ এবং অন্তঃস্বরূপ সাধন বিবৃত হইয়াছে ।

পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদবায়ণঃ (৩৪।১)

পুরুষার্থ (মোক্ষ) অতঃ (এই ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লাভ করা যায়)
শব্দাৎ (কাবণ, কেন ইহা বলিয়াছেন) । যথা, ‘তবন্তি শোকম্ আশ্রয়িন্দু’
(ছান্দোগ্য ৭।১।৩), অর্থাৎ আশ্রয়জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শোক উত্তীর্ণ হয় ।
‘ব্রহ্মবিন্দু আশ্রয়তি পবনু’ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১।১), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান
ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন । ইতি বাদবায়ণঃ (আচার্য্য বাদবায়ণের
ইহা মত । ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষলাভ হইবে, ব্রহ্মজ্ঞানের পবে
মোক্ষের জন্য যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের প্রয়োজন নাই) ।

শেষতঃ পুরুষার্থবাদঃ অগ্নেয়ু জৈমিনিঃ (৩৪।২)

শেষতঃ (শেষ অর্থাৎ অন্ত, যে ব্যক্তি যজ্ঞ কৰে, সে ব্যক্তি নিজের যজ্ঞ-
রূপ ক্রিয়ায় একটি অঙ্গ । কর্তা, কৰ্ম্ম, করণ, এই সকল ক্রিয়ার অঙ্গ),
পুরুষার্থবাদঃ (আশ্রয়জ্ঞান চাইলে মোক্ষলাভ হয়, এই প্রকার শব্দ;
“পুরুষের অর্থবাদ”, অর্থাৎ যজ্ঞরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ যে কর্তা তাহার
প্রশংসাসূচক), যথা অন্তেয়ু (যজ্ঞের অঙ্গ যে সকল অঙ্গ, সে সকল
অঙ্গের যেমন প্রশংসাসূচক শব্দ দেয়া যায়, সেদ্বারা এই শব্দগুলি
কর্তার প্রশংসাসূচক), ইতি জৈমিনিঃ (আচার্য্য জৈমিনির

ইহা মত)। গৈমিনির মত এই যে, বেদের উদ্দেশ্য কেবল যজ্ঞ কবিরূপ উপায় বলিয়া দেওয়া। যজ্ঞে যে সকল স্রব্য প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্রব্য সংস্কার কবিরূপ ব্যবস্থা আছে। যে ব্যক্তি যজ্ঞ কবিরূপে, তাহার সংস্কার কবিরূপ চক্ৰ আয়ত্তান প্রয়োজন। এজন্ত আয়ত্তানেন প্রণয়ন্যচক বাধ্য আছে। বাস্তবিক আয়ত্তান হইতে মোক্ষ হয়, ইহা বেদের অভিপ্রায় নহে। এই পুত্র পূৰ্ণপদ।

আচারদর্শনাৎ (৩৪৮৩)

জনক, কেকয়রাজ, অশ্বপতি প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও যজ্ঞ কবিরূপে ইহা দেখা যায়। যদি ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মোক্ষ হয়, তাহা হইলে কেন ইহাবা বহুবচনগত যজ্ঞ কবিরূপে ? এই সকল পুত্র পূৰ্ণপদ।

তৎপ্রভেদঃ (৩৪৮৪)

বিদ্যা যে কৰ্ম্মের সহায়কমাত্র, তাহা বেদেই উক্ত হইয়াছে : “যৎ এব বিদ্যায়া কৰোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদ্যু ভৎ এব বীৰ্যবন্তবঃ ভবতি” (ছান্দোগ্য ১১.১০), অর্থাৎ যে বর্ষা বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং বহস্যজ্ঞানেব সহিত করা যায়, তাহার শক্তি বেশী হয়।

১ - সমস্বারস্তোত্রং (৩৪৮৫)

“তৎ বিদ্যাকৰ্ম্মণী সমস্বারভেদে” (বৃহদবগ্যক ৪.৪৮২), অর্থাৎ বিদ্যা ও কৰ্ম্ম পবলোকগামী আত্মার অঙ্গগমন কবে। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল বিদ্যার ফলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না।

তত্ত্বতো বিধানাৎ (৩।৪।৬)

ততঃ (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিঃ), বিধানাৎ (কৰ্মের বিধান সেবা
যায়; অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও কৰ্ম প্রয়োজন)। “আচার্য্য-কুলাৎ
বেদম্ অধীত্য যথাবিধানং ভবোঃ কৰ্ম অতিশেষেণ অভিসমানৃত্য
কুচুক্ষে তচৌ দোশে যথাবিধানম্ অধীযানঃ” (ছান্দোগ্য ৮।১৫।১), অর্থাৎ
ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় শুদ্ধ কৰ্ম (সমিধ আহরণ প্রকৃতি) করিয়া যে
সময় অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে;
তাহান পূর্ব ব্রহ্মগৃহ হইতে এতদ্যাবধি কৰ্ম্ম গৃহস্থ আশ্রমে
বাস করিয়া পবিত্র দেহে অবস্থান করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং অল্প
নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। তাহা হইলে মোক্ষলাভ
হইবে। বেদ পাঠ করিবার সময় যেমত অর্থ গ্রহণও করিতে হয়।
অতবাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের পবেও কৰ্মের বিধান আছে।
অতএব কেবল জ্ঞান চাইতে মোক্ষ হয় না।

নিয়মাৎ চ (৩।৪।৭)

‘কুর্কন্থ এব ইহ কৰ্ম্মাণি ত্রিজীবিয়েৎ শতং সমাঃ’ (ঈশোপনিষদ্)
অর্থাৎ বিহিত কৰ্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে;
এইভাবে পাপ হইতে মুক্তি হয়, অজ্ঞা বা মুক্তি হয় না। এই নিয়ম
হইতে বুঝিতে হইবে জ্ঞান হইলেও কৰ্ম্ম না করিলে মুক্তি হয় না।

অধিকোপদেশাৎ তু বাদবায়ণঃ এবং তদদর্শনাৎ (৩।৪।৮)

তু (কিন্তু পূর্বোক্ত যত বধাধ নহে), অধিকোপদেশাৎ (কাবল,
‘জীব ঈশোপাধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্ত্র দৈবের উৎদেশ আছে),

এবং বাদবায়ণঃ (ইহা বাদবায়ণের মত), তদ্বর্ণনাম্ (দেখব যে জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে) । নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যে জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের উপদেশ আছে : যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদৃ (মৃগুক ১।১।২) ; ভীষা অশ্বাৎ বাভঃ পৰতে (তৈত্তিরীয় ২।৮।১) (তাঁহাব ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়) ইত্যাদি । ঈদৃশ ঈশ্বকে জানিলে কাহাবও কর্ণে প্রবৃ্ত্তি হয় না । কাষণ, কর্ণে প্রবৃ্ত্তি হব স্বৰ্গলাভের জন্ত । ঈশ্বকে জানিলে স্বৰ্গস্থত্ব তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় । ঈশ্বকে জানিলে ঈশ্বকে লাভ কৰা যায়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে, ইহাই বার্থ্য । ইহাতে কর্ণের প্রয়োজন নাই ।

তুলাং তু দর্শনম্ (৩।৪।৯)

ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ কবিত্তেছে একগ বাক্য যেমন দেখা যায়, সেইকগ ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞাদি সকল কর্ম ত্যাগ কবিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কবিত্তেছে, এইকগ বাক্যও দেখা যায় । কৌষীতকি উপনিষদে (২৫) দেখা যায় ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিয়া বলিত্তেছেন, “আব কি হেতু আমরা যজ্ঞ কবিব, কি হেতু বেদ পাঠ কবিব ? এই হেতুই পূৰ্ণের ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিয়া অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ত্যাগ কবিয়াছিলেন” । বৃহদাবণ্যকে (৪।৫।১৫) দেখা যায়, “যাজ্ঞাক্য বলিলেন ‘ইহাই অমৃতত্ব’ এই বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন ।” অতএব ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞ করেন, এবং করেন না, দুই-ই দেখা যায় । ইহাব সমাধান এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর কর্ণের প্রয়োজন নাই,

কিছু লোকসংগ্ৰাহের জন্য (অর্থাৎ জগতে সংস্কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য) ব্রহ্মজ্ঞানী যুক্ত কবিতে পাবেন।

অসার্বত্রিকী (৩৪১১০)

পূর্বোক্ত (৩৪১৪) শ্লোকে উপনিষদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে “যে কৰ্ম বিছাৰ সহিত কৰা হয়, তাহাব শক্তি বেশী হয়।” ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কৰা ঠিক হয় নাই যে, সকল বিছাই কৰ্মের অঙ্গ। উল্লীখ বিদ্যা সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে। ঐ বিদ্যা কৰ্মের অঙ্গ বটে। কিন্তু সকল বিদ্যা কৰ্মের অঙ্গ নহে। “অসার্বত্রিকী” সৰ্বত্র এই নিয়ম খাটে না।

বিভাগঃ শতবৎ (৩৪১১১)

শব্দবভাষ্য : পূর্বোক্ত (৩৪১৪) শ্লোকে উপনিষদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, “বিদ্যা ও কৰ্ম মৃতব্যক্তির অনুসরণ কৰে।” ইহাব উদ্দেশ্য এই যে, বিদ্যা কাহাবও অনুসরণ কৰে, কৰ্ম কাহাবও অনুসরণ কৰে, “বিভাগঃ”। “শতবৎ”, দুইটি ব্যক্তিকে দেখাইয়া যদি বলা হয়, “ইহাদিগকে শত যুগ্ম দাও” তাহা হইলে পঞ্চাশ কবিয়া দুইজনকে একশত দেখা উচিত। এখানেও সেই নিয়ম।

রামানুজভাষ্য : মৃত্যুর পৰ বিদ্যা তাহাব ফল স্বতন্ত্রভাবে দেয়, কৰ্ম তাহাব ফল স্বতন্ত্রভাবে দেয়। এইরূপ “বিভাগ” হয়।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ (৩৪১১২)

পূর্বের (৩৩৩) শ্লোকে উপনিষদ হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মচাৰী আচার্যের নিকট বেদ

অধ্যয়ন কবিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করিবে। এইরূপ গৃহস্থের বেদ অধ্যয়ন মাত্র হইয়াছে (অধ্যয়নমাত্রবতঃ), ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। অতএব কৰ্ম্ম কৰা তাহার প্রয়োজন।

ন অবিশেষাৎ (৩৪।১৩)

শঙ্করভাষ্যঃ পূৰ্বেষ (৩৪।৭) শ্লোকে উপনিষদ্ হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে,—শত বৎসর জীবন ইচ্ছা কবিবে এবং কৰ্ম্ম কবিবে। ব্রহ্মজ্ঞানী এরূপ কবিবে, এরূপ কথা বিশেষভাবে বলা হয় নাই (অবিশেষাৎ)। স্মৃতবাং জ্ঞানীকে কৰ্ম্ম কবিত্তে হইবে, ইহা বলা যায় না (“ন”)।

বামাহুজভাষ্যঃ উপনিষদ্ বলিয়াছেন, যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম কবিবে। এখানে যে কৰ্ম্ম মানে যজ্ঞ, এরূপ “বিশেষেব” হেতু নাই। উপাসনাও কৰ্ম্ম। উপনিষদ্ বাক্যেব এইরূপ অৰ্থও কৰা যায়, “যাবজ্জীবন উপাসনা কবিবে।”

জ্ঞাত্যে অহুমতিঃ বা (৩৪।১৪)

জ্ঞতি বলিতেছেন যে, বিদ্বান্ যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম কবিলেও কৰ্ম্ম তাঁহাতে লিপ্ত না। বিজ্ঞাব “জ্ঞতি” বা প্রশংসাব জ্ঞাত ইহা বলা হইয়াছে। বিদ্বান্কেও কৰ্ম্ম কবিত্তেই হইবে এইরূপ উদ্দেশ্য নহে। কৰ্ম্ম করিবার “অহুমতি” দেওয়া হইতেছে মাত্র।

কামকারেণ চ একে (৩৪।১৫)

জ্ঞতিতে দেখা যায় যে, বিদ্বান্ বিজ্ঞাব ফল অহুমত্ব করিয়া সাংসারিক সকল কামনা পবিত্যাগ করিয়াছেন। (বৃহদাব্যাক্য ৪।৪।২২)

উপসর্গ চ (৩৪।১৬)

শব্দরভাষা : “যত্র তু অশ্রু সর্বান্ আশ্রা এব অতুং তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং জিহ্বেৎ” (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৬), অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতেব সকল বস্তুই আশ্রুরূপে প্রতীত হয়, তখন কাহার দ্বারা ক্যাহাকে দেখিবে? কাহার দ্বারা ক্যাহাকে আশ্রয় কবিবে? কাবণ-কার্য্য এই সকল ভেদ উপসর্গ হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল ভেদ না হইলে জিহ্বা নিম্পন্ন হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী জিহ্বা করিতে পাবেন না।

বাংলাভাষ্য : ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে পূর্নকৃত সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, কর্মের ফল আব ভোগ করিতে হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান কোনও ধর্মের অব দ্বিষ্ট হইতে পারে না। “ভিত্তিতে জগৎগ্রন্থিঃ হিত্তস্তে সর্বসংশয়াঃ। কীযন্তে চাত্ত কন্নাগি তস্মিন্ দৃষ্টে পথাববে।” (মুণ্ডক ২।২।৮), অর্থাৎ সেই পবিত্রকে দর্শন করিলে জগৎগ্রন্থি এস্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সকল কর্ম ক্ষয় হয়।

উপসর্গ তঃ ৫ শব্দে হি (৩৪।১৭)

উপসর্গতাঃ অর্থাৎ সন্ন্যাসীবি আশ্রমে বিজ্ঞা বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বিদ্যা কর্মের অব দ্বিষ্ট হইতে পারে না, কাবণ, সন্ন্যাসীবি কর্ম নাই। “শব্দে তি” অর্থাৎ বেদে সন্ন্যাসীবি কথা আছে। “এতন্ এব হি প্রব্রাভিনঃ লোকন্ ইচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২), অর্থাৎ সন্ন্যাসীগণ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পরামর্শঃ জৈমিনিঃ অচোদনা ॥ অপবদতি হি (৩।৪।১৮)

জৈমিনির মতে বেদে সন্ন্যাস আশ্রমের “পরামর্শ” বা উল্লেখ মাত্র আছে, সন্ন্যাস গ্রহণ কবির বিধান কোথাও নাই (অচোদনা) প্রত্যুত সন্ন্যাস গ্রহণের নিম্নাত্মক বাক্য আছে (অপবদতি হি) “বীনহা বা এষ ধেমানাং যঃ অগ্নিন্ উদ্বাসযতি” (যজুর্বেদ ১।৫।২), অর্থ ‘১৭ যে ব্যক্তি অগ্নি নিকর্পিত করে (বৈদিক কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির গৃহে সর্বদা অগ্নি প্রজ্জলিত রাখা প্রয়োজন) সে দেবগণের বীৰ্য্যহানি করে।

অমুষ্ঠেয়ং বাদবায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ (৩।৪।১৯)

বাদবায়ণের মত এই যে, সন্ন্যাস আশ্রম অর্হস্তান কবিতো হইবে ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। কাবণ শ্রুতিতে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে প্রকার উল্লেখ আছে, সন্ন্যাস আশ্রমেরও সেই প্রকার উল্লেখ আছে, (সাম্যশ্রুতেঃ)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিযাছেন :

ত্রয়ো ধর্মকল্পাঃ (ধর্মের তিনটি শাখা), যজ্ঞঃ অধ্যায়নং দানম্ ইতি প্রথমঃ (যজ্ঞ, অধ্যায়ন ও দান ইহা প্রথম শাখা :—গার্হস্থ্য আশ্রম), তপ এব দ্বিতীয়ঃ (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস দ্বিতীয় শাখা), ব্রহ্মচরী আচার্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ (ব্রহ্মচর্য আশ্রম তৃতীয় শাখা) সর্বো অপি এতে পুণ্যলোকাঃ ভবন্তি (ইহাবা সকলেই পুণ্যের পর স্বর্গাদি পুণ্যলোকে গমন করেন), ব্রহ্মসংস্থঃ অবৃত্ত্বন্ এতি (যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি মোক্ষলাভ করেন) (২।২৩।১)।

বানামুজ বলেন, সকল আশ্রমেই ত্রুণনিষ্ঠ হইয়া থাকা সম্ভব । শঙ্কর বলেন যে, কেবল সন্ন্যাস আশ্রমেই ইহা সম্ভব । শঙ্করের মতে, “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” এখানে বানপ্রস্থ আশ্রম লক্ষ্য করা হইয়াছে, “ব্রহ্মসংহঃ অনৃতকম্ এতি” এখানে সন্ন্যাস আশ্রমকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

বিধিঃ বা ধারণবৎ (৩৪।২০)

বিধিঃ (ছানোগ্য উপনিষদের পূর্বোক্ত বাক্যে সন্ন্যাসেব বিধি দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র পবানর্শ নহে), ধারণবৎ (যজ্ঞ সমিধ-ধানের বিধান এইভাবেই দেওয়া হইয়াছে ।’ বোধ যেখানে বলিবাছেন, যাদ্ভগ্নোবন অগ্নিহোত্র অগ্ন্যুষ্ঠান কবা উচিত, বুঝিতে হইবে, সেই বাক্য বৈবাগ্যহীন ব্যক্তি সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে) ।

স্তুতিমাত্রম্ উপাদানাত্ ইতি চেৎ ন অপূর্বত্বাৎ (৩৪।২১)

বেদে উদগীথ (বেদের একটি স্তব) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে “স এব বসানাত্ বসতমঃ” (ছানোগ্য ১।১।৩), অর্থাৎ ইহা সকল আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ । মনে হইতে পারে যে, এই প্রকার বাক্য “স্তুতিমাত্র,”—কেবল উদগীথের প্রশংসার জন্য এরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে । “উপাদানাত্” কাবণ ধ্বজের অঙ্গরূপে উদগীথকে গ্রহণ করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে । “ন,” কিন্তু তাহা যথার্থ নহে । “অপূর্বত্বাৎ”, উদগীথ যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ, ইহা পূর্বে জানা ছিল না, এই প্রতিবাক্য হইতে প্রথম জানা যায় । যদি পূর্বে জানা থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত যে, ইহা স্তুতির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে । যখন পূর্বে জানা ছিল না, তখন ইহা কেবল প্রশংসার জন্য বলা হয় নাই, উদগীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে ।

ভাবশব্দাৎ (৩৪।২২)

উদ্গীথকে উপাসনা কবিতে হইবে এইরূপ স্পষ্ট শব্দ (অর্থাৎ বেদবাক্য) দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—“উদ্গীথম্ উপাসীত” অর্থাৎ উদ্গীথকে উপাসনা কবিবে। এজন্যও স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল প্রশংসার জন্য উদ্গীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলা হয় নাই, উদ্গীথকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলিয়া চিন্তা কবিতে হইবে।

পবিত্রবার্থা ইতি চেৎ ন বিশেষিতত্বাৎ (৩৪।২৩)

অন্বমেধ যজ্ঞে পবিত্রজন সহিত রাজাকে আখ্যান শুনাইবার বিধান আছে। তাহাকে পবিত্র বলে। উপনিষদে কতকগুলি আখ্যান আছে,—যথা অকণ্ঠেব পুত্র স্নেহকেতুৰ উপাখ্যান (ছান্দোগ্য), দিবোদাসেব পুত্র প্রভর্জনেব উপাখ্যান (কৌষীতকি)। “পবিত্রবার্থা ইতি চেৎ ন”, এইরূপ মনে হইতে পারে যে, এই সকল উপাখ্যান পবিত্রবেব উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে,—অর্থাৎ যজ্ঞে যজমানকে এই সকল উপাখ্যান শ্রবণ কবান উচিত ; কিন্তু তাহা স্বার্থ নহে। “বিশেষিতাৎ”, কোন উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে, সেগুলি বিশেষভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। উপনিষদের উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে এরূপ বিশেষ নাই। সুতরাং উপনিষদের উপাখ্যানগুলির সেক্ষেপ উদ্দেশ্য নহে। উপনিষদে যে সকল বিজ্ঞা বা যজ্ঞের কথা আছে, তাহাদের মহিমা বুঝাইবার জন্যই ঐ সকল আখ্যানিকা বচিৎ হইয়াছে।

তথাচ একবাক্যতোপবদ্ধাৎ (৩৪।২৪)

যুইটি কথা যখন এক উদ্দেশ্যে উক্ত হয় তখন একবাক্যতা আছে এরূপ বলা হয়। উপনিষদের আখ্যানিকাস্থ উপনিষদ্বক্তৃ দ্বিতান

মহিমাখ্যাপনের অন্ত উক্ত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত কবিলে 'একবাক্যতা' বক্ষা হয়। উপনিষদে কোনও একটি বিস্তার সহিত যে উপাখ্যান উক্ত হইয়াছে, সেই বিস্তার উপদেশ এবং উপাখ্যান উভয়ের উদ্দেশ্য এক,— সেই বিস্তার মহিমা স্থাপন করা। ইহাই একবাক্যতা।

অতএব চ অগ্নীক্ষনাত্মনপেক্ষা (৩৪১২৫)

শব্দবভাষা : অতএব (যেহেতু বিজ্ঞা হইতেই মোক্ষ লাভ হয়), অগ্নীক্ষনাত্মনপেক্ষা (অগ্নি-ইক্ষন) অর্ধবৎ যজ্ঞার্থে অগ্নি প্রজ্জ্বালন প্রকৃতি কর্ত্ত্বের অপেক্ষা থাকে না)। বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়। বিদ্যার পবে কর্ত্ত্বের প্রয়োজন থাকে না।

নামাহুজভাষা : কোনও যজ্ঞের অঙ্গরূপে যে বিদ্যার উপদেশ আছে, স্যামাশিণের সেই বিদ্যাতে অবিকার আছে, কিন্তু অগ্নি ইক্ষন প্রকৃতি কর্ত্ত্বের অপেক্ষা নাই। কর্ত্ত্ব না কবিয়াও তাঁহাদা সেই কর্ত্ত্বের অঙ্গরূপে যে বিদ্যার উপদেশ আছে, সেই বিদ্যার অধিকারী।

সর্বাপেক্ষা তু যজ্ঞাদিক্ষতঃ অর্থঃ (৩৪১২৬)

শব্দবভাষা : সর্বাপেক্ষা (বিদ্যাগাতেব জ্ঞাত্ব সকল কর্ত্ত্বের অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে), যজ্ঞাদিক্ষতঃ (যজ্ঞ প্রকৃতির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এইরূপ ক্ষতিবাক্য আছে। যথা "তন্ম্ এষ (সেই ব্রহ্মকেই) বেদাহুবচনেন (বেদবাক্যের দ্বারা) ব্রাহ্মণা বিবিদিস্বস্তি (ব্রাহ্মণগণ জানিতে ইচ্ছা করেন) যজ্ঞেন দানেন তপস্যা অনাশকেন (যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং কামনা-ভ্যাগেব দ্বারাও জানিতে ইচ্ছা করেন) (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২), অর্থবৎ (যদি টানিবার জ্ঞাত্ব অথবা প্রয়োজন থাকিলেও হলচালনার অর্থবা প্রয়োজন নাই, সেইরূপ

বিজ্ঞানভেদেব জ্ঞান কর্ণেব প্রয়োজন থাকিলেও বিজ্ঞা উৎপত্তিব পৰ
মোক্ষলাভেব জ্ঞান কর্ণেব প্রয়োজন নাই) ।

বামানুজ বলিয়াছেন যে, এখানে জ্ঞান শব্দেব অর্থ নিবন্তব
ধ্যান বা উপাসনা কবা । গৃহস্থ মিত্য নৈমিত্তিক বর্ষ দ্বাবা
ঈশ্ববেব আবাধনা কবিলে ঈশ্ববেব কৃপায় নিবন্তব ধ্যান ও উপাসনা
কবিবাব শক্তি লাভ হয় । “অথবৎ” এই শব্দেব ব্যাখ্যা তিনি এইরূপ
কবিয়াছেন, অথবে সাহায্যে গমন কবা যায়, কিন্তু গমন কবিতে
হইলে কেবল যে অথই প্রয়োজন তাহা নহে,—বল্লা প্রভৃতিও
প্রয়োজন, সেইরূপ গৃহস্থেব পক্ষে বিজ্ঞাব সহিত মিত্য নৈমিত্তিক বর্ষও
প্রয়োজন । গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন :

“বজ্ঞানতপঃকশ্ম ন ত্যাজ্যং কায্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥” (গীতা ১৮।৫)

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি কর্ণ কখনও ত্যাগ
কবা উচিত নহে, সৰ্বদা এই সকল কর্ণ করা উচিত, কাবণ,
যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মানবে পবিত্র কবে ।

পুনশ্চ বলিয়াছেন,

“যতঃ প্রবৃন্তিহৃতানাং বেন সক্ষমিৎ ততঃ

সবর্ষণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিঃ বিন্ধতি মানবঃ ॥” (গীতা ১৭।৪৬)

অর্থাৎ যে ঈশ্বৰ সকল জীবকে কর্ণে প্রবৃন্তি দান করেন, যিনি
বিশ্বজন্ম পরিব্যাণ্ড করিয়া অবস্থান করেন ওাহাকে নিজ কর্ণ
দ্বারা আরাধনা করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ কবে ।

শমদমাহ্মাণেতঃ স্মাৎ তথাপি তু তদ্বিধেঃ তদন্ততয়া

ভেষাম্ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ (৩৪১২৭)

শব্দবভাষ্য : তথাপি তু শব্দমাদি উপেতঃ স্মাৎ (তথাপি সাধককে
বিজ্ঞানান্ত কবিত্তে হইলে শব্দমাদিধুক হইতে হইবে ।
শম—শম হইতে কাননা ত্যাগ ; দম—ইন্দ্রিয়-সংযম), তদন্ততয়া
তদ্বিধেঃ (বিজ্ঞাব অঙ্গরূপে শম দম প্রভৃতি অবলম্বন কবিত্তে
হইবে কইকপ বিধি উপনিষদে দেখা যায়), ভেষাম্ অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ
(অতএব শব্দমাদি অবশ্যই অনুষ্ঠেয়) ।

বায়ানুষ্ঠানভাষ্য : গৃহস্থ ব্রহ্মাদি কৰ্ম করিবে এবং সেই সঙ্গে শম-
দমাদি অনুষ্ঠানও করিবে । শাস্ত্র যে কৰ্ম কবিত্তে বলিবে সেই
কৰ্ম করিবে, এবং চিত্তবিক্ষেপকাৰী অস্ত্র ব্যাপার হইতে বিবত
হইবে ।

সৰ্বান্নান্নমতিষ্ঠ প্রাণাত্যয়ে তদ্বর্ণনাৎ (৩৪১২৮)

সৰ্বান্নান্নমতিষ্ঠ (সকল অন্ন গ্রহণ কবিবাব অনুযতি সেওয়া
হইয়াছে), প্রাণাত্যয়ে (গ্রাণগংশয় হইলে), তদ্বর্ণনাৎ (প্রতিতে ইহা
দেখা যায়) । ছান্দোগ্য উপনিষদে (১১.১.১) একটি উপাখ্যান
আছে । মুক্তিকের সময় ব্রহ্মজ্ঞানী চক্ষারণ ঋষি প্রাণবন্ধাব
জন্ত মাহতেব উচ্ছিষ্ট কলাই ভক্ষণ কবিয়াছিলেন, কিন্তু মাহতেব
উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই, বলিয়াছিলেন যে আমি অন্তর
জল পান কবিব । ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, তদ্ব্যভিক্য
বিষয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ সাধাবপত্তঃ অনুসরণ করা উচিত ।

কিন্তু প্রাণসংস্কার জন্ত সেই সকল বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিতে
পাওয়া যায়।

অবাধাৎ চ (৩৪১২৯)

উপনিষদ বলিয়াছেন, "আহারতুকৌ সত্ত্বতুকিঃ সত্ত্বতুকৌ ক্রবা
শ্রুতিঃ" (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২), অর্থাৎ আহার তুচ্ছ হইলে বুদ্ধি তুচ্ছ
হয়, বুদ্ধি তুচ্ছ হইলে ক্রব শ্রুতি হয়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
করিবার জন্ত আহারতুকি প্রয়োজন। যদি ভোজন বিষয়ে কোনও
নিষম রুকা করা না হয়, তাহা হইলে এই শ্রুতি বাক্যের বিবোধিতা
হয়। বাহাতে এই শ্রুতি বাক্যের বিবোধিতা না হয় (অবাধাৎ)
তজ্ঞান পূর্ব শ্রুতিমিচ্ছিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অপি চ স্মর্য্যতে (৩৪১৩০)

মহ (১০।১০৪ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, প্রাণসংশয় হইলে
যেখানে সেখানে অন্নভোজন করা যায়।

শব্দশ্চ অতঃ অকামকারে (৩৪১৩১)

অতঃ অবাক্যানে (যে হেতু যথেষ্ট আহার বর্জনীয় অতএব),
শব্দশ্চ [যজুর্বেদ-সংহিতায় এইরূপে শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় :
ওশাৎ ব্রাহ্মণো হুয়াৎ ■ পিবেৎ (এই জন্ত ব্রাহ্মণ হুয়া পান
করিবে না)]।

বিহিতত্বাৎ চ আশ্রমকর্ম্ম অপি (৩৪১৩২)

৩৪১২৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে
আশ্রমকর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম করা প্রয়োজন। সংশয় হইতে
পাবে যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহে না, তাহার পক্ষে

আশ্রমকৰ্ম কৰা প্রয়োজন কি না। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে যিনি জ্ঞানলাভ ইচ্ছা কবেন না, তিনিও আশ্রমকৰ্ম কৰিবেন (আশ্রমকৰ্ম অপি)। কাৰণ, শাস্ত্রে এই প্রকাৰ বিধান দেওয়া হইয়াছে (বিহিতত্বাৎ) যে, আশ্রমকৰ্ম কৰিতে হইবে।

সহকারিত্বেন II (৩৪।৩৩)

আশ্রমকৰ্ম বিচার সহকারী।

সৰ্ব্বথা অপি তে এব উভয়লিঙ্গাৎ (৩৪।৩৪)

সৰ্ব্বথা অপি (সৰ্ব্বপ্রকাৰে, মোক্কেব উদ্দেশ্যে ও কৰিবে, মোক্ষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও কৰিবে), তে এব (সেই সকল কৰ্মই, যে সকল কৰ্ম বর্ণাশ্রমধৰ্মে বিহিত হইয়াছে), উভয়লিঙ্গাৎ (শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় বাক্যেই এই সকল কৰ্ম করিতে বলা হইয়াছে—শব্দর, অথবা মোক্কেব জন্ম এবং স্বৰ্গলাভের জন্ত, উভয়ের কৰ্মই, বেদে যজ্ঞাদি কৰ্মের বিধান আছে,—বামানুজ)।

অনতিভবঞ্চ দর্শয়তি (৩৪।৩৫)

দর্শয়তি (শ্রুতি দেখাইয়াছেন), অনতিভবং চ (যাহা বা আশ্রম-কৰ্ম কবেন তাহার কাম ক্রোধেব দ্বারা অভিভূত হন না—শব্দর। আমাদেব পূৰ্ব্বকৃত পাপের ফলে আমাদেব যনে কাম ক্রোধেব লক্ষ্য হয়। তাহার বিজ্ঞা উৎপত্তিৰ প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কৰ্ম কৰিলে এই সকল পাপ বিজ্ঞা উৎপত্তিৰ প্রতিবন্ধক হইতে পাবে না, অর্থাৎ বিজ্ঞা পাপের দ্বারা অভিভূত হয় না,—বামানুজ)।

অন্তরা চ অপি তু তদদৃষ্টে: (৩৪।৩৬)

অন্তবা (যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চার আশ্রম নাই, যাঁহারা আশ্রম সকলের অন্তবালে থাকেন), চ অপি তু (তাঁহাদের ব্রহ্ম-
বিদ্যায় অধিকার আছে), তদ্ব্যভিঃ (তাঁহা দেখা যায়; ছান্দোগ্য
উপনিষদে বৈকৈব উপাখ্যান আছে, বৃহদারণ্যকে বাচস্পরীর উল্লেখ
আছে, তাঁহাদের আশ্রমধর্ম্মে অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা
লাভ করিয়াছিলেন)।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যালভ্যেব জ্ঞাত আশ্রমধর্ম্ম প্রয়োজন।
এজ্ঞাত মনে হইতে পারে যে, যাঁহাদের আশ্রমধর্ম্মে অধিকার নাই,
তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে।
আশ্রমধর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও জ্ঞান উপবাস দান নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন
প্রভৃতি কর্ম্ম সকলের অধিকার আছে এবং সেই সকল কর্ম্মের সাহায্যে
সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, বেদে একুণ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

অপি চ শ্রীয়াতে (৩।৪।৩৭)

পুরাণ ইতিহাসেও একুণ দেখা যায়। যথা ভায়, সংবর্ত।
মহু-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ অন্ত আশ্রম-ধর্ম্ম পালন না
করিলেও কেবল জপেব দ্বাবাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে :

“অপ্যেনাপি চ সংসিধ্যোং ব্রাহ্মণো নাত্ম সংশয়ঃ।

কুর্য্যাৎ অন্তঃ স বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।” মহু ২।৮৭

অনুবাদ : ব্রাহ্মণ কেবল জপেব দ্বারাও সিদ্ধিলাভ করিতে
পারেন। ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্ত কিছু ককক বা না ককক
সে সর্বত্র মিত্রভাবাপন্ন, সে ব্রহ্মনিষ্ঠ।

বিশেষায়ুঃপ্রহাশচ

জপ উপবাস দান ঐচ্ছিক ধর্মবিশেষ দ্বারা বিস্তার অহুগ্রহ লাভ করা সম্ভব হয়। সকল বর্ণের লোকেই এই ধর্মকর্মে অধিকার আছে। প্রমোপনিষদ্ বলিয়াছেন, “তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়া আয়ানম্ অধিক্তেৎ”, অর্থাৎ তপসা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যার দ্বারা আয়াকে অহুসন্ধান করিবে।

অতস্ত ইত্যং জ্যায়ো লিঙ্গাং চ (৩।৪।৩৯)

অতঃ (আশ্রমবিহিত কর্ম না করিয়া জপ উপবাস প্রভৃতি পালন করা অপেক্ষা), ইত্যং (আশ্রমধর্ম পালন), জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ), লিঙ্গাং চ (বিজ্ঞানান্তেই জন্ম যে আশ্রমধর্ম করা অধিক উপযোগী, তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। বেদ বলিয়াছেন, ‘তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যবৎ তৈজসশ্চ’ (৩ঃ উঃ ৪।৪।৯) অর্থাৎ আশ্রমধর্ম অহুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলাভ করা যায়। স্মৃতি বলিয়াছেন, যে কোনও একটি আশ্রম অবলম্বন না করিয়া একদিন ও থাকিবে না)।

তদ্বৃতস্ত ন অন্তস্তাবঃ জৈমিনেঃ অপি নিয়মাং তদ্রূপাভাবেভ্যঃ

(৩।৪।৪০)

তদ্বৃতস্ত (যিনি ‘সন্ন্যাসী’), ন অন্তস্তাবঃ (তিনি আর সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে পারেন না), জৈমিনেঃ অপি (জৈমিনিরও এই মত), নিয়মাং (শাস্ত্রে এইরূপ নিয়ম দেখা যায়), তদ্রূপাভাবেভ্যঃ (কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি যে সন্ন্যাসী হইবা পবে গৃহী হইয়াছেন, তাহা দেখা যায় না)।

ন ॥ আধিকারিকম্ অপি পতনানুমানাং তদযোগাং (৩।৪।৪১)

যদি সন্ন্যাসীর স্ত্রীসংসর্গে পতন হয়, তাহাব “আধিকাবিকম” (ব্রহ্মবিজ্ঞা অধিকাব উৎপাদক প্রায়শ্চিত্ত) “ন চ” (নাই)। পতনানুমানাৎ (সন্ন্যাসীর পতন স্মৃতিব যে বাক্যে দেখা যায়, অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি), তদযোগাৎ (সেই বাক্যে এ পাপেব প্রায়শ্চিত্তেব উল্লেখ নাই)। সন্ন্যাসীর পতন হইলে সে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত নাই।

উপপূর্বম্ অপি তু একে ভাবম্ অশনবৎ তদুক্তম্ (৩।৪।৪২)

একে (কেহ বেহ বলেন), উপপূর্বম্ অপি (সন্ন্যাসীর স্ত্রী-সংসর্গরূপ পতন মহাপাতক নহে, উপপাতকমাত্র), ভাবম্ (ইহাব প্রায়শ্চিত্ত আছে) অশনবৎ (ব্রহ্মচাৰীৰ মদ ও মাংস ভোজন কবিলে তাহাব যেমন প্রায়শ্চিত্ত আছে, সেষ্টরূপ এই পাপেবও প্রায়শ্চিত্ত আছে), তৎ উক্তং (ইহা উক্ত হইয়াছে)। এই মত গ্রহণ কবিলে বলিতে হইবে যে, যে শাস্ত্রবাক্যে বলা হইয়াছে যে, প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই বাক্যের অর্থ এই যে, বাহাতে পতন না হয়, এ কল্প সন্ন্যাসীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

বহিঃ তু উভয়থা অপি স্মৃতেঃ আচারাৎ চ (৩।৪।৫৩)

বহিঃ তু (বিস্তৃত পণ্ডিত সন্ন্যাসী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাকে বহিষ্কার করা উচিত), উভয়থা অপি (উভয় মতেই ইহা স্বীকার্য), স্মৃতেঃ আচারাৎ (স্মৃতি এবং সাধু ব্যক্তির আচার এইরূপ দেখা যায়)।

গ্রন্থানুগ বলিয়াছেন যে, যদিও ইহাকে উপপাতক বলা যায়

এবং ইহাব প্রাথমিকত্ব আছে বলা যায়, তথাপি প্রাথমিকত্ব বদিলেও এইরূপ ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রদান করা যায় না। কারণ, সাধুগণ ইহাদেব সংসর্গ পবিত্র্যাগ করেন।

স্বামিনঃ যলশ্রতে ইতি আত্রেয়ঃ (৩৪৪৪)

যজ্ঞের অন্তরূপে কোনও কোনও উপাসনার উপদেশ আছে। সেই উপাসনা স্বাক্ষর (পুৰোহিত) করিবেন,—অথবা যজমান করিবেন? “স্বামিনঃ”, (সেই উপাসনা) স্বামী অর্থাৎ যজমান করিবেন। “যলশ্রতেঃ”, সেই উপাসনার ফল আছে, ইহা বেদে দেখা যায়। যথা, ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, “যে এই ভাবে উপাসনা করবে, তাহার তত্ত্ব বারি বর্ষণ হইবে।” “ইতি আত্রেয়ঃ” ইহা আত্রেয়ের মত। ইহা পূর্বপক্ষ।

আত্মিজাম্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ তন্মৈ হি পরিক্রীয়তে (৩৪৪৫)

ইহা সিদ্ধান্ত। আত্মিজাম্ (এই উপাসনা স্বাক্ষর বা পুৰোহিতের কার্য), ইতি ঔড়ুলোমিঃ (ইহা আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত), তন্মৈ (উপাসনাসূক্ত কর্ত্ত্বের জন্য), পরিক্রীয়তে (ক্ষিণা প্রদান করিয়া পুৰোহিতকে নিঃসৃত করা হয়)। পুৰোহিত উপাসনা করিলেও যজমানই ফল পাইবেন।

শ্রতেঃ চ (৩৪৪৬)

শ্রতিতেও দেখা যায় যে, পুৰোহিত কর্ত্ত্বের অন্তরূপী উপাসনা করিলেও যজমান তাহার ফলভোগ করেন।

বাসাশ্রয়ের ভাণ্ডে এই স্মৃতি নাই।

ସହକାରୀୟତରବିଧିଃ ପରକ୍ଷେଃ ତୃତୀୟଃ ତଦ୍ବତୋ ବିଧ୍ୟାଦିବଂ (୩୮୫୭)

(ଶବ୍ଦବତୀକା) ବୃହସ୍ପତିବ୍ୟାକ ଉପନିଷଦେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ପାଠ୍ୟା ଯାଏ, “ତସ୍ୟାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଂ ନିବିଷ୍ଟ ବାଲ୍ୟେନ ତିର୍ଥାସେଂ, ବାଲ୍ୟଂ ଚ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟଂ ଚ ନିବିଷ୍ଟ ଅଥ ମୁନିଃ, ଅର୍ଯ୍ୟେନଂ ।। ଯୌନଂ ଚ ନିବିଷ୍ଟ ଅଥ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ”, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ବାଲ୍ୟତାବେ ଅବହାନ କରିବେ, ବାଲ୍ୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ତାହାର ପର ମୁନି, ଅର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯୌନ ଲାଭ କରିବା ତାହାର ପର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ । ଏଥାନେ ମୁନି ହେତେ ହେବେ ଅର୍ଯ୍ୟଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ହେତେ ହେବେ, ଇହାହି ବେଦେର ଅଭିପ୍ରାୟ । ‘ସହକାରୀୟତରବିଧିଃ’, ବାଲ୍ୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଯେଉଁରୂପ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭେର ସହକାରୀ ଉପାୟ, ସେହିରୂପ ମୁନି ହେଉ (ସମ୍ମାନ ବା ଚିନ୍ତା କରାଉ) ଅନ୍ତ ଏକଟି ସହକାରୀ ଉପାୟ (ପରକ୍ଷେ ତୃତୀୟ) । “ତଦ୍ବତଃ”, ବିଧ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପ୍ରାଣୀୟ ପକ୍ଷେ ଏହି ବିଧି (ଯେ ମୁନି ହେଉ ବା ଧାକିତେ ହେବେ) । “ବିଧ୍ୟା-ନିବଂ”, ବେଦ ଯେଥାନେ ବିଧି ବିଧାହେନ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେଥାନେ ଯଜ୍ଞେବ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ,—ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜାପନ କବା ପ୍ରକୃତି,—ବିବର୍ତ୍ତେ ବିଧିବ ଉଲ୍ଲେଖ ନା ଧାକିତେ ବିଧି ଦେଖାହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ହହା ହୁଷ୍ଟିତେ ହେବେ, ଏଥାନେ ଯେହିରୂପ ଯଜ୍ଞିତ ସ୍ପଷ୍ଟତାବେ ବଳା ହସ ନାହିଁ ସେ, ମୁନି ହେବେ, ତଦାପି ଶକ୍ତିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହିରୂପ । କାରଣ ମୁନି ହେବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭେବ ସହକାରୀ ।

ବାସୀହୁଜତୀକା : ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାବ ଉଚ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ଯେମନ ସହକାରୀ ଉପାୟ, (“ତନ୍ ଏବ ବ୍ରାହ୍ମଣା ବିବିଦିଷନ୍ତି ଯଜ୍ଞେନ ଦାନେନ ତପସ୍ୟା”, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ତାହାକେ ଜାନିତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି), ଅଥବା ଶ୍ରବଣ-ସମନ-ନିଦିଷାସନ ଯେମନ ସହକାରୀ ଉପାୟ (“ଶ୍ରୋତବ୍ୟଃ ସମ୍ଭବ୍ୟଃ ନିଦିଷ୍ୟାସିତବ୍ୟଃ”, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ କରିତେ ହେବେ,

চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে),—সেইরূপ পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌন সহকাৰী উপায়। ব্রাহ্মণ—যিনি বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যঃ নিবিক্ত—উপাশ্রু ব্রহ্মতত্ত্ব পরিভুক্ত এবং পরিপূর্ণ ভাবে জানিয়া ; শ্রবণ ও মনন দ্বারা তাহা লাভ করা যায়, তাহা লাভ করিয়া। মুনিঃ স্থাৎ—মননশীল হইবে, নির্বিধ্যাসন করিবে। অমৌনঃ—মৌন ভিন্ন অন্য সহকাৰী উপায়, অর্থাৎ পাণ্ডিত্য ও বাল্য। যে কোনও আশ্রমেব সাধক ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিবার জন্ত নিজেব আশ্রমধর্ম্ম যেক্রপ পালন করিতে পাবে, সেক্রপ পাণ্ডিত্য-বাল্য-মৌনরূপ সাধন ত্রিভুগুণ অবলম্বন করিতে পারে।

শব্দবের মতে কেবল সন্ন্যাসীই জন্ত এই বিধান ; বামাহুজের মতে সকল আশ্রমেব পক্ষেই এই বিধান।

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণা উপসংহাবঃ (৩।৪।৪৮)

শব্দভাষ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষে আছে যে, ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ব গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। এখানে সন্ন্যাসের উল্লেখ নাই কেন ? “কৃৎস্নভাবাৎ”, যেহেতু গৃহস্থ আশ্রমে অনেক প্রমসাদ্য বস্তাদি বর্ন করিতে হয় সে জন্ত গৃহস্থ আশ্রমেব উল্লেখ আছে, সন্ন্যাসীই উল্লেখ নাই।

বামাহুভাষ্য : সকল আশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করা যায় (কৃৎস্নভাবাৎ) ইহা বুঝাইবার জন্ত গৃহস্থ আশ্রমেব উল্লেখ আছে। অন্য আশ্রমে থাকিয়া যে লাভ করা যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

‘মৌনবৎ’ইতরেষাম্ অপি উপদেশাৎ (৩।৪।৪৯)

শব্দভাষ্য : মৌনবৎ (মৌন অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমেব ন্যায়) ইতরেষাম্ অপি (অন্য আশ্রমও,—ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমও—ঋতিসম্মত ইহা বুঝিতে হইবে), উপদেশাৎ (যেহেতু বেদে তাহাদেব উল্লেখ আছে), গৃহস্থ আশ্রমেব উল্লেখ আছে, তাহা সুবিদিত ।

বামানুজভাষ্য : বিজ্ঞাব সহকাবীরূপে যেমন মৌনেব (সন্ন্যাসীর ধর্ম্মেব) উপদেশ আছে, সেইরূপ অন্য আশ্রমেব ধর্ম্মও (গৃহা যজ্ঞ) বিজ্ঞাব সহকাবীরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । সকল আশ্রমেব ধর্ম্মই যত্নপূর্ব্বক পালন কবিলে ব্রহ্মবিজ্ঞানাভেব সহায়ক হয় ।

অনাবিকুর্ব্বন্ অর্থ্যাৎ (৩৪।৫০)

৩৪।৪৭ শ্লোকে এই উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে : “তন্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নিবিষ্ট বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ কবিয়া বালকতাব অবলম্বন কবিয়া থাকিবে । এখানে বালক-তাবেব অর্থ এই যে, ‘আমাব জ্ঞান হইয়াছে, আমি অবায়ন কবিয়াছি, আমি ধান্মিক’ এই প্রকারে নিজকে প্রচাব না কবিয়া (অনাবিকুর্ব্বন্) অহঙ্কাববহিত হইয়া অবস্থান কবিবে । বালকেব স্ত্রাব যথেষ্ট আহাব-বিহাব কবিবে ইহা বেদেব অভিপ্রায নহে । কাবণ ঋতি বলিয়াছেন যে, যথেষ্ট আহাব-বিহার কবা জ্ঞানলাভেব অন্তবায় । “আহাবশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ” (ছান্দোগ্য ৭।২৬।২) আহাব শুদ্ধ হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় । ‘অর্থ্যাৎ’ বাল্য শব্দেব এইরূপ অর্থ কবিলে অন্য শাস্ত্রবাক্যেব সহিত সঙ্গতি হয় ।

ঐহিকম্ অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদর্শনাৎ (৩৪।৫১)

শব্দবতায় : বিজ্ঞান সাধন কি তাহা বলা হইল। সেই সাধন অবলম্বন করিলে ইহজন্মে বিজ্ঞান লাভ হয়, না পরজন্মে ? ‘ঐহিকম্’, ইহজন্মেই হয়। ‘অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে’, যদি প্রতিবন্ধ বা বাধা উপস্থিত না হয়। প্রতিকূল কর্মফল বিজ্ঞা উপস্থিতিতে বাধা হইতে পারে। যদি সেরূপ বাধা হয়, তাহা হইলে পরজন্মে বিজ্ঞান উপস্থিতি হইতে পারে। “তদ্বর্ণনাম্,” বেদে দেখা যায় যে, বায়ুদেবের গর্ভে থাকিতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তিনি নিশ্চয় পূর্বজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ম কন্ম করিয়াছিলেন কোনও প্রতিকূল কর্মহেতু ফল লাভ হয় নাই।

বামাহুজভাষ্য : কোনও বৈদিক বিজ্ঞা বা উপাসনার ফল ইহলোকে উন্নতি, আবার কোনও বিজ্ঞান ফল পরলোকে মুক্তি। যে বিজ্ঞান ফল ইহলোকে উন্নতি (ঐহিকম) সেই বিজ্ঞা বখন উপন্ন হয়? বিজ্ঞান সাধন করিলে কি পরজন্মেই ফল উপন্ন হয়, অথবা বিলম্বেও উপন্ন হইতে পারে? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, যদি প্রথম প্রতিকূলকর্ম বাধা দেয়, তাহা হইলে ফল উপন্ন হইতে বিলম্ব হইতে পারে। নচেৎ (অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে) তৎক্ষণাৎ উপন্ন হইবে।

এবং মুক্তিফলানিয়মঃ তদবস্থাবধ্বতে: তদবস্থাবধ্বতে: (৩।৪।৫২)

শব্দবতায় : এবং (এই প্রকার), মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিরূপ ফলের ভাবভঙ্গ্য হইতে পারে একরূপ কোনও নিয়ম নাই), তদবস্থাবধ্বতে: (মুক্তির অবস্থা যে একরূপই হয় তাহা শাস্ত্রে নিশ্চয়

করিয়া বলা হইয়াছে)। অধ্যায় শেষ হইল বলিয়া ‘তদবহাবধূতেঃ’ এই কথাটি দুইবার বলা হইল।

ব্রহ্মবিজ্ঞাব যে সকল সাধন বা উপায় আছে, সেগুলি অবলম্বন করিলে ইহজন্মে ব্রহ্মবিজ্ঞালাভ হইতে পারে, আবার কোনও পূৰ্ণস্বত্ব কর্মফল অন্ত্যায়রূপে উপস্থিত হইলে পবনম্নেও বিজ্ঞালাভ হইতে পারে। বিজ্ঞালাভ সম্বন্ধে এইপ্রকার কিছু ইতর-বিশেষ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞাব ফলে যে মোক্ষ, তাহার সম্বন্ধে কোনও ইতর-বিশেষ হইতে পারে না। কারণ মোক্ষ এবং ব্রহ্ম একই বস্তু। এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও প্রভেদ হইতে পারে না।

বামানুজভাষ্যঃ : যে বিজ্ঞাব ফল মুক্তি, তাহা উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিলে ইহজন্মে উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা অল্প কর্মফলরূপ প্রতিবন্ধ থাকিলে পবনম্নেও উৎপন্ন হইতে পারে। যে বিজ্ঞান ফল অভ্যুদয়, তাহান উৎপত্তি সম্বন্ধে যেকণ ইহজন্মেই উৎপন্ন হইবে এক্ষণ কোনও নিষম নাহ, সেইরূপ যে বিদ্যাব ফল মুক্তি, তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোনও নিষম নাই।

চতুর্থ অধ্যায় শ্রবণ পাদ

পূর্বের পাদে ব্রহ্মবিজ্ঞান সাধন (উপায়) নিরূপণ কর হইয়াছে, এই পাদে তাহার ফল বর্ণনা করা হইয়াছে। সে ফল শব্দবস্তুতে জীবমুক্ত অবস্থা। বায়ামুজ জীবমুক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ অবিলে ব্রহ্মের পব ব্রহ্মলোকে গিয়া মুক্তিপাভ হয়।

আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ (৪।১।১)

শব্দবস্তুত্বঃ বৃহদাবগ্যক উপনিষদে আছে, “আত্মা বা অবে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ যন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ” (৪।৫, ৬) অর্থাৎ আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে। এখানে বেদেণ উদ্দেশ্য কি ? একবার শ্রবণ করিলে, একবার চিন্তা করিলে চলিবে, অথবা বহুবার করিতে হইবে ? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, বহুবার করিতে হইবে, “আবৃত্তিঃ অসকৃৎ”,—আবৃত্তিঃ অর্থাৎ বাবংবার করিতে হইবে, অসকৃৎ একবার নহে। “উপদেশাৎ”, এইরূপ উপদেশ বেদে দেহিতে পাওবা যায়। তাই বেদে বলিলেন, “দ্রষ্টব্যঃ” অর্থাৎ যতকণ না ব্রহ্মদর্শন হয়, ততকণ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। বেদে বলিলেন, “নিদিধ্যাসিতব্যঃ” অর্থাৎ ধ্যান করিতে হইবে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করিতে হইবে।

একবার চিন্তা করিলে ধ্যান করা বলা যায় না। ধ্যান করার অর্থ চিন্তাব প্রবাহ।

বামান্নভাষ্য :—বেদে বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি” (মুণ্ডক ৩।২।১), অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রহ্মই হইয়া যায়। এই যে “বেদন” বা ব্রহ্মকে জানা, তাহা কি একবার হইলেই হইবে, অথবা বার বার আবৃত্তি করা প্রয়োজন?—উত্তর,—বার বার আবৃত্তি করিতে হইবে। কাবল, বেদে দেখা যায় যে, এই বেদনকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যান, উপাসনা প্রকৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বারংবার চিন্তা অথবা চিন্তাব প্রবাহকে ধ্যান বা উপাসনা বলে। হুতবাং বেদ যে ব্রহ্মকে বেদন বা জানিবাব কথা বলিয়াছেন, তাহাব অর্থ ব্রহ্মকে ধ্যান বা উপাসনা করা। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৩।১।১) বলা হইয়াছে “মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত” অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। পরে বলা হইয়াছে, (৩।১।৪, ৫, ৬) “ব এবং বেদ” অর্থাৎ যে এইরূপ বেদন কবে অথবা জানে, তাহাব ক্ষীণ্ডি, বশঃ এবং ব্রহ্মভেদঃ বৃদ্ধি ইয়। হুতবাং এখানে বাহাকে উপাসনা বলা হইয়াছে তাহাকেই বেদন করা বা জানা বলা হইয়াছে। বামান্নভ এইরূপ দৃষ্টান্ত আবণ্ড দিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে জ্ঞানাব অর্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করা।

লিঙ্গাং চ (৪।১।২)

শব্দভাষ্য—উপনিষদে এইরূপ লিঙ্গ বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে বারংবার চিন্তা করিতে হইবে।

বামানুজভাষ্য : ভিন্ন অর্থাৎ অস্বাভাবিক বা স্বভাবিক। বামানুজ বিষ্ণুপূজা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্রে মোক্ষের উপায়রূপে যে ব্রহ্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে অনববত ব্রহ্মকে স্মরণ করা।

আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (৪।১।৩)

শঙ্করভাষ্য : ব্রহ্মকে আত্মা এইরূপ উপাসনা কবিতো চাইবে। যেম তাহাই বলিয়াছেন। শঙ্কর বলেন যে প্রতিমাকে বিষ্ণু ভাবিয়া উপাসনা এক প্রকার। প্রতিমা বাস্তবিক বিষ্ণু নহেন। উপাসনার জন্য প্রতিমাকে বিষ্ণু ভাবিতে হয়। ব্রহ্ম কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন নহেন এবং সেইভাবে উপাসনা করিতে হইবে। বক্তব্য ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া অনুভব না হয়, ততক্ষণ ভেদশর্মন হয়, ততক্ষণ শাস্ত্রবিধানের সার্থকতা, যখন ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া অনুভব হয়, তখন ভেদশর্মন থাকে না, তখন শাস্ত্রেব কোনও প্রয়োজন থাকে না। শাস্ত্রে ব্রহ্মকে আত্মা হইতে ভিন্ন মনে করাব নিম্মা আছে।

বামানুজভাষ্য : জীব যেমন দেখেব আত্মা, ব্রহ্ম সেইরূপ জীবের আত্মা। এজন্য জীব ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া উপাসন কবিতো। ব্রহ্ম যে জীব হইতে ভিন্ন এবং অধিক, তাহা ব্রহ্মস্বভেদে বলা হইয়াছে, অথবা “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” (২।১।২২), “অধিকোপদেশাৎ” (৩।৩।৮) ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে জীবের আত্মা, তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, — “স আত্মনি ভিষ্টনু আত্মনোহস্তবঃ, বনু আত্মা ন বের, যন্ত আত্মা নবীকং, স আত্মানং অন্তরো যময়তি, স ত

আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ” (বৃঃ উঃ মাধ্যন্ধিন শাখা ৫।৭।২২), অর্থাৎ যিনি আত্মাতে অবস্থিত অথচ আত্মা হইতে পৃথক, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহাব শরীর, যিনি আত্মাব মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংঘত কবেন, তিনিই তোমাব আত্মা, তিনি অন্তর্যামী এবং অমৃত । বস্তুতঃ উপস্থিগে দুই প্রকার বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় : (১) “আত্মা ইতি এব উপাসীত” (বৃ ৬।৫।৭), অর্থাৎ ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিবে, এবং (২) “পৃথক্ আত্মানং প্রেবিত্যং চ মত্বা” (ঋত্বতব ১।৬), অর্থাৎ আত্মাকে এবং প্রেবয়িত্তা ব্রহ্মকে পৃথক জানিবে। বামাহুজ বলেন যে, এই দুই প্রকার বাক্য পূর্বোক্তরূপে সামঞ্জস্য দ্বিধিতে হইবে।

ন প্রতীকে, ন হি সঃ (১।১।৪)

ন প্রতীকে (প্রতীক উপাসনাব সময় প্রতীকে আয়ত্ত্ব করিতে হইবে না।) একটি বোনও বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা কবাবে “প্রতীক” উপাসনা বলে। বথা, একটি প্রতিমাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা কবা। উপনিষদে প্রতীক উপাসনাব বহু উল্লেখ আছে। বথা “মনো ব্রহ্ম ইতি উপাসীত” অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। সেইরূপ আত্মা পূর্ব্য প্রকৃতিকেও ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবাব কথা আছে। ন হি সঃ (সেই উপাসক প্রতীকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে না)।

বামাহুজভাষ্যঃ ‘ন হি সঃ’—সেই প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে।

ব্রহ্মদৃষ্টিঃ উৎকর্ষাৎ (৪।১।৫)

উপনিষদ্ সেখানে বলিয়াছেন, “হর্য্যাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে,” সেখানে ব্রহ্মকে হর্য্য বলিয়া চিন্তা করা অক্লান্ত হইবে, হর্য্যবেই ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করা উচিত, “ব্রহ্মদৃষ্টিঃ”। কাবণ, ছোটকে বড় করিয়া দেখাই উচিত, (“উৎকর্ষাৎ”) বড়কে ছোট করিয়া দেখা উচিত নহে, তাহাতে বড়ব মর্য্যাদাহানি হইবে। রাজকর্মচারীকে রাজা মনে করিলে কৃতি নাই, রাজাকে রাজকর্মচারী মনে করিলে কৃতি হইতে পারে।

আদিত্যাদিমতযঃ চ অঙ্গ উপপত্তেঃ (৪।১।৬)

শব্দসত্য্যঃ : ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, হর্য্যাকে ও উল্লীথকে এক মনে করিয়া উপাসনা করিবে (বেদেব কিমদংশেব নাম উল্লীথ)। এখানে হর্য্যকে উল্লীথ মনে করিতে হইবে না, উল্লীথকে হর্য্য মনে করিতে হইবে। “আদিত্যাদিমতযঃ”, আদিত্য মনে করিতে হইবে, “অঙ্গে” উল্লীথরূপ অঙ্গে, ‘উপপত্তেঃ’ ইহাই বৃত্তিযুক্ত। যদি উল্লীথকে হর্য্যদৃষ্টি করা হব তাহা হইলে উল্লীথ উপাসনারূপ কর্ণে ফল সমুদ্ভিশালী হয়। এইরূপ অস্ত্ররূপ সারকে (বেদেব একটি স্বব) পৃথিবী বলিয়া চিন্তা করিবান কথা আছে।

বাগাহুজত্য্যঃ : উল্লীথকে আদিত্য বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে ; কাবণ, উল্লীথ অপেক্ষা আদিত্য প্রের।

আসীনঃ সম্ভবাৎ (৪।১।৭)

উপাসনা করিবাব সময় “আসীনঃ” অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করা উচিত। “সম্ভবাৎ”, উপবিষ্ট থাকিলেই উপাসনা

ক'ব'া সম্ভ'ব.—দণ্ডাযমান থাকিলে অথ'বা শয়ন ক'বিলে উপাসনা ক'ব'া সম্ভ'ব নহে। সমানৰূপে প্ৰত্যয়েব বা ধাবণাব প্ৰবাহেব নাম উপাসনা। দণ্ডাযমান থাকিলে চিন্তাবিশেপ হয়। শয়ন ক'বিলে নিদ্ৰা আকৰ্ষণ হয়।

ধ্যানাৎ চ (১।১।৮)

উপাসনাৰ অপৰ এ'কটি নাম ধ্যান। স্থি'বভাবে উপবেশন না ক'ৰিলে ধ্যান হয় না।

অচলত্বং চ অপেক্ষা (৪।১।১২)

পৃথি'বীৰ অচলত্বকে “অপেক্ষা” অৰ্থাৎ লক্ষ্য ক'ৰিয়া বলা হয়, ‘ধ্যায়তি ই'ব পৃথি'বী’ অৰ্থাৎ পৃথি'বী যেন ধ্যান ক'ৰিতেছে। অতএ'ব ধ্যান ক'ৰিবাব সময় নিশ্চল হ'ইবা ধ্যান ক'ব'া উচিত।

স্মরন্তি চ (৪।১।১০)

গীতা এ'কটি স্মৃতিগ্ৰন্থ ইহাতে বা হ'ইয়াছে যে, উপাসনা ক'ৰিবাব সময় উপবিষ্ট হওয়া প্ৰয়োজন।

“ওচৌ দেশে প্ৰতিষ্ঠাপ্য স্থিৰন্ আসনমাস্তনঃ” (গীতা ৬।১১)

অৰ্থাৎ পবিত্ৰ দেশে স্থি'ব আসন স্থাপিত ক'ৰিয়া।

যত্র একাগ্ৰতা তত্র অবিশেষাৎ (৪।১।১১)

কোন দিকে মুখ ক'ৰিয়া বসিতে হ'ইবে, ওহা'য় বা নদীতীৰে বসিতে হ'ইবে, এক্লপ কোনও নিয়ম আছে কি? “যত্র একাগ্ৰতা তত্র” বে ভাবে বসিলে মন'ব একাগ্ৰতা হ'ইবে সেইখানে বসিবে “অবিশেষাৎ” অপৰ কোনও নিয়ম নাই।

আপ্রয়াণাৎ তত্র অপি হি দৃষ্টম্ (৪।১।১২)

শঙ্করভাষ্য : যে উপাসনার ফল ব্রহ্মকে আশ্রয়রূপে দর্শন করা, ব্রহ্মাদর্শন হইলে সে উপাসনার আর প্রয়োজন থাকিবে না। কারণ, সাধক জীবমুক্ত হইবেন। কিন্তু যে উপাসনার ফল স্বর্গলাভ বা অন্ত কোনও উন্নতি, তাহা “আপ্রয়াণাৎ”, মৃত্যু পর্যন্ত অমুষ্ঠান কবা উচিত। “তত্র অপি হি দৃষ্টম্”, এইরূপ প্রতিবাক্য দেখা যায়। যাবজ্জীবন যেক্রমে উপাসনা করা হয়, মৃত্যুর সময় সেই উপাসনা চিন্তে উৎসাহ হয় এবং মৃত্যুর পর তদনুরূপ গতি হয়।

রামানুজভাষ্য : যোক্তান্তেভ্য জন্ত যাবজ্জীবন ঈশ্বরোপাসনা কর্তব্য। “তত্র অপি” অর্থাৎ জীবন ঈশ্বর উপাসনার কথা দেখা যায়। “স খলু এবং বর্তমন্ যাবদায়ুঃ, ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পত্ততে” (ছানোগ্য ৮।১৫।১), সে চিরজীবন এইভাবে অতিবাহন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

তদধিগমে উত্তরপূর্বাদযোঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্যপদেশাৎ

(৪।১।১৩)

শঙ্করভাষ্য : তদধিগমে (ব্রহ্মকে লাভ করিলে), উত্তরপূর্বাদযোঃ (পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী পাপ), অশ্লেষবিনাশৌ (সংলগ্ন হয় না এবং বিনষ্ট হয়) তদ্যপদেশাৎ (বেদ ইহা বলিয়াছেন) ব্রহ্মান্তের পূর্বে যে পাপ করা হয়, ব্রহ্মলাভ হইলে তাহার বিনাশ হয়। ব্রহ্মান্তের পরে যে পাপ হয়, তাহা ব্রহ্মস্তর ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। “যথা পুরুষপলাশে আগ্নঃ ন স্পিক্তন্তে, এবং বিদী পাপং

কর্ম্য ন শ্লিষ্যতে” (ছান্দোগ্য ৪।১৪), অর্থাৎ পদ্রপক্ষে যেমন জল লাগিয়া থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিতে পাপ লাগিয়া থাকে না। এখানে পববর্তী পাপের অশ্লিষ উক্ত হইল। “তদ্ যথা ইযীকতুলন্ অর্থো প্রোতং প্রদুযেত এবং হ অস্ত সর্কে পাপমানঃ প্রদুযন্তে” (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩), অর্থাৎ, তুল্য অগ্নিতে দিলে যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সকল পাপ পুড়িয়া যায়। এখানে পূর্বকৃত পাপ ধ্বংস হয় ইহা বলা হইল। শাস্ত্রে বলিয়াছেন বটে, “নাতুজ্ঞঃ কীযতে বর্ষ্য বহ্নিকোটিশতৈবশি” (ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ প্রকৃতি ৭৭, ২৬।৭০), অর্থাৎ কোটি কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না, যতক্ষণ কর্মের ফল ভোগ না হয়। কিন্তু ইহা সাধাবণ নিয়ম (general rule)। এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম (special rule বা exception) এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কর্মের ক্ষয় হয়।

বামাহুজ বলিয়াছেন যে, “তদধিগমে” এই শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানলাভ হইলে অথবা ব্রহ্মবিজ্ঞান সিদ্ধিলাভ হইলে। ইহা ভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যার সহিত তাঁহার কোনও প্রভেদ নাই।

ঈতবস্ত্র অপি এবম্ অসংশ্লেষঃ পাতে তু (৪।১।১৪)

শব্দবোধ্য : ঈতবস্ত্র অপি (পুণ্যো২৩), এবম্ অসংশ্লেষঃ (সেইরূপ সংসর্গ হয় না), পাতে তু (শবীর পাত হইলে মোক্ষ হয়)। পূর্বের শ্রুতি বলা হইল যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পাপের ফল ভোগ করিতে হয় না। বর্তমান শ্রুতি বলা হইল যে, তাঁহাকে পুণ্যের ফলও ভোগ করিতে হয় না। “ক স্তে চ অস্ত কর্ম্মণি তন্মিন দৃষ্টে

পবাববে” (মুণ্ডক ২।২৮), অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিলে সাধকের সকল কর্ম ক্ষয় হয়। এখানে কর্ম শব্দের অর্থ গাপ ও পুণ্য উভয়ই।

বামানুজভাষা : ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করিলে গাপের ছায় পুণ্যেরও ক্ষয় হয়। কিন্তু তাহা শবীৰপাতের পৰ হয়। শবীৰপাতের পূর্বে উপাসনার জন্য বৃষ্টি, অন্ন প্রভৃতিব প্রয়োজন হয়। পুণ্যের ফলে সাধু এই সকল প্রয়োজনীয় ব্রব্য পাইয়া থাকেন।

অনারককার্যো এব তু পূর্বে তদবধেঃ (৪।১।১৫)

পূর্বে (পূর্বে যে সকল গাপপুণ্য অহুষ্ঠান করা হইয়াছিল), অনা-
বককার্যো (একে ঘাহাদেব কার্য্য অর্থাৎ ফল-উৎপত্তি আবস্ত হয় নাই),
এব তু (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে কেবল সেই সকল কর্ম ক্ষয় হয়),
তদবধেঃ (কাৰণ, শবীৰপাত পর্যান্ত যোক্ত হয় না)। আমরা পূর্বে
জন্মে যে সকল কর্ম করিয়াছি, তাহাদেব মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ
ইহজন্মে করিতে হয়, কতকগুলির ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয় না,
মৃত্যুর পৰ ভোগ করিতে হয়। যে কর্মগুলির ফল ইহজন্মে ভোগ
করিতে হয়, তাহাদিগকে প্রাবক কর্ম বলে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে
প্রাবক কর্ম ভিন্ন অপৰ সকল কর্ম ক্ষয় হইয়া যায়। প্রাবক কর্মের
ফল ইহজন্মে ভোগ করিয়া জীবন-ধাবণ করিতে হয়, তাহাব পৰ
মৃত্যুর সময় আর কোনও কর্ম অবশিষ্ট থাকে না। “তত্ৰ তাবৎ এব
চিবং যাবৎ ন বিমোক্ষো অথ সম্পৎস্ত্র” (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২),

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালভ হইলে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব কবিতো হব যতদূর না
মৃত্যু হয়, তাহাবপর ব্রহ্মতাব প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায় এব তদ্বর্ণনাং (৪।১।১৬)

শঙ্করভাষ্য : তু (কিন্তু), অগ্নিহোত্রাদি (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি
বৈদিক নিত্যকর্ম্ম), তৎকার্য্যায় (জ্ঞানেব যে কার্য্য বা ফল—মোক্ষ—
অগ্নিহোত্রেবও সেই ফল), এব (নিশ্চয়), তদ্বর্ণনাং (কাবণ, বেদে
তাহা দেখা যায়)। পূর্বেব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, পুণ্যেব ফল
স্বর্গাদি বিষয়ভোগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে স্পর্শ কবে না। এখানে বলা
হইতেছে যে অগ্নিহোত্ররূপ পুণ্যেব ফলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিব মোক্ষ
লাভ হয়।

বামাহুজভাষ্য : তৎকার্য্যায় অর্থাৎ বিচাররূপ ফললাভেব জন্ত
অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক নিত্যকর্ম্ম বাবজীবন অহুষ্ঠান করা উচিত।
মোক্ষলাভেব পর কর্ম্মেব ফল পাওয়া যাউবে না, এজন্য অগ্নিহোত্রাদি
কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, স্বর্গলাভেব আশায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম
করা উচিত নহে, কিন্তু মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে করা উচিত। কারণ,
বিদ্যালভ না হইলে মোক্ষলাভ হব না এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম
বিদ্যালভেব সহায়ক।

অতঃ অন্তা অপি হি একেষাম্ উভয়োঃ (৪।১।১৭)

একেষাম্ (বেদের এক শাখায় বলা হইয়াছে যে, দুজ্জীব
যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাহার মোক্ষলাভের সময় সহস্রগুণ সেই
সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হন—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ১।১।৪), অতঃ অন্তা

অপি (সেই সকল পুণ্যকর্ম হইতেছে, অতঃ, এই অগ্নিহোত্র হইতে, অত্রা, অণব কাম্য কর্ম), উভয়োঃ (তৈষিনি ও বাসবায়ণ উভয় আচার্য্যের মত এই যে, এই সকল কাম্যকর্ম বিদ্যালোভেব সহায়ক নহে)।

যৎএব বিদ্যা ইতি হি (৪।১।১৮)

শঙ্করাচাঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ব্রহ্মবিদ্যালোভেব সহায়ক, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে এক্রপ মনে হইতে পারে যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অর্থ জানিয়া সেই কর্ম অর্হুঠান করিলেই তাহা বিদ্যার সহায়ক, অর্থ না জানিয়া করিলে তাহা সহায়ক নহে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। কাবল, বেদ বলিয়াছেন, “তম এতন্ম আশ্রানং যজ্ঞেন বিবিন্দিষত্তি” অর্থাৎ আশ্রাকে যজ্ঞেব দ্বাৰা জানিতে হয়। বেদ ইহাও বলিয়াছেন, “যৎ এব বিদ্যা কথোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তৎএব বীৰ্য্যবন্তবং ভবতি” (ছান্দোগ্য ১।১।১০) অর্থাৎ বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং বহুশ্রদ্ধানেব সহিত যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিকতর বীৰ্য্যবান্ হয়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যাব সহিত না করিলেও তাহা বীৰ্য্যবান্ হয়, যদিও কম বীৰ্য্যবান্। সুতবাং বিদ্যা অর্থাৎ অর্থবোধ না থাকিলেও বৈদিক কর্ম ব্রহ্মজ্ঞান লাভেব সহায়ক।

রামানুজভাঃ যে কর্ম বিদ্যাব সহিত করা হয়, তাহার শক্তি বেশী হয়, উপনিষদের এই বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ম করিলেও কখন কখন তাহাব কম উৎপন্ন হইতে পারে

হয়। এই প্রকার বাধাব জ্ঞাত যে কর্মের ফল উৎপন্ন হইতে বিলম্ব হয়, মুক্ত পুরুষের সেই প্রকার কর্ম তাঁহার বন্ধুগণকে আশ্রয় করে।

ভোগেনি তু ইতবে কপযিত্বা সম্পত্ততে (৪।১।১২)

ভোগেব (কর্মফল ভোগেব দ্বারা), ইত্তব (অন্য কর্মগুলি যেগুলির ফল ভোগ আবশ্য হইয়াছে), কপযিত্বা (সেই কর্মগুলির ক্ষয় করিয়া), সম্পত্ততে (মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়)।

শঙ্করভাষ্য : যে কর্মের ফলভোগ ইচ্ছায় আশ্রয় হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেও সেই কর্মের অবশিষ্ট ফলভোগ করিয়া সেই কর্ম ক্ষয় করিতে হইবে। এইভাবে সেই কর্মগুলি ক্ষয় হইলে দেহপাত হয়। যে কর্মফলের ফলভোগ আবশ্য হয় নাই, সেই কর্মগুলি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব স্বয়ং হইয়া যায়। অতবাং ব্রহ্মের পব আর কোনও কর্ম অবশিষ্ট থাকে না, তাহার ফলভোগ করিতে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হইবে। অতএব তখন মোক্ষলাভ হয়।

বামাহুগভাষ্য : যে কর্মের ফলভোগ আবশ্য হইয়াছে, তাহার ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে যদি একাধিক বেহ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলেও একাধিক বেহে সেই ফলভোগ সম্পূর্ণ করিয়া তাহার পর মোক্ষ হইবে।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

কি ভাবে বৃত্ত্যব সন্য জীব দেহত্যাগ কবে, এই পাদে তাহা উক্ত হইয়াছে।

বাঙ্মনসি দর্শনাৎ শব্দাৎ চ (৪।২।১)

শব্দবভাষ্য : 'বাক্ মনসি,' বৃত্ত্যব পূর্বে বাক্-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি (বাক্য বলিযান সমতা) মনে বিলীন হয়, তখন চিন্তা কবিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু বাক্য উচ্চারণ কবিবার ক্ষমতা থাকে না। বাক্ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি থাকে না, মনের বৃত্তি থাকে, 'দর্শনাৎ, এইরূপ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'শ্রবণাৎ' বেদেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

বামাত্মভাষ্য : বাক্ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মাত্র নহে, বাক্ ইন্দ্রিয়ই মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান কবে।

অতএব চ সর্বানি অমু (৪।২।২)

বাক্ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান চক্ষু, কণ্ঠ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও মনের মধ্যে বিলীন হয়।

তৎ মনঃ প্রাণে উত্তরাৎ (৪।২।৩)

হল্লিয সকাল মনে সংযুক্ত হইবার পূর্বে, মন প্রাণে সংযুক্ত হয়। 'উত্তরাৎ,' পববর্তী প্রতিবাক্য হইতে ইহা জানা যায়।

সঃ অধ্যাক্ষে তদ্ব্যপগমাদিতাঃ (৪।২।৪)

সঃ (সেই প্রাণ) অধ্যাক্ষে (শবীরের অধ্যাক্ষ, জীব, অবস্থান

কবে) তদ্বপগম্যমিত্যঃ (বেদে ইহা উক্ত হইয়াছে) “তন্ম উৎক্রামন্তঃ প্রাণঃ অনুৎক্রামতি”, জীব, বশন দেহ ত্যাগ কবে, তখন প্রাণ বায়ু জীবের সহিত দেহত্যাগ কবিয়া যায়।

ভূতেষু তৎ ক্রমতে: (৪।২।৫)

মৃত্যুর সময় জীব ক্রিতি, অপ্ প্রকৃতি দেহের উপাদান স্বরূপ পঞ্চভূতে অবস্থান কবে। কাবণ, বেদ বলিয়াছেন—“প্রাণঃ তেজসি” (ছান্দোগ্য ৬।৮।৬) অর্থাৎ প্রাণ অগ্নিতে অবস্থান কবে। প্রাণ জীবের সহিত অবস্থান করে এবং জীব অগ্নি প্রকৃতি পঞ্চভূতে অবস্থান কবে, একান্ত বেদে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ অগ্নিতে অবস্থান কবে। যমুনা গঙ্গাতে গমন কবে, গঙ্গা সমুদ্রে গমন কবে একান্ত বলা যায় যে যমুনা সমুদ্রে গমন কবে।

ন একশ্মিন্ দর্শয়তঃ হি (৪।২।৬)

যদিও বেদ বলিয়াছেন, “প্রাণঃ, তেজসি”, একটি সূক্ষ্মভূত কেবল তেজ বা অগ্নির উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহা হইতে এরূপ স্থিতি কবা উচিত নয় যে, প্রাণযুক্ত জীব কেবলমাত্র অগ্নিতেই অবস্থান করে। ক্রিতি, অপ্ তেজ প্রকৃতি পঞ্চভূত হইতেই দেহ গঠিত হয়, জীব সেই পঞ্চভূতের মধ্যেই অবস্থান করেন। “ন একশ্মিন্”, কেবল একটি ভূত অগ্নিতে অবস্থান করে না। “দর্শয়তঃ হি”, জীব যে পঞ্চভূতের মধ্যেই অবস্থান করে ক্রিতি ও কৃতি তাহা বলিয়াছেন।

সমানা চ আশ্রুত্বাপক্রমাং অমৃতত্বং চ অনুপোত্তা (৪।২।৭)

শরীরত্যাগ : মৃত্যুর পূর্বে কেহ স্বর্গাদি লোকে কর্তব্যকল ভোগ

করিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে, কেহ পুনর্জন্ম গ্রহণ কবে না' ব্রহ্মলোকে গমন করে। প্রথম পথটির নাম গিত্তয়ান, 'দ্বিতীয়টির নাম দেবয়ান। এই উভয় শ্রেণীর জীবের দেহত্যাগ কনিবার প্রণালী কিছুদূর পর্য্যন্ত একরূপ,—“আশ্বত্থ্যপক্রমাৎ”, যতক্ষণ না দেবয়ান এবং কৰ্ম্ময়ান পথ বিভিন্ন হয়, ততক্ষণ এক পথ। “অমৃতত্বং চ”, দেবয়ান পথে গমন করিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ কবে, প্রতিভে এই বে উক্তি আছে, তাহা আনৈকিক অমৃতত্ব, প্রকৃতপক্ষে নোকলাভকেই অমৃতত্ব বলা যায়, তাহা বা ব্রহ্মলোকে গমন কবেন, তাহা বা দীর্ঘকাল স্থখে বাস কবেন, অল্প জীবের মত শীঘ্র নীচ জন্মগ্রহণ করিয়া বাবদ্যাব মৃত্যুমুখে পতিত হন না। এই সত্তাই বলা হইয়াছে যে, তাহারা অমৃতত্ব লাভ কবেন। “অহংগোষ্ঠ”—কৰ্ম্মজনিত সংস্কার তখন পোষণ করা হয়, ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সে সংস্কার দৃঢ় হয় না।

বানানুজভাষ্য : হৃদয় হইতে বহু সংখ্যক নাড়ী বাহির হইয়াছে। জীব মৃত্যুর সময় নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ কবে। যাহার নোক লাভ হয়, সে একটি নাড়ীতে প্রবেশ কবে। সে স্বর্গে গমন কবে, সে তির নাড়ীতে প্রবেশ কবে। জীর যতক্ষণ না নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, ততক্ষণ বিদ্যান ও অবিদ্যানের দেহত্যাগ করিবান প্রণালী একরূপ,—প্রথমে বাক্ ইন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ জীবের সহিত, জীব দেহের উপাদানভূত পঞ্চভূতের সহিত। “আশ্বত্থ্যপক্রমাৎ”,—যতি অর্থাৎ গতি, মৃত্যুর সময় জীব

যখন নাড়ীতে প্রবেশ কবে, তখন তাহার গতি আবৃত্ত হয -
 যতক্ষণ না গতি আবৃত্ত হয়, ততক্ষণ “সমান” বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের
 দেহ হইতে উৎক্রান্তির প্রণালী একই প্রকাব। অদ্বৈতবাদিগণ
 বলেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হইলে জীব মৃত্যুর সময় দেহত্যাগ কবে
 না। যখন মৃত্যু হয়, তখনই মোক্ষ হয়, তাহাবা ঐশ্বর্য এই বাক্য
 দ্বাবা তাঁহাদের মত সমর্থন করেন :

‘যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমপ্নোতে ।”

কঠোপনিষদ্ (২।৩।১৪)

অনুবাদ : যখন হৃদযস্থিত সকল কামনা দূর হয়, তখন জীব
 অমৃত হয়, এইখানে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। —এই শ্লোকে যে
 অনৃতত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ‘অমৃতপেয়’, দেহ, ইন্দ্রিয়
 প্রভৃতির সহিত আত্মাব যে সম্বন্ধে, তাহা দৃষ্ট না করিয়া যে অমৃতত্ব
 লাভ হয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার পূর্বে
 যে পাপ ছিল তাহা দৃষ্ট হয়, পবে কোও পাপ জীবের সংশ্লিষ্ট হয়
 না। উপনিষদের এই বাক্যটিতে যে বলা হইল, “এখানে ব্রহ্মকে
 পায়” তাহাব অর্থ এরূপ নহে যে, মৃত্যুর পব দেহ ত্যাগ কবে না।
 তাহাব অর্থ এই যে, উপাসনাব সময় ব্রহ্মানুভব হয়।

তৎ আগীতে: সংসাববাপদেশাৎ (৪।২।৮)

শব্দবতাবা . বাক-ইন্দ্রিয় মনোব সহিত এক হইয়া যায়, মন
 প্রাণের সহিত, প্রাণ জীবের সহিত, জীব হৃদযভূতের সহিত, তাহাদ্ব
 পব ঐশ্বর্য বলিরাছেন যে, “তৎ ভেদঃ পরভাৎ দেবভায়াঃ” অর্থাৎ

সেই হৃদয়ভূত ব্রহ্মেব সহিত মিলিয়া যায়। কিন্তু এই যে জীব মৃত্যুব সময় ব্রহ্মেব সহিত মিলিয়া যায়, তখন জীব ও ব্রহ্মেব সহিত কিছু প্রভেদ থাকে। 'তৎ', সেট 'হৃদয়ভূতসমূহ', 'আপীভে:', যোক্তলাভ পর্য্যন্ত অবস্থান করে—'সংসারব্যাপদেশাৎ' কাৰণ, বেদ বলিয়াছেন যে, জীব মৃত্যুব পব পুনবার সংসারে জন্মগ্রহণ কবে :

"যোনিম্ অন্তে প্রপত্ত্বন্তে শবীৰদ্বায় দেহিনঃ।

স্থাগুম্ অন্তে অহসংযন্তি যথাকৰ্ম্ম যথাক্রমতম্ ॥"

কঠোপনিষৎ (৫।৭)

অনুবাদ : কতকগুলি জীব শবীৰলাভেব জন্ম যোনিতে গমন কবে, কতকগুলি জীব উদ্ভিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহাব যেরূপ কর্ম্ম, যেরূপ বিদ্যা তাহাব সেইরূপ গতি হয়।

বানার্চজভাষ্য : পূর্বেব হৃদ্রে বলা হইয়াছে যে এই জীবনে যে অমৃতত্ব লাভ হয়, তাহাতে দেহেব সহিত জীবের সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। এই সিদ্ধান্ত সমর্থন কবিয়া এই হৃদ্রে যুক্তি দেওয়া হইতেছে—তৎ (জীবিত অবস্থায় যখন অমৃতত্ব হয়, তখন দেহেব সহিত সম্বন্ধ বিনষ্ট হয় না) কাৰণ, 'আপীভে:' (যতক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়) সংসারব্যাপ-
দেশাৎ, (সংসার অর্থাৎ দেহেব সহিত সম্বন্ধ থাকে ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে)। 'তৎ ৬৩২ এব চিত্বং বাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্প্রাপ্তে'—(ছান্দোগ্য ৬।১৪।২), অর্থাৎ সেই উপাসবেব সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব হয়, যে পর্য্যন্ত সে দেহমুক্ত না হয়, দেহমুক্ত হইলে সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। সেবদান পথে ব্রহ্মলোকে যাইয়া তথায় ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে।

শূদ্রঃ প্রমাণতঃ চ তথা উপলব্ধেঃ (৪১২।৯)

শঙ্কবভাষ্য : যে সকল তেজ প্রভৃতি উপাদান আশ্রয় কবিয়া জীব দেহ ত্যাগ কবে, তাহাবা অভিশয় শূদ্র। নচেৎ নাভীব মধ্য দিয়া গমন কবিত্তে পাবিত না। শূদ্র বলিয়াই তাহাব গমনে বাধা পায় না। এইজন্মই জীব যখন দেহ ত্যাগ কবে, তখন পার্শ্বস্থ আত্মীয়স্বজন দেখিতে পায় না।

রামানুজভাষ্য : ইহজীবনে অমৃতত্ব লাভ কহিলেও দেহেব সহিত সঞ্চর নষ্ট হয় না। কারণ, “শূদ্র” অর্থাৎ শূদ্র শবীব অবস্থান কবে,—যতক্ষণ মোক্ষলাভ না হয়। “প্রমাণতঃ চ তথা উপলব্ধেঃ”—জীব যখন দেহযান পথে গমন কবে, তখন চক্ষের সহিত কথা বলে ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

ন উপমর্দেন অতঃ (৪১২।১০)

শঙ্কবভাষ্য : অতঃ (অতএব) উপমর্দেন (অগ্নিসংযোগ দ্বাৰা যখন স্থলশরীর নষ্ট হয়) ন (তখন শূদ্র শবীব সংস হয় না)।

রামানুজভাষ্য : ইহজীবনে যখন অমৃতত্ব লাভ হয়, তখন দেহেব সহিত জীবের যে সঞ্চর, তাহা সংস হয় না।

অশ্রু এব চ উপপত্তেঃ এষ উগ্মা (৪১২।১১)

শঙ্কবভাষ্য : এষ উগ্মা (জীবিত ব্যক্তি দেহে যে উত্তাপ অহুত্ব হয়) অশ্রু এব (তাহা এই শূদ্র শবীরেব; তাহা স্থল শরীরেব নহে) উপপত্তেঃ (যুক্তি দ্বাৰা তাহা প্রতিপাদিত হয়। জীবিত ব্যক্তির দেহে উত্তাপ অহুত্ব হয়, মৃত ব্যক্তির দেহে না)।

রামানুজভাষ্য : মৃত্যুর সময় দেহেব এক স্থান কিয়ৎকাল উষ্ণ

বালিয়া অহুভব হয়; স্বপ্নাশবীর দেহেব যে স্থান বিয়া বাহিব হইয়া যায়, সেই স্থান উন্ন বালিয়া বোধ হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তিব মূহুর সময়ও দেহেব এক স্থান উন্ন বালিয়া অহুভব হয়। শ্রুতরাং মূহুর সময় বিদ্বান ব্যক্তিবও স্বপ্নাশবীর দেহভাগ কবে। একুপ বলা যায় না যে, মূহুরাও তিনি মোকলাত কবেন, তাঁহাব স্বপ্নাশবীর কোথাও যায় না।

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন শারীরাৎ (৪।২।১২)

শব্দবভাষা : এই শ্লোক পূর্বগত। বৃহদাবধকে উপনিবদে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সময়ে বলা হইয়াছে, "ন তত্ত্ব প্রাণা উৎক্রাস্তি, ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যোতি" (৪।৪।৭), অর্থাৎ তাঁহাব প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্ম হইয়া যায় এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রাণেব উৎক্রান্তি প্রতিষেধ হইল। এজন্য কেহ মনে কবিতো পাবেন যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মূহুর সময় দেহ হইতে স্বপ্না শবীর নিক্রান্ত হব না, কাবণ একুপ ব্যক্তিব মূহুর সময়ই মোকপ্রাপ্ত হন। 'ইতিচেৎ, ন' কেহ যদি ইহা বলেন, তাঁহাকে বলা হইতেছে,—না, তাহা নহে। "শাবীবাৎ", এই যে প্রাণেব উৎক্রান্তি প্রতিষিদ্ধ হইল, তাহা শবীর হইতে প্রাণেব উৎক্রান্তি প্রতিষেধ কবে না, শাবীর অর্থাৎ জীবকে ত্যাগ কবিয়া প্রাণ কোথাও যায় না, ইহাই বলা হইয়াছে।

বামাহুজ এই শ্লোকটি ও পবেব শ্লোকটি একত্র কবিয়া বাখ্যা কবিয়াছেন।

স্পষ্টো হি একেষাম্ (৪।২।১৩)

শঙ্কবভাষ্য : এই শূত্রে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। পূর্বের শূত্রে বাহা বলা হইল, তাহা অর্থ নহে। ‘এবেষাম্’ অর্থাৎ বেদেব একটি শাখায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ দেহ ত্যাগ কবে না। বৃহদাণ্যকেব তাং১১ এবং ৪।৪।৬ হইতে কতকগুলি বাব্য উদ্ধৃত কবিয়া শঙ্কর বলিয়াছেন যে, যে ব্রহ্মজ্ঞ নহে, তাহার প্রাণ দেহত্যাগ কবে, যে ব্রহ্মজ্ঞ, তাহার প্রাণ দেহত্যাগ কবে না।

বামানুজ পূর্বোক্ত দুইটি শূত্রে একটি বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। ‘প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন শাবীবাৎ স্পষ্টো হি এবেষাম্।’ উপনিষদ যে বলিয়াছেন, ‘ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি’ অর্থাৎ তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, হহা অর্থ এই যে, প্রাণ জীবাত্মাকে ত্যাগ কবে না। এক শাখাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, প্রাণ জীবাত্মাকে ত্যাগ কবে না।

স্বর্ঘাতে চ (৪।২।১৪)

শঙ্কবভাষ্য : স্মৃতিগ্রন্থ দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মৃত্যুর পব স্মৃতিশরীর বোধান্ত যায় না। মহাত্মাতে উক্ত হইয়াছে :

“সর্গভূতাস্মভূতস্ত সমাগু ভূতানি পশ্যতঃ।

সেবা অপি মার্গে দুহন্ত্যপদন্ত পদৈষিণঃ ॥”

অর্থাৎ যিনি সর্গভূতে আশ্রয়দৃষ্টি করেন, তিনি মৃত্যুর পর কোন মার্গে যাইবেন, তাহা, দেখগণ্ড জানেন না (অর্থাৎ তাঁহার মার্গ নাই)। মহাত্মাতে ইহাও দেখা যায় বটে যে, শুক মোক্ষশান্তের অন্ত

সূর্য্যমণ্ডলে গমন কবিয়াছিলেন। কিন্তু শুক বোগবলে সম্ভবীবে
সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া দেহত্যাগ কবিয়াছিলেন। তিনি যখন গিয়াছিলেন,
তখন সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল।

বামানুজভাষ্য : যাস্তবক্ষ্য সংহিতাতে দেখা যায় যে ব্রহ্মলোক
মুখ্যতঃ পব দেবদানপথে ব্রহ্মলোক গমন কবিয়া মোক্ষলাভ কবে।

“উর্দ্ধমেকঃ দ্বিত্যেবাং যো ভিত্তা সূর্য্যমণ্ডলম্।

ব্রহ্মলোকন্ অতিক্রম্য তেন ষাতি শবাং গতিম্ ॥”

যাস্তবক্ষ্যসংহিতা

এখানে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ কবিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম কবিয়া
মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে।

তানি পবে তথা হি আহ (৪।২।১৫)

তানি (প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) পবে (পবত্রয়ে বিলীন হয়)
তথা হি আহ (ঐতি তাহাই বলিয়াছেন)। “এবন্ এব অস্ত
পবিত্রঃ ইমাঃ ষোড়শবলাঃ পুঙ্খানুপুঙ্খাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি”
(প্রশ্নোপনিষৎ)—ব্রহ্মজ্ঞানী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ষোলটি অংশ
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই অস্ত গমন কবে। “তেজঃ পবন্ত্যাং দেবতাযাং”
(ছান্দোগ্যোপনিষৎ) ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-মুখ জীব স্বপ্নহুতে প্রবিষ্ট
হইলে স্বপ্নহুত সকল মুখ্যতঃ সময় ব্রহ্মে বিলীন হয়।

অগ্নিতাপো বচনাৎ (৪।২।১৬)

শব্দবচনাৎ : ব্রহ্মলোক ব্যক্তিব স্বপ্নাবস্থাব যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়,

তখন তাব ব্রহ্মের সহিত কোনও প্রভেদ থাকে না, (অবিভাগঃ) ।
 বাস্তব বেদে এই একাব বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় (বচনাৎ) ।
 “ভিচ্ছতে ভাসাং নামরূপে গুরু ইতি এবং প্রোচ্যতে, স এষঃ
 অকলঃ অমৃতো ভবতি” (প্রশ্নোপনিষৎ), অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্যক্তির
 মুক্তি হইলে তাঁহার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মশরীরের অংশগুলির
 নাম ও রূপ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কেবল গুরু (ব্রহ্ম) ইহাই বল
 যায়, তাঁহার অংশ থাকে না, তিনি অনৃত হন । যিনি ব্রহ্মের নহেন
 তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব যখন সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন কিছু
 প্রভেদ থাকে, পুনরায় সূক্ষ্মশরীরের উপযোগী শক্তি থাকে ।

বামাহুজভাষ্যঃ ব্রহ্মের ব্যক্তির যখন মুক্তি হয়, তখন তিনি
 ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান না । ব্রহ্মের সহিত ‘অবিভাগ’ মাত্র
 হয়, অর্থাৎ প্রভেদ উপলব্ধি হন না । ব্রহ্মের সহিত একপ সংসর্গ হয়
 যে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক বলিয়া ব্যবহার হইতে পাবে না ।

তদোবং অগ্রজ্ঞানং তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ বিজ্ঞানামার্থ্যাৎ

তৎশেষগতানুস্মৃতিযোগাৎ চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিবচন

৪।২।১৭

শঙ্করভাষ্যঃ ঈদেব ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই কিন্তু সত্ত্ব ব্রহ্মের
 উপাসনা করেন, তাঁহাদের সেই বিদ্যার প্রভাবে কিরূপ গতি হয়,
 তাহা এখানে বলা হইতেছে । ‘তৎ ওকঃ’ জীবের আবাসস্থান
 অর্থাৎ হৃদয়ের “অগ্রজ্ঞানং” অগ্রভাগে উজ্জল, হয়, “তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ”
 সেই আলোকে হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত হইবার দ্বার প্রকাশিত হয়,

‘বিদ্যাসামর্থ্যং’ বিদ্যার শক্তিতে ‘সংশ্লেষমত্যন্তস্বভিযোগাৎ চ’ সেই বিদ্যার অঙ্গীভূত বৃত্ত্যাকালীন গতি শ্রবণ কনিবার ফলে (এই বিদ্যালভ কনিষে বৃত্ত্যব সময় একটি বিশেষ নাড়ীর দ্বারা মস্তক দিয়া বাহিব হইতে হইবে এইরূপ চিন্তাব ফলে) ‘হার্দানুগৃহীতঃ’, হার্দ অর্থাৎ হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম, তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া ‘শতাধিকমা’, একশত নাড়ী ভিন্ন যে নাড়ী তাহার দ্বারা, বিদ্বান্ দেহত্যাগ কবিয়া যান।

“শতং চৈকা চ হৃদয়স্ত নাভ্যঃ তাগাং বৃদ্ধানন্ অভিনিঃস্রুতিকা।

তথা উপরম্ আয়ন্ অমৃতত্বন্ এতি বিকট্, অন্তা উৎক্রমণে ভবন্তি।”

কঠোপনিষৎ (২।৬।১২)

অনুবাদঃ হৃদয় হইতে ১০১টি নাড়ী বহির্গত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তকে গিয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা বাহিব হইলে জমৃত হওয়া যায়, অন্য নাড়ীর দ্বারা বাহিব হইলে অচ্ছাদিত স্থানে যাইতে হয়।

বামানুজ ব্রহ্মজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিরই এই গতি বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন।

বশ্যামুখ্যাবী (৪।২।১৮)

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, বৃত্ত্যাব পব উক্তরূপ সাধক ১০১তম নাড়ীর দ্বারা দেহ পবিত্যাগ কবিয়া স্বর্গ্যবান্ অমৃতস্বৰ্ণ করিয়া গমন করে। রাজ্যে বৃত্ত্য হইলেও বান্ অমৃতাবে গমন করে। কাবণ,

উপনিষদে ইহা উক্ত হয় নাই যে, দিবসে মৃত্যু হইলেই বশ্মি অনুসরণ করে।

নিশি ন ইতি চেৎ ন সম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিত্বাৎ

দর্শয়তি ॥ (৪।২।১৯)

শঙ্কবভাষ্য : নিশি ন ইতি চেৎ (যদি কেহ আপত্তি কবেন যে বাত্রে মৃত্যু হইলে জীব সূর্য্যবশ্মি প্রসূসাবে গমন কবে না) ন (ইহা স্বার্থ নহে ; বাত্রে মৃত্যু হইলেও বশ্মি অনুসরণ কবে) সম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিত্বাৎ (যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ নাড়ী ও বশ্মিব সম্বন্ধ থাকে) দর্শয়তি চ (স্তুতি ইহা বলিয়াছেন। ব্যতিকালেও সূর্য্যাব বশ্মি থাকে)। “অমুস্মাৎ আদিত্যাৎ প্রত্যয়ন্তে তে অমুস্মিন্ আদিত্যে নৃপ্তাঃ ।” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।৬।২) অর্থঃ বশ্মিনকল সূর্য্য হইতে বিস্তৃত হইয়া এই সকল নাড়ীতে সংলগ্ন থাকে এবং এই সকল নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ সংলগ্ন থাকে।

বামানুজাশ্রয় : নিশি ন ইতি চেৎ (যদি কেহ আপত্তি কবেন যে, বাত্রে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না) ন (ইহা স্বার্থ নহে) সম্বন্ধস্ত যাবদেহভাবিত্বাৎ (যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ বর্ষ্মকালের সহিত সম্বন্ধ থাকে) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পূর্ব্বের পাপ ঘটি হয়, পবেব পাপ সংলগ্ন হয় না, যে বর্ষ্মকালের ভোগ আবস্ত হইয়াছে, দেহত্যাগের সহিত তাহা নিঃশেষ হয়, সূতবাং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বাত্রে মৃত্যু হইলেও মোক্ষলাভের পক্ষে কোনও বাধা থাকিতে পারে না) দর্শয়তি চ (স্তুতি বলিতেছেন,—‘তস্ত তাবদ্ এব চিরং স্বাবৎ ন বিমোক্ষ্যে

অথ সম্পৎক্ৰে'—ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সেই পর্য্যন্ত
বিস্তৃত হয়, যতক্ষণ দেখে হইতে না মুক্ত হয়, তাহার পূর্ব ব্রহ্মলাভ কবেন।)
শাস্ত্রে বাক্যে মৃত্যুর নিন্দা আছে ইহা সত্য :

“দিবা চ স্তরুপক্ষচ্চ উত্তবায়ণমেব চ ।

মুমূর্ষতাং প্রশস্তানি বিপনীতুং তু গর্হিতম্ ॥”

অহুবান : দিবা, স্তরুপক্ষ এবং উত্তবায়ণ মৃত্যুর পক্ষে প্রশস্ত ।
বিপনীত সময়গুলি গর্হিত ।

কিন্তু এই বাক্য, ঐহাব্য ব্রহ্মবিজ্ঞা অহুশীলন কবেন নাই, তাঁহাদের
প্রতি প্রযোজ্য । ঐহাব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষত
নহে ।

অতঃচ অযনে অপি দ্বিবিণে (৪।২।২০)

শঙ্করভাষ্য : অতঃ (এইজন্ত) দক্ষিণে অযনে অপি (দক্ষিণাধনেব
সময় মৃত্যু হইলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মোক্ষলাভ হয়।) ছান্দোগ্য
উপনিষদে দেবদান পণ্থেব বর্ণনায় আছে—“আপূর্য্যমানপক্ষাৎ যানু
ষড্ উদড্ এতি যাসানু তানু” (ছান্দোগ্য ৪।১৪।৫ , অর্থাৎ
মৃত্যুর পূর্ব আত্মা প্রথমে স্তরুপক্ষকে প্রাপ্ত হন, সেখান হইতে যে ছয়
মাস পূর্য্য উত্তর দিকে গমন কবেন, (উত্তবায়ণেব ছয় মাস) তাহা
প্রাপ্ত হন । মহাভাবতেও দেখা যায় যে, তীক্ষ্ণ শব্দশব্দায় শয়ন কবিয়া
উত্তবায়ণেব ক্ষত অপেক্ষা কবিয়াছিলেন । এজন্ত মনে কন্য উচিত
নহে যে, দক্ষিণাধনে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় না । ঐহাব্য ব্রহ্মজ্ঞান

হইয়াছে, তাঁহার দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও মোক্ষলাভ হইবে। উত্তরাশ্রমণের প্রশংসা অবিদ্বানের পক্ষে প্রযোজ্য। ভীষ্ম অপেক্ষা কবিতাছিলেন আচাৰ্য পালন কবিতার চতুঃ এবং তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু-লাভ কবিতাছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্ত।

বামানুজভাষ্য : নেদে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে চন্দ্রলোকে যাইতে হয়। কিন্তু চন্দ্রলোক গমন কবিলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবৰ্ত্তন কবেন না। চন্দ্রলোকে গমন কবিলেও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে স্মার্তে চ এতে (৪।২।১১)

শঙ্করভাষ্য : গীতা বলিয়াছেন :

“যত্র কালে স্মার্যন্তিঃ স্মার্যন্তিঃ চৈব যোগিনঃ।

প্রযাতা স্মৃতিঃ তং কালং বক্ষ্যামি ভবতর্যভ ॥” (৮।২৩)

অর্থাৎ, যোগিগণের যে সময় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না, এবং যে সময় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয়, তাহা বলিব। ইহাও পব ভগবান বলিয়াছেন,—রাত্রিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু “যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্যতে” অর্থাৎ যোগীদের সম্বন্ধে ইহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। “স্মার্তে চ এতে” যে যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাহাও সম্বন্ধে ইহা স্মৃতিবিহিত নিষয়। তাহাও ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহাও যে সময়েই মৃত্যু হউক, মুক্তি হইবে। কাবণ, বেদ ইহা বলিয়াছেন।

বামাহুজভাষ্য : এবানে কাল শব্দে কালান্ভিমানী দেবতাকে লক্ষ্য কৰা হইয়াছে। কাৰণ, পূৰ্বোদ্ধৃত শ্লোকৰ পৰেব শ্লোক এইৰূপ :

“অগ্নিৰ্জ্যোতিবহঃ শুক্লঃ যথাসা উত্তবায়নন্।

তত্র ব্রহ্মতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।”

অহবান : অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তবায়ণ এই পথে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি গমন কৰিয়া ব্রহ্মকে প্ৰাপ্ত হন।

অগ্নি ও জ্যোতিঃ এই দুই শব্দ বৃত্ত্যৰ সময়কে লক্ষ্য কৰিতে পাবে না। এই দুই শব্দ অগ্নিদেবতা এবং জ্যোতিঃদেবতাকে লক্ষ্য কৰিতেছে। ইহাবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রহ্মলোকেব পথে লইয়া যান। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত কৰা উচিত যে, অহঃ শুক্লঃ প্ৰভৃতি শব্দও বৃত্ত্যৰ সময়কে নির্দেশ কৰে নাই, দিবস-অভিমানী দেবতা, শুক্লপক্ষৰ দেবতা, উত্তবায়ণৰ দেবতাকে লক্ষ্য কৰিতেছে। ইহাবা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিৰ বৃত্ত্যৰ পৰ তাঁহাকে সঙ্গ কৰিয়া লইয়া যান। “আৰ্হে চ এতে”, এই দুই পথ যোগীৰ সৰ্ব্বদা প্ৰবণ বাধা উচিত। “যোগিনঃ প্ৰতি স্বৰ্যোতে”, যোগীকে লক্ষ্য কৰিষা প্ৰতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে।

চতুৰ্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

অর্চিবাদিনা তৎপ্রথিতৈঃ (৪।৩।১)

অর্চিবাদিনা", যাঁহাবা ঐক্ললোকে যাইলেন, তাঁহাবা অর্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি প্রকৃতিব পথ দিয়া গমন করেন। "তৎপ্রথিতৈঃ", অর্চিঃ প্রকৃতি পথ বেধে বিখ্যাত। মুহূৰ্ত্ত পূর তিনটি পথ আছে। যাঁহাবা ব্রহ্মেব উপাসনা করেন তাঁহাবা দেবদান-পথে ব্রহ্মলোকে যান, সেখানে দীর্ঘকাল বাস কবিবাব পৰ মুক্তিলাভ করেন। যাঁহাবা পুণ্য কৰ্ম্ম করেন, কিন্তু ব্রহ্ম উপাসনা করেন না, তাঁহাবা পিতৃদান-পথে চন্দ্রলোকে যান, সেখানে স্বর্গগ্রহ ভোগ করেন এবং পুণ্য ফুটাইলে আবার পৃথিবীতে মহাশয় বা পশু হইবা জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় পথ, যাঁহাবা ব্রহ্ম উপাসনা কবে নাই, পুণ্য কৰ্ম্মও কবে নাই, তাঁহাবা মৃত্যুব পৰ কীট-পতঙ্গ হইবা জন্মগ্রহণ কবে। এই শ্রমে দেবদান-পথেব কথা হইতেছে। এই পথে বিভিন্ন দেবতা নৃত ব্যক্তিব আত্মাকে কিছুদূর সঙ্গে কবিবা লইবা যান, অগ্নি দেবতা কিছুদূর লইয়া যান, দিবসেব দেবতা ও গুহপক্ষেব দেবতা কিছুদূর লইয়া যান। বেদে বিভিন্ন স্থানে এই পথেব উল্লেখ আছে। কোথাও স্বেচ্ছাতিঃ দেবতাব নাম উল্লেখ কবিবা এই পথ নির্দেশ কবা হইরাছে, কোথাও দিবসেব দেবতাব নামে। বিভিন্ন স্থানে পথেব বর্ণনার মধ্যেও কিছু প্রভেদ আছে। এই সকল বিভিন্ন

নাম দেখিয়া বিভিন্ন পথ মনে হইতে পারে। কিন্তু পথ একই। পথের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবতাব অধিকার থাকে। বেদের বিভিন্ন স্থানে পথের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আছে, এ জন্য বর্ণনায় প্রভেদ আছে।

বায়ুম্ অক্ষাৎ অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ (৪।৩।২)

শঙ্করভাষ্য : দেবদান পথে ‘অক্ষাৎ’ অর্থাৎ সংবৎসরের পথে ‘বায়ুম্’ বায়ুকে সন্নিবেশ করিতে হইবে। “অবিশেষবিশেষাভ্যাম্”, বেদের একস্থানে দেবদান পথে বায়ু’ উল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু পথের ঠিক কোন স্থানে বায়ু অবস্থিত, তাহা বলা হয় নাই। অন্তত ‘বিশেষ’ ভাবে বলা হইয়াছে যে, স্থানের ঠিক পূর্বেই বায়ু অবস্থান।

বামাহুজভাষ্য : দেবদান পথের বর্ণনায় সংবৎসর এবং সূর্যের মধ্যে বেদের একস্থানে দেবলোকেব উল্লেখ আছে, অন্তত বায়ুলোকেব উল্লেখ আছে। দেবতাগণের বায়ুও একটি আবাসস্থান। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, ‘দেবলোক’ এবং ‘বায়ুলোক’ শব্দে একই স্থানকে অবিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বলা হয় নাই কোন দেবলোক। যে স্থলে বায়ু উল্লেখ আছে, সেখানে বিশেষ ভাবে বায়ুরূপ দেবলোকেব উল্লেখ করা হইয়াছে। বামাহুজ ছান্দোগ্য, বৃহদাবণ্যক এবং কৌষীতকি উপনিষদের কয়েকটি বাক্য আলোচনা করিয়া দেবদান পথের প্রথমংশ এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন : (১) অগ্নি, (২) দিবস, (৩) তরুণক (৪) উত্তরায়ণ

চতুৰ্থ অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

অৰ্চিৰাদিনা তৎপ্ৰথিতে: (৪।৩।১)

অৰ্চিৰাদিনা", যাঁহাবা ব্ৰহ্মলোকে যাইবেন, তাঁহাবা অৰ্চিঃ অৰ্থাৎ অগ্নি শ্ৰদ্ধতিৰ পথ দিয়া গমন কৰেন। "তৎপ্ৰথিতে:", অৰ্চিঃ শ্ৰদ্ধতি পথ বেধে বিখ্যাত। মৃত্যুৰ পৰা তিনিটি পথ আছে। যাঁহাবা ব্ৰহ্মেৰ উপাসনা কৰেন তাঁহাবা দেবদান-পথে ব্ৰহ্মলোকে যান, সেখানে দীৰ্ঘকাল বাস কৰিবাব পৰা মুক্তিলাভ কৰেন। যাঁহাবা পুণ্য কৰ্ম কৰেন, কিন্তু ব্ৰহ্ম উপাসনা কৰেন না, তাঁহারা পিতৃদান-পথে চন্দ্ৰলোকে যান, সেখানে স্বৰ্গস্থ ভোগ কৰেন এবং পুণ্য ফুৰাইলে আবার পৃথিবীতে মনুষ্য বা পশু হইবা জন্মগ্ৰহণ কৰেন। তৃতীয় পথ, যাঁহাবা ব্ৰহ্ম উপাসনা কৰে নাই, পুণ্য কৰ্মও কৰে নাই, তাঁহাবা মৃত্যুৰ পৰা কীট-পতঙ্গ হইবা জন্মগ্ৰহণ কৰে। এই শূন্যে দেবদান-পথেৰ কথা হইতেছে। এই পথে বিভিন্ন দেবতা মৃত ব্যক্তিৰ আত্মাকে কিছুদূৰ সঙ্গে কৰিয়া লইবা যান, অগ্নি সেবতা কিছুদূৰ লইবা যান, দিবসেৰ দেবতা ও স্তৰূপক্ষেৰ দেৱতা কিছুদূৰ লইবা যান। বেদে বিভিন্ন স্থানে এই পথেৰ উল্লেখ আছে। কোথাও জ্যোতিঃ দেবতাৰ নাম উল্লেখ কৰিবা এই পথ নিৰ্দেশ কৰা হইয়াছে, কোথাও দিবসেৰ দেবতাৰ নামে। বিভিন্ন স্থানে পথেৰ বৰ্ণনাৰ মধ্যও কিছু প্ৰভেদ আছে। এই সকল বিভিন্ন

নাম দেখিয়া বিভিন্ন পথ নেন হইতে পারে। কিন্তু পথ একই। পথেব বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দেবতাব অধিকার থাকে। বেদের বিভিন্ন স্থানে পথেব বিভিন্ন অংশেব বর্ণনা আছে, এ জন্ত বর্ণনাব প্রভেদ আছে।

বায়ুম্ অক্ষাৎ অবিশেষবিশেষাভ্যাম্ (৪।৩।২)

শব্দবভাষ্য : দেবযান পথে ‘অক্ষাৎ’ অর্থাৎ সংবৎসরেব পথে ‘বায়ুম্’ বায়ুকে সন্নিবেশ করিতে হইবে। “অবিশেষবিশেষাভ্যাম্”, বেদেব একস্থানে দেবযান পথে বায়ু’ উল্লেখ নাজ আছে, কিন্তু পথেব ঠিক কোন্ স্থানে বায়ু অবস্থিত, তাহা বলা হয় নাই। অত্য় ‘বিশেষ’ ভাবে বলা হইয়াছে যে, সূর্য্যেব ঠিক পূর্বেই বায়ু অবস্থান।

বামানুজভাষ্য : দেবযান পথেব বর্ণনায সংবৎসর এবং সূর্য্যেব মধ্যে বেদেব একস্থানে দেবলোকেব উল্লেখ আছে, অত্য় বায়ুলোকেব উল্লেখ আছে। দেবতাগণেব বায়ুও একটি আবাসস্থান। এজন্ত বুঝিতে হইবে যে, ‘দেবলোক’ এবং ‘বায়ুলোক’ শব্দে একই স্থানকে অবিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বলা হয় নাই কোন্ দেবলোক। যে স্থলে বায়ু’ উল্লেখ আছে, সেখানে বিশেষ ভাবে বায়ুরূপ দেবলোকেব উল্লেখ করা হইয়াছে। বামানুজ ছান্দোগ্য, বৃহদাব্যাক এবং কৌষীতবি উপনিষদেব কয়েকটি বাক্য আলোচনা করিয়া দেবযান পথেব প্রথমংশ এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন : (১) অগ্নি, (২) দিবস, (৩) শুক্রপক্ষ (৪) উত্তরায়ণ

(৫) বৎসর, (৬) বায়ু এবং (৭) আদিত্য। এই সকল দেবতার অধিকাবতুষ্ক প্রদেশেব মধ্য দিয়া জীব মৃত্যুব পব গমন কবে।

তড়িতোহদিবকণঃ সম্বন্ধাৎ

তড়িতেব পব বকণ। কাবণ, তড়িৎ ও ককণেব সহিত সম্বন্ধ আছে। বিদ্যুতেব পব বৃষ্টি হব। বক্ৰণ জলেব দেবতা। দেবযান পথেব আদিত্যেব পববর্তী অংশ এইরূপঃ (১) চন্দ্র (২) বিহ্বাৎ, (১০) বকণ, (১১) ইন্দ্র, (১২) প্রজাপতি (১৩) ব্রহ্ম।

আতিবাহিকাঃ তল্লিঙ্গাৎ (৪।৩।৪)

শব্দভাষ্যঃ দেবযান-পথে অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি যে সকল শব্দ পাণ্ডবা যায়, তাঁহাবা “আতিবাহিকাঃ” অর্থাৎ তাঁহাবা মৃত ব্যক্তিব আত্মাকে বহন করিয়া লইয়া যান, “তল্লিঙ্গাৎ” সেকণ চিহ্ন বেদে পাণ্ডবা যায়। বেদ বলিযাছেন, “চন্দ্রনসো বিদ্বাতঃ তৎপুরুষোহমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪।১৫।৫), অর্থাৎ চন্দ্র হইতে বিহ্বাৎ, তিনি অমানব পুরুষ, তিনি জীবকে ব্রহ্ম পর্যন্ত লইয়া যান। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্বাতেব পূর্বে অগ্নি, দিবস প্রভৃতি যে সকল মান উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাবাও জীবকে দেবযান পথে বহন করিয়া লইয়া যান। প্রভেদেব মধ্যে বিদ্বাৎ হইতেছেন অমানব পুরুষ, অন্য সকলে মানব পুরুষ।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ (৪।৩।৫)

শব্দভাষ্যঃ ‘উভয়ব্যামোহাৎ’ মৃত্যুব সময় জীব অচেতন থাকে, অগ্নি, দিবস, কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতি বস্তু সকলও অচেতন, ‘তৎসিদ্ধেঃ’

অতএব জীবের সাহায্যে গমন “সিদ্ধ” হয়, তদ্ব্যক্ত বৃত্তিতে হইবে যে, বেদে অগ্নি, দিবস, সুর্যপক্ষ প্রভৃতি অচেতন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয় নাই। ঐ সকল বস্তুর সচেতন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মৃত ব্যক্তির জীবাত্মাকে নিজ নিজ অধিকারের মধ্য দিয়া লইয়া যান। মৃত্যুর সময় ইঞ্জির সকলের বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, জীব অজ্ঞান হইয়া যায়। জীবের তখন নিজ হইতে সাইবার ক্ষমতা থাকে না। দেবতারা তাহাকে লইয়া যান, যেমন মুচ্ছিত ব্যক্তিকে অন্য দোকোবা ধরিয়া লইয়া যায়। দিবস পক্ষের সাধাবণ অর্থ গ্রহণ না করিবার আর একটি কারণ এই যে যিনি দেবদান-পথে সাইবেন, তাঁহার দিবসে মৃত্যু হইবে অথবা ব্যক্তিগত মৃত্যু হইবে তাহার স্থিতি নাই, ব্যক্তিগত মৃত্যু হইলে দিবস পর্য্যন্ত বিলম্ব হয় না; ইহাও উক্ত হইয়াছে। অতএব দিবস, সুর্যপক্ষ প্রভৃতি অর্থ দিবসসভিম্বানী দেবতা, সুর্যপক্ষ-অভিম্বানী দেবতা ইত্যাদি।

বাধ্যতামতান্তে এই নৃত্য নাই।

বৈদ্যাতেন এব ততঃ তচ্ছূভে: (৪।৩।৬)

ততঃ (বিদ্যাৎ লোক হইতে) বৈদ্যাতেন এব (বিদ্যাৎ অভিম্বানী, দেবতার দ্বারা,—জীব বাহিত হয়) তচ্ছূভে: (ঐতিহ্যে ইহা উক্ত হইয়াছে।) বিদ্যাতেন পব এবং ব্রহ্মলোকের পূর্বে বরণ, ইন্দ্র, প্রজাপতির উল্লেখ আছে। বরণ, ইন্দ্র প্রভৃতি জীবকে বহন করেন না, বিদ্যাৎপুরুষই বহন করেন,—বরণ, ইন্দ্র প্রভৃতি বাধা দেন না, অথবা অন্য প্রকারে সাহায্য করেন মাত্র।

কার্য্যং বাদরিঃ অস্ত্র গত্যুপপন্তে: (৪।৩।৭)

শঙ্করভাষ্য : দেবগান-পথেব শেষে উল্লেখ আছে, “ন এনান্ ব্রহ্ম-
গময়তি,” অর্থাৎ সেই বৈদ্যুত পুরুষ জীবগণকে ব্রহ্ম পর্যান্ত লইয়া যান।
আচার্য্য বাসবির বলেন, এই ব্রহ্মশব্দেব অর্থ পবব্রহ্ম নহে, কার্য্যঃ”
অর্থাৎ পরব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট চতুশ্মুখ ব্রহ্মা। “অন্ত গত্যুপপত্তেঃ,” চতুশ্মুখ
ব্রহ্মাব নিবট গমনই যুক্তিযুক্ত, পবব্রহ্ম সর্বত্র বর্তমান তাঁহাব নিবট
গমন কবা যুক্তিযুক্ত নহে।

বামাহুজভাষ্য : বাসবির মত এই যে, যাঁহাবা চতুশ্মুখ ব্রহ্মাব
উপাসনা কবেন, তাঁহাবাই দেবগান-পথে গমন কবেন। যাঁহাবা
পবব্রহ্মেব উপাসনা কবেন, তাঁহাদেব গতি যুক্তিযুক্ত হয় না। কাবণ,
পরব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান।

বিশেষিতত্ত্বাৎ চ (৪।৩।৮)

শঙ্করভাষ্য : স্রুতি বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্মলোকান্
গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পবা পবাবতো বসন্তি” (বৃহদাবগ্যক
উপনিষদ, ৬।২।১৫), অর্থাৎ সেই বৈদ্যুত পুরুষ জীবগণকে ব্রহ্মলোকে
লইয়া গান, তাঁহাবা সেখানে হিবণ্ডগর্ভেব দীর্ঘ বৎসব সকল ধবিয়া
বাস কবেন,। এখানে ব্রহ্মলোক শব্দে বহুবচন থাকায় যুক্তিতে
হইবে যে, চতুশ্মুখ ব্রহ্মাব লোবই লইয়া যান।

বামাহুজভাষ্য : যাঁহারা চতুশ্মুখ ব্রহ্মাব উপাসনা কবেন, তাঁহা-
দিগকে চতুশ্মুখ ব্রহ্মাব লোকে লইয়া যাওয়া হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত।

সামীপ্যাৎ তু তদব্যপদেশঃ (৪।৩।৯)

শঙ্করভাষ্য : চতুশ্মুখ ব্রহ্মা পরব্রহ্মেব সমীপে থাকেন, এজন্ত
তাঁহাকে ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত কবা হয়।

বামাহুজভাষ্য : বেদ বলিয়াছেন, “স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি” অর্থাৎ তিনি (বৈদ্ব্যাত্ত পুরুষ) জীবদ্ভিগকে ব্রহ্মেব নিবট্ট শইয়া যান। যদি চতুর্মুখ ব্রহ্মাব নিকট শইয়া যাইতেন, তাহা হইলে বদা উচিত ছিল “ব্রহ্মাণং গময়তি”। কিন্তু এখানে চতুর্মুখঃ ব্রহ্মাকেই ব্রহ্মগন্ধে অভিহিত কবা হইয়াছে, ফাবণ তিনি ব্রহ্মেব নিবট্টবর্তী। বেদ বলিয়াছেন “যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং” অর্থাৎ পবব্রহ্ম সর্ক প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কবিয়াছিলেন।

কার্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃপরম্
অভিধানাৎ (৪।৩।১০)

বেদে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহাবা দেবযান-পথে গমন করেন, তাঁহারা আব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কবেন না, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মলোক চিরস্থায়ী নহে, মহাপ্রলয়েব সময় ব্রহ্মলোকেবও ধ্বংস হয়। এষা মনে হইতে পাবে যে, দেবযান-পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত নহে। এই আশঙ্কার উত্তবে এই শ্লোকে বলা হইতেছে, “কার্যাত্যবে”, কার্য অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মার অত্যব অর্থাৎ তিরোধান হইলে “তদধ্যক্ষেণ সহ” সেই ব্রহ্মলোকেব অধ্যক্ষেণ (ব্রহ্মাব) সহিত, “অতঃপরম্” (ব্রহ্মলোকেব পরবর্তী মোক্ষধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাব সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন “তৎ বিক্ষোঃ পরমং পদম্”), অভিধানাৎ (কারণ বেদ বলিয়াছেন যে, দেবযান-পথে গেলে আব কিরিয়া আসে না)।

স্বভেঃ চ (৪।৩।১১)

স্বতি এষেত ইহা উক্ত হইয়াছে। যবা,—

দেহ ত্যাগ কবিয়া দেবদান পথে গমন কবিলে পবনজ্যোতিঃ বা পবনাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং নিজ স্বরূপে অভিযুক্ত হয় ।

ন চ কার্যো প্রতিপত্ত্যাভিসন্ধিঃ (৪।৩।১৪)

শঙ্কবভাষ্য : কার্যো (উৎপত্তিশীল বা চতুর্ন্যূথ ব্রহ্মাতে) ন প্রতিপত্ত্যাভিসন্ধিঃ (গতি কখনও অভিপ্রেত হইতে পারে না) । বেদে যেখানে মোক্ষের উপদেশ আছে, সেখানে ব্রহ্মার নিকট গমন কখনও অভিপ্রেত হইতে পারে না । এখানে দুইটি মতের উল্লেখ করা হইল । বাসবির মত এই যে, দেবদান পথে ব্রহ্মার লোকে যাইতে হয় ; জৈমিনির মত এই যে, দেবদান পথে পবনব্রহ্মের নিকট যাইতে হয় । শূদ্রকার বেদব্যাঙ্গের মত এই যে বাসবির মতই সত্য, জৈমিনির মতটি সত্য নহে । কাবণ, পবনব্রহ্ম সর্বত্র বিद्यমান, তাঁহার নিকট যাইতে হইবে এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে । মোক্ষের প্রাপ্তি দেবদান-পথের উল্লেখ আছে বলিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, দেবদান-পথে পবনব্রহ্মের নিকট যাইবার কথা আছে । কাবণ, মোক্ষের পথে চতুর্ন্যূথ ব্রহ্মার লোকে যাওয়া অসম্ভব নহে । বেদে এরূপ কথা আছে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয় প্রভৃতি হয়,—সেখানে ব্রহ্মকে সর্বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । আবার ব্রহ্মকে নির্দ্বিগ্ন-বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা : নিরুদয়-নির্জিহ্বা-শান্ত ইত্যাদি । সর্বিশেষ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য এবং নির্দ্বিগ্ন-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সর্বিশেষ-শ্রুতিবাক্য নির্দ্বিগ্নের শ্রুতিবাক্যের অঙ্গ । নির্দ্বিগ্নের শ্রুতিবাক্য এক

অধিতীয় ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে, এইরূপ ব্রহ্মকে পাইলে আর কিছু আকাংক্ষার বস্তু পাইতে বাবি থাকে না। সবিশেষ শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য জগতেব সকল দ্রব্য ব্রহ্মায়ুক হৈহাই প্রতিপাদন করা। ব্রহ্মেব অনেক প্রকার শক্তি আছে, ইহা প্রতিপাদন করা ঐ সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। জীব পবব্রহ্মেব নিকট গমন কবে এই যত গ্রহণ কবিলে বলিতে হইবে যে, জীব ব্রহ্মেব অবয়ব অথবা ব্রহ্মেব বিকার, অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন,—বিস্তৃত এই জিবিধ কল্পনাই দোষযুক্ত। যদি কত্ব ও ভোক্তব্য জীবের স্বভাব হয়, যদি জীব জ্ঞানগম্য ব্রহ্মেব সহিত এক না হন, তাহা হইলে কিছুতেই জীবের মোক্ষ হইতে পাবে না। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ প্রত্যক্ষাদি ব্যবহাৰ হয়; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল ব্যবহাৰ লোপ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দেবযান-পথে গতি হইতে পাবে না, কোন পথেই গতি হইতে পাবে না। সত্ত্ব গ বিদ্যাব উপাসনা কবিলে মৃত্যুর পৰ জীবের দেবযান প্রভৃতি পথে গতি হয়। পঞ্চাধিবিদ্যা, অথবা সত্ত্ব ব্রহ্মবিদ্যাব ফলে গতি হইতে পাবে। নিষ্ঠুৰ ব্রহ্মবিদ্যাব ফলে গতি হইতে পাবে না। ব্রহ্ম যদিও একই বস্তু, তথাপি দুই প্রকারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সকল বিশেষ নিষেধ কবির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে পবব্রহ্মের উপদেশ। যেখানে অবিন্যাকৃত উপাধিযুক্ত ব্রহ্মেব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে অপব ব্রহ্মেব উপদেশ।

বানামূল এই সূত্র এই ভাবে লিখিয়াছেন :

ন চ কার্যো প্রত্যভিসন্ধিঃ

গৈমিনিব যত এই যে, দেবযান-পথ দ্বারা “কার্যব্রহ্ম” অর্থাৎ চতুর্থ

ব্রহ্মান নিকট যাওয়া হয় ইহা বেদেব ‘অভিসন্ধি’ বা উপদেশ নহে ;
পবত্রস্তেব নিকট যাওয়া হয়, ইহাই উদ্দেশ্য ।

অপ্রতীকালঘনান্ নযতি ইতি বাদারায়ণঃ

উভযথা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ (৪।৩।১৫)

শঙ্করভাষ্য : যাঁহারা সাক্ষাৎ নিষ্ঠূর্ণ পবত্রস্তেব উপাসনা করেন,
তঁাহাদের মৃত্যাব পব কোথাও গতি হয় না, মৃত্যাব সময়ই মোক্ষ হয় ।
যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তঁাহাদের দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত
করা হইয়াছে : যাঁহারা প্রতীক আলম্বন ব্যতীত উপাসনা করেন
(অপ্রতীকালঘনান্ *) তঁাহাদের মৃত্যাব পব বৈদ্যুত পৃকষ ব্রহ্মলোকে
গইয়া যান (নযতি), ইহাই আচার্য্য বাদবাহণেব মত (সূত্রকাব
ব্যাসদেবেব ইহা সিদ্ধান্ত), যাঁহারা প্রতীক আলম্বনপূর্বক উপাসনা
করেন, তঁাহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয় না, অন্ত্রলোকে গতি হয় ।
‘উভযথা অদোষাৎ’, প্রতীক উপাসনা কবিলে এক প্রকার গতি হইবে,
প্রতীকেব সাহায্য ব্যতীত উপাসনা কবিলে অন্য প্রকার গতি হইবে,
এই দুই প্রকার গতি করনা কবিলে কোনও দোষ হয় না । ‘তৎক্রতুঃ
চ’, যে উপাসক যেরূপ ধ্যান করেন, তঁাহাব সেইরূপ গতি হয়, ইহাই
সাধাবণ নিয়ম . কাবণ, বেদ বলিযাছেন, “তৎ যথা যথা উপাসতে তৎ
এব (ভবন্তি)” অর্থাৎ তঁাহাকে যাঁহারা যে ভাবে উপাসনা করেন,
তঁাহারা তাহাই হন ।

* সূর্য্য, আবাহন বা অন্য কোনও বস্তকে ব্রহ্ম বলিযা উপাসনা
কবিলে প্রতীক আলম্বনপূর্বক উপাসনা করা হয় ।

বামাহুজ-ভাবে এই সৃষ্টি একটু বিভিন্ন প্রকারে দেওয়া হইয়াছে :
 “অপ্রতীকালধনান্ ময়তি ইতি বাদবায়ণ উভয়া চ দোষাৎ তৎক্রভূশ্চ” ।
 বামাহুজ বলিয়াছেন যে, এই সৃষ্টি আচার্য্য বাদবায়ণের এইরূপ সিদ্ধান্ত
 স্থাপন করা হইয়াছে,—যাঁহারা ঈশ্বরের সৃষ্ট কোনও বস্তুকে উপাসনা
 করেন, তাঁহাদের দেবদান-পথে গমন হয় না। অপরপক্ষে প্রতীক
 আলম্বনের সাহায্যে “পরব্রহ্মকে” উপাসনা করিলেও দেবদান-পথে
 গতি হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট কোনও বস্তুকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা
 করিলে শ্রেষ্ঠ গতি (অর্থাৎ দেবদান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি)
 হয় না। যাঁহারা প্রতীক আলম্বনের সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মের উপাসনা
 করেন, অথবা যাঁহারা দেহ ইন্দ্রিয়মন প্রভৃতি বস্তু হইতে ভিন্ন বেবশ
 আত্মাকে ব্রহ্মের অংশরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ গতি
 হয়। ‘উভয়া চ দোষাৎ’ অর্থাৎ উভয় পক্ষেই দোষ আছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট
 বস্তুকে উপাসনা করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, এই মতেও দোষ আছে।
 কেবল পরব্রহ্মকে উপাসনা না করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না এই মতেও দোষ
 আছে। ‘তৎক্রভূঃ চ’ যে ভাবে উপাসনা করা হয়, সেই ভাব প্রাপ্তি
 হয়। সুতরাং শুদ্ধ আত্মার উপাসনা করিলেও ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। কারণ
 শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ এক প্রকার (উভয়েই জ্ঞানময়
 বস্তু)।

বিশেষঃ চ দর্শয়তি (৪।৩।১৬)

শঙ্করভাষ্য : বিশেষঃ চ (পাঠ্যক্যে) দর্শয়তি (বেদ দেখাইয়াছেন) ।
 বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতীকোপাসনার ফল অল্প প্রকার।
 “স যো নান ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে, যাবৎ নানো গতং তত্র অস্ত

যথাকামচাবো ভবতি যো নাম ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে” (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১।৬), অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, নামের যতদূর গতি ততদূর তাহার ইচ্ছামত গতি হয়। তাহার পব বলা হইয়াছে যে, নাম অপেক্ষা বাক্য বড় যে ব্যক্তি বাক্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, বাক্যের যতদূর গতি, তাহার ততদূর ইচ্ছামত গতি হয়। তাহার পব বলা হইয়াছে যে, বাক্য অপেক্ষা মন বড় ইত্যাদি। সুতরাং প্রতীক আলম্বন পূর্বক উপাসনা করিলে ফলেব ভাবভব্য হয়। প্রতীক আলম্বন ব্যতীত ব্রহ্মের উপাসনা করিলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষলাভ হয়।

বামাত্মজও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে পূর্বোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি এইভাবে বাদব্যাখ্যের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেনঃ যাহাবা কোনও অচেতন বস্তু অথবা অচেতন মিশ্রিত চেতন বস্তুকে উপাসনা করে, তাহাদের দেবযান-পথে গতি হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ

সম্পত্ত আবির্ভাবঃ যেন শব্দাৎ (৪৪১১)

মোক্ষলাভপ্রসঙ্গে বেন বলিয়াছেন “এবন্ এব এমঃ সম্প্রসাদঃ অন্যাৎ শব্দীবাং সমুখায় পবং জ্যোতিঃ উপসম্পত্ত যেন ক্লপেণ অভিনিম্পত্ততে” (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩), অর্থাৎ এই প্রকারে এই জীব এই শবীর হইতে উৎপিত হইয়া পবত্রককে প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে আবির্ভূত হন। এইখানে সংশয় হইতে পারে, স্বর্গলোকে জীব যেমন নূতন দেহ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ পবত্রককে প্রাপ্ত হইলে কোনও নূতন দেহ প্রাপ্ত হন কি ? ইহাব উত্তর এই হইতে দেওয়া হইয়াছে। “সম্পত্ত আবির্ভাবঃ” সম্পত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া যে আবির্ভাব হয় অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মপ প্রকাশ হয়, তাহা কোনও আগন্তক রূপ নহে, “যেন শব্দাৎ” কাবণ, বেন “যেন” শব্দ ব্যবহার কবিয়াছে। যদি কোনও নূতন দেহ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে “যেন” শব্দ ব্যবহার হইত না।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ (৪৪১২)

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে যে নিজ স্বরূপেব আবির্ভাব, তাহা সকল ব্রহ্মন হইতে বিমুক্ত। “প্রতিজ্ঞানাৎ” কারণ, বেদে ঐ স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যতক্ষণ জীব দেহসংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ নানাবিধ দুঃখ পায়, কেহ অন্ধ হয়, বোদন করে, ইত্যাদি। তাহাব পব দেহসংযুক্তবিমুক্ত

হইলে প্রিয় বা অপ্রিয় এরূপ বোধ থাকে না, “অশরীরং বাব সন্তং ন
প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশ্যতঃ” (ছান্দোগ্য ৮।১২।১)। তাহাব পর শ্রুতি
বলিয়াছেন, “স্বেন রূপেণ অভিনিম্পদ্যতে” (৮।১২।৩) অর্থাৎ এই যে,
জীবের নিজস্বরূপ, ইহা সকল বেদেব বস্তু হইতে মুক্ত।

আত্মা প্রকরণাৎ (৪।৪।৩)

শঙ্করভাষ্য : পূর্বেব (৪।৪।১) হুত্রে এই উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত
হইয়াছে, “অস্মাৎ শরীরাত্ সন্মুখায পবং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য বেন
রূপেণ অভিনিম্পদ্যতে” (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩), অর্থাৎ জীব এই শরীর
হইতে উৎখিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বরূপে আবির্ভাব
হয়। এখানে ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের অর্থ ‘আত্মা’। “প্রকরণাৎ” বাবণ,
এখানে আত্মার প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্যের পূর্বে
শ্রুতি বলিয়াছেন, ‘য আত্মা অপহতপাপুমা বিজবো বিমূঢ়াঃ’ (ছান্দোগ্য,
৮।৭।১), অর্থাৎ যে আত্মা (পরমাত্মা) সকল পাপ হইতে মুক্ত, তাহাব
জবা নাই মূঢ়্য নাই। অতএব এখানে আত্মার কথা হইতেছে।

বায়াহুজভাষ্য : জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণজীবাত্মার স্বাভাবিক।
জীব যে সকল অগ্নায় কন্ম ববে, তাহাতে তাহাব এই সকল গুণ আবৃত
থাকে। যখন জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার স্বরূপ
প্রকাশিত হয়, এবং তাহাব জ্ঞান, আনন্দ, প্রভৃতি গুণ আবির্ভূত হয়।

অনিভাগেন দৃষ্টবাৎ (৪।৪।৪)

শঙ্করভাষ্য : জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন পরমাত্মা
হইতে ভিত্তাবে অবস্থান করে, অথবা একভাবে অবস্থান করে ॥ ইহাব

উত্তরে এই সূত্রে বলা হইয়াছে ‘অবিভাগেন’ । অর্থাৎ জীব ও পবমায়্যাব মধ্যে কোনও বিভাগ থাকে না । ‘দৃষ্টদ্বাং’, স্রুতিতে এইরূপ বাক্য দেখা যায়, ‘তৎ স্বন্ অসি’ (তুমিই ব্রহ্ম) ‘অহং ব্রহ্মান্মি’ (আমি ব্রহ্ম) ।

বামাহুজভাষ্য : পবমায়্যা হইতেছেন জীবায়্যাব আত্মা, একজ্ঞ জীবায়্যা মুক্তিলাভ কবিলে পবমায়্যা হইতে নিজকে বিভক্ত বলিয়া মনে কবে না । বিভক্ত বোধ না কবিলেও জীবায়্যা যে পবমায়্যাব সহিত এক হইয়া যায় না, তাহা নিম্নলিখিত স্বত্র হইতে বুঝিতে পাওয়া যায় “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” (২।১।২২) “অধিকোপদেশাৎ” (৩।৪।৮) ।

ব্রাহ্মেন জৈমিনিঃ উপত্নাসাদিত্যঃ (৪।৪।৫)

‘ ব্রহ্মলাভ হইলে জীবের যে স্বরূপ হয়, তাহা “ব্রাহ্ম” রূপ, অর্থাৎ তাহাতে কোনও পাপ থাকে না, এবং সর্বজ্ঞত্ব সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ থাকে । “জৈমিনিঃ”, ইহা আচার্য্য জৈমিনির মত । “উপত্নাসাদিত্যঃ”, কাবণ, মুক্ত আত্মা সম্বন্ধে এই সকল গুণের উপত্নাস বা উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায় । “এষ আত্মা অপহতপাপ্মা”—এই আত্মার পাপ থাকে না । “সত্যকামঃ সত্যসংবল্লঃ”, এই আত্মা যাহা কামনা করে সব সত্য হয় ।

বামাহুজ বলিয়াছেন যে, পবব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীবের যে স্বরূপের আবির্ভাব হয় তাহা কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে ; নিষ্পাপত্ব, সত্যবানত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের যে সকল গুণ আছে, মুক্ত জীবের সেই সকল গুণ আবির্ভূত হয় ।

চিতিতম্বাত্রেণ তদাত্মকত্বাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ (৪।৪।৬)

আচার্য্য ঔড়ুমোমিন মত এই যে, মুক্ত জীবের স্বরূপ “চিতিতন্মাত্র” অর্থাৎ সব বিশেষ বহিত কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ “উদাত্তভাৱ” কাবণ, এই স্বরূপই জীবের আত্মা।

এবম্ অপি উপন্তাসাৎ পূর্বভাবাৎ অবিরোধম্ (৪৪৮৭)

(শঙ্কর)—আচার্য্য বাদব্যাগেব মত এই যে, “এবম্ অপি” জীবের স্বরূপ চৈতন্য মাত্র ইহা স্বীকার করিলেও ‘অবিরোধম্’ জীবের নিম্পাপত্ব, সত্যবাস্তব প্রভৃতি গুণ থাকিতে পাবে, উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, “উপন্তাসাৎ” কারণ স্রুতিতে অবিহৃত-স্বরূপ মুক্ত জীবের এই সকল গুণের উল্লেখ আছে “পূর্বভাবাৎ” কাবণ মুক্তির পূর্বে এই সকল গুণ থাকে।

বাস্তবভাৱাঃ—‘এবম্ অপি’ অর্থাৎ ইহা স্বীকার করিলেও (যে কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ) এই ‘এবম্ অপি’ গদ্য দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাদব্যাগেব ইহা মত নহে যে কেবল চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। স্রুতিতে আত্মা সবক্ষে বলা হইয়াছে, “প্রজ্ঞানমন এব” ইহাব অর্থ একরূপ নহে যে, চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। ইহাব অর্থ এই যে, আত্মার এমন কোনও অংশ নাই, যাহা জড়ের দ্বারা নিজ প্রকাশের জন্য অস্ত্র বস্ত্র উপব নির্ভব করে,—সমগ্র আত্মাই স্বপ্রকাশ। ‘উপন্তাসাৎ পূর্বভাবাৎ’ ইহাব অর্থ এইরূপ,—‘উপন্তাসাৎ’ অর্থাৎ স্রুতিতে যখন উপন্তাস বা উল্লেখ আছে, তখন পূর্বে উল্লিখিত নিম্পাপত্ব সত্যকাণ্ড প্রভৃতি গুণের ‘ভাব’ অর্থাৎ সম্ভাব স্বীকার করিতে হইবে।

সংকল্পাৎ এব তু তচ্ছ ত্তেঃ (৪৪৮৮)

শঙ্কবভাগ্য : ছান্দোগ্য উপনিষদে আশ্রিত্য পুরুষ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সংকল্পাৎ এব অস্ত পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠতি” (৮.২।১), অর্থাৎ তিনি যদি পূর্বপুরুষগণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহান ইচ্ছামাত্র পূর্বপুরুষগণ উদ্ভিত হইবেন। পূর্বপুরুষগণের উৎপত্তির জন্ত ইচ্ছা বা সংকল্প ভিন্ন আর কিছুই প্রয়োজন হইবে না—“সংকল্পাৎ এব”, কেবল সংকল্প হইতে তাঁহাবা উদ্ভিত হইবেন “ওচ্ছুতেঃ”, কাবণ শ্রুতিতে এইরূপই বলা হইয়াছে।

বামানুজভাষ্য : পিতৃগণ ধেরূপ মুক্তজীবের সংকল্প হইতে উদ্ভিত হন, সেইরূপ মুক্ত জীব অপর দ্বারা যাহা ইচ্ছা করেন, ইচ্ছামাত্র সকলই প্রাপ্ত হন।

অতএব চ অনন্তাধিপতিঃ (৪।৪।৯)

শঙ্কবভাষ্য : “অতএব চ”—এই কাবণ হইতেই বৃত্তিতে পাবা যায়, যে আশ্রিত্য ব্যক্তি “অনন্তাধিপতিঃ”—তাঁহাব অস্ত অধিপতি হয় না।

বামানুজভাষ্য : আশ্রিত্য ব্যক্তি অনন্তাধিপতি হন, ইহাব অর্থ এই যে, তিনি বিধি-নিষেধের যোগ্য থাকেন না। শাস্ত্রের আদেশ পালন করিবাব তাঁহাব কোন প্রয়োজন থাকে না। এইজন্ত শ্রুতি তাঁহাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “স স্ববাচি ভবতি” অর্থাৎ তিনি স্ববাচি হন।

অভাবং বাদবিঃ আহ হি এবম্ (৪।৪।১০)

এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, মোক্ষ লাভ হইলেও মনের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় না, কাবণ মুক্ত অবস্থা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্বপুরুষ-

গণকে কামনা করিলে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাঁহারা উপস্থিত হন।
মন না থাকিলে কামনা বা ইচ্ছা হইতে পারে না। এক্ষণে সংশয়
হইতেছে যে, মুক্ত পুরুষের শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে কি না।
আচার্য্য বাহুরি বলেন, “অভাবঃ” শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে
না, “আহ হি এবম্”—ঋতি ইহা বলিয়াছেন। যথা “মনসা
এতান্ কামান্ পশুন্ বনতে”, অর্থাৎ মনের দ্বারা এই সকল
কামনাব বস্তু দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। যদি শরীর, ইন্দ্রিয়
প্রভৃতি থাকিত, তাহা হইলে ঋতি ইহা বলিতেন না যে,
“মনেব দ্বাবা” দর্শন করে।

ভাবঃ জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ । (৪।৪।১১)

জৈমিনি আচার্য্যের মতে “ভাবঃ” অর্থাৎ মুক্ত অবস্থাতেও জীবের
শরীর থাকে, “বিকল্পামননাৎ” কাষণ, ঋতি বলিয়াছেন যে, মুক্ত
জীব বিবিধ রূপ গ্রহণ করিতে পারেন—“স একধা ভবতি ত্রিধা
ভবতি” (ছান্দোগ্য, ৩।২৩২), অর্থাৎ তিনি একরূপ হন, তিনি
তিন রূপ হন। আত্মা এক, অতএব আত্মা দুই তিন রূপ হইতে পারে না ;
আত্মার উপাধি দুই তিন রূপ হইতে পারে।

দ্বাদশাচরং উভয়বিধং বাদরাযণঃ অতঃ (৪।৪।১২)

শঙ্করভাষ্যঃ অতঃ (যেহেতু কোনও ঋতিবাক্যে মুক্ত জীবকে
অশরীর বলা হইয়াছে, আবার অন্য ঋতিবাক্যে মুক্ত জীবকে বিবিধ
রূপযুক্ত অতএব শরীরযুক্ত বলা হইয়াছে) বাদরাযণঃ (এ জন্ত আচার্য্য
বাদরাযণ এই রূপ সিদ্ধান্ত করেন) উভয়বিধং (মুক্ত জীব শরীরযুক্ত
হইতে পারেন এবং শরীরমুক্তও হইতে পারেন—যখন শরীরযুক্ত

হইতে ইচ্ছা কবেন, তখন শরীরযুক্ত হন—যখন অশরীর হইতে ইচ্ছা কবেন, তখন অশরীর হন) ষাদশাহবৎ (যেমন ষাদশাহ নামক বস্তু সম্প্রদাননাভেও কবা যায়, পুত্রকামনাভেও কবা যায়) ।

বানাহুজ “অতঃ” ইহাব অর্থ করিয়াছেন, “সংকল্পহেতোঃ” । যখন শরীর হইতে সংকল্প কবেন, তখন শরীর হন ; যখন অশরীর হইতে সংকল্প কবেন, তখন অশরীর হন ।

তদ্ব্যভাবে স্বপ্নবৎ উপপত্তিতে (৪।৪।১৩)

শব্দবভাষ্য : “তদ্ব্যভাবে” যখন তদ্ব্য ভাঙে থাকে না, “স্বপ্নবৎ” স্বপ্নেব ছায়া, “উপপত্তিতে” সৃষ্টিযুক্ত হয় । স্বপ্নেব সময় যে সকল বস্তু উপলব্ধ হয়, সে সকল না থাকিলেও উপলব্ধি কবা যায়, সেইরূপ মুক্ত পুরুষেব যখন দেহ থাকে না, তখনও বিবিধ বস্তু উপলব্ধ হইতে পারে ।

বানাহুজভাষ্য : মুক্ত পুরুষ ইচ্ছামাত্র যে সকল পিতৃলোক প্রভৃতি প্রাপ্ত হন, সে সকল পিতৃলোক প্রভৃতি বস্তু তাঁহাব নিজের সৃষ্টি পদার্থ নহে । তিনি সত্যসংকল্প হন, স্মৃতবাৎ ইচ্ছা হইলে সৃষ্টি করিতে পাবেন । কিন্তু স্বপ্নেব সময় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল দৈব কর্তৃক সৃষ্ট হয়, সেইরূপ মুক্ত অবস্থায় বাহ্য দেখেন তাহা দৈব কর্তৃক সৃষ্ট হয় ।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ (৪।৪।১৪)

শব্দবভাষ্য : “ভাবে” যখন মুক্তপুরুষেব শরীর থাকে, “জাগ্রদ্বৎ” জাগ্রত অবস্থায় যেমন বাহ্য জগতে যে সকল বস্তু থাকে সেই সকল বস্তু উপলব্ধি হয়, মুক্ত অবস্থায় সেরূপ বিবিধ বস্তু উপলব্ধি হয় ।

রাযামুজভাষ্য : “জাগ্রৎ” জাগ্রৎ পুরুষেব জ্ঞায় মুক্ত পুরুষঃ,
 “ভাবে” পিতৃলোক প্রভৃতি উপকরণ লইয়া লীলাবস অহুত্ব করেন।
 ঈশ্বর বেদন নিজেব অংশ হইতে দশবৎ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়া
 তাঁহাদের পুত্র প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়াছেন,
 সেইরূপ মুক্ত পুরুষদেব লীলাব জন্ত তাঁহাদের পিতৃলোক প্রভৃতি
 সৃষ্টি করেন,—আবার কখনও বা মুক্ত পুরুষবা নিজেবাই পিতৃলোক
 প্রভৃতি সৃষ্টি করেন।

প্রদীপবৎ আবেশঃ তথাহি দর্শয়তি (৪৪৪১৫)

শঙ্করভাষ্য : ৪৪৪১১ শ্রুত্রে বলা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষ অনেক
 শবীর গ্রহণ করিতে পাবেন। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, সকল
 শবীরগুলিও মধ্যে আত্মা থাকে, অথবা একটি শবীরেই আত্মা থাকে,
 অপব শবীরগুলি কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকাব জ্ঞায় আত্মাহীন থাকে।
 এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত পুরুষ যখন এবাধিক শরীর গ্রহণ
 করেন, তখন যোগবিজ্ঞাপ্রভাবে সকল শরীরেব মধ্যেই তাঁহার
 “আবেশ” থাকে, “প্রদীপবৎ” যেমন এক প্রদীপ লইতে অনেক
 প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ এক আত্মা হইতে সকল শবীরই
 আত্মাসংযুক্ত হয়। “তথা হি দর্শয়তি” শাস্ত্রে এই কথাই দেখান
 হইয়াছে; “মুক্ত পুরুষ একরূপে থাকে, তিনরূপে থাকে” ইত্যাদি
 স্ততিবাক্য পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

রাযামুজভাষ্য : প্রদীপেব আলোক যেমন নিজের অংশ দ্বারা
 দূর্বৎ প্রদেশ আলোকিত করে, সেইরূপ মুক্ত আত্মা তাহার চৈতন্য-
 য় অংশ দ্বারা অনেকগুলি শবীরকে চৈতন্যময় করিতে পাবে।

অথবা আত্মা অণুপরিমাণ হইলেও যেমন তাহার চৈতন্যময় অংশ দ্বারা একটি মানবদেহেব সকল অংশে আত্মাভিমান সৃষ্টি করে, সেইরূপ আত্মা যোগশক্তি প্রভাবে একাধিক শবীবদেহেও চৈতন্যময় কবিত্তে পারে। অমুক্ত জীবের জ্ঞান তাহার পূৰ্ণরূপে বর্ধিত প্রভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য তাহার দেহের বাহিরে প্রসারিত হইতে পারে না। মুক্ত জীবের জ্ঞান সেইরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে না, এজন্য ইচ্ছামত ভিন্ন দেহেও গচ্ছাবিত হইতে পারে।

স্বাপ্যয়সম্প্রস্তুতরাপেকং আবিবৃতাং হি (৪।৪।১৬)

শঙ্করভাষ্য : “স্বাপ্যয়” অর্থাৎ স্মৃতি (যে অবস্থায় “স্ম” অর্থাৎ নিজস্বরূপকে “অপীশো ভবতি” অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) “সম্প্রতি” অর্থাৎ মুক্তি (যে অবস্থায় জীবের ব্রহ্মত্ব “সম্পন্ন” হয়)। “স্বাপ্যয়-সম্প্রস্তুতরাপেকং” অর্থাৎ স্মৃতি বা মুক্তির মধ্যে একটি অবস্থাকে লক্ষ্য কবিয়া বলা হইয়াছে যে, সে অবস্থায় সব একাদেশ হইয়া যায় কোনও প্রভেদ থাকে না। পিতৃলোক প্রভৃতি উৎপত্তির কথা মুক্ত জীব সম্বন্ধে বলা হয় নাই। যাহারা সত্ত্ব ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের স্বর্গাদিলোকের জায়, উৎকৃষ্ট লোকে স্থলভোগকে লক্ষ্য কবিয়া পিতৃলোক প্রভৃতির উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে।

বামহুজভাষ্য : বেদ বলিয়াছেন, “প্রাজ্ঞেন আসন্ন্য সম্প্রবিধক্তঃ ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, ন আস্তবম্” (বৃহদাবগ্যক, ৬৩।২১), অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া বাহু অথবা অন্তরের কিছুই জানে না। এখানে যদি মুক্ত আত্মার জ্ঞানল্যোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষকে কিরূপে সর্বজ্ঞ বলা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর

এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। স্বাভাব্য অর্থাৎ স্বযুগ্ম। সম্পত্তি অর্থাৎ
বৃত্তি। এই শ্রুতিবাক্যে যে জ্ঞানলোপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা
স্বযুগ্ম অথবা বৃত্তির মধ্যে অহতব অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।
যুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা চর্য নাই। স্বযুগ্ম এবং বৃত্ত্যন্ত সময়
কীৰ্ত্তনকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কিছুই অহতব হবে না। ব্রাহ্মজ
কর্তৃবাক্য উক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্বযুগ্ম ও বৃত্ত্যন্ত সময় জ্ঞান
থাকে না, কিন্তু যুক্ত অবস্থায় সর্লজ্ঞত্ব আবির্ভাব হয়।

জগদ্ব্যাপারবর্জ্যং প্রকরণাৎ অসমিহিতত্বাৎ চ (৪।৪।১৭)

শব্দভাব্য : বাহ্যবা সত্ত্ব ব্রহ্মেন উপাসনা কবেন, তাঁহাবা
দৈবরবে সাবুজ্য লাভ কবেন—দৈবরবে সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান
কবেন, তাঁহাবা অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি দৈবরবে শক্তি লাভ কবেন,
“অগদ্ব্যাপারবর্জ্যং” জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপারে যে শক্তির
প্রয়োজন, সে শক্তি লাভ কবেন না।

ব্রাহ্মজভাব্য : যুক্ত পুরুষ জগৎসৃষ্টি প্রকৃতির শক্তি পান না।
ব্রহ্মকে অহতব করিবাব জন্ত যতখানি শক্তির প্রয়োজন হয়, কেবল
ততখানি শক্তি পান। “প্রকরণাৎ”, যেখানে বেদে জগৎসৃষ্টির কথা
আছে, সেখানে ব্রহ্মের প্রকরণ (প্রসঙ্গ) দেখিতে পাওয়া যায়।
“অসমিহিতত্বাৎ” সেই বাক্যের নিকটে যুক্ত পুরুষের উল্লেখ দেখা
যায় না।

প্রত্যক্ষোপদেশাৎ ইতি চেৎ ন আদিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ

(৪।৪।১৮)

শঙ্করভাষ্য : কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, বেদে প্রত্যক্ষ উপদেশ দেখা যায় যে, মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। যথা “আপ্নোতি স্বারাজ্যম্” (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১৬৩২), তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহাব উত্তরে এই শ্রুতি বলা হইয়াছে, “ন” না এই বাক্য মুক্ত পুরুষ সৰ্ব্বদে বলা হয় নাই, “অধিকাবিকমণ্ডলস্হোক্তেঃ”, সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

বামানুজভাষ্য : “স স্বাভ্ ভবতি” প্রভৃতি স্রুতিবাক্যের একপ অর্থ নহে যে, মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। উদ্দেশ্য এই যে, “অধিকাবিক” অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট স্বাভাব্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা—চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তাঁহাদের “মণ্ডল” অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থান, সেই সকল স্থানে যে সকল ভোগের বিষয় থাকে, তাহাই “মণ্ডলস্থ” ভোগ, সেই সকল ভোগের কথাই এখানে, বলা হইয়াছে (“উক্তেঃ”), যিনি স্বাভাব্য হন, তিনি সেই সকল ভোগ প্রাপ্ত হন, জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি প্রাপ্ত হন না।

বিকাবাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিম্ আহ (৪৪ ১৯)

শঙ্করভাষ্য : “বিকাবাবর্ত্তি চ”, ঈশ্বর কেবল বিকাবশীল জগৎরূপে অবস্থান করেন না, তিনি তাহার বাহিবেও (transcendent) অবস্থান করেন। “তথাহি স্থিতিম্ আহ”, ঈশ্বর যে এই দুইরূপে অবস্থান করেন, তাহা বেদ বলিয়াছেন। যথা “পাদোহস্ত বিদ্বা ছুতানি ত্রিপাদ্ অস্ত্র অমৃতং দিবি”, (ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬), অর্থাৎ

জগতেব যাবতীয় প্রাণী তাঁহাব এক অংশ, তাঁহাব তিন অংশ
অমৃতরূপে স্বর্গে অবস্থান কবে।

বামানুজভাষ্য : ‘বিকাব’ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি। তাহাতে তিনি
থাকেন না। তিনি ‘বিকাবাবন্তি’, অর্থাৎ জন্মাদিবিকারহীন ব্রহ্ম;
“তথাহি স্থিতিন্ আহ” মুক্ত-পুরুষ ব্রহ্মেব বিস্তীর্ণরূপে থাকেন,
ইহা বেদ বলিয়াছেন। “যদা হি এব এব এতন্মিন্ অনৃশ্চে . অভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিদ্বতে অথ সঃ অভয়ং গতো ভবতি”, অর্থাৎ যখন মুক্ত-পুরুষ
এই অদৃশ্য ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা পায়, তখন সে অভয়কে প্রাপ্ত হয়।
মুক্ত-পুরুষ বিস্তীর্ণ সহিত ব্রহ্মকে অহুভব কবিয়া বিকাবেব অন্তর্গত
জগৎকে ভোগ কবে।

দর্শয়তঃ চ এবং প্রত্যাক্সহুমানো (৭।২।২০)

শঙ্করভাষ্য : ‘প্রত্যাক্সহুমানো’ অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি, “এবং দর্শয়তঃ
চ” দেখায় যে ব্রহ্ম বিকানের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। যথা, শ্রুতি—
‘ন তত্র সূর্য্যো ঞ্চিতি’ (উপনিষদ্) অর্থাৎ সূর্য্য সেখানে প্রকাশ পায়
না। এবং স্মৃতি : “ন তদ্রাসযেতে সূর্য্যঃ” (গীতা) অর্থাৎ ব্রহ্মকে
সূর্য্য আলোকিত কবে না।

বামানুজভাষ্য : শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা দেখায় যে, জগতেব সৃষ্টি
স্থিতি প্রভৃতি ব্যাগাব সেবল পবমেধবেবই অসাধাবণ গুণ,—মুক্ত-
পুরুষেব এই গুণ নাই।

ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ চ (৪।৪.২৯)

শঙ্করভাষ্য : তাঁহারা সাতাৎ ব্রহ্মেব উপাসনা না কবিয়া তাঁহাব
যোনও বিকাবমুষ্টিব উপাসনা কবেন, তাঁহাদের কেবলমাত্র ভোগই

BHAVAN'S LIBRARY, BOMBAY-7

চতুঃ NB—This book is issued only for one week till 11/2

দ্বিতীয় This book should be returned within a fortnight from
ইহা the date last marked below

তারিখ	Date	Date	Date
অন্ত			
মার্চ			
প্রক			
জুলাই			
—			
গম			
সমা			
যান			
যাই			
জুই			
জু			
ইহ			
সে			
আ			